সুকেশী

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীসুরেনচণ্ডী দত্ত।

কলিকাতা,

অবসর পুস্তকালয়, ৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

১৩২০।

(সর্ব্বসত্ব প্রকাশকের সংরক্ষিত) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

Printed by P. N. Mittra,

at the

ABASAR PRESS.

92, Kaliprosad Dutt's Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

এতৎগ্রন্থের নাম "লুকো-চুরি" রাখিবার হেতু পাঠক গ্রন্থ অধ্যয়নেই অবগত হইতে পারিবেন। অনেকের বিশ্বাস, উপন্যাস লেখাটা কিছু সহজ কার্য্য—কিন্তু তাহা নহে। প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক মিষ্টার বেসান্ট বলেন যে, "একখানা মাঝারি গোছের উপন্যাস লিখিতে হইলেও অন্যের নকল ছাড়িতে হয়, আপনি সব দর্শন করিতে হয়, জীবন্ত সত্য সকল অধ্যয়ন করিতে হয়, সাধারণ ধারণার বাহিরে যাইতে হয় ও মানব-স্বভাবের কোন উচ্চবৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়।"

বাস্তবপক্ষে দর্শন-বিজ্ঞান লেখা হইতেও উপন্যাস লেখা কঠিন কার্য্য। দর্শন-বিজ্ঞান উপদেশ, উপন্যাস শরীরবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম ও স্থূলে যে প্রভেদ, এতদুভয়ে সেই প্রভেদ দেখিতে পাই। যাহাকে বুঝিতেছি, অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না, তাহাই সূক্ষ্ম। আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি নাড়িয়া চাড়িয়া অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থূল। উপন্যাসকে আমরা সেইরূপ স্থূল মনে করি। বস্তুতঃ স্থূল সূক্ষ্মের-পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে পরমাণু অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, তাহারই একমাত্র সমবায় ঘটিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। উপন্যাস দর্শনবিজ্ঞান ও মানবচরিত্রের সেইরূপ পরমাণু-সমবায়। "লুকো-চুরি" উপন্যাসে উপন্যাসত্ব থাকিলেই কৃতার্থ হইব।

অনন্তপুর ১৯শে চৈত্র।
১৩০৯ বঙ্গীয়াব্দ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শুধু মান অভিমান শুধু লুকো-চুরি খেলা
যতক্ষণ দু'জনাতে রহে কাছে কাছে;
তার পর অশ্রুধার তার পর হাহাকার
অনন্ত পিপাসা জ্বালা দু'মুহূর্ত্ত পাছে।

And thou shalt love the lord thy God with
All thy heart and with all thy soul, and
with all thy mind, and with all thy strength,

পাতা মুড়িবেন না

লুকো-চুরি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাঙ্গণের দিকে পশ্চাৎ এবং গৃহের দিকে মুখ করিয়া মেটে ঘরের দাবায় বসিয়া, এক বৃদ্ধা গুন্ গুন্ করিয়া অনুচ্চস্বরে গীত গাহিতেছিল, আর অনন্য মনে কি কাজ করিতেছিল।

পশ্চাদ্দিক্ হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া, একজন তাহার শ্বেত শুভ্র পাকা চুলের অগ্রভাগ ধরিয়া টান দিল।

বৃদ্ধা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাইত— নহিলে আর কে!"

বৃদ্ধার পাকা চুল ধরিয়া যে টানিয়াছিল, সে রমণী। বয়সে নবীনা; -ষোড়শী। নাম তারাবাই। তারাবাইয়ের রূপে বাসন্তী-স্নিগ্ধতা,— বর্ষার পূর্ণস্রোত এখনও আইসে নাই। জীবনের বায়ু মৃদুমন্দ, তুফানের

বিলম্ব আছে। ভাদ্রের কূলপ্লাবনী নদীর মত সে হৃদয়ে এখনও যৌবনের পূর্ণোচ্ছ্বাস পৌঁছে নাই,—নিকুঞ্জহ্লাদিনী ক্ষুদ্র তটিনীর বীচি-বিক্ষেপের মত, যৌবন-তরঙ্গ কেবল সে অঙ্গে ধীরে ধীরে হিল্লোলিত এবং তরঙ্গায়িত। কিশোরীর মত চঞ্চলতা বিদূরিত হইয়াছে, স্বভাবে গাম্ভীর্য্যও প্রবেশ করিয়াছে। দৃষ্টি ক্ষণপ্রভার ন্যায় চকিত চঞ্চলিত নহে; চন্দ্রালোকের মত শীতল, চন্দ্রালোকের মত স্থির। এই দীর্ঘ, নিবিড় কাম-শরাসন তুল্য ভ্রূযুগলের তলে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় ইহার প্রকৃতিতে স্থিরতার সহিত দৃঢ়তা এবং দৃঢ়তার সহিত আমোদপ্রিয়তা মিশ্রিত আছে।

তারাবাই মৃদু হাসিয়া, বীণাবিনিন্দিতস্বরে, কুন্দকুটমল দন্তপঙ্‌ক্তিতে বিম্বাধর ঈষৎ চাপিয়া বলিল, "কি গান হইতেছিল? ঠাকুরদাদার বিরহ-সংগীত বুঝি?"

বয়সের দোষে বৃদ্ধা কর্ণে কম শুনিত। সে শুনিল, ঠাকুর ঘরে বিড়ালে কি খাইয়া ফেলিতেছে। ব্যস্ততার সহিত বলিল, "তাড়িয়ে দিয়ে আয়না দিদি।"

তারাবাই হাসিয়া উঠিল। হাসি কিছু উচ্চ, কিছু অধিক। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাকে তাড়াইয়া দিব?"

বৃদ্ধা অপ্রতিভ হইল। তারাবাই যাহা বলিয়াছে সে যে তাহা শুনিতে পায় নাই, তাহা বুঝিতে পারিল, এবং সেই জন্যই যে তারাবাই হাসিয়াছে, তাহাও বুঝিল। আরও বুঝিল, তারা এবার যাহা বলিয়াছে, সে তাহা উত্তম রূপে শুনিতে পাইয়াছে। তাহাতেই সে একটু গম্ভীর মুখে বলিল, "বিড়ালে না; কাকে খাইয়া ফেলিতেছে? তা আর হাসি কেন? আমিত আর কালা নই,—তুই যে ছোট ছোট করিয়া কথা কহিস, তা শোনাই দায়।"

তা। বিড়ালেও না, কাকেও না; কাহাকে তাড়াইতেও হইবে না।

বৃদ্ধা এবার শুনিতে পাইল। বলিল, "তবে কি?"

তা। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, গান গাইতেছিলে কি, ঠাকুরদাদার বিরহ-গাথা?

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "ঠাকুরদের ঘর কিসে গাঁথা? ওমা সে খবরে তোর দরকার কি? আমাদের ঘর আবার কিসে গাঁথা?—এই জল আর মাটী।"

তা। ঠাকুরদাদার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

র। তা, কর কর। তবে এখন সে সময় নহে। এখন আমার হাতে অনেক কাজ আছে। ঠাকুর দেবতার কথা বলিবার কি এই সময়? সে অনেক কথা। অযোধ্যায় দশরথ রাজা ছিলেন, তাঁর অনেক রাণী। তার মধ্যে কৌশল্যে, কেকয়ী আর সুমিত্রে পাটরাণী ছিলেন। সব চেয়ে কেকয়ী সুয়োরাণী। তাঁদের তিন জনেরি ছেলেপিলে হয় না,—অত রাজ-ঐশ্বর্য্য খাবে কে, রাজা ভেবে ভেবে কালি হ'য়ে উঠে, শেষে বন হতে এক ঋষিপুত্র ধ'রে এনে তিনরাণীকেই———

তা। রক্ষা কর। তোমার রামায়ণ শুনিতে চাহি না। তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জের দেবতা ঠাকুরদাদার কথা শুনিতে চাহিতেছিলাম।—

র। ওঃ! বুঝিয়াছি; এখন যে বয়স, তাতে কুঞ্জবনের গোপী-দের বস্ত্রহরণের কথাই ভাল লাগিবে বৈ কি। গোকুলে——

তা। তোমার বস্ত্রহরণও এখন থাক্, ঠাকুরদাদার কথাও থাক্। আমি দীঘির পাড়ে বেড়াইতে যাইতেছিলাম, তাই যাই।

বৃদ্ধা ভারি রাগ করিল; মনে মনে তাহার বড় অভিমান জন্মিল। এত লোকে তাহার নিকটে ঠাকুর দেবতার কথা শুনিয়া থাকে, আর তারা কি না বলিল, তুমি ভাল জাননা—থাক্ থাক্ আর বলিতে হইবে

না। সে বলিল, "যারা পড়ো পণ্ডিত, তারা আমার কাছে ঠাকুর দেবতার কথা শুনে যায়, তুই কি না বল্লি আমি জানি না।"

বৃদ্ধার একটি বিধবা কন্যা আছে। তাহার বয়স চল্লিশের উপরে,—সে একজনের বাড়ীতে ভাত রাঁধে। তাহার একটি পুত্র—নাম দীপচাঁদ, বয়স পঁচিসের কাছাকাছি।

দীপচাঁদ, সাংসারিক কাজকর্ম্মে বড় মনঃসংযোগ করে না। বুদ্ধিও কিছু মোটা রকমের। জিহ্বাও কিছু অসাড়—সমস্ত শব্দ বা অক্ষরগুলি তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না, সেজন্য একটু তোৎলাও আছে। বৃদ্ধা এই কন্যা ও দৌহিত্র লইয়া মরজগতে সংসার পাতাইয়া জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিতেছিল।

বৃদ্ধা ও তারা প্রাগুক্তপ্রকারে কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময় তথায় দীপচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। দীপচাঁদের চেহারাটা তত প্রীতিপ্রদ ছিল না। সে অত্যন্ত খর্ব্বকায়, মুখখানা গোল, শ্মশ্রুগুম্ফ-বিরহিত। মস্তকটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার গায়ে যথেষ্ট শক্তি ছিল।

তারাকে দেখিলে দীপচাঁদ বড় পুলকিত হইত,—তারার কথা কওয়া শুনিলে বড় সুখী হইত। তারার প্রীতিসম্পাদনার্থ বড় বড় গাছে উঠিয়া সু-উচ্চ শাখা প্রশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিত। তারা তাহাকে জলে ডুবিতে বলিলে, তাহার তাহাতে আপত্তি ছিলনা। কেন যে, তাহার এভাব, তাহা বুঝা যাইত না। বুঝি, যে শক্তির প্রভাবে বালক চন্দ্রের পানে চাহিয়া সুখানুভব করে, সেই শক্তির প্রভাবেই দীপচাঁদ, তারার দিকে চাহিলে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।

দীপচাঁদ আসিয়া শুনিল, তারা তাহার মাতামহীকে কিছুতেই একটা কথা বুঝাইয়া দিতে পারিতেছে না। তখন সে তাহার মধ্যবর্ত্তী

হইয়া কথাটা বুঝাইয়া দিতে গেল। চোখ মুখ টানিয়া অধিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ডি—ডি—ডিডিমা; টাড়া টোমাড় বড়ের কথা শুধুচ্চে।"

বুড়ী, দীপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "হাঁ?"

দীপচাঁদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তারার সম্মুখে অতি কষ্টে সে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, বুড়ী এক "হাঁ" করিয়া তাহার সমস্ত গুলি শূন্যে বিলীন করিয়া দিল। দীপচাঁদ আবার সে গুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠদেশস্থ শিরাসমুদয়ের স্ফীতি, ঘন ওষ্ঠকম্পন এবং চক্ষুর প্রসারণ ও আকুঞ্চন দেখিয়া, তারা তাহা বুঝিতে পারিল। দীপচাঁদকে সে উদ্যমে নিরস্ত করিবার জন্য বলিল "দীপচাঁদ! তোমার দিদিমাকে আর ওকথা বলিয়া কাজ নাই।"

দীপচাঁদ অধিকতর হাঁ করিয়া ঠোঁট মুখ নাড়িয়া বলিল, "ডিডিমা বড় বোকা। ওর সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ দীপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এক্ষণে বলিল, "দীপচাঁদ আমার কথা কহে, ঠোঁটের বাহির হয় না। যেন মেয়ে মানুষের গলা। তবে বড় মিষ্টি কথা।"

তারা বলিল, "দীপচাঁদ, আ'জ ফুল আন নাই কেন? তুমি অত চন্দ্রমল্লিকা কোথায় পাও?"

দীপচাঁদ হাঁ করিয়া বলিল, "টগর—টগরমলিকে? হসন্‌সাহেবের বাগানে খুব ফোটে।"

তা। আ'জ আন নাই কেন? সে ফুল আমি বড় ভালবাসি।

দী। টাড় ভাই ম—ম—মড়েছে। সে বাড়ীটে বড় গোলযোগ।

তা। কার ভাই? সেনাপতি হসন্‌সাহেবের? কি হইয়াছিল?

দী। কেটে ফেলেছে।

তা। কে কেটেছে?

দী। উডয়—টোমাড় উডয়।

দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে, তারার মুখখানা তদ্রূপ ঘামিয়া উঠিল ; ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “উদয় সিংহ ?”

দী। হাঁ—গো ; টোমাড় উ—ডয় সিন্—হ।

কচি কলার পাতে আগুনের সেক দিলে তাহা যেমন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া উঠে, তারার মুখখানা তদ্রূপ বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল ; সেনাপতির ভ্রাতাকে যখন হত্যা করিয়াছেন, তখন উদয়সিংহের অদৃষ্টের ফলাফল বুঝিতে আর বাকী রহিল না। দীপচাঁদ কখনই মিথ্যা কথা বলে না ; তবে তাহার নিকটে সকল কথা—আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় ও সম্ভাবনা অতি অল্প। সে আ—আ—করিয়া প্রাণপণে যাহা কিছু বলিবে তাহাতে এতদবস্থায় কুলায় না। তারা আর দাঁড়াইল না, কম্পিতহৃদয়ে দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা দীপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তারা চলিয়া গেল কেন ?”

দীপচাঁদ গলা ফুলাইয়া বলিল, “বো—বো—বোঢ হয়, উডয়ের কঠা শুনটে।”

বৃদ্ধা বলিল, “তা বেশ্ বেশ্। দুপুর বেলা একটু শোবেনা।”

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মার আলয় হইতে তারা একেবারে বাড়ী যাইয়া পঁহুছিল। নিজ কক্ষে গমন করিয়া, বিশি, বিশি, বলিয়া ডাক দিল।

স্থূলকলেবরা, মৃদুমন্দহাস্যরসস্ফীতাধরা, মধ্যপ্রদেশ-দোদুল্যমানা, কটাক্ষনিক্ষেপকারিণী, সালঙ্কারা, চঞ্চলগামিনী, এক প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া, তারার নিকটে দণ্ডায়মানা হইল।

ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া গলা ঝাড়িয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে তারা বলিল, "বিশি, একটা কথা শুনিয়াছিস্?"

বিশি ওরফে বিশ্বাসী, তারাদের দাসী এবং তারার কিঞ্চিৎ প্রিয়তমা। সে তাহার স্ফীতাধরে সাদা হাসির কিরণ একটু বিকীর্ণ করিয়া বলিল, "আজ আবার কথা শুনিনি! আজ সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, বলিতে পারিনা। সকালে কর্ত্তা মা বেশ দশকথা শুনাইয়া দিলেন; তারপরে বামুন ঠাকুর হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে গুটিকয়েক কথা শুনাইলেন।—কথা আজি একটা কেন দিদি ঠাকুরুণ—অনেক শুনিয়াছি।"

তা। বেশ করিয়াছিস্, এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দে।

বি। কি বল না, দিদি ঠাকুরুণ?

তা। হসন্‌সাহেবের ভাইকে নাকি কে কেটে ফেলেছে?

বি। হঁ।—শুনিয়াছি। উদয়সিংহ নাকি কেটেছেন।

তা। ওমা; সে কি! কেন তিনি তাহাকে কাটিলেন?

বি। আমি তত শুনি নাই। আমি ঘরের কাজ করিব, না,—

তাই শুনিব ! আমাদের কি তেমনি কপাল গো, দিদি ঠাকুরুণ ! যে ঐ সকল আমোদের কথা শুনিয়া বেড়াইব !

তা। বিশি ! ইহা কি আমোদের কথা ? একটা মানুষ অপঘাতে মরিল !

বি। যার মরিল তারই মরিল—কাঁদুক তার আত্মীয়স্বজন, আমাদের আমোদ নয়ত কি ? কেমন রক্তগঙ্গা হ'য়েছে।

তা। যে কাটিয়াছে, তাহার উপায় ?

বি। সে হয় শূলে চড়িবে, আর না হয় ফাঁসিতে ঝুলিবে।

তা। তবে দেখ দেখি, দুইটা দুইটা প্রাণ অকারণে, অকালে নষ্ট হইল।

বি। তা হ'ল বটে,—কিন্তু তোমারি বা কি,আর আমারি বা কি ?

বিশ্বাসী দেখিল না, তারা তাহার কৃষ্ণতড়াগতরঙ্গক্ষুব্ধ কেশরাশির মধ্যে মৃদু মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে, আর বর্ষাবারিপ্রপূরিত পদ্মের ন্যায় তাহার নয়ন-পদ্ম দুইটি অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বান্ধুলীকুসুমোপম অধর দুইখানি মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া মন্দ মন্দ স্বেদবারি বিনির্গত হইতেছে। বিশ্বাসী বুঝিল না—তারা তাহার হৃদয়ের মধ্যে বাত্যাবর্ত্তনে নদীতরঙ্গবৎ কেমন উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত ও প্রকম্পিত ভাবের অনুভব করিয়া আকুল হইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণপরে তারা বলিল, "এক কাজ করিতে পারিস্ বিশি ?"

বি। আমি কি কাজ করিতে না পারি ? বল।

তা। তুই এখনি একবার উদয়সিংহের বাড়ী যা ; বিশেষ করিয়া ঘটনাটা কি জানিয়া আয়।

বি। আচ্ছা যাচ্ছি।

তা। আর যাইবার সময়ে লক্ষ্মীবাইদের বাড়ী দিয়া যাস্, তাহাকে এখনি আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া যাবি।

“তাই যাব।” এই কথা বলিয়া মন্থর-গমনে অলঙ্কার-ঝঙ্কারে জনসাধারণকে স্বকীয় অলঙ্কারের অস্তিত্ব-গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে বিশ্বাসী চলিয়া গেল।

বিশ্বাসী চলিয়া গেল ; তারা উদাসনেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিল। তাহার চাহনির কোন অর্থ ছিল না, কোন আকাঙ্ক্ষা ছিলনা। উপরে—অনন্তনীলাম্বরতলে ভাস্বর ভাস্কর-তেজ ; ঈষৎ পশ্চিমাকাশে হেলায়মান রবি। একটি পক্ষীও সে শূন্য প্রদেশে উড়িয়া যাইতে ছিলনা ; সকলেই শ্যাম-সবুজ নবপত্রদল-কুঞ্জকুটীরে বসিয়া মধ্যাহ্নরৌদ্রযন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিতেছিল। কেবল একটা চাতক ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া নিতান্ত করুণকণ্ঠে প্রকৃতির দরবারে এক ফোটা “ফটিক জলের” প্রার্থনা জানাইতেছিল।

তারা তাহার কিছুই দেখিতেছিল না—সে ভাবিতেছিল, উদয়সিংহ যদি হসন্‌সাহেবের ভাইকে কাটিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কি গতি হইবে! হসন্‌সাহেবের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। তিনি সম্রাটের প্রধান সেনাপতি। তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া কাহার নিস্তার আছে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণও যদি উদয়ের সহায় হয়েন, তথাপি এ অপরাধে নিস্তার নাই। ইহার দণ্ড কি হইবে? তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সঞ্চিত চক্ষুর্জ্জল নয়ন হইতে গড়াইয়া গণ্ডস্থলে পড়িল।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তারা! তুমি কাঁদ্‌চ?”

প্রথমে তারা সে কথা শুনিতেই পাইল না। যুবতী পুনরপি ডাকিল। তারা এবার শুনিতে পাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

তাড়াতাড়ি প্রবল প্রবহমাণ চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া বলিল, "লক্ষ্মি !—শুনিয়াছ ?"

লক্ষ্মী বিষাদ-কণ্ঠে বলিল, "শুন্‌ছি তো। তবে এখনও সঠিক সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই। শীঘ্র পাব এখন। দাদা দরবারে গিয়াছেন।"

তা। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আমার গতি কি হবে ?

ল। ভয় কি, ভগবান্ আছেন।

তা। যদি হসন্‌সাহেবের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া থাকেন, তবে ভগবান্ সুদর্শনচক্র লইয়া নিজে আসিলেও রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ।

ল। দেখ, কথাটাই সত্য কি না।

তা। মন্দ কথা যাহা রাষ্ট্র হয়, তাহা প্রায় মিথ্যা হয় না।

ল। যদি তাহাই সত্য হয়, আর উদয়ের যদি অমঙ্গলই ঘটে, তবে আর তুমি কি করিবে ? বিবাহ ত এখনও হয়নি।

তা। বিবাহ হয় নাই, তার আশাও নাই।

ল। কেন ?

তা। সে কথা বলিবার এখন আর প্রয়োজন নাই। যদি উদয় প্রাণে বাঁচে,—যদি সেই দিনই হয়, তখন শুনিও।

ল। তবে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছ কেন ?

তা। তোমার মুখে এমন কথা শুনিব বলিয়া আশা করি নাই। ভগিনি! কুমুদিনীর নধর অধরে অধরসুধা-ধারা ঢালিয়া দিয়া শশধর অস্তগত হইলে পিপাসিনী চকোরী কি করিয়া থাকে ?—সে তখন হতাশপ্রাণে আকাশপানে কেবলি চাহিয়া কাঁদে।

ল। কিন্তু যত দিন চাঁদ-চকোরীর সম্বন্ধ সংস্থাপিত না হয়, তত দিন ?

তা। সাগরের মধুর প্রণয়োদ্দেশে তরঙ্গিনী যখন ছুটিতে থাকে,

তখন যদি কেহ তাহার গতিতে বাধা দেয়—বাঁধ বাঁধে, তবে নদী কি করে? ফুলিয়া ফুলিয়া হয় বাঁধ ভাঙ্গিয়া সাগরসঙ্গমে ছুটিয়া যায়—আর না হয় উপলখণ্ডে আছাড় খাইয়া খাইয়া মরিয়া শুকাইয়া যায়।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে মন্থর গমনে এই সময় তথায় বিশ্বাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসি তাহার একচেটিয়া। তাহার সুখেও হাসি, দুঃখেও হাসি, রহস্যেও হাসি, তাড়নাতেও হাসি। তাহার সেই পুরু পুরু লোহিতকৃষ্ণবিমিশ্রণ ফলান রঙ্গের ঠোঁট দুই-খানিতে একটুকু মৃদু হাসি লাগানই থাকিত। এজন্য কেহ তাহাকে ধমক দিলে, সে বলিত, স্বর্গের নন্দনকাননে যেমন চির বসন্ত বিরাজিত, আমার অধরে তেমনি হাসির রেখা চির অঙ্কিত—চির বসন্ত-সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য নন্দনবাগানের লোভে স্বর্গে যেমন অসুরের দৌরাত্ম্য, আর আমার পোড়া হাসির সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য এই দুই খানা ঠোঁটের লোভে দেহের উপর তেমনি বদলোকের দৌরাত্ম্য; কিন্তু আমরা সঠিক সংবাদ রাখি, যত বদলোকে বলিত, বিশীর ঠোঁট দুখানা দুই বিশ্রী, মোচড়ান ভাব।

তারা তাড়াতাড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশি, কি খবর?"

বি। খবর আর কি, উদয়সিংহ হাজতে বন্দী আছেন।

তারার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। গলা ঝাড়িয়া বলিল—"তবে সত্য কথা!"

বি। সত্য নয়ত কি মিথ্যা। কাল রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

তা। কেন তাহাকে কাটিয়াছিল, তা শুনিয়াছিস্?

বি। যখন একটা বিষয় জানিতে গেলাম, তখন তার আগা গোড়া না শুনে কি আর ফিরে আসি।

তা। কেন কাটিলে?

বি। কেন ক্যাটিলো, তা কি আর না জানিয়া আসি। জানিতে যখন গেলাম, তখন কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসাত চাই। তুমি কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিবে তার কি ঠিক আছে।

তা। আ মরণ! এখন তোর আত্মগৌরব রাখ্। আমি যা বলি তাহার উত্তর কর্।

বি। তুমি যা জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যদি সে সব বিষয় না জানি, তবে কেমন করিয়া উত্তর করিব। আমরা গরীব দুঃখী, তোমাদের বাড়ী চাকুরী করিতে আসিয়াছি বলিয়াই কি আমাদের কোন রকম দোষ ঘাট মাপ করিতে হয় না?

তা। কি বালাই! বলি, উদয়সিংহ হসন্‌সাহেবের ভাইকে কেন কেটেছে, তার কি কিছু শুনিয়াছিস্?

বি। লোকে যা বলিতেছে, আমি তাই শুনিয়া আসিলাম, বিশ্বাস করিতে হয় কর, না হয় না কর।

তা। কি শুনিয়া আসিলি, তাই বল্।

বি। হসনসাহেবের ভাই এক গরীবের মেয়েকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য দশজন লাঠিয়াল পাঠায়—ওপাড়ার বিশ্বনাথ তাই জানিতে পারিয়া, তাহার লোকজন সঙ্গে লইয়া আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাদিগকে মেরে ধরে তাড়াইয়া দেয়, তখন হসন্‌সাহেবের ভাই অনেক লোক নিয়ে এসে বিশ্বনাথের বাড়ী আক্রমণ করে। বিশ্বনাথ তখন নিরুপায়—সে ছেলেমানুষ, আজ পাঁচ বৎসর তার বাপ নিরুদ্দেশ —কি করে, উদয়সিংহের শরণাগত হয়। উদয়সিংহ তখন বড় বিপদে পড়িলেন, লোকজন হাতে নাই—মাত্র পাঁচজন লোক নিয়ে সেই লোকসাগরের মধ্যে পড়িলেন। তাঁর মত বীর এদেশে আর কে আছে,— আর তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাও খুব ভাল। তিনি একাই সকলকে পরাস্ত

করেন, কিন্তু হসন্‌সাহেবের ভাই তাঁর সম্মুখে এসে যুদ্ধ করিতে লাগিল, —উদয়সিংহের সে বীরদাপের নিকট সে কতক্ষণ টিকিতে পারিবে— তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

নবদূর্ব্বাদলোপরি পতিত শিশির বিন্দুতে প্রভাত সূর্য্যের কিরণ পড়িলে তাহা যেমন উজ্জ্বল হয়, কথা শুনিতে শুনিতে তারার নয়নাশ্রু-বিন্দুতে তদ্রূপ উৎসাহ রবির আনন্দকিরণ নিপতিত হইয়া উজ্জ্বলতা ধারণ করিল। গম্ভীর অথচ করুণ, উৎসাহব্যঞ্জক অথচ হতাশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর ?"

বি। তারপর উদয়সিংহ বাড়ী ফিরে আসিলেন, তাঁহার গা দিয়া একটা কাঁটার আঁচড়ও যায় নাই—মাথার 'এক গাছি কেশও ছিঁড়ে নাই। সকলে তাঁকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তা। তারপর ?

বি। ভোর না হতে হতেই সম্রাটের অগণিত শান্তিরক্ষকসৈন্য আসিয়া উদয়সিংহের বাড়ী ঘিরিয়া পড়িল। যতক্ষণ শক্তি, ততক্ষণ উদয়সিংহ লড়িয়া দেখিলেন, শেষে বন্দী হইয়া হাজতে গেলেন।

তা। বিচারের দিন কবে জানিস্ ?

বি। আমি কি আর দরবারে গিয়াছিলাম, তাই জানিব। তবে উদয়সিংহের বাড়ীতে শুনিলাম,—আজি রাত্রির দরবারেই তাঁহার বিচার হইবে।

তা। তবে তুই এখন যা।

বি। কোথায় ?

তা। বাড়ীর মধ্যে আপন কাজ করিতে।

বিশী চলিয়া গেল। তারা করুণকণ্ঠে লক্ষ্মীকে বলিল, "ভগিনি ! সব শুনিলে ত ?"

ল। তা ত শুনিলাম। পরিণাম যা—তাও বুঝিতেছি। কিন্তু তোমার পরিণাম ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি।

তা। তোমার দাদা দরবারে যাহা শুনিয়া আসেন, সংবাদ আমাকে দিও।

"আচ্ছা, তবে এখন যাই! কাল সকালেই আবার আসিব!" লক্ষ্মী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই চলিয়া গেলে, তারা ভাবিল, উহাকে বলিয়া দিলাম দরবারে উদয়সিংহের প্রতি যে আদেশ হয়, তাহা আমাকে সংবাদ দিয়া যায়। লক্ষ্মী অবশ্যই এই রাত্রেই আমাকে সংবাদ পাঠাইবে। আবার ভাবিল যদি ভুলিয়া যায়, অথবা কা'ল সকালে বলিব বলিয়া যদি নিশ্চিন্ত থাকে। সে ত জানেনা, এ হতভাগিনীর প্রাণ উদয়সিংহের জন্য কতদূর আকুলিত। আবার ভাবিল, বিচারে উদয়সিংহের উপর যে আদেশ হইবে, তাহা শুনিয়া আমি কি করিব? যাহা আদেশ হইবে, তাহা বালকেও বুঝিতে পারিতেছে। তারার প্রাণ হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। মর্ম্মোচ্ছ্বাসের নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, হা, উদয়! এই অনর্থ ঘটাইবার সময় একবার তোমার এ হতভাগিনী তারার কথা কি মনে হয় নাই? সে যে তোমার ভাল মন্দ হইলে বাঁচিবে না, তাহা কি তোমার মনে পড়ে নাই। প্রাণের উদয়;—কেন এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে বিলিপ্ত হইলে? তোমার অদ্বিতীয় বীরত্ব-রবি কি পূর্ব্বাহ্নেই অস্তমিত হইবে? তোমার নিরুপম

লাবণ্য-জ্যোৎস্না কি শুক্লা দ্বিতীয়াতেই নিবিয়া যাইবে? সঙ্গীতের বীণা কি আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসেই নীরব হইবে? তারার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তারা স্থির করিল, দীপ-চাঁদের নিকট যাই, তাহাকে দরবারে পাঠাইয়া দিয়া আসি। যাহা আদেশ হইবে, সে আমাকে তাহা নিশ্চয়ই শুনাইয়া যাইবে। তাহাই স্থির হইল। তারা চক্ষু মুছিয়া, চোকে মুখে স্বাভাবিকতার ভাব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া, বাটীর বাহির হইল। তাহাদিগের বাটীর অতি সন্নিকটে দীপচাঁদের বাড়ী। সে তদভিমুখে ধীর-মন্থর গমনে চলিয়া গেল।

তারাবাই রাজপুত-বালা,—তাঁহার পিতার নাম সত্যরাম; ইহারা রাঠোর-কুলসম্ভূত। গোলকুণ্ডে বহুল রাজপুত জাতির বসতি ছিল, বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে অনেক রাজপুতই এখানে বসতি করিতেন।

তারাবাইয়ের পিতা সত্যরাম একজন খ্যাতনামা ধনী। অনেকগুলি খনির ইনি ইজারাদার।

তারাবাই যখন দীপচাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন বেলা আর বড় অধিক নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ডুবু ডুবু। দীপচাঁদ গৃহ-দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছিল, দিদিমা তখন পাড়ার মধ্যে গমন করিয়াছিলেন।

তারাবাইকে আসিতে দেখিয়া দীপচাঁদের মুখে হাসি ফুটিল, প্রাণের ভিতর আনন্দ-জ্যোৎস্নার উদয় হইল। সে গান বন্ধ করিয়া দিয়া, তারার উপবেশনার্থ একখানা কাষ্ঠাসন টানিয়া আনিয়া আপনার বসিবার স্থানের অতি সন্নিকটে পাতিয়া দিয়া বলিল,—"টা—টা—টাড়া; এস, বোস।"

তারা জানিত, এত দুঃখও—এই সঙ্কটসময়েও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুটা কথা না কহিলে, তাহার একটা গান—অন্ততঃ গানের কিয়দংশ শুনিয়া বাহবা না দিলে, সে কোন কথা শুনিবে না। কাজেই তারা বলিল, "দীপচাঁদ! এ গান কি তুমি নূতন শিখিয়াছ? বড় সুন্দর গানটিত। আবার গাও—আমি শুনি।" এই কথা বলিয়া তারা দীপচাঁদ-দত্ত আসন অনেকখানি দূরে সরাইয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

আসন টানিয়া লইয়া অতদূরে গিয়া উপবেশন করায় দীপচাঁদ তারার উপরে বড় রাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু যখন তারা তাহার গানের প্রশংসা করিয়া আবার তাহা শুনিতে চাহিল, তখন তারার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, প্রসন্ন মনে গান ধরিল। দীপচাঁদের কণ্ঠস্বর উত্তম ছিল,—তালজ্ঞানও তাহার মন্দ ছিল না; কথা কহিবার দোষে তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইত। সে গাহিতে আরম্ভ করিল,—

"টা—টা—টাড় মা টাড়িনী টাড়া
ডিন ডুখ হাড়িনী;
ডিননাঠ-স্রুট-ভয়ে
কাপিছে পড়াণী।"

তা। দীপচাঁদ, তোমার গান খুব ভাল। এক কাজ করিতে পার?

দী। পাড়ি, কি, বল না।

তা। তুমি দরবারে যেতে পার?

দী। টা—টা—টাট পিড়াই যাই।

তা। আজ যাও—আজ উদয়সিংহের বিচার হবে! তার উপর সম্রাট্ কি হুকুম দেন, শুনে এস। আসিবার সময় আজিই আমাকে বলিয়া আসিবে।

দী। টা—টা—যাব এখন।

তা। মনে থাকিবে ?

দী। টো—টো—টোমার কঠা আড় আমাড় মনে ঠাকিবে না! ভড়বাড় আড়ম্ভ হোটেই আমি গিয়ে পৌছাব।

"এখন আমি তবে যাই।" এই কথা বলিয়া তারা চলিয়া যাইতে-ছিল, এমন সময় দীপচাঁদের মাতামহী বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া বলিলেন, "কি লা যাচ্চিস্ যে ?"

তা। এই তোমার দেখা না পাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম।

কাণের দোষে এবং দূরতা প্রযুক্ত তারার কথা বৃদ্ধা কিছুই শুনিতে পাইল না। সে দেখিল, তারা কেবল ঠোট নাড়িয়াই নিস্তব্ধ হইল। বুড়ী ভাবিল তারা অধর-সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, তার একটু বিশেষ কাজ আছে। বলিল, "তা যাও, সন্ধ্যাও হ'য়ে এল।"

তা। তা আমি যাচ্চি, তোমার এই বয়সদোষ,—দিদি মা, পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান কি ভাল ?

বৃ। পাড়ার কোন্ পোড়ারমুখী সে কথা বলে লো যে, তারার বর্ণ কালো ? অমন চাপাফুলের মত রং নাকি কালো।

তা। না না—সে কথা কেহ বলে না—সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার হাতে ও কি ?

বৃ। আমার বোনঝি-জামাই ? সে ত অনেক দিন মারা গিয়াছে—আহা! এমন কি আর হবে!

দীপচাদ দিদিমায়ের এই অসঙ্গত প্রলাপোক্তি শুনিয়া অসম্ভাবিত রাগিয়া কি একটা কথা বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিতে যাইতেছিল, অতি-ক্রোধে একান্ত ভীত ও কম্পিত হইয়া সে কথাটা কণ্ঠদেশ হইতে আর

জিহ্বাগ্রে আসিল না—টোঁ—টো—টো করিতেই দীপচাঁদের চক্ষুকর্ণ দিয়া বহ্নিশিখা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

তারার আর ভাল লাগিল না। তাহার প্রাণের ভিতর একখানা কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে দীপচাঁদকে দরবারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ সাজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর; তখন গোলকুণ্ডা স্বাধীন রাজার অধীনে স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যের রাজাও জাতিতে মুসলমান ছিলেন,—তাঁহার নাম সাহকুতুব।

কুতুব বয়সে নবীন—তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রবল প্রতাপ। স্বভাব উদ্ধত এবং প্রজাপালন ও বিচারকার্য্য কর্ম্মচারিগণের বিবেচনা ও মতামতের উপর নির্ভর বলিয়া সর্ব্বদা ন্যায়ানুমোদিত নহে। শাসনশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল—রামের দোষে শ্যামের ফাঁসি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বলাইয়ের ধনের উত্তরাধিকারী তৎপুত্র না হইয়া অনেক স্থলে কানাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হইয়া থাকে।

মুসলমান রাজন্যবৃন্দের অধিকাংশই যে দোষে দোষী ছিলেন, কুতব-সাহও তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত ছিলেন না। কর্ম্মচারিগণের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিলাস-তরঙ্গের প্রবলস্রোতে দেহ ভাসাইয়া, সুন্দরী বেগমগণের অপ্সরারূপের জলন্ত জ্যোতি এবং অভিমানের

অশ্রুসুধা লইয়া স্বপ্নহীন নিদ্রায় যেমন অনেকেই কাল কাটাইতেন, কুতুবও তাহার অন্যথা করেন নাই।

মুসলমান রাজবৃন্দ যেমন কুসুমোদ্যানের মত অন্দর মহলে শত শত যুবতী কামিনী প্রস্ফুটিত রাখিতেন, কুতুবও তাহাতে বিরত ছিলেন না। মধুকর-নিকর-ঝঙ্কারে যথারীতি সে ফুল্ল ফুলের পাল শিহরিতেও ক্ষান্ত থাকিত না।

মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে যাঁহার শিরে যত দোষ, যত অত্যাচার কাহিনী, যত মিথ্যাবাদিতার বোঝাই আরোপিত করা হউক, মূল কারণ তাঁহাদের বিলাসিতা। তাঁহারা নিজে কিছুই দেখিতেন না, কয়েক দণ্ড মাত্র সচিব ও আমীর ওমরাহগণের ক্রীড়নক স্বরূপে সিংহাসনে উপবেশন ও বিচারকার্য্যে তাহাদের মতে মত ও সহি দিয়া বিলাস-তরঙ্গের প্রবল স্রোতে বেগমগণের রাঙ্গা চরণের তলে দেহভার ঢালিয়া দিতেন।

কর্ম্মচারিবর্গ কেহ স্বার্থের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহ ইন্দ্রিয়-পরিতোষের জন্য, কেহ অনুগতের খাতিরে, কেহ স্বজনের পিরীতে প্রজা-গণের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদের বুকের রক্ত ধনরত্ন কাড়িয়া লইত, মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিত—আর সুন্দরী যুবতী কন্যা ভগিনী বা স্ত্রী লইয়া বসতি করা বিভ্রাটে পরিগণিত হইত। সম্রাট্‌গণ ইহাতে অনির্লিপ্ত—কিন্তু রাজ্য তাঁহার, তাঁহারই নামে কর্ম্মচারিগণ কর্ম্ম সমাধা করিত। আবেদন করিয়া বিচার পাইত না—সুতরাং রাজানুমোদিত বলিয়াই সকলের ধারণা হইত। যত অভিসম্পাত সমস্তই রাজশিরে সমর্পিত হইত। কুতুবসাহও প্রজাগণের অভিসম্পাত লাভে বঞ্চিত ছিলেন না।

গোলকুণ্ডা অতি সমৃদ্ধিশালী—বহু রত্ন-খনির আধার। বিদেশীয়

বণিক্‌গণ সেই সকল রত্নখনি ইজারা লইয়া হীরা, মণি, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি আহরণ করিয়া লইতেন এবং সম্রাটেরও তদ্ধেতু বহুল আয় হইত। যে দেশে ধনরত্নের যত প্রাচুর্য্য, সে দেশে দস্যু-তস্করেরও তত প্রাদুর্ভাব। গোলকুণ্ডার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল, দস্যু-তস্করের জ্বালায় দেশ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল যে, ধনিগণের উপরেই অত্যাচার করিয়াই দস্যুগণ নিরস্ত থাকিত, তাহা নহে—দরিদ্রের কপর্দ্দক কাড়িয়া লইতেও তাহারা বিস্মৃত হইত না। কোন কোন খ্যাতাপন্ন দস্যুদলের সহিত রাজকীয় কর্ম্মচারী দুই একজনেরও গোপন সদ্ভাব ছিল—এবং দস্যুগণের লুণ্ঠিত ও অপহৃত রত্নসম্ভারাংশে অতি গোপনে তাঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হইত। খনির ইজারাদারগণকে দস্যু-ভয় নিবারণার্থ সম্রাটের অনুমতি লইয়া কিছু কিছু সৈন্য রাখিতে হইত, নতুবা খনি হইতে উত্তোলিত ও সংগৃহীত রত্ন রক্ষা করা দায় হইত।

রাত্রি চারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমখাস দরবার-গৃহে দরবার বসিয়াছে। রজতাধারে সারি সারি আলোকমালা প্রজ্বলিত,—রজনীতে দিবসের ভ্রম। চারিদিকে মূল্যবান্ মখমলে আচ্ছাদিত কাষ্ঠাসনে কর্ম্মচারিবৃন্দ ও আমীর ওমরাহগণ উপবিষ্ট, মধ্যস্থলে মণি-মাণিক্যমুক্তা-খচিত রত্নসিংহাসনে সম্রাট্ কুতুবসাহ। দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন সুন্দর বালক সুমসৃণ সুগন্ধসেবিত চামর দুলাইয়া ব্যজন করিতেছে। বীরসাজে সজ্জীভূত হইয়া চল্লিশজন দেহরক্ষক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সশস্ত্রে বিরাজমান। অগণ্য প্রহরী—অগণ্য দর্শক, সম্মুখে—আশে পাশে চারিদিকে বিরাজিত। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ, সর্ব্বত্র গম্ভীরতা।

এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি যুবককে লইয়া কয়েকজন প্রহরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দী যুবক উদয়সিংহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে যতদূর সম্ভব কুর্ণিস আদি করিয়া আসামীর কাঠ-

রায় উদয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল, একজন রাজকীয় শান্তিরক্ষক দাঁড়াইয়া সম্রাট্কে অভিযোগের মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনানন্তর স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন।

তখন একজন মুসলমান যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য বর্ণনার উপযুক্ত; সুটানা চক্ষু, সমুন্নত নাসিকা, সুদীর্ঘ ললাট—সমস্তই সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। দেহ খুব বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। মুখে রেশমের মত নাতি-বিরল নাতি-ঘন শ্মশ্রু বিরাজিত। যুবকের নাম আবুল হসন্। লোকে হসন্ সাহেব বলিয়া ডাকিত। হসন্সাহেব বর্ত্তমানে সম্রাট্ কুতুবসাহের সেনাধিনায়ক।

হসন্সাহেব দাঁড়াইয়া সম্রাট্কে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই হতভাগা বন্দী আমার প্রাণাধিক বালক ভ্রাতাকে বিনা দোষে পশুর ন্যায় হত্যা করিয়াছে; অতএব জাহাপনার হুকুম হউক যে, ইহাকে পিঁজরায় পূরিয়া দুরন্ত পশু ব্যাঘ্রের দ্বারা জীবন্তে ভক্ষণ করান হউক।"

দর্শকমণ্ডলী কুতুব কি বিচার করেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল। সম্রাট্ বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই বন্দী যেরূপ অহিত কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে ইহার আরও কঠিন দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু দয়ালু সেনাপতি বন্দীর প্রতি দয়া করিয়া যে দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি তাহাই আজ্ঞা করিলাম। কল্য প্রাতে রাজপথে, যুবককে জীবন্তে লৌহপিঞ্জরে প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের করালকবলে হতভাগ্য বন্দী দংশিত ও ভক্ষিত হইয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করিবে যে এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিলে, এইরূপই দণ্ড হইয়া থাকে।"

যাহারা অভিজ্ঞ; তাহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়া লইয়া ছিল যে, সেনাপতির প্রার্থনাই মঞ্জুর হইবে। অনভিজ্ঞেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। কিন্তু সম্রাটের মুখোচ্চারিত কথাতে, সকলে হতভাগ্য উদয়সিংহের ভাগ্য ভাবিয়া হাহাকার করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল।

উদয়সিংহের বৃদ্ধ পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বজ্রাঘাত হইতে কঠিনরূপে এই কথা তাঁহার বক্ষে বাজিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে পাথর-কোলা করিয়া দরবার গৃহের বাহিরে আনিল এবং গাড়িতে পূরিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

প্রহরিগণ উদয়সিংহকে লইয়া বিশাল কারাগৃহে গমন করিল এবং সেখানে গিয়া শৃঙ্খলবন্ধন উন্মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিল,—ভীমদুর্গের অর্গল আবদ্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীপচাঁদ হুকুম শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত-হৃদয়ে তারাবাঈয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি তখন প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুনীল অম্বর মেঘপরিশূন্য—নক্ষত্রখচিত। মেঘের তলে নৈশসমীরণের উদাস প্রবাহে বৃক্ষশাখা মৃদু প্রকম্পিত।

তারা এতক্ষণ দীপচাঁদের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে সে আসিবামাত্র অতিব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দীপচাঁদ, উদয়সিংহের বিচার হইয়াছে?"

দীপচাঁদের চিত্ত উদয়সিংহের পরিণাম ভাবিয়া বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-

ছিল, সুতরাং সে যাহা বলিতে যাইবে, সে কথা আর তাহার রসনা হইতে বাহির হয় না। ক্রোধে, মোহে, শোকে,—যাহাদিগের কথা বাধে, তাহাদের জিহ্বা যেন একেবারে আড়পাকাইয়া বসে। দীপচাঁদ—আ—আ—করিয়া চারিদণ্ড চোক মুখ টানিয়া শেষ বলিল,—"উ—উ—উ—উদয় মড়েছে।"

ঝটিকাবর্ত্তে সঞ্চলিতা লতিকাশিরে বজ্রাঘাত হইলে সে যেমন জ্বলিয়া যায়,—উদয়সিংহের পরিণাম চিন্তাকুল-চঞ্চলহৃদয়া তারা দীপচাঁদের কথা শুনিয়া তদ্রূপ হইল। তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। সে এক-দৃষ্টে দীপচাঁদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিল। তাহার চক্ষুতে জল আসিল না,—হতাশের উষ্ণশ্বাস বহিল না।

দীপচাঁদও আর কিছু বলিল না। বলিতে সে চেষ্টা করিয়াছিল:—কিন্তু তাহার জিহ্বার দোষে কথা তাহার বলা হইল না। সে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিল,—তাহা তাহার কণ্ঠশিরার স্ফীতি ও ওষ্ঠসঞ্চালনে বেশ অনুমিত হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়া অতি করুণকণ্ঠে তারা জিজ্ঞাসা করিল, "দীপচাঁদ; উদয় নাই?"

দী। এ—এ—এখনও আছে।

তা। তাহাকে কি প্রকারে হত্যা করিবার আদেশ হইয়াছে, দীপচাঁদ?

দী। লো—লো—লোহাড় খাঁচায় পূড়িয়া।

তা। হা ভগবান্! উদয়কে লৌহপিঞ্জরে পূরিয়া আহার না দিয়া মারিয়া ফেলিবে।

দী। না—না—না, টা—টা—টা নয়। লোহাড় খাচায় পূড়ে, তাড় মধ্যে বাঘ ছেড়ে ডেবে—বাঘে উডয়কে খেয়ে ফেলবে:

তারার মূর্চ্ছা আসিতেছিল। তাহা সামলাইয়া লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড পুড়িয়া ছাই হইতেছিল,—চক্ষু দিয়া একবিন্দুও জল পড়িল না। স্থাণুবৎ নিস্তব্ধ ভাবে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া শূন্যপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিল। শেষ ডাকিল "দীপচাঁদ!"

দী। কে—কে—কেন?

তা। সম্রাট্ এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে উদয় কি করিল?

দী। কি—ছু না।

তা। সে সময় তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়ে নাই?

দী। না।

তা। সভাস্থ সকলে কি বলিল?

দী। কি—কি—কি—আড় বলিবে? হায় হায় কড়িতে লাগিল।

তা। তোমার দুঃখ হইয়াছিল?

দী। আমাড় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তা। সকলের চেয়ে তোমার এত দুঃখ হইল কেন দীপচাঁদ? তুমি কি উদয়কে ভালবাসিতে?

দী। আমি উডয়কে ভালবাসিটাম—খু—খু—খুব ভালবাসিটাম।

তা। তুমি উদয়কে কেন ভালবাসিতে দীপচাঁদ?

দী। টুমি উডয়কে ভালবাস বলে আমিও উ—উ—উডয়কে ভালবাসি।

তা। উদয়ের জন্য আমার সমস্ত বুকখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। তোমারও কি এমন হইতেছে দীপচাঁদ?

দী। এ—এ—এ—এখন টোমাড় কঠা শুনে আ—মা—ড়ও বুক জ্বলে যাচ্চে।

তা। আমার কথা শুনে তোমার জ্বল্‌ছে কেন ?

দী। টোমাড় যাটে কষ্ট হয়—আমাড়ও টাটে হয়।

তা। দীপচাঁদ ; তুমি কাল সকালে উদয়ের হত্যাকাণ্ড দেখ্‌তে যাবে ?

দী। না।

তা। কেন ?

দী। আমাড় বড় কষ্ট হবে।

তা। তবু যেও।

দী। কেন ?

তা। খবরটা আমাকে এনে দেবে।

দী। আচ্ছা টবে যাব। আজি আমি যাই ?

তা। হাঁ—যাও।

দী। টুমি কেঁড না। উডয় মড়ে গেল, টা আড কি হবে ?

এই কথা বলিয়া অতি করুণচাহনিতে রবিকর-ক্লিষ্ট মধ্যাহ্ন-গোলাপ-বৎ তারার বিষণ্ণ মুখখানির প্রতি চাহিতে চাহিতে দীপচাঁদ বিদায় হইল।

এই সময় নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বনোপান্ত হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—

কেগো সে কাঁদিয়া যায়
রোজ নিশি শেষে আসি,
শুধু প'ড়ে থাকে তার
আঁখি-ঝরা জলরাশি।

দুর্ব্বারে বাসিয়া ভাল,
ঢেলে দেয় আঁখি-জল,

দূর্ব্বাবনে কাঁদাসার
সে বলে তুহিনকণা ;—
তাহার কঠিন মন,
অই সে অমূল্য ধন
রবিরে ডাকিয়া তার
করে ঢেলে দেয়,—
হায় গো যে কেঁদে যায়,
তার প্রেম বোঝা দায়
কোমল করুণ-সুর
প্রাণে দিবা নিশি।

নৈশ সমীরণ গানের স্বরের রেস্‌টুকু আনিয়া তারার কাণে ঢালিয়া দিল, কিন্তু তারা তখন বড় অন্যমনস্কা, সে সেখান হইতে উঠিয়া গৃহের মধ্যে গমন করিয়া শুইয়া পড়িল। মনে মনে বড় কান্না কাঁদিল। শেষে বিপন্নের আশ্রয়, আর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা ভগবানকে ডাকিয়া বলিল, "প্রভু! তুমি ভিন্ন উদয়ের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। দয়াময়, আমার উদয়কে রক্ষা কর।"

ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তারা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে কেবলই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্বপ্নে দেখিল,—অনন্ত মহাশূন্য—আধার নাই, অবলম্বন নাই, সীমা নাই—সেই সীমাহারা শূন্যের গর্ভে—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্র-পুঞ্জ ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া মহাকাশ ভেদ করিয়া অসীমের দিকে ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের উপরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরমাণুতে মিলিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সেই মহাকাশ-গর্ভে সেইরূপ কোটি কোটি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেইরূপে দেখা দিল। আবার সেইরূপ গতিতে অসীমের পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছুটিতে লাগিল - এইরূপে পুনঃপুনঃ সৃষ্ট ও বিধ্বংস হইতে লাগিল। তারার যেন চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল, সে সেই—অদ্ভুত দৃশ্যের মধ্যে দেখিল, আবার সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া পরমাণুতে মিশিয়া গেল,—অগাধ অনন্ত জলরাশি। কেবল জল—সেই জলরাশির উপরে বটপত্রে একটি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ। এমন পুরুষত তারা কখনও দেখে নাই—সে ভাবিল, মানুষ এতটুকু! তারার কথা যেন সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ, শুনিতে পাইলেন। তিনি হাসিয়া উঠিলেন—যেমন হাসিলেন, অমনি তাঁহার মুখের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখা দিল। সেইরূপ অসীম অনন্ত মহাকাশে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র অনন্তপথে ঘুরিতেছে ;—গ্রহ নক্ষত্র অসীম বিরাট দেহে অগণ্য ধূমকেতুকে আবর্ত্তন করিয়া কোথায় ছুটিয়াছে। পর্ব্বত, নদী, সাগর তাঁহার প্রতি লোমকূপে বিরাজিত।

তারা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ দেখিতে দেখিতে শ্যামসুন্দর নবকিশোর রূপে পরিণত হইলেন,—সে সুঠাম সুন্দররূপ দেখিয়া তারার প্রাণ পুলকিত হইল।

তখন সেই পুরুষমূর্ত্তি তারাকে অতি মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন। "যখন সার্ব্বজনীন অত্যাচার উপস্থিত হয়, তখন সাধারণের ইচ্ছাশক্তিতে একটি অবতার গ্রহণ হয়, সেই অবতারে অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাকে। আর সেই অবতারের পূর্ব্বের একটা অনুস্মৃতি হয়, সেই অনুস্মৃতি এদেশে কাশীনাথ!"

তারা কিছুই বুঝিল না। একবর্ণও তাহার ধারণায় আসিল না। আবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তারা থামিতে লাগিল,—আবার সে দেখিল,

উদয়ের মৃত্যু হইল না,—কিন্তু তিনি তারার দিকে একবার চক্ষু ফিরাইয়াও চাহিলেন না। আর একটি সুন্দরীর হাত ধরিয়া তারার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, তারা কত কাঁদিল, কত সাধিল—কত ডাকিল—কিন্তু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

তারা কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সে দেখিল খড়খড়ীর প্লাখীর ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণরেখা দুই একস্থানে খেলা করিতেছে। চারিদিকে চড়াই, কাক ও কপোত কলরব করিতেছে। বাড়ীর ভিতর দূরে অদূরে লোকের অস্পষ্ট কথা শুনা যাইতেছে—এবং দাসীগণের উঠান ঝাঁট, বাসন মাজা, ঘর ধৌত করার সন্ সন্ ঝনাৎ ঝনাৎ—ঠন ঠন প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সবে মাত্র রজনী প্রভাত হইয়াছে—সবে মাত্র পূর্ব্বগগনে তরুণবর্ণ স্বর্ণ-কান্তি ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে, সবে মাত্র কুলায় হইতে পক্ষিকুল উড়িয়া বসিয়াছে, সবে মাত্র প্রভাত-সমীর-সংস্পর্শে দিবাগমন সংবাদ জানিয়া কুসুমকুল আকুল-হৃদয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিয়াছে,—এই সময় রাজপথের নির্দ্দিষ্ট বধ্যভূমির চতুষ্পার্শ্ব অগণ্য লোক-সমাগমে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ী ঘোঁড়ার যাতায়াত একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকের ঠেশা ঠেশি মিশা মিশি—যেন লোক-সমুদ্র। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ—সমস্ত জাতি, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় একাকার হইয়া দাঁড়া-

ইয়াছে। দুর্ব্বল সবলের নিষ্পেষণে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। গৃহের বারেণ্ডায়, ছাতের উপরে, গাছের ডালে লোক আর ধরে না। সকলেই উদ্‌গ্রীব, সকলেই চঞ্চলিত। বধ্যভূমিতে উদয় সিংহকে কখন আনিবে, কখন খাঁচার মধ্যে বাঘ প্রবেশ করাইয়া তাহাকে জীবন্ত ভক্ষণ করাইবে—দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত—সকলেই আকুলিত।

দেখিতে দেখিতে আকাশের অনেকখানি পথ সূর্য্যরথ অতিক্রম করিল। রৌদ্রের তেজে দর্শকগণের মস্তক ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—কপালে ঘাম ছুটিতে লাগিল। তথাপিও সে অপূর্ব্ব দৃশ্যের দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছে না। তখন যাহারা ডালে ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ঝাঁপাইয়া নিম্নের লোকগুলার মাতার উপরে পড়িল—একজন বলিতে দশজনের ছত্রভঙ্গ হইল। তাহারাও হস্তোত্তোলন করিল—যে পড়িল, তাহার পৃষ্ঠে তাহাদের মধুর করস্পর্শ হওয়াতে সে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িল—পশ্চাতের লোকগুলা তাহাদের ঐ গতিবিধিতে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল; ইহার উপানহে তাহার পদ দলিত হইল, তাহার লাঠির অগ্রভাগের খোঁচায় উহার বক্ষঃস্থল আঘাত প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহারা সম্মুখের লোকের উপরে হাত চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন সম্মুখস্থ ব্যক্তিবর্গ পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং হস্তের সম্ভাষণ হস্তদ্বারাই করিতে লাগিল;—এইরূপে সেই লোকসমুদ্রের মধ্যে একটা উত্তালতরঙ্গ-প্রবাহ ছুটিল—হাতা-হাতি, কিলাকিলি, চড়াচড়ি, ঘুশাঘুশি চলিতে লাগিল। যাহারা প্রাসাদশিরে অবস্থান করিতেছিল, নিম্নের লোকগুলার এই অবাধ্যতা ও অসভ্যতা দর্শন করিয়া উপর হইতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড ফেলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে কতকগুলা প্রহরী মধুর যষ্টি প্রহারে দর্শকগণের পৃষ্ঠে

মস্তকে হস্তে সুধাবর্ষণ করিয়া জনতাস্রোতমধ্যে পথ করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে লাগিল, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে বাহকেরা দুইটি প্রকাণ্ড লৌহপিঞ্জর বহন করিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে প্রায় পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য—ক্রমে আসিয়া সেই জনতার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল।

এইবার সেই জনসমুদ্রে প্রবলাবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সকলেই উত্তমরূপে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সুতরাং ঠেলাঠেলির দলাদলির এক চোট লাগিয়া গেল। যাহারা বলবান্ তাহারা দুর্ব্বলকে পেষণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা কতক পশ্চাতে উঠিয়া গেল, কতক পড়িয়া গিয়া পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া পাঁজর ধরিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিল। যাহারা ছাতের উপর ছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে দেখিতে লাগিল।

বাহকেরা সেই দুইটা লৌহপিঞ্জর আনিয়া অতি ঘনিষ্ট সংলগ্ন করিয়া নামাইল, তাহার একটিতে বন্দী উদয়সিংহ, অপরটিতে একটি বিশাল-কায়া নবধৃতা ব্যাঘ্রী। একজন রাজকীয় কর্ম্মচারীর আদেশ প্রাপ্তে দুই-জন সাহসিক পুরুষ অগ্রগামী হইয়া উভয় পিঞ্জরের কৌশলময় দ্বার খুলিয়া দিয়া এক করিয়া দিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হাহাকার করিয়া উঠিল।

ক্ষুধার্ত্তা বাঘ্রী দেখিল সম্মুখে মানুষ—সে হাঁটু ভাজিয়া বসিয়া তাহার রক্তচক্ষু উদয়সিংহের দেহের উপর সবিন্যস্ত করিয়া পিঞ্জরের উপরে লাঙ্গুলাস্ফালন করিতে লাগিল। উদয়সিংহও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুহূর্ত্তমাত্রে ব্যাঘ্রী লম্ফ প্রদানে উদয়সিংহের উপরে ভীম বিক্রমে আপতিত হইল। দর্শকগণ স্তম্ভিত-নয়নে দেখিল, বীর উদয়সিংহ বাহ্বাস্ফালনে ব্যাঘ্রীর নাসিকাদেশে এক ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, ব্যাঘ্রী তাহাতে ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া লাঙ্গুলাস্ফালন

করিয়া অধিকতর ক্রোধের সহিত লাফ দিয়া পড়িল। একটি বিড়ালকে ফিরাইয়া দিতে মানুষের যতটুকু আয়াসের প্রয়োজন, দর্শকমণ্ডলী দেখিল ততটুকু যত্ন ও কষ্টে উদয়সিংহ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীকে ফিরাইয়া দিলেন। দর্শকগণ সমস্বরে উদয়সিংহের জয়োচ্চারণ করিয়া উঠিল।

রাজকীয় কর্ম্মচারী মহাশয়ের তাহাতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। তিনি ব্যাঘ্রপালকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা খাঁচার বাহির হইতে ব্যাঘ্রীর গাত্রে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিল। কশাঘাতোন্মত্তা ব্যাঘ্রী সমস্ত বল সংগ্রহে বিশাল হাঁ করিয়া, উদয়সিংহের উপরে আক্রমণ করিল। দর্শকগণ প্রমাদ গণিল। কিন্তু এবারও উদয়সিংহ তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন। দর্শকগণ করতালি দিয়া উঠিল; সেই শত শত হস্তের করতালি ধ্বনিতে সমস্ত বধ্যভূমি একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল। ব্যাঘ্রী তাহাতে অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িল এবং উদয়সিংহের আছাড়ের আঘাতে তাহার পঞ্জরাস্থি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—সে শুইয়া পড়িল আর উঠিল না। পালকেরা তাহাকে উঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সে আর উঠিল না—তাহার নিজের খাঁচার এক কোণে পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তখন সেই ব্যাঘ্রীর খাঁচার কৌশলময় দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিয়া কর্ম্মচারী মহাশয় প্রধান অমাত্যের নিকট তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি শুনিয়া আদেশ প্রদান করিলেন "উহা হইতে ভাল ব্যাঘ্র আপাতত নাই, আর যাহা আছে, সকল গুলিই উহা হইতে নিস্তেজ। অতএব তিন চারিদিন এখন বন্দীকে কারাগৃহে রক্ষা করা হউক—ইহার মধ্যে ভাল ব্যাঘ্র সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন করা যাইবে।"

প্রধান অমাত্যের কথামতে কার্য্য হইল। বন্দী উদয়সিংহের হস্ত পদে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া কারাগারে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

দর্শকগণ কার্য্যের উপসংহার পর্য্যন্ত দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শত্রুপক্ষ পর্য্যন্ত উদয়সিংহের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘনঘোরা অমাবস্যার রজনী দ্বিপ্রহরাতীতা—জগৎ নিস্তব্ধ—সুষুপ্ত। আকাশের খণ্ড খণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ মেঘ হইতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি পতিত হইতেছে।

গোলকুণ্ডের ভীষণ কারাগার নিস্তব্ধ—আলোক শূন্য। প্রহরিগণ নিদ্রিত, কর্ম্মচারিগণ নিদ্রিত, কয়েদিগণ নিদ্রিত। কারাগারমধ্যস্থ প্রকাণ্ড হাজত গৃহ—হাজত গৃহে হতভাগ্য উদয়সিংহ বন্দী অবস্থায় অবস্থিত। হাজতের আসামীগণের কোন কাজকর্ম্ম নাই—উদয়সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া যথাসম্ভব আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, শ্রান্ত-ক্লান্ত উদয়সিংহ শয়ন করিবা মাত্র ঘুমাইয়া ছিলেন—সেই ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল, রাত্রি ছয়দণ্ডের সময়। তাই এই নিস্তব্ধ নিশীথে সকলেই নিদ্রিত —কেবল উদয়সিংহ বিনিদ্র। তিনি সেই হাজত গৃহের এক কোণে বসিয়া আপন অদৃষ্ট ভাবিতেছেন, বৃদ্ধ পিতা মাতার কথা ভাবিতেছেন—আর আকুল হইতেছেন।

সহসা শুনিতে পাইলেন, দরওয়াজার লৌহশৃঙ্খলে ঘস্ ঘস্ শব্দ হইতেছে। শব্দ অতি দ্রুত—উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মাত্রে দরওয়াজা ফাঁক করিয়া কে একজন মানুষ গৃহে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে—অতি অস্পষ্ট রূপে উদয়সিংহ দেখিল, যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি।

যিনি গৃহ-প্রবেশ করিলেন, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে আবার দরওয়াজা চাপিয়া দিয়া মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্দি! তোমারা কেহ জাগিয়া আছ?"

একমাত্র উদয়সিংহ সেই প্রকাণ্ড কক্ষে জাগ্রত ছিলেন। বলিলেন, "আমি জাগিয়া আছি, সম্ভবতঃ আপনি ঘরের শিকল কাটিয়া গোপনে এই ভীষণ স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, বোধ হয়, কোন বন্দীকে মুক্ত করাই আপনার অভিপ্রায়। কিন্তু জানিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে, আপনি বহুল প্রহরিরক্ষিত এই ভীমদুর্গের সদর দরওয়াজা কিরূপে অতিক্রম করিলেন?"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে কথা বলিবার আমার অবসর এখন নাই। হাঁ, তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, আমি কোন বন্দীকে মুক্ত করিতে গোপনে এখানে আসিয়াছি। আমার অভীপ্সিত বন্দীর নাম উদয়সিংহ। তুমি কি অবগত আছ, তিনি কোন্ দিকে আছেন?"

উ। তা বলিতেছি—কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করিতে আপনি কেন আসিলেন—আপনি কে?

আ। বন্দি! এ আলাপ-পরিচয়ের স্থান নহে। আমি যেরূপ অবস্থায় যেখানে আছি, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?

উ। তাহা উত্তম রূপেই অবগত আছি। কিন্তু আপনার পরিচয়

না জানিতে পারিলে, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি না। আপনার দ্বারা তাঁহার উপকার কি অপকার হইবে, তাহা আমার অগ্রে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আ। অপকারের যাহা শেষ সীমা—অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড, তাহা সম্রাট্-আদেশে আগামী কল্যই সম্পাদিত হইবে। অতএব অপকার করিতে এত ভীষণ ও দুঃসাহসিক কার্য্যে আমার আগমন করিতে হইত না।

উ। তাহা বুঝিতেছি। আপনার নাম কি?

আ। কাশীনাথ।

উ। (সবিস্ময়ে) কাশীনাথ! কেশে ডাকাত!

আ। হাঁ,—উদয়সিংহের সংবাদ বল।

উ। আমিই সেই হতভাগ্য।

কা। আমার সহিত বাহিরে আইস।

উ। আপনি ডাকাত—বিখ্যাত দস্যু। আপনার সহিত কি জন্য যাইব?

কা। প্রাণ রক্ষার জন্য। প্রাণ বাঁচিলে বাপ পিতামহের নাম। দুর্ব্বুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সত্বর উঠিয়া আইস। বিলম্বে আমার বিশেষ বিপদ্।

উ। আপনি কি প্রকারে আসিয়াছেন? সদর দরওয়াজায় অনেক প্রহরী আছে।

কা। সদর দরওয়াজা-গলনে কাহারও সাধ্য নাই। আমি প্রাচীরে পেরেক ঠুকিয়া ঠুকিয়া তদবলম্বনেই—প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছি।

উ। উঃ! আপনি কি অদ্ভুত-কর্ম্মা ব্যক্তি! একটি পেরেক

ঠুকিয়াছেন, সেখানে উঠিয়া পুনরায় আর একটি ঠুকিয়াছেন, এই প্রকারে সু-উচ্চ কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াছেন ;—নামিবার দিকে কি করিয়াছিলেন ?

কা। অপর দিকের শেষ পেরেকে একটা দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি প্রাচীর গলাইয়া ভিতরে ঝুলাইয়া দিলাম এবং তাহা ধরিয়া নামিয়া আসিলাম।

উ। উঃ! আমিত তাহা পারিব না।

কা। তুমি সবিশেষ শক্তিমান্—তবে অভ্যাস কর নাই বলিয়া পারিবে না। আমরা সদর দরওয়াজা দিয়াই যাইব। দশ পাঁচটা প্রহরী তোমার আমার হাতে তরবারি থাকিলে টিঁকিবে না।

উ। কেবল আমার প্রাণটি রক্ষার জন্য কয়েকজন নির্দ্দোষীর জীবন নষ্ট করিব ?

কা। হসন্‌সাহেবের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলে কেন ?

উ। সে আমার আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য।

কা। ইহাও আশ্রিতকে রক্ষার জন্য।

উ। এখন কে আমার আশ্রিত ?

কা। তুমি হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম তোমার আশ্রিত। তুমি প্রজা—প্রজাকুল তোমার আশ্রিত। তুমি সবল, দুর্ব্বলগণ তোমার আশ্রিত। তৎপরে তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা তোমার আশ্রিত—তুমি মরিলে, তোমার শোকে তাঁহাদেরও মৃত্যু নিশ্চয়।

বৃদ্ধ পিতামাতার কথা মনে উদিত হওয়ায় উদয়সিংহের নয়ন-কোণে জল আসিল। বলিলেন, "আমার জন্য আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করিলেন ? আপনি ডাকাত—ডাকাতের হৃদয়ে এত দয়া মায়া কেন ? কেন বন্দীকে উদ্ধার করিতে আপনার এত প্রয়াস ?"

কা। তাহা তোমার এখন শুনিয়া কাজ কি ?

উ। ভাল, আমরা না হয় দু'দশজন প্রহরী-বিনাশে সমর্থ হইব। কিন্তু সেই গোলযোগে যদি কারা-রক্ষী সৈন্য আসিয়া পড়ে, তখন কি উপায় করিবেন ?

কা। আমি সে বন্দোবস্ত না করিয়া এই ভীষণ কারাদুর্গে প্রবেশ করি নাই।

উ। আমি বন্দী সুতরাং আমার সঙ্গে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নাই, তাহা বোধ হয় আপনি অবগত আছেন ?

কা। তাহা অবশ্যই অবগত আছি। আমি পাঁচটা বন্দুক ও দশ-খানা তরবারি সঙ্গে আনিয়াছি।

উ। অত কি প্রয়োজন ?

কা। আর যদি কোন বন্দী আমাদের সঙ্গে বাহির হইতে ইচ্ছা করে।

উ। তাহাদিগকেও মুক্ত করিবেন ?

কা। আমি কি করিব—তবে আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে।

তখন উদয়সিংহ মৃদু-গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা কি সকলে ঘুমাইয়া আছ ? একবার উঠিবে না ?"

সে কথায় দুই একজনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অন্ধকারে উঠিয়া বসিল,—জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি বলিতেছ ? আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

কাশীনাথের অঙ্গাবরণীর মধ্যে একখানা অয়স্কান্তমণি ছিল। তাহা বাহির করিলে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল। বন্দিগণ বলিল, "কে ডাকিতেছিলে ?"

উদয়সিংহ বলিলেন, "তোমরা কেহ বাহিরে যাইবে ?"

প্র-ব। আমরা বন্দী—এই ভীমদুর্গ হইতে কি প্রকারে বাহিরে যাইব?

কা। একটু সাহস করিতে পারিলেই যাইতে পার।

প্র-ব। আমাদের আবার সাহস অসাহস কি? যাহাদের মৃত্যুই নিশ্চয়—তাহাদের আবার সাহসের কমি কি? না হয় মরিব।

কা। তবে সকলকে ডাকিয়া জাগাও। চল বাহির হইয়া যাই।

দ্বি-ব। আপনি কে মহাশয়?

কা। আমি কেশেডাকাত।

প্র-ব। জানি, আমরা, আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা—কিন্তু বাহির হইয়া আমরা কি করিব? বাহির হইলেও ত এই দেশে থাকিতে হইবে, তখন আবার ধরিয়া আনিবে। দণ্ডের ব্যবস্থা শত গুণ বৃদ্ধি করিবে।

কা। চিরদিন কিছু এই প্রকারেই যাইবে না। আপাততঃ তোমরা সকলে কিছুদিন আমার আড্ডায় থাকিও। প্রাণ থাকিলে, আবার সুবিধা হইতে পারিবে।

তখন সেই বন্দিগণ নিদ্রিত বন্দীদিগকে জাগাইয়া তুলিল। সকলে উঠিয়া বসিলে, উদয়সিংহ উত্তেজক-স্বরে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া মরা অপেক্ষা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সুবিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথ আমাদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই ভীষণ কারাদুর্গে প্রবেশ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। চল, আমরা ইঁহার সহিত বাহির হই। ইহার মধ্যে যিনি যিনি অস্ত্রচালনা বিষয়ে সুদক্ষ, তাঁহারা সকলে অস্ত্র গ্রহণ করুন,—প্রহরিগণকে নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। যদি কারাসৈন্য আসিয়া আমাদের গতি রোধ করে, তাহা হইলেও আমাদিগকে আর ধরিতে পারিবে না, দস্যুসর্দ্দার তাহার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া

রাখিয়া আসিয়াছেন। এখানে থাকিলে, সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়। নিশ্চেষ্ট হইয়া মরণাপেক্ষা চেষ্টা করিয়া দেখিয়া, না হয় শেষে মরিব। কিন্তু আমাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইতে হইবে যে, জীবন্তদেহে আর এই ভীষণ কারাগারে প্রত্যাগত হইব না। মরিলে দেহ লইয়া যদি প্রহরীরা কারাগারে ফিরিয়া আইসে তবেই।"

দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথ মনে মনে বলিলেন, "উদয়সিংহ, তোমার হৃদয়ের বল এমন না জানিলে কি আর তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার এত প্রয়াস!"

বন্দিগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই বলিল, "যদি দ্বার খোলা পাই বাহির হইব। প্রাণ লইয়া কখনই আর এই কারাগারে ফিরিয়া আসিব না।"

কাশীনাথ উদয়সিংহকে বলিলেন, "তুমি আগে আগে যাও, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব,—আর এই সকল বন্দিগণ মধ্যে মধ্যে যাইবে। তুমি আমি অগ্রপশ্চাতে না থাকিলে, সুবিধা হইবে না।"

উ। আপনি অগ্রগামী হউন। আপনি পথ ও দরওয়াজা খুলিবার সুবিধা যেমন করিতে পারিবেন, আমি তাহা পারিব না। আমি পশ্চাতেই থাকিব।

কা। ঝোঁকটা পশ্চাতেই অধিক লাগিবে,—সেই জন্য তোমাকে অগ্রে যাইতে বলিতেছিলাম।

উ। আমি আত্মরক্ষণে সমর্থ হইব।

"তবে আইস।" এই কথা বলিয়া কাশীনাথ অগ্রগামী হইলেন। অতি নিঃশব্দ গতিতে বন্দিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইল, সকলের পশ্চাতে উদয়সিংহ।

কাশীনাথের হস্তে একখানা দ্বিধার তরবারি এবং একটা বন্দুক।

আর মধ্যস্থলস্থ বন্দিগণের মধ্যে যাহারা জোয়ান ও অস্ত্রধারণে সক্ষম, তাহাদের কাহারও হস্তে বন্দুক, কাহারও হস্তে তরবারি। উদয়সিংহের হস্তে কাশীনাথের মত বন্দুক ও তরবারি উভয়ই।

সদর দরওয়াজার নিকটস্থ হইয়া কাশীনাথ অবহেলায় সেই ভীমদুর্গের শিকল কাটিয়া ফেলিলেন। এতদর্থে অতি সুন্দর অস্ত্র তাঁহার নিকট ছিল,—শিকল কাটিবার সময় দুই কি তিনবার মাত্র ঘস্ ঘস্ শব্দ শুনিয়া বাহিরের প্রহরী পাঁড়েজি বরকন্দাজখাঁর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ ভেইয়া, কিস্‌কা আওয়াজ মালুম হোতী হায়?"

বরকন্দাজখাঁ গম্ভীর মুখে, স্থির কর্ণে সেই শব্দ শুনিয়া পাঁড়েজিকে তদুত্তরে যখন কি বলিতে যাইতেছিলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জলপ্রপাতের ন্যায় বন্দিগণ বাহির হইয়া পড়িল। "ইয়া, সোভানাল্লা, কিয়া মুস্কিল হুয়া থা।" বলিয়া বরকন্দাজখাঁ সঙ্গিন উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন, পাঁড়েজিও তরবারি কোষোন্মুক্ত করিলেন, কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে কাশীনাথ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অতর্কিত-ভাবে বরকন্দাজখাঁর দক্ষিণ হস্ত এবং পাঁড়েজির স্কন্ধদেশ কাটিয়া ভূ-পাতিত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রহরিগণ বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া, দ্বারপ্রলম্বিতঘণ্টা নাড়িয়া দিয়া, তাঁহাদের সম্মুখীন হইল।

ভীমতেজে কাশীনাথ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, বন্দিগণ অস্ত্র চালাইতে লাগিল। উদয়সিংহের ভীষণ তেজোবহ্নিও জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমাত্রে প্রহরিগণকে দমন করিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। আর কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিল না;—তাঁহারা পার্শ্ব বাঁকিয়া একটা গলি পথ ঘুরিয়া বাহির হইলেন। বিরাট অন্ধকারে মিশিয়া একটা অশ্বত্থতরুতলে বনের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

উদয়সিংহ কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এখনও কারাগার-সন্নিকটে বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে কেন? বোধ হইতেছে, কারাসৈন্য আসিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন পলাইয়াছি, তখন তাহারা কাহার উপরে অস্ত্র বা গুলি চালাইতেছে?"

কাশীনাথ বলিলেন, "যথার্থ অনুমান করিয়াছ; কারাসৈন্যগণ কারাগারের নিকট আসিয়া বন্দুক ছুড়িতেছে, তাহারই শব্দ পাওয়া যাইতেছে। অস্ত্র চালনা করিবার বা গুলি চালাইবার লোক যদি উহারা না পাইত, তবে আমরা এত সহজে কখনই চলিয়া আসিতে পারিতাম না, কারাসৈন্যগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিত। এইরূপ ঘটিবে জানিয়া আমি তাহার বন্দোবস্ত আগেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। কারাসৈন্য আসিবার পথে আমার অনেক লোক ছিল, সৈন্যগণ আসিলেই তাহারা বাধা দিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গেই লড়াই বাধে,—আমরা সহজে চলিয়া আসিতে পারি। কিন্তু এখনও যখন তাহারা আসিতে পারিতেছে না, এখনও যখন লড়াইয়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদিগের বিপদ্ ঘটিবারও সম্ভাবনা।

উ। কিরূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা?

কা। দুর্গের সৈন্য আসিয়া পড়িতেও পারে।

উ। তবে উপায়? চলুন আমরাও গিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যোগদান করি।

কা। আর একটু অপেক্ষা কর। যদি প্রয়োজন হয় যাইব।

উ। প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিবেন কি প্রকারে?

কাশীনাথ সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে উৎকর্ণ হইয়া থাকিলেন। শেষে বলিলেন, "না, আর আমাদিগের যাইবার প্রয়োজন নাই! চল সকলে আড্ডায় যাই।"

উদয়সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও ত সেইরূপ শব্দ হইতেছে, তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আপনার লোকদিগের কোন বিপদ্-সম্ভাবনা নাই।"

ক। আমাদের দলের লোকেরা ভাগিয়াছে।

উ। কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিলেন ?

ক। আমার বন্দুকের শব্দ আর নাই।

উ। আপনার বন্দুকের শব্দ কি পৃথক্ ?

ক। হাঁ—আমাদের বন্দুক আমরা প্রস্তুত করিয়া লই। তাহার শব্দ ও তাহার গতি অন্যান্য বন্দুক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

উ। কিন্তু এমনও হইতে পারে—আপনার লোক সকল পরাস্ত হইয়া বন্দী হইয়াছে।

ক। তাহা হইলে রাজকীয় সৈন্যগণের বন্দুকের ধ্বনি এখনও শুনা যাইত না।

উ। আর যদি আপনার লোক পলায়ন করিয়াই থাকে, তবেই বা উহারা এখনও বন্দুক চালাইবে কেন ? তাহারা যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন উহারাও নিরস্ত হইতে পারিত ?

ক। তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বন্দুক ছুড়িতেছে।

উ। তবে ত এখনও তাহারা পলাইতে পারে নাই।

ক। আমার দলের লোক একবার ছিট্‌কাইতে পারিলে, আর কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহাদিগকে ধরে। ঐ শুন, আর কোন সাড়া শব্দ নাই।

উ। হাঁ—তাই বটে। বোধ হয়, শত্রু পলায়ন করিয়াছে বলিয়া তাহারাও ফিরিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোলকুণ্ডার অধীশ্বর কুতুবউদ্দীন তৎপর দিবস শ্রুত হইলেন, কেশেডাকাত তাঁহার কারাদুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কয়েকজন প্রহরী হত হইয়াছে, কারাসৈন্যও কয়েকজন নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই।

ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তখনই তিনি সেনাধিনায়ক হসন্‌সাহেবকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "যাহাতে কারাগার আরও সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত কর। আর যে প্রকারেই হউক, কেশেডাকাতকে ধৃত করিতে হইবে। তাহাকে ধৃত করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিয়া তাহাকে ধরা চাই-ই। সে আমার শাসন-শৃঙ্খলা আদৌ গ্রাহ্য করে না,—অনেক স্থলেই আমার হুকুমের অবমাননা করিয়া থাকে। অনেক রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার হস্তে নিধন হইয়াছে। অনেক সৈনিক পুরুষ তাহার করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।"

হসন্‌সাহেব তাঁহাকে ধরিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কিছু সৈন্য লইয়া তাঁহার সন্ধানার্থে—সেই দিনই বহির্গত হইবেন বলিয়া সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, সম্রাট্ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া হসন্‌সাহেব বিদায় লইলেন।

তখন হেমন্তকাল—অগ্রহায়ণ মাসের শেষাবস্থা। বেলা প্রায় অবসান হইয়া উঠিয়াছে, হেমন্তের শেষ বেলা—কেমন আবিলভাবের

অলসতায় পরিপূর্ণ। হসন্‌সাহেব কেশেডাকাতের অনুসন্ধানে অদ্যই সসৈন্যে যাত্রা করিবেন, সেইজন্য প্রস্তুত হইয়া রাজদর্শন ও কি একটা পরামর্শ জন্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সম্রাটের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিবে জানিতে পারিয়া তিনি দ্বিতলের একটা প্রকোষ্ঠে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া রহিলেন।

যে গৃহে হসন্‌সাহেব বসিয়াছিলেন, সেই গৃহটি সুবিস্তৃত ও উত্তম রূপে সুসজ্জিত। মার্ব্বেল পাথরের মেঝ্যে। মেঝ্যের উপর সতরঞ্চ পাতা,—তদুপরি খুব পুরু সুমসৃণ গালিচা। গালিচার উপর মসলন্দ। মসলন্দের উপরে চারিপার্শ্বে মখ্‌মলাবৃত মুক্তার থোপ লাগান বালিস। গৃহ-দেওয়ালে মণিমুক্তার লতা, পাতা এবং নানাবিধ কারুকার্য্য করা। উপরে ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি এবং মধ্যস্থলে ঝাড়ের গাত্রসংলগ্ন সমুজ্জ্বল হীরকমালা গৃহশোভা শত গুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। চারিপাশে দেওয়ালগাত্রে চারিখানি বৃহৎ আয়না—আয়নার কাচ অতি মূল্যবান এবং সুবর্ণের ফ্রেমে মুকুতা খচিত।

হসন্‌সাহেব রাজদর্শনাশয়ে সেই সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একাকী বসিয়া আছেন। মানুষ একাকী থাকিলেই নানাবিধ চিন্তা আসিয়া হৃদয়াধিকার করিয়া থাকে। হসন্‌সাহেবও বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, কেশেডাকাতকে ধরিতে যাইতেছি; কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন। সে একদিন একস্থানে থাকে না। তাহার গতিবিধি অত্যন্ত কৌশলময়। তাহার দলে লোকও অনেক আছে, সকলেই অত্যন্ত অদ্ভুতকর্ম্মা এবং বীর,—সহজে তাহাদিগকে ধৃত করিবার আশা করা যায় না। সম্রাটের নিকট কিছু দীর্ঘ দিনের জন্য সময় লইতে হইবে। আমিও গুপ্তচর নিযুক্ত করিব,—সময় পাইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিব সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তাহারা ত দস্যু!

হসন্‌সাহেব এইরূপ ভাবিতেছেন, সহসা সম্মুখের দিকে আয়নার উপরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। দেখিলেন—দুইটি সুদীর্ঘ আয়ত লোচনের চঞ্চল-লহরী-লীলা সেই আয়নার উপরে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরি, মরি! কি চোখ—যেন ফটো তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে।

হসন্‌সাহেব পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার আয়নার দিকে চাহিলেন,—সেই চক্ষুর বিদ্যুদ্দাম, আর একখানি অনিন্দ্য সুন্দর মুখ। এমন সুন্দর মুখ বুঝি হসন্‌সাহেব জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। যাহার মুখ, সে রমণী;—সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রমণী। মুখ দেখিয়া হসন্‌সাহেবের বোধ হইল, রমণী পূর্ণযুবতী, বয়স দ্বাবিংশ বর্ষের উপরে হইবে না! কিন্তু আর নাই—আয়নার ছবি উপিয়া গিয়াছে, শূন্য কাচ পড়িয়া রহিয়াছে। হসন্- সাহেবের হৃদয় শূন্য—সে কি মুহূর্ত্তে, কোন্ লগ্নে শুধু দুটি চোখের ছবির আকর্ষণে হসন্‌সাহেবের প্রাণটা লইয়া পলায়ন করিল?

হসন্‌সাহেব বড় ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বীর-হৃদয়ে দুইটি চক্ষুর প্রতিচ্ছবি পড়িয়া একেবারে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়া গেল! কে তাঁহার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ভাবিয়া ভাবিয়া বড়ই আকুল হইলেন। কে সে? কেমন করিয়া হসন্‌সাহেবের প্রাণ চুরি করিয়া পলায়ন করিল? যাহাকে চিনিলেন না, যাহাকে দেখিলেন না—সে কি দিয়া কোন্ সূত্রে প্রাণাপহরণ করিয়া পলায়ন করিল!

বাস্তবিক, রূপ-রস-গন্ধশালিনী প্রকৃতির বৃহৎরাজ্যের মধ্যে কে কখন কোন্ সূত্রে যে কি লইয়া পলায়ন করে, তাহা সকল সময় ঠিক করা যায় না। হসন্‌সাহেবও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ গৃহে একাকী বসিয়া বসিয়া স্থির করিলেন,

এ চারুনয়নার সন্ধান না লইয়া আমার যাওয়া হইবে না। আর একবার না দেখিয়া যাইতে পারিব না।

এই সময় সম্রাট্ সাহকুতুব সেই কক্ষে আগমন করিলেন। হসন্-সাহেব উঠিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কুতুব উপবেশনানন্তর হসন্‌সাহেবকে বসিতে অনুমতি করিলে তিনিও বসিলেন। বসিয়া করযোড় করিয়া বলিলেন "সহসা আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই জাঁহাপনার নিকট কিছু সময় প্রার্থনার জন্য আসিয়াছি। শরীরটা একটু ভাল হইলেই আমি দস্যুসর্দ্দারকে ধরিবার জন্য সসৈন্যে বাহির হইব।"

কুতুবসাহ বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "শুনিলাম, আজই তুমি সসৈন্যে বাহির হইবে ?"

হ। হাঁ, সেইরূপ উদ্‌যোগাদি সমস্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাইতে পারিলাম না। সেই জন্যই জাঁহাপনার নিকটে কিছু সময়ের প্রার্থী হইতেছি।

"তবে তাহাই।" এই কথা বলিয়া কুতুবসাহ তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। হসন্‌সাহেবও সেখানে আর বসিয়া থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া উঠিয়া গেলেন। কিন্তু উঠিয়া যাইতে আর তাঁহার প্রাণ চাহে না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেইস্থানে বসিয়া থাকিলেই বুঝি আবার সেই সুন্দরীর সাক্ষাৎলাভে সক্ষম হইতে পারিবেন। প্রতিপদ গমনে যেন চারিদিকে সেই রমণীর অলঙ্কারসিঞ্জন-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় সে কোথায় তিনি ?

নবম পরিচ্ছেদ।

হেমন্তের আলস্যমাখা মধ্যাহ্নে তারাবাইয়ের গৃহে তারা ও লক্ষ্মী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

লক্ষ্মী বলিল, "বীর বটে! উদয়সিংহের বীরত্বকাহিনী সমস্ত নগর-শুদ্ধ লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতেছে। সেই খাঁচার মধ্যে থাকিয়া অমন বিকট বাঘটাকে চাপড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিয়াছিল।"

তারার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখে আনন্দ-রেখা অঙ্কিত হইল,—বর্ষার মেঘের কোলে বিদ্যুদ্দাম বিস্ফুরিত হইল। তারা বলিল, "তাহা হইলে সম্রাট্ও জানিতে পারিয়াছেন, উদয়সিংহ একজন যে সে লোক নহেন।"

যখনকার কথা হইতেছে, তখন বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। যে বীর, সেই প্রশংসনীয় ও সম্মানার্হ লোক ছিল। এখনকার যুবতী হইলে, উদয়সিংহকে "গোঁয়ারগোবিন্দ" বলিয়াই অশ্রদ্ধা করিতেন। এখনকার দিনে ক্ষীণবপু, দীর্ঘগলা, অল্প অল্প শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট বিনিন্দিত আনন, শান্ত-শিষ্ট, কবিতারসজ্ঞ যুবক যুবতীসমাজের আদরণীয়। কিন্তু তখন ভারতবর্ষে এত সভ্যতা প্রবেশ করে নাই। তখন দীর্ঘ দেহ, বিশালবপু বীর পুরুষেরই প্রশংসা ছিল।

লক্ষ্মী বলিল, "হাঁ, সম্রাট্ ঐ কথা শুনিয়া উদয়সিংহের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

তা। তারপরে?

ল। তারপরে আর কিছুই নয়। রাত্রে নাকি কেঁশেডাকাতের দল কারাগার ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে এবং আরও অনেক গুলি বন্দীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

তা। তবে তিনি এখন ডাকাতের দলে আছেন বোধ হয়। ভাল, কেশেডাকাত তাঁহাদিগকে কি উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়াছে?

ল। দাদার মুখে শুনিলাম, কেশেডাকাতের কার্য্যের উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারে না। তাহার ডাকাতি লুণ্ঠনের জন্য নহে। এক-জনের অগাধ ধন আছে, আর এক গ্রামের লোক খাইতে পাইতেছে না, সে নাকি সেই ধনীর ধন ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়া ক্ষুধিত লোককে বিতরণ করে। কোথাও জমিদারের অত্যাচারে প্রজাগণ যায় যায়, কেশেডাকাত জমিদারের বাড়ী পড়িয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া তাহাকে জব্দ করে।

তা। তবে কি উদয়সিংহ তাহাদের দলেই মিশিয়া পড়িবেন? উদয়সিংহ কি শেষে ডাকাত হইবেন?

ল। তাহাও হইতে পারেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সে দিন বলিয়াছিলে,—উদয়ের সহিত তোমার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন নাই শুনিতে পাইনা কি?

তা। ঐ কথা মা বাবার সাক্ষাতে একদিন বলিতেছিলেন; আমি পার্শ্বের ঘরে ছিলাম, উদয় ও আমার নাম একত্রে করিতে শুনিয়া, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, উদয়ের সঙ্গেই তারার বিবাহ দেওয়া হউক—উদয় ছেলেটি ভাল। বাবা বলিলেন, উহারা আমাদের চেয়ে বংশমর্য্যাদায় নিতান্ত কম, অতএব তাহা হইতে পারিবে না। মা আরও দুই একবার ঐ কথা পাড়িয়াছিলেন, বাবা কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিলেন, তাহা কখনই হইতে পারিবে না।

ল। বিবাহ যখন কিছুতেই হইতে পারিবে না। তখন তুমি কেন উদয় উদয় করিয়া মর? মনকে এখনও ফিরাও।

তা। বৃন্তচ্যুত কুসুম পুনরায় কি বৃন্তে যোড়া লাগে?

ল। আমার বিশ্বাস, প্রেম একটা গুরুতর রহস্য বা আকস্মিক ঘটনা নহে। আমরা যাঁহাকে পূজা করিব বলিয়া হৃদয়াসন খুলিয়া বসি, তাঁহাকে পূজা করিতে পারি। পিতা আমাদের মহাগুরু, যাঁহাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া দেখাইয়া দিবেন, আমরা তাঁহাকেই পূজা করিব। অন্যের উপর ঝোঁক পড়িলেই তাঁহাকে ভুলিব। নতুবা পথভ্রষ্ট হইয়া আজীবন কষ্ট পাইতে হয়।

তা। তা জানি ভগিনি; আমার এইরূপ ঘটনা যদি তোমার ঘটিত, আমিও তোমাকে এইরূপে ভাল ভাল শব্দ গোটাকয়েক একত্র করিয়া উত্তম উপদেশ দিতে পারিতাম। কিন্তু এ বড় বিষম সমস্যা। এ নদীতে যখন তুফান উঠে, তখন নৌকা প্রায়ই বানচাল হয়। যাহার উঠে না, সে অবশ্যই পুণ্যাত্মা।

ল। কিন্তু প্রাণকে বুঝান চাই—প্রবৃত্তিকে সংযত করা চাই। ভাল, তোমার পিতা যদি উদয়সিংহের সহিত তোমার বিবাহ না দেন, তবে তুমি কি করিবে?

তা। আজীবন তাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া কাটাইয়া দিব।

ল। তাহাতেই বলিতেছিলাম, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিতে শিখাই মানুষের কাজ। প্রবৃত্তি-স্রোতে গা-ভাসান দিলেই পরিণামে কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

তা। আর উপায় নাই ভগিনি;—প্রাণ আমার উদয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। ফিরাইবার সাধ্য নাই!

ল। বাহিরে কাহার পদশব্দ হইতেছে?

তা। বোধ হয়, শকুন্তলা আসিতেছে।

ল। শকুন্তলা বেশ গাহিতে পারে।

তা। আসুক, গান গাহিবে এখন।

শকুন্তলা গৃহ-প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ত্রিংশ বর্ষের কিছু উপরে হইবে। দেহ সুপুষ্ট—সর্ব্বাঙ্গে এখনও যৌবনের তরঙ্গ টল-টলায়মান। বর্ণ শ্যাম—বাসন্তী-পল্লববৎ। চক্ষু দুইটি ডাগর ডাগর। শকুন্তলা বালবিধবা। জাতিতে ব্রাহ্মণ।

শকুন্তলা গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল, "কি গো, তারা ঠাকুরাণি; আজ আসিবার হুকুম জারি হইয়াছে কেন?"

তা। একটা গান শুনিব বলিয়া।

শ। মজুরি মিলিবে কি?

তা। দুইটা ছোট ছোট কিল।

শ। এত বড় দৃঢ় দেহে দুইটা ছোট কিলে কি হইবে?

তা। তবে যত চাহ—ততই পাবে।

শ। যত চাওয়া যায়, ততই যদি পাওয়া যায়, তাহাতে কি আর আনন্দ বোধ হয়? চাহিতে চাহিতে এককোঁটা মিলিলেই তবে আনন্দ হয়। সাগরপোরা জল থাকিতেও চাতক ঐ এককোঁটার মধুরতার জন্য "ফটি-ঈক্ জল" "ফটি-ঈক্ জল" করিয়া গলা ফাটাইয়া মরে।

তা। এখন আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক—মজুরির বন্দোবস্ত পরে হইবে।

শকুন্তলা তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিল। তারার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া কমল যেন শুকিয়ে উঠেছে?"

ল। (মৃদু হাসিয়া) তা আর দেখিতে পাইতেছ না!

কিন্তু আমি কত বুঝাইতেছি, এখনও ফিরিয়া পড়—এখনও সাবধান হও। পিতা যাঁহার করে সমর্পণ করিতে ভাল বিবেচনা করিবেন, তাঁহাকে লইয়া সুখী হইও।

শ। অনুরোধ বৃথা। বিবাহের পূর্ব্বে যদি প্রাণপাখী ফাঁদে পড়িয়া আটায় জড়াইয়া পড়ে, তবে বড়ই বিপদ্। এই হিসাবে বাল্য-বিবাহটা উত্তম।

তা। (শকুন্তলার প্রতি) তুমি একটি গান গাও।

"বিনা বিশ্রামেই? ভাল, গাহিতেছি।" এই বলিয়া শকুন্তলা কিন্নরীকণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

না জানি কি গুণ ধরে
আঁখি দুটি তার,
চাহিলে আকুল করে
পরাণ আমার।
মনে করি যাই সরে
থাকি গে একাকী দূরে,
চরণ চলে না যে রে
যাওয়া হয় ভার।

দশম পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের শ্রেণী;—সেই পাহাড়শ্রেণীর উপান্তনিভৃত-প্রদেশের নির্জ্জন নিস্তব্ধ দুরধিগম্য গুহায় গুহায় কেশেডাকাতের আড্ডা। আড্ডার সংখ্যা নির্ণয় হয় না। কত স্থানে, কত পাহাড়ের শৃঙ্গে, মধ্যে, সানুদেশে তাহার আড্ডা, কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না, সন্ধান করিতে সক্ষম হয় না। একাদিক্রমে একস্থানে

দশদিন তাহার দল অবস্থান করে না। একস্থানে তাহার দলের সমস্ত লোক থাকে না; দুরে দুরে, ঘাটিতে ঘাটিতে তাহার লোক থাকে, কিন্তু এমনই কৌশলে—এমনই ভাবে থাকে, একস্থান হইতে সাঙ্কেতিক শব্দ হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে পঙ্গপালের মত লোক সকল আসিয়া পড়িতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করে, কেশেডাকাতের দলে দশ-হাজার দস্যু আছে; কেহ কেহ বলে, তাহারও অনেক অধিক। আবার অনেকে অনুমান করেন, সংখ্যায় অত হইবে না, তবে যত লোক আছে, তাহার দশ গুণের কাজ হয়,—এক একজনে দশ দশজনের কাজ করিয়া থাকে।

কেশেডাকাতের কারখানা আছে, সেই কারখানায় তখনকার পদ্ধতির অনেক উন্নত প্রণালীতে বন্দুক প্রস্তুত হইত, দুই চারিটা কামানও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গোলাগুলি বারুদ এবং তরবারি সড়কী ছোরা বল্লম প্রভৃতিও সেই কারখানায় প্রস্তুত হইত। কামার ধরিয়া আনিয়া নিজে উপদেশ দিয়া স্বয়ং কাশীনাথ তাহা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন।

জ্যোৎস্নাপুলকিত সমুজ্জ্বল রজনী। ধীর সমীর-বাহিত পার্ব্বতীয় কুসুমগন্ধ-পরিসেবিত সুরম্য স্থানে একটা শিলাসনে দস্যু-সর্দ্দার কাশী-নাথ উপবিষ্ট। পার্শ্বে উদয়সিংহ বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিল। দুইদিকে পাহাড়, মধ্যদিয়া ক্ষুদ্র কলনাদে একটি জলময় বেণী আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। চন্দ্রকিরণ সে জলের উপরে পড়িয়া চিকি মিকি ঝিকি মিকি করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সফরীগুলি নির্ভীক চিত্তে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্বচ্ছ সলিলে ক্রীড়া করিতেছিল।

উদয়সিংহ কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে

এখন কি করিতে হইবে? আমি ফিরিয়া নগরে যাইয়া কি করিব? যাইবামাত্রই রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ ধৃত করিবে,—আবার সেই কাল-দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।"

কা। তোমাকে নগরে ছাড়িয়া দিবার জন্য আমি তত যত্ন করিয়া আনি নাই। আমাদের দলপুষ্টির জন্যই তোমাকে আনিয়াছি। তুমি যখন হীরকব্যবসায়ী ধনী সত্যরামের অধীনে তাঁহার খনিরক্ষকসৈন্য-দিগের অধিনায়ক ছিলে, তখন হইতেই তোমার বীরত্ব অবগত ছিলাম; তৎপরে কুতুবের আদেশ শুনিয়া পিঞ্জরে ব্যাঘ্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার কর দেখিতে গিয়াছিলাম,—সে দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়া আসিয়াছিলাম, তোমাকে আনিতে পারিলে আমাদের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবেই চালিত হইবে। তাই সে দিন তত আয়াস স্বীকার করিয়া কারাগারে প্রবেশ-পূর্ব্বক তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি।

উ। তবে কি আপনার অভিপ্রায়, আমি আপনাদের দলে মিশিয়া ডাকাতি করিব?

কা। হাঁ, আমার অভিপ্রায় তাহাই।

উ। আমার দ্বারায় তাহা কখনই হইতে পারিবে না। আমি ভদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনই ডাকাতি করিয়া জীবন ধারণ করিব না। তাহা হইতে রাজাদেশে পশুকর্তৃক ভক্ষিত হওয়া আমার পক্ষে ভাল।

কা। গৃহ লুঠিলে তস্কর, গ্রাম লুঠিলে দস্যু, রাজ্য লুঠিলে সম্রাট্‌। লুণ্ঠনে কি পাপ আছে?

উ। অতি রহস্যজনক কথা শুনিলাম। এ কয়দিনের কথা বার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। সর্ব্বশাস্ত্রে আপনার পারদর্শিতা;—কিন্তু এখন বুঝিতেছি, উচ্চ স্থানে অথবা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে রক্ষিত অণ্ডভেদ করিয়া নির্গত হইলে সর্প যেমন সে স্থানে বাস করিতে পারে

না, তির্য্যক্‌গতিতে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিলেও নীচে নামিয়া আইসে, ক্রূরমনা ব্যক্তি সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানী হইলেও মহৎ হইতে পারে না। যাহার যেরূপ প্রকৃতি; সে সেইরূপ পথই আবিষ্কার করিয়া লয়। আপনি অবাধে বলিয়া ফেলিলেন, লুণ্ঠনে পাপ নাই!

কা। রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কি রাজা নরকে পতিত হয়েন? তাহা হইলে তোমার যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যান কোন পুণ্যবলে? রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের সময় সমস্ত প্রদেশ ত তিনি জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কৌরবের যথার্থ প্রাপ্য রাজ্যটাও ত তিনি দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

উ। আপনি পণ্ডিত, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ—আপনার সহিত কথায় পারিব না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, দস্যু তস্কর হইতে অধিক মহাপাতকী জগতে আর নাই।

কা। তাহা সত্য। রাজা যদি রাজ্যলুণ্ঠন অনাসক্তিতে করিয়া প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করেন, তবেই তাঁহার পাপ নাই, প্রত্যুত মহাপুণ্য; এই জন্যই কংসরাজাকে নিহত করিয়া মথুরা-রাজ্য গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের পাপ হয় নাই। দুর্য্যোধনের রাজ্য গ্রহণে যুধিষ্ঠিরের পাতক স্পর্শে নাই। দস্যু তস্করেরাও যদি অনাসক্তরূপে লোকহিতার্থে লুণ্ঠনাদি করে, তবে তাহাদেরও পাপ না হইয়া পুণ্যই হইয়া থাকে।

উ। বুঝিতে পারিলাম না।

কা। কর্ম্ম কাহাকে বলে জান?

উ। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম।

কা। তাহা স্থূল কর্ম্ম, সূক্ষ্ম কর্ম্ম মনে। মনের যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা, তাহাও কর্ম্ম। তাহাকে সূক্ষ্ম কর্ম্ম বলে। হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া হইল না। কর্ম্ম জীবনের

সঙ্গী। কোলাহল আস্ফালন কর্ম্মের স্থূল আকার,—কর্ম্মের সূক্ষ্মতরঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে সহজে দেখিতে পাওয়া যায়,—বায়ুতরঙ্গ দৃষ্টির অগোচর। কিন্তু প্রভঞ্জনের বল কি সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য নহে? সূক্ষ্ম হইলে দুর্ব্বল হয় না। বায়ু সূক্ষ্ম, কিন্তু বায়ুর বলে মহীরুহ উৎপাটিত হয়। বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদ্যুতে প্রাণ বিনাশ করে। কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। তবে আসক্তি বশতঃ কর্ম্ম, আর নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম এই প্রভেদ। যে কর্ম্মে আসক্ত সেই পাপী, যে অনাসক্ত সেই পুণ্যবান্।

উ। দস্যু-তস্করের মধ্যে আবার পুণ্যবান্ আছে নাকি?

কা। (হাসিয়া) যে ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য দস্যুবৃত্তি করে—যে অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচার-পীড়িতের রক্ষার জন্য দস্যুবৃত্তি করে, যে প্রবলের আক্রোশ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে দস্যুবৃত্তি করে, যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান জন্য ও স্বধর্ম্মের রক্ষার্থ দস্যুবৃত্তি করে, সে পুণ্যবান্ বৈ কি!—এক কথায় স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষার্থে অনাসক্ত ভাবে যিনি রাজ্য লুণ্ঠন করেন, তিনি সম্রাট্; যিনি গ্রাম লুণ্ঠন করেন, তিনি দস্যুনামধারী হইলেও মহাত্মা। যাঁহার ক্ষমতা নাই—বল নাই, নিজের সংস্থান নাই,—পরের গৃহ হইতে একমুষ্টি তণ্ডুল আনিয়া একটি ক্ষুধার্ত্তের জীবন দান করেন, তিনিও ভাল লোক।

উ। একথায় শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিলাম না।

কা। চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরহিতে নিরত হইলে একথার বলবত্তা বুঝা যায়। যে নির্লিপ্ত, যে নিঃস্বার্থ, সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। শাস্ত্রের এই শিক্ষা, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান।

উ। হিন্দু শাস্ত্রের যদি এইরূপই আদেশ হয়, তবে সে শাস্ত্র যে অতি পবিত্র, এ কথা বলিতেও যেন আমার ভয় হয়।

কাশীনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "বালক; হিমালয়ের তুল্য উচ্চ পর্ব্বত যেমন জগতে নাই, হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উচ্চ উদার ধর্ম্ম তেমনি জগতে নাই। হিমাচলে যেমন অদ্রি-সানুর উপর অদ্রিসানু, শিখরের উপর শিখর, চূড়ার উপর চূড়া, শ্রেণীর উপর শ্রেণী, হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ স্তর-পরম্পরায় আকাশস্পর্শী। হিমালয়ের কন্দরসকল যেরূপ গভীর হইতে গভীরতর, অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, হিন্দুধর্ম্মেও সেইরূপ সুগভীর দুর্ভেদ্য বিশাল রহস্যসমূহ রহিয়াছে। হিমালয় যেরূপ নিত্যনির্ম্মল-নীহারমৌলি, কোনকালে তাহার বিকৃতি নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই—সদা শুভ্র, উজ্জ্বল অবিনশ্বর—হিন্দুধর্ম্মের শিরোদেশে সেইরূপ সত্য রহিয়াছে,—নির্ব্বিকার, শুভ্র নির্ম্মল অব্যয়। ইহাতে যাহা আছে, তাহা জগতের আর কোথাও নাই। অধিকারী ভেদে—স্তর ভেদে এই ধর্ম্মের সাধনা।"

উ। দস্যুবৃত্তি করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া ধর্ম্ম। ইহা কি শাস্ত্রে আছে?

কা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই পাপ। আর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশহিতার্থে যাহা করা যায়, তাহাই পুণ্য। দেশে উৎপাত হউক, অত্যাচার হউক, প্রবলের ভোগবিলাসে দেশ অধঃপাতে যাউক, আমি বসিয়া বসিয়া হরিনাম করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিব,—ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ইহা স্বার্থপরতার অন্যবিধ স্তর।

উ। তবে কি সে স্থলে দস্যুবৃত্তির পরিচালনা করিয়া বেড়ানই ধর্ম্ম?

কা। হাঁ,—বাহুবলে অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করিতে হয়, ধনীর সঞ্চিত ধনরাশি লইয়া ক্ষুধার্ত্তকে দান করিতে হয়, রাজার অবিচারের হস্ত হইতে দুর্ব্বল প্রজাকে রক্ষা করিতে হয়,—রূপ-লালসার করালগ্রাস হইতে অবলাগণকে সতত সংরক্ষণ করিতে হয়।

উ। রাজার অত্যাচার হইতে রাজ্য রক্ষা করা, দস্যুদলের ক্ষমতা-বহির্ভূত ব্যাপার। সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া যদি রাজার অত্যাচার হয়, তবে দু'দশজন দস্যুতে তাহার কি করিতে পারিবে?

কা। ক্ষুদ্রের সমষ্টিই বৃহৎ। যত দিন সর্ব্বব্যাপী অত্যাচার না হয়, তত দিন এইরূপেই নিবারণ করিতে পারা যায়। সমস্ত অত্যাচার নিবারিত না হইলেও কতক তো পারা যায়। কিন্তু যখন দেশে রাজার অত্যাচারে সমস্ত মানবই অত্যাচারিত হইয়া রাজার পতন কামনা করে,—অর্থাৎ কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবক, কি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি বৃদ্ধা, কি যুবতী, কি বালিকা সকলেই যখন রাজার অত্যাচারে অনাদরে ব্যথিত হইয়া তাহার পতন কামনা করে, তখন সেই সমবেত ইচ্ছাশক্তি হইতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই মহাশক্তি এক অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা হইতেই রাজার নিধন অবশ্যম্ভাবী। রাজার যত প্রবল শক্তিই হউক,—সে শক্তির নিকটে কোথা দিয়া কি হয়, কেহই কিছু বুঝিতে পারে না। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে সমস্ত দেবগণ ত্রাসিত হইলে, তাঁহাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তিতে মহাশক্তি দশভুজা আবির্ভূত হইয়া বিপুল বলশালী শুম্ভ নিশুম্ভের নিধন করেন। কংস প্রভৃতির অত্যাচারে অত্যাচারিত হইলে পৃথিবী শুদ্ধ লোকের ইচ্ছাশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—এইরূপ যখনই হয়, তখনই অবতার গ্রহণ করিয়া অত্যাচারী রাজার রাজ্য—নিধন হইয়া থাকে।

উ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্রাট্‌দিগকে নিধনজন্যও কি অবতার হইবে?

কা। যেমন শক্তি নিধন করিতে হইবে, তেমনই অবতার হইবে। হয়ত এই দেশেরই একটি অতি পরিচিত মানুষ—সেই সময়ে ঐ শক্তিতে অবতারত্ব প্রাপ্ত হইবে। ফ্রান্সের সমস্ত মানুষব্যাপী হাহাকারে নেপোলিয়ান্‌বোনাপার্টির জন্ম গ্রহণ বা অবতার হইয়াছিল।

এই সময় দূরে একজন মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, উদয়সিংহ বলিলেন, "কে একজন আসিতেছে।"

কা। বোধ হয় আমাদের লোক হইবে।

উ। গুপ্তচর হইলেও ত পারে।

কা। আমাদের লোকের গতি একটু স্বতন্ত্র। উল্লঙ্ঘন ও বক্রগতি। তোমাকেও তাহা শিখিতে হইবে। নতুবা সাধারণ ভাবে চলিতে গেলে, বিপক্ষ ভাবিয়া কোন দিন কেহ গুলি করিতে পারে।

উ। আর আমার হাতের কব্জিতে যে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, উহা কি আপনার দলস্থ সকলেরই হাতের ঐ স্থানে আছে?

কা। হাঁ—উহাই আমার দলের লোকের চিহ্ন। ঐ চিহ্ন দেখিলেই সকলেই জানিবে, আমাদের দলস্থ।

যে আসিতেছিল, সে নিকটে আসিয়া কাশীনাথকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "একটা সংবাদ আছে।"

কা। কে, ভগবান্;—কি খবর বল?

যে আসিয়াছিল তাহার নাম ভগবান্। কাশীনাথের প্রিয় সহচর ও ভীমকর্ম্মা সুচতুর ব্যক্তি। তাহার বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে নহে। চেহারা দীর্ঘ ও সুদৃঢ়। ভগবান্ বলিল, "ছয়ক্রোশ দূরে সীতারামপুর নামে এক গ্রাম আছে। গ্রামে এখন মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, প্রত্যহ অনেক লোক মরিতেছে, সে জন্য প্রজারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ত্রাসিত। সময়ে জমিদারের কর আদায়ে অক্ষম। কিন্তু আজ তিন দিন ধরিয়া জমিদারের কর্ম্মচারিগণ গ্রামে পড়িয়া প্রজাগণকে অযথোচিত অত্যাচারে পীড়িত করিয়া গরু-বাছুর, মহিষ-ভেড়া, যব-গম, অলঙ্কার-পত্র, এবং থালা ঘটী বাটী কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া খাজনা সংগ্রহ করিয়াছে। যাহাদের তাহাতেও টাকা পরিশোধ না হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরী-

ভূত করিয়াছে,—স্ত্রীগণকে এবং বালক বালিকাগণকে ধরিয়া আনিয়া সেই হতভাগ্য প্রজাগণের সম্মুখেই তাহাদের ললনাকুলকে উলঙ্গ এবং শিশু পুত্র-কন্যাগণকে বেত লাগাইয়া অত্যাচারের এক শেষ করিয়াছে।”

কাশীনাথ উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, “তোমরা সময়ে গিয়া প্রতিকারে যত্ন কর নাই কেন?”

ভ। সময়ে সংবাদ পাই নাই।

কা। এ সকল সংবাদ যদি না লইবে, তবে আর কোন্ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছ? জমিদার কোথাকার? নাম কি?

ভ। হনুমান্‌গড়ের, জনার্দ্দন লালা। এক সুবিধা আছে, তাহার দুইখানা ধনপূর্ণ শকট রাজধানীতে আসিতেছে। ঐ টাকা তাহাদের জমিদারীর করস্বরূপ সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইতেছে। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহর নাগাইত পাঁচথুবী পাহাড়ের নিকট ঐ গাড়ী আসিয়া পঁহুছিতে পারে। সঙ্গে বোধ হয়, শতাধিক সৈন্য আছে। অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই একখানা গাড়ীও তাহার সঙ্গে আছে।

উদয়সিংহ বলিলেন, “আ'জ আমারও ডাকাতি করিতে ইচ্ছা করিতেছে। উঃ! এত অত্যাচার? আমার ইচ্ছা করিতেছে, ঐ ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া সেই নিপীড়িত প্রজাকুলকে ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগের চক্ষুর জল মুছাইবার চেষ্টা করি। হয়ত, অনেক হতভাগ্য স্ত্রীপুত্র লইয়া উপবাসেই দিন কাটাইতেছে।”

কাশীনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমরাও ঐ উদ্দেশে ডাকাতি করিয়া থাকি।”

উদয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, “চলুন, আমিও যাইব। এইরূপ দস্যুতা করিয়া জীবন কাটাইব। আজি হইতে আমি আপনার শিষ্য হইলাম।”

কা। আজীবন কাটাইবার প্রয়োজন নাই, একার্য্য রাজার। রাজা যদি দেশে শান্তি সংস্থাপন করেন, আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব!”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীনাথ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, “তবে চল, আর সময় অধিক নাই।”

উদয়সিংহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“আমিও আসিব কি?”

“আইস বাধা নাই।” এই বলিয়া কাশীনাথ ভগবান এবং উদয়সিংহকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কাশীনাথ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন,—রাজপথে না গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে মাঠ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে একখানি গ্রাম সম্মুখে পড়িল,—গ্রামখানি শ্রেণীবদ্ধ ও বড় নহে। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম,—মাঠের মধ্য দিয়া, তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠবৎ উচু নীচু পাষাণস্তূপ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সেই গ্রামে পঁহুছিলেন। গ্রামে সুরম্য অট্টালিকা দেখা গেল না—ঘন ঘন নারিকেলকুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে পর্ণকুটীর, আর শষ্পবীথিকা। ক্রমে গ্রাম পশ্চাতে পড়িল। আরও কিছু দূরে গিয়া, কাশীনাথ একটা বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন। সেখানে পাঁচটি সুসজ্জিত অশ্ব রহিয়াছে—এবং দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনই অশ্বের সহীস। কাশীনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া একটা অশ্বের

বল্গা গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ দ্বিতীয় অশ্বের রশ্মি ধারণ করিল। উদয়সিংহ কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিও একটা লইব কি?"

কা। হাঁ,—একটী লইয়া চড়িয়া ব'স।

উদয়সিংহ একটা অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিলেন। তখন তিনজনই অশ্বারোহণ করিলেন। আর কোন কথা হইল না। এবার ভগবান্ অগ্রে অগ্রে অশ্ব চালাইয়া চলিল, অপর দুই জনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন,—অশ্বত্রয় নক্ষত্রগতিতে ছুটিতে লাগিল।

রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি,—চন্দ্র অস্তগত হইলেন; রজনীর জ্যোৎস্নাফুল্ল মুখে অন্ধকারের কালিমাছায়া পড়িল। বৃক্ষপত্রে অথবা দূর্ব্বাবনে ঝিল্লীরব, কোথাও জলাশয়ের নিকটে খদ্যোতিকা,—কোথাও বনান্ধকারে কিছু লক্ষ্য হয় না। অশ্বারোহিগণ অবিশ্রান্তবেগে গমন করিতে লাগিল। অনেক দূর এইরূপে গমন করিয়া প্রথম অশ্বারোহী অশ্বের বেগ সংযত করিলে, তাহার সঙ্গিদ্বয়ও সেইরূপ করিল। তাহারা গভীর অটবীর মধ্যে এক ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে অবতরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় অশ্ব-রশ্মি সংলগ্ন করিয়া রাখিল।

মন্দিরের ভিতরে আলোক জ্বলিতেছিল। সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুরুষ তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছিল। কাশীনাথকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া অভিবাদন করিল। মন্দিরের একপার্শ্বে কতকগুলি তরবারি ছিল। কাশীনাথ একখানা তরবারি উদয়সিংহের হস্তে দিলেন, স্বয়ংও একখানা লইলেন। ভগবান্ও তথা হইতে একখানা তরবারি গ্রহণ করিল।

অশ্ব লইয়া তিনজন লোক চলিয়া গেল। কাশীনাথ পদব্রজে বাহির হইলেন। উদয়সিংহ ও ভগবান্ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

মন্দিরাভ্যন্তরস্থ এক ব্যক্তি বলিল "সাতটা বন্দুক কেবল লওয়া হইয়াছে,—আর লওয়া হইবে কি ?"

কাশীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "বন্দুক বা পিস্তলের আদৌ প্রয়োজন নাই। কেবল তরবারি লও।"

প্রশ্নকারীর অনুজ্ঞায় বন্দুক রাখিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে সকলে বাহির হইল। কয়েকজন পরিচারক বন্দুকগুলি লইয়া আলোক নির্ব্বাণ করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং মাঠ বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেল।

কাশীনাথ অগ্রে অগ্রে, পশ্চাতে পশ্চাতে সশস্ত্র দস্যুগণ দ্রুত পদক্ষেপে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিল। তখন সম্মুখে রাজপথ দেখা দিল। কাশীনাথের আদেশানুসারে দস্যুগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দুরে দুরে রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইল।

উত্তরাকাশে সমুজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল। পথে জন-মানব নাই। সহসা দুর হইতে গোশকটের আগমনধ্বনি শ্রুত হইল। শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাদুকাধারী মনুষ্যদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত দস্যুগণ সাবধানে তরবারি কোষোন্মুক্ত করিল।

বলীবর্দ্দবাহিত শকট শব্দায়মান হইতে হইতে অগ্রসর হইল,—এক, দুই,—ক্রমে তিনখানি শকট অতি ঘনিষ্ট সংলগ্নভাবে যাইতেছিল। শকটগুলির অগ্রপশ্চাতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি ছিল। কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে তরবারি। কাশীনাথের লোকেরা পূর্ব্ব সঙ্কেতমতে, দুইদলে বিভক্ত হইয়া শকটের পূর্ব্বস্থিত এবং পশ্চাৎস্থিত লোকদিগকে এককালীন বিকট চীৎকার করিয়া হুহুঙ্কার রবে আক্রমণ করিল। কয়েকজন অতি ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া অস্ত্র ঝোবাই

গাড়ীখানার গরু খুলিয়া দিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কয়েকজন সীপাহী তাহাদিগের উপরে অস্ত্র চালাইতে গিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল। গাড়ী বনের মধ্যে চলিয়া গেল।

শকটরক্ষকগণ অকস্মাৎ এইরূপ আক্রান্ত হইয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কাশীনাথের দলের লোক শিক্ষা-কৌশলে শ্রেষ্ঠ। উদয়সিংহ ক্ষুধিত শার্দ্দুলের ন্যায় শকটরক্ষকদিগের মধ্যে পড়িলেন। কখন সম্মুখে কখন পশ্চাতে, লম্ফে লম্ফে চারিদিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে অসি চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যে শকটরক্ষকগণ পরাজিত হইয়া, আহত এবং পলায়নপর হইল। দস্যুগণ মুদ্রাপূর্ণ শকট খেদাইয়া লইয়া আপনাদের অভীপ্সিত স্থানে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে কাশীনাথ উদয়সিংহকে বলিলেন, "আজি তোমার বিক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভরসা করি দেশের এই দুর্দ্দশার সময়ে তুমি আত্মসেবায় নিরত না থাকিয়া দেশের কার্য্য করিবে। ভগবান্ তোমার শরীরে সামর্থ্য দিয়াছেন, তাহার যথার্থ পরিচালনা করিয়া আত্মাকে পরমোন্নত করিবে।"

উ। এখন আমরা কোথায় যাইব?

কা। আড্ডায়।

উ। সীতারামপুরে যাইবেন না?

কা। ভগবান্ কতকগুলি লোক ও টাকা লইয়া যাইবে। সকলের যাইবার প্রয়োজন নাই।

উ। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, একবার আমি গিয়া প্রজাগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসি।

কাশীনাথ ভগবান্‌কে ডাকিয়া উদয়সিংহকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

অনেকদূর চলিয়া আসিয়া তাহারা একটা বটবিটপি-তলে দাঁড়াইল,—একবার একটা শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে সশস্ত্র দস্যুগণ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তিনটি সজ্জিত অশ্ব লইয়া তিন ব্যক্তি তথায় আগমন করিল। কাশীনাথ তাহা হইতে একটা অশ্ব লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন; অপর দুইটি অশ্বের একটিতে ভগবান্ ও অপরটিতে উদয়সিংহ উঠিয়া বসিলেন।

উদয়সিংহ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি সীতারামপুর যাইব?"

ভ। হাঁ চল।

উ। টাকা ত আমাদের সঙ্গে যাইবে?

ভ। টাকা লইয়া দস্যুগণ চলিয়া গিয়াছে। উহার এক চতুর্থাংশ আমাদের ভাণ্ডারে যাইবে এবং অপর তৃতীয়াংশ যথাসময়ে আমাদের নিকটে সীতারামপুরে পঁহুছিবে।

উ। এক চতুর্থাংশ আপনারা কি করিবেন?

ভ। এই দল পরিচালনা ও এই কার্য্যকরণ জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা উহা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উ। দস্যুসর্দ্দার উহার কিছু গ্রহণ করেন না?

ভ। তিনি টাকা কি করিবেন? আতপ চাউল, ঘৃত, ময়দা, কাঁচা কলা ইহাই তাঁহার আহারীয়। উহার নিজের যে সম্পত্তি আছে, তদ্দ্বারা এ ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

উ। সীতারামপুরে আমাদের নিকটে যথাসময়ে টাকা যাইবার বন্দোবস্ত কে করিবে?

ভ। গুরুদেব কাশীনাথের বন্দোবস্ত এমনই সুন্দর যে, তাঁহার ইঙ্গিতে সে সমুদয় কার্য্য যথাসময়ে সম্পাদিত হইতে কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইবে না।

তখন উভয়ে অশ্ব চালাইয়া সীতারামপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বগগনে ধূসর বর্ণে উষার উদয় হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ ও উদয়সিংহ যখন সীতারামপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত-সমীর-সংস্পর্শে নিশিফুল্ল ফুল-কুল তাহাদের রূপ ও সৌরভের সহিত অনন্ত রাগমিশ্রিত জগদ্গাথার সমতানলয়-সম্পর্কবদ্ধ সরস মধুর সঙ্গীত গাহিয়া কালের পূর্ণতায় বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বালারুণ-কিরণ-চুম্বিত সমুজ্জ্বলিত প্রভাত-শিশিরসিক্ত প্রফুল্ল শতদল কুমুদিনী-পরাগ-ধূসর ভ্রমরকে দেখিয়া শিহরিয়া স্বচ্ছজলে ক্রীড়া করিতেছে। বিহঙ্গমগণ প্রভাতী গাহিয়া গাহিয়া কেবল আহারান্বেষণে কুলায় পরিত্যাগ করিয়া গৃহছাদে, দরিদ্রের চালে ও গৃহস্থের প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়াছে। কতক বা প্রান্তরে উড়িয়া চলিয়াছে। প্রীতি-স্নেহ ও প্রণয়রাগসংবর্দ্ধিত স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত প্রাসাদসুন্দরীগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বিমুক্ত গবাক্ষ-সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাভাতিকবায়ু সেবনে শরীর স্নিগ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের দাস দাসীগণ গৃহকার্য্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরক্ষরা নিরাভরণা কৃষককামিনীকুল আরও প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, কৃষকগণ গরু ও হাল লইয়া মাঠাভিমুখে চলিয়াছে।

এই সময় ভগবান ও উদয়সিংহ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুইটি তেজোবন্ত সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে দুইজন অস্ত্রধারী বীরপুরুষ গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, গ্রামবাসিগণের হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, জমিদারের লোক আবার বিপদ্ ঘটাইবার জন্য আগমন করিয়াছে, অথবা কোন প্রবলতর বহিঃশত্রু লুণ্ঠন জন্য আসিয়াছে। কাজেই সকলেরই হৃদয়ে অসীম ভয়ের উদয় হইল।

বাহিরে বসিয়া বৃদ্ধগণ তাম্রকূট-ধূম সেবন করিয়া কাসিয়া কাসিয়া গলার গয়ার উত্তোলন করিতেছিলেন, তাঁহারা ধূম পান বন্ধ করিয়া, গলা চাপিয়া ধরিয়া অপমানের ভয়ে শয্যাপার্শ্বে পলায়ন করিলেন। যুবজনেরা কুসুমকাননাভ্যন্তরে পরিমলপূর্ণ প্রভাত-বায়ু সেবন করিতে গমন করিতেছিলেন, জুলুমের ভয়ে তাঁহারা লতাকুঞ্জে মাথা লুকাইয়া রহিলেন। প্রাসাদ-সুন্দরীগণ সতীত্বের ভয়ে উন্মুক্ত গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়া, ইষ্ট নাম জপ করিতে লাগিলেন। ধনিব্যক্তিগণের প্রাণ ধনাপ-হরণের ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল। নির্ধনীর নির্য্যাতনের ভয়ে গায়ের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামখানি যেন জনহীন—নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল।

উদয়সিংহ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিয়াছিলেন, গ্রামে অত্যন্ত মারিভয় উপস্থিত হইয়াছে,—তাহাতেই কি গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে? মানুষের সাড়া-শব্দ পাইতেছি না কেন?"

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের দেশের এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা। দুইজন লোক একত্রে কোন পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে, পল্লীর শান্ত মানবগণ আপনাদের ধন মান ও প্রাণ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। একদিকে বহিঃশত্রু বিদেশী মুসলমানগণের অত্যাচার ও লুণ্ঠন; অপর

দিকে মোগল-সম্রাটের পুত্র আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসিয়া অবধি ধন-রত্ন সংগ্রহার্থে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছেন। আবার আমাদের মারহাট্টাগণও লুণ্ঠনতৎপর। তৎপরে সাহকুতুবের অত্যাচারও অসীম এবং জমিদারের কর সংগ্রহ-নীতিও অত্যন্ত পাশবীয়। তৎপরে দস্যু-তস্করের উপদ্রবও যথেষ্ট আছে।"

উদয়সিংহের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ইহাদিগের কি রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই?"

ভ। ঈশ্বরই মানুষের সাথের সাথী, তিনিই সকল সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন। ঐ যে ফুলটি ফুটিতেছে, ফুটিয়া হাসিতেছে, সৌরভ বিতরণ করিতেছে, উহাকেও তিনিই হাসাইতেছেন—এবং সৌন্দর্য্য ও সৌরভে হৃদয়হারী করিতেছেন। আর ঐ যে মানব ফুলটি তুলিয়া দলিত করিয়া তাহার রূপ, রস ও সৌরভের সুখপিপাসা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে, উহাও তিনি করিতেছেন। তিনি দূরে নহেন, তিনি সমস্ত পদার্থেরই হৃদ্দেশে অবস্থিত;—তিনি ক্ষণ-মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত নহেন, কারণ তিনিই এই জগদ্-যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যে যন্ত্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত।

উ। তবে এ বৈষম্য কেন? কেন, দরিদ্রের মুখের গ্রাস ধনিগণ কাড়িয়া লয়? কেন দুর্ব্বলের প্রিয়তমা পত্নী সবলে বুক হইতে অপহরণ করে? কেন দীনের পর্ণকুটীরে অসুরে অগ্নি সংযোজিত করিয়া আনন্দ অনুভব করে?

ভ। মানবমনে ভগবান্ শক্তি এবং স্বাধীনতা নিহিত করিয়া দিয়াছেন।—তাহার পরিচালনা করিলেই সুখী হইতে পারে। এ সকল তত্ত্ব, গুরুদেবের নিকট শুনিও। এখন একবার কৃষকপল্লীতে চল, দেখিয়া আসি সেখানে কি হইতেছে।

উ। যে দিকে চাহিতেছি, সেই দিকই জনশূন্য—নীরব, নিস্তব্ধ। এস্থলে কাহার কি উপকার করিতে পারিবেন ?

ভ। কাশীনাথের নাম শুনিতে পাইলে, সকলেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহাদের প্রাণের বেদনা জানাইতে চেষ্টা করিবে। দুই একজনের সাক্ষাৎ পাইলেই আমাদের ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

এই সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অদূরে ভয়ার্ত্ত অন্নহীন কঙ্কাল-মূর্ত্তি এক অশীতিপর বৃদ্ধ নীরব-নিশ্বাসাপ্লুত অশ্রুসিক্ত নিরাশ-বদনে পথ দিয়া যাইতেছে। ভগবান্ দ্রুত গতিতে অশ্ব চালাইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন।

বৃদ্ধ অস্ত্রধারী অশ্বারোহী বীর পুরুষকে দেখিয়া, আরও অধীর হইল। তাহার মুখে একেবারে কালি ঢালিয়া দিল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমার কিছু নাই। যা ছিল,—দুইটা হালের গরু, আর একটা ভেড়া, তা জমিদারের গোমস্তা সে দিন কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে যেরূপে মারিয়াছিল, এখনও সমস্ত পাঁজরে পাকা ফোড়ার মত ব্যথা হইয়া রহিয়াছে। একটি ছেলে ছিল, মহামারিতে সেটি আজ সকালে মারা পড়িয়াছে। তাহার মৃতদেহ এখনও ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। ফেলিবার লোক নাই—যদি কেহ দয়া করিয়া আসে, তাই ডাকিতে যাইতেছিলাম। দোহাই তোমাদের, আমায় মের না। আর মারিলে মরিয়া যাইব।"

অশ্রু-আপ্লুত নয়নে ভগবান্ বলিলেন, "আমরা দস্যুসর্দ্দার কাশী-নাথের অনুচর। আমরা তোমাদের কষ্ট দূর করিতে আসিয়াছি। মারিতে বা পীড়ন করিতে আসি নাই;—জমিদারে তোমাদের যাহার যাহা লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাই ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি।"

কাশীনাথের নামে কৃষক পুলকিত হইল। তাহার ভয় বিদূরিত হইল। বলিল, "আমার বড় বিপদ, ছেলেটি ঘরে মরিয়া রহিয়াছে। হাতে একটি পয়সা নাই। কি দিয়া তাহার সৎকার করিব।"

ভগবানের নিকটে যে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহা তাহার হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমার পুত্রের সৎকার ইহা দ্বারা সম্পন্ন করিয়া রাত্রে গ্রামের বাহিরে কাণাপুকুরের পাহাড়ে যাইও—সেখানে সকলকে সাহায্য দেওয়া হইবে। তুমিও পাইবে। আর যাহাদের বড় কষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইও।"

বৃদ্ধ টাকা লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

উদয়সিংহের দিকে চাহিয়া ভগবান্ বলিলেন, "চল আমরা কোন ধনীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লই, তাঁহার দ্বারা সংবাদ করিয়া সকলকে সন্ধ্যার পরে একত্রিত হইতে বলি।"

উ। আমিত কাহাকেও জানি না, এ সকল কার্য্যে কেমন করিয়া কি করিতে হয়, বুঝিও না। কিন্তু যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, সমস্ত জীবনে এইকার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইব।

ভগবান্ অশ্ব ফিরাইলেন। উদয়সিংহও অশ্ব ফিরাইয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তাহার দ্বারে অশ্ব বন্ধন করিয়া উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিস্তৃত প্রাসাদের মালিক একজন ধনশালী মুসলমান। নাম খিজিরখাঁ। তিনি বিনয়ী, শান্তপ্রকৃতি ও পরোপকারী।

মাধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া খিজিরখাঁ বহির্ব্বাটীর একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুরম্য শয্যায় শয়ন করিয়া সুবর্ণ আলবোলায়

মৃগনাভিসিঞ্চিত তামাকু সেবন করিতে করিতে তন্দ্রার আবেশে ঝিমাইতে ছিলেন।

এই সময় ভগবান্ ডাকিলেন, "খাঁসাহেব!"

খাঁসাহেব তন্দ্রার আবেশে ভাবিলেন, তাঁহার বাঁদী গুলজান খাঁসাহেব বলিয়া ডাকিয়া তাহার রাঙ্গা অধরে মধুর হাসি হাসিয়া একপাত্র সরাপ সেবনের জন্য অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু বিবিসাহেবার ভয়ে, সে হাসি আর সে সরাপে একান্ত অনুরাগ থাকিলেও তাহার প্রত্যাহার করিতে হইতেছে, এই জন্য বড়ই দুঃখিতচিত্তে নিদ্রাবেশবিহ্বল আঁখি দুইটি একটু টানিয়া বাঁদীকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। বাঁদী সরিল না। তাহার কামশরাসনতুল্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নয়নে বৈদ্যুতি বিকাশ করিয়া আবার ডাকিল, "খাঁসাহেব! আপনার সহিত একটা কথা আছে।" খাঁসাহেব কি করেন ভাবিয়া স্থির করিতেই পারেন না। একদিকে বিবিসাহেবার অপ্রীতিকর তাড়নাভয়, অপর দিকে বাঁদীর সুন্দর মুখের আকুল প্রার্থনা। কিন্তু বাঁদীর এরূপ সময়ে, এরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া ডাকা ভাল দেখায় না। এমন সময় ভগবান্ আবার ডাকিয়া বলিলেন, "খাঁসাহেব! আমি দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের অনুচর।"

দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের নামে খাঁসাহেবের সুখ-স্বপ্ন বিদূরিত হইল। হস্তের ত্বরিত চালনা বশতঃ নল খসিয়া পড়িল। স-সরবস্ কলিকা উল্টাইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। তাহার সমস্ত আগুন সমস্ত বিছানায় পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। পানের ডিবা গড়াইয়া সিলিঞ্জির উপরে পড়িল। সিলিঞ্জি গিয়া বদ্‌নার স্কন্ধে আবির্ভূত হইল। বদ্‌না কাত হইয়া পড়িয়া তদ্‌গর্ভস্থ সমস্ত জলরাশি উদ্গীর্ণ করিয়া দিল। সুতরাং ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝনাৎ বক্ বক্ প্রভৃতি একটা শব্দের রোল উঠিল। এদিকে,

বিছানার মখমল পুড়িয়া অতি দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া দিল। কিন্তু বৃদ্ধ নিরীহ খিজিরখাঁ তদবস্থাতেই হাঁ করিয়া ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আড়ষ্ট, অবাক্ ও নিস্পন্দ।

ভগবান্ হাসিতে হাসিতে ক্ষিপ্রহস্তে শয্যার অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিলেন। উদয়সিংহ বদ্‌না তুলিয়া, সিলিঞ্জি সরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে লাগিলেন।

তৎসমুদায় সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ বলিলেন, "খাঁসাহেব, আমরা যে জন্যে আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শুনুন ?"

খিজিরখাঁ তদবস্থাতেই রহিলেন। কোন কথাই কহিলেন না। ভগবান্ বলিলেন, "জমিদারের অত্যাচারে আপনাদের গ্রামের সকলেই অত্যাচারিত হইয়াছে। দরিদ্রদিগের আহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য দস্যুসর্দ্দার আমাদিগকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনি বোধহয় অবগত আছেন, কাশীনাথের দলের লোকের বাহুতে ত্রিশূল চিহ্ন দেওয়া থাকে। এই দেখুন, তাহা আমাদের আছে।"

এই বলিয়া ভগবান্ বাহু দেখাইলেন। আর কথা না কহিয়া থাকা চলে না। যদি দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ অবহেলা করিল বলিয়া দোটুক্‌রা করিয়া ফেলে! কম্পিতকণ্ঠে খাঁসাহেব কহিলেন, "তাঁহাকে আমার সেলাম জানাইতেছি। আমি আর কি সাহায্য করিব ? জমিদারের লোক আমাকে যথেষ্ট অপমান করিয়া দশহাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। নতুবা আমার চক্ষুর উপরে দরিদ্রগণের যে কষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে আমি সাহায্য করিতে পারিতাম। তবে নিত্য একমণ করিয়া চাউল বিতরণ করিতেছি। দস্যুসর্দ্দারকে এজন্য দশহাজার টাকা দিতে পারি।"

ভ। আপনি ধন্য। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা

আপনার নিকট টাকা চাহি না। জমিদারগণ যে সকল টাকা এই গ্রাম হইতে অত্যাচার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজকোষ ও অন্যান্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া গাড়ী পূরিয়া টাকা গোলকুণ্ডে রাজস্ব বাবদ পাঠাইতেছিলেন, আমরা তাহা পথে লুঠিয়া লইয়াছি। সেই টাকা এই গ্রামে বিতরণ করিব। যাহাদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে, এমন সব লোকদিগকে আপনি সন্ধ্যার পরে এই গ্রামের কাণাপুকুরের পাহাড়ের নিকটে সমবেত হইবার জন্য ঘোষণা করিয়া দিউন। আর আপনার নিকটে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যাইব, চারিজন সুচিকিৎসক এই গ্রামে বেতন করিয়া রাখিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণ উত্তম উত্তম ঔষধ আনাইয়া রাখিবেন, যতদিন গ্রামে মহামারি থাকিবে—ততদিন দীন-দরিদ্রগণ সুচিকিৎসা ও ঔষধাদি বিনামূল্যে পাইবে। যাহাদের পথ্যাদি অভাব হইবে, তাহাও সেই টাকা হইতে প্রদত্ত হইবে।

বৃদ্ধ খিজিরখাঁ প্রথম কার্য্যভার লইতে স্বীকৃত হইয়া দ্বিতীয় কার্য্যভার লইতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার মনের ধারণা দস্যুর টাকা, কি জানি শেষে কি গোলযোগ বাধাইবে। বলিলেন, "আমি বুড়া মানুষ, আপন কাজেরই বন্দোবস্ত করিতে পারি না। এ সমুদায় কার্য্যভার কোন কর্ম্মঠ ব্যক্তির উপরে প্রদান করুন।"

ভগবান্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, বুড়া ভয়ে এ কার্য্যে স্বীকৃত হইতেছে না। এবং ভয়ে আমাদিগকে বসিতে বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "আমরা একটু বসিব।"

"হাঁ হাঁ, বটে বটে! আমার বেয়াদবি হইয়াছে, মাপ করিবেন।" এই কথা বলিয়া—খিজিরখাঁ উঠিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, আসন আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য দুইখানি কৌচ আনিয়া দিলে উভয়ে তাহাতে উপবেশন করিলেন।

তখন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আহারাদি হইয়াছে ?"

ভ। হয় নাই, এখন হইবেও না। যে কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করাই আমাদের প্রয়োজন। আমার প্রস্তাবিত শেষ কার্য্যভার লইতে পারেন, এমন একজন লোক আপনি নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাকে ডাকাইয়া দিন।

বৃদ্ধ খিজিরখাঁ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "মবারক-আলিকে ডাকিয়া আন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি লোক কেমন ?"

খি। ভদ্রলোকের ছেলে ও ধর্ম্মপরায়ণ।

ভ। ভাল, তাঁহার উপরই কার্য্যভার প্রদত্ত হইবে। আপনি গ্রামের মধ্যে প্রথম কথার ঘোষণা করিয়া দিউন।

খি। সে আমি দিতেছি।

এই সময় মবারকআলি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ খিজিরখাঁ এবং ভগবান্ তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলে মবারক তাহাতে স্বীকৃত হইল। তখন তাঁহাকে সন্ধ্যার পরে কাণাপুকুরের নিকটে যাইতে আদেশ করিয়া, ভগবান্ ও উদয়সিংহ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে কাণাপুকুরের পাহাড়ের উপরে টাকা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিও পাঁচ ছয় শত উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধ খিজিরখাঁ এবং মবারকআলি উপস্থিত থাকিয়া যাহার যে অবস্থা, তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছেন, ভগবান্ অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় একপ্রহরের সময়ে বিতরণ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া

অবশিষ্ট অর্থ মবারকআলিকে অর্পণ করত ভগবান্ ও উদয়সিংহ সেখান হইতে বাহির হইলেন। অর্থ লইয়া প্রায় চল্লিশ জন বীর দস্যু সেখানে আসিয়াছিল। তাহারাও চলিয়া গেল।

তাহারা একপথে গেল। ভগবান্ এবং উদয়সিংহ অশ্বারোহণে আর একপথে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্বেত সৌভাগ্যসমুজ্জ্বল গোলকুণ্ডার প্রান্তবাহিনী কৃষ্ণানদীর ফেনিল-তরঙ্গময় প্রবাহ। মধ্যে মধ্যে হংস বক সারস খঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গসেবিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চড়াভূমি। নদীতট দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ। পথের দুইধারে সারি দিয়া বকুল কদম্ব পনস আম ও নিম্ব প্রভৃতি অসংখ্যবৃক্ষ পঙ্ক্তি, মাঝে মাঝে বালকসমাজে বৃদ্ধের ন্যায় বট অশ্বত্থ পারুল প্রভৃতি বড় বড় ছায়াতরু। কৃষ্ণাবক্ষে নামিবার জন্য স্থানে স্থানে পাষাণে বান্ধা সুগম ও মনোরম ঘাট। সর্ব্বত্রই প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়ন্তন সময়ে লোকের ভিড়। কতক স্নান করিতে নামিতেছে, কেহ কেহ বা স্নান করিয়া যাইতেছে। হিন্দুগণ গঙ্গার স্তবপাঠ করিতেছে, মুসলমানগণ নমাজ করিতেছে। কোন ঘাটে কুলকামিনীগণ উপলে শতদলে শোভা বিকীর্ণ করিয়া স্নান করিতেছেন, এবং গৃহকার্য্যের, রন্ধনের ও পাড়াপ্রতিবাসীর কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন ও বর্ষীয়সী হিন্দুকামিনীগণ আহ্নিকে ব্যাপৃতা হইয়াছেন,—কচিমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া ঘাটের কুল, ফল ও

পাতা কুড়াইয়া লইয়া খেলা করিতেছে। কেহ কেহ বা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জল ছিটাইয়া দিয়া গালি খাইয়া কচি মুখে হাসিয়া হাসিয়া আটখানা হইতেছে।

বেলা প্রহরাতীত হইয়াছে,—স্নানের ঘাটের উপরে রাজপথের ধারে একটা অশ্বত্থতরুতলে একজন স্ত্রীলোক কতকগুলি তস্‌বীর লইয়া বিক্রয় করিতে বসিয়াছিল। তসবীরওয়ালী জাতিতে মুসলমান। বয়স চল্লিশের উপরে—কিন্তু দেহখানি উত্তম স্থূলতর। কতকগুলি চিত্রপট, আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে, কতকগুলি বসনাবৃত করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিবেচনামত মানুষ দেখিলে সেগুলি খুলিয়া দেখাইতেছে। নতুবা আবরণেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। স্ত্রী পুরুষ কত লোক তসবীরওয়ালীর নিকটে আসিতেছে, তসবীর দেখিতেছে, দর-দাম করিতেছে,—কেহ কেহ বা ক্রয় করিতেছে, কেহ কেহ বা ক্রয় করিবে বলিয়া তাহার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, তসবীর লইয়া যাইতে বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বা শুধু দেখিয়া দর করিয়াই চলিয়া যাইতেছে।

এমন সময় তথায় হসন্‌সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কার্য্যান্তরে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, অশ্বারোহণে—ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে চারিজন অশ্বারোহী শরীররক্ষক,—দ্রুতগামী অশ্বগুলি তস্‌বীরওয়ালীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু হসন্‌সাহেব অশ্ব ফিরাইয়া পুনরায় তস্‌বীরওয়ালীর নিকটে আসিলেন, সুতরাং তাঁহার শরীররক্ষক চতুষ্টয়ও অশ্ব ফিরাইয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

হসন্‌সাহেব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তস্‌বীরওয়ালীর নিকটে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তস্‌বীরওয়ালীর মুখ শুকাইয়া

গেল। সে তাহার বস্ত্রাবরিত তস্বীরগুলি লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

হসন্‌সাহেব বলিলেন, "আবৃত চিত্রগুলি আমি দেখিব।" এই কথা বলিয়া তিনি তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বের সমুদয় লোক দূরে সরিয়া গেল। বৃদ্ধা বিশুষ্ক-মুখে কম্পিত-হস্তে গোছা শুদ্ধ সেই চিত্রপটগুলি হসন্‌সাহেবের সম্মুখে রাখিল।

হসন্‌সাহেব এক একখানি করিয়া ছবি দেখিতে লাগিলেন। প্রথমখানি সাজাহান বাদসাহার ছবি। দ্বিতীয়খানি আরঙ্গজেবের, তৃতীয়খানি দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের। হসন্‌সাহেব সেখানি বাছিয়া রাখিলেন। তৎপরে আরও তিন চারি খানা উল্টাইয়া রাখিয়া আর একখানি বাহির করিলেন। তাঁহার প্রাণের তার কোন বিদ্যুদ্‌বলে কাঁপিয়া উঠিল। যে চক্ষু তিনি সে দিন দর্পণ-প্রতিবিম্বে দর্শন করিয়াছিলেন,—যে মুখ দর্পণে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—এ সেই মুখ, সেই চক্ষু!

ছবিখানি হাতে লইয়া হসন্‌সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছবিখানি কাহার?"

তস্বীরওয়ালীর মুখ ঘামিয়া উঠিল। বলিল, "খোদাবন্দ, আমি তাহা জানি না। একজন সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি এইমাত্র জানি। যিনি আমাকে এছবি বিক্রয় করিতে দিয়াছেন, তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন,—তাহা তোমাকে জানিতে হইবে না; যে ইহার উচিত মূল্য দিবে, তাহাকে বিক্রয় করিও। উচিত মূল্য যে দিবে-সে অবশ্য চিনিয়াই দিবে।—তিনি আরও একটি কথা বলিয়া দিয়াছেন, হুজুরের নিকটে তাহা বলিতে ভয় হয়!"

হ। কোন ভয় নাই, তুমি বল।

ত। গোস্বামি মাপ করিবেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন,—যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী কাড়িয়া বা অল্প মূল্য দিয়া ইহা লয়েন, আমাকে জানাইও।

হ। এরূপ ছবি আর কখনও বিক্রয় করিয়াছ?

ত। না; আমি আর কখনও বিক্রয় করি নাই।

হ। যিনি বিক্রয় করিতে দিয়াছেন,তাঁহার নাম বলিতে বাধা আছে কি?

ত। বাধা কিছু নাই। এই সহরের প্রসিদ্ধ ধাত্রী জেরিনাবিবি।

হ। ইহার মূল্য কত?

ত। তিনি বলিয়াছেন; পাঁচ লক্ষ টাকা, নয় পাঁচ জুতা।

হসন্‌সাহেব রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন একটা গোলমাল বাধিয়া গেল। ভাবিলেন, এই ছবিখানির উচিত মূল্য বড় জোর হাজার টাকা হইতে পারে। সে স্থলে পাঁচলক্ষ টাকা! আর না হয়, পাঁচ জুতা! বৃদ্ধাকে বলিলেন, "যা হয় মীমাংসা করা যাইবে। আগামী কল্য বৈকালে তুমি আমার বাড়ী যাইও! অদ্য আমি এই দুই খানি চিত্র লইয়া গেলাম।" এই বলিয়া হসন্‌সাহেব একজন ভৃত্যের হস্তে দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের চিত্র ও সেই সুন্দরী রমণীর চিত্র প্রদান করিয়া অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে গৃহে গিয়া ভৃত্যের নিকট হইতে চিত্র দুইখানি লইয়া নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া অনন্যমনে রমণীর চিত্র খানি দেখিতে লাগিলেন। এমন সুন্দর চক্ষু, এমন সুন্দর নাসিকা, এমন সুন্দর অধরোষ্ঠ, এমন সুন্দর মুখের শোভা তিনি জীবনে দেখেন নাই। ভাবিতে লাগিলেন, "সেদিন রাজপ্রাসাদ-কক্ষে দর্পণ-প্রতিবিম্বে এই মুখখানিই দেখিয়াছিলাম,—এই রমণী কে? ইহার জন্য আমার প্রাণ এত উতলা হইল কেন? এতবার কি ইহাকে দেখিতে পাই নাই?"

হসন্‌সাহেব চিত্র হস্তে করিয়া তন্ময় ভাবে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তথায় এক সুন্দরী রমণী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, সে হসন্‌সাহেবের পত্নী বানুবিবি। বানুবিবির বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, সর্ব্বাঙ্গে পুষ্টতা ও সুলক্ষণ। যৌবনের-বাণে দেহ টলটলায়মান। বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইবে।

বানুবিবি গৃহ-প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর পার্শ্বদেশে একটি পুরুষের চিত্র পড়িয়া রহিয়াছে,—সম্মুখে একখানি স্ত্রীমূর্ত্তি। তাহার স্বামী অনিমিষলোচনে সেই স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চাহনিতে—ভাবে, বোধ হইতেছে যেন, সেই রমণী-চিত্রের রূপ-সাগরে তিনি ভাসিতেছেন।

বানুবিবি ধাঁ করিয়া হসন্‌সাহেবের মুখে এক ঠোনা মারিয়া বলিল, "কি দেখ্‌চো ?"

হসন্‌সাহেব চাহিয়া দেখিলেন, বানুবেগম সেখানে আসিয়াছে। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই দুইখানি তস্‌বীর আজ এনেছি।"

প্রফুল্লমুখী বানুবিবি বলিল, "তোমার সম্মুখের স্ত্রীচিত্র খানি যাহার, তাহাকে আমি চিনি। পুরুষ চিত্রখানি কাহার ?"

হ। স্ত্রীচিত্র কাহার ?

বা। তোমার দরকার ? তুমি কাহার বলিয়া কিনিয়াছ ?

হ। আমি এখনও কিনি নাই,—দেখিবার জন্য আনিয়াছি, যদি পছন্দ হয়, তবে লইব।

বা। ওখানি মহারাজা সাহকুতুবের সুন্দরী কন্যা মর্জ্জিনা বেগমের চিত্র। এখানি কার ?

হসন্‌সাহেবের প্রাণের মধ্যে একটা কেমন বৈদ্যুতিক-কাণ্ড ঘটিল।

একটা কেমন আধ আলো, আধ অন্ধকারের ভাবে হৃদয়খানা অবভাসিত হইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ও খানা দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের চিত্র।"

বা। তুমি মর্জ্জিনা বেগমের চিত্র দেখিয়া—তাঁহার নাম শুনিয়া, অমন হইলে কেন?

হ। কেমন হইলাম?

বা। যেমন হইতে নাই। যেন অন্যমনস্ক যেন কি যেন কেমন ধারা।

হ। তাহা নহে। ভাবিতেছিলাম, রাজান্তঃপুরের চিত্র বাহিরে বিক্রয় হওয়া রাজবিধির বহির্ভূত, তবে এরূপ হইল কেন?

বা। কেবল তাহা নহে।

হ। তবে আর কি?

বা। আরও যেন কোন একটা কিছুর আব্‌ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

হ। কোন্ গুড়ে বালি বানুবিবি?

বা। নেকা পুষিবার গুড়ে।

হ। কেন, বালি কেন?

বা। তিনি সধবা।

হ। না বানুবিবি, আমি সে ভাবে ভাবি নাই।

বা। তবে তাহাই। আল্লা করুন, কখন যেন তুমি সে ভাবে ভাবিও না।

হ। দেখ, এই কাশীনাথকে ধৃত করিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। দস্যুসর্দ্দারের কি সুন্দর চেহারা দেখ।

বা। হাঁ—দেখ্‌লে ভক্তি হয় বটে। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন

কোন পীর কি পয়গম্বর। দেখ দেখি, কেমন নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া পর্ব্বতের উপর একখানা পাথরের আসনে বসিয়া আছেন,—পার্শ্বে তিন চারিজন পুরুষ—ওরাও বোধ হয় দস্যু, চেহারা দেখিলে বোধ হয়, যেন হিন্দুদের মুনির আশ্রমের চিত্র।

হ। বাস্তবিকই তাই। আচ্ছা বানুবিবি, এই কাশীনাথের সঙ্গে যদি তোমার নেকা হয়, তুমি কি কর?

বানুবিবি চক্ষু ঘুরাইয়া, মুখ লাল করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "রমণী কি পুরুষ! যে, ছবি দেখিয়াই আত্মহারা হইবে? রমণী একবার যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে আর ভুলে না।"

হ। তবে আমাদের জাতির রমণীগণ নেকা পোষে কেমন করিয়া?

বা। সে তোমাদেরই কীর্ত্তি। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুগণ আমাদের চেয়ে ভাল।

হ। কিসে ভাল?

বা। প্রাণ একটা, তার কয়বার বিবাহ হইতে পারে? আমি একটি হিন্দুরমণীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে তর্ক করিয়াছিলাম, সে যাহা বলিয়াছিল, এ জন্মে তাহা ভুলিতে পারিব না। সে ব'ল্লে,—যে বিবাহ শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থ জন্য—তাহার পুরুষান্তর ভজনা সম্ভবে। আর যাহা ভগবানের সাধনা জন্য—প্রেমের বিস্তৃতি জন্য—পরকালের জন্য,—একজন মরিলেও সে প্রেমের বিচ্ছেদ হয় না। ভগবান্ অনন্ত—আমরা সান্ত, কাজেই সেরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না। তাই সান্ত স্বামী আমাদের জীবন-মরণের দেবতা। আমি সেই দিন হইতে হিন্দুবিবাহের বড় পক্ষপাতী হইয়াছি।

হ। তবে আমি মরিলে, আর নেকা পুষিতেছ না?

"যাও।" বলিয়া বানুবিবি চলিয়া যাইতেছিল। পশ্চাতে হইতে

হসন্‌সাহেব তাঁহার খোপা ধরিয়া টান দিলেন। খোপা খুলিয়া গেল। স্ফীত-ফণা-ফণিবৎ বেণী ঝুলিয়া পৃষ্ঠবিলম্বিত হইল,—বেল, যুই, গোলাপ প্রভৃতি যে ফুলরাশি কুন্তলে শোভা পাইতেছিল, তাহারা খসিয়া পড়িল। পড়িল কতক বক্ষে, কতক বাহুতে, কতক অংসে, কতক নিতম্বে—কতক বা মেদিপত্র-রক্ত-রাগরঞ্জিত চরণতলে। বোধ হইল যেন, দেবগণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পচন্দন বর্ষণ করিলেন।

সোহাগবিহ্বলা কপোতীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বানুবিবি বলিল, "নেকার এত পক্ষপাতী কেন? মর্জ্জিনাবেগমের কথা কি প্রাণে বড় জাগিতেছে?"

হসন্‌সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে এক পুরুষের একত্রে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিবার অধিকার আছে। নেকার ব্যবস্থাও আছে।"

"তবে কর।" এই বলিয়া মৃদু-মন্থর গমনে বানুবিবি চলিয়া গেল। যে প্রফুল্ল স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশের মত হৃদয় লইয়া বানু স্বামীর নিকটে আসিয়াছিল, যাইবার সময়ে তাহা রূপান্তরিত হইয়া গেল। খণ্ড বিখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ তরল মেঘ চারিদিকে যেন দেখা দিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বানুবেগম চলিয়া গেলে, হসন্‌সাহেবের প্রাণের ভিতর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হইয়াছিল।

সেই ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, "বানু আমার প্রেমের প্রতিমা। প্রেমের সোহাগে যেন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি

পরিপূর্ণ। এমন তরল, এমন আবেগময় প্রেম,—আর কোথাও মিলিবে কি ? কিন্তু আমি যে চক্ষু, যে মুখ, দর্পণ-প্রতিবিম্বে দেখিয়াছি, তেমন রূপের উজ্জ্বলতা, তেমন মাধুরিমা কি বানুবেগমে আছে ? এই নির্জ্জীব চিত্রে যে রূপ বিভা বিভাসিত—কত সজীব, কত সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি, ইহার নিকটে কি দাঁড়াইতে পারে ! একবার দেখিব, কেমন সে মূর্ত্তি ; চন্দ্রের রূপ আছে, দেখিলেই কি জাতি যায় ? আমিত আর বানুকে ভুলিতেছি না। একবার দেখিব, তাহাতে দোষ কি ? কিন্তু দেখিব, কি প্রকারে। রাজকন্যা মর্জ্জিনাবেগমের সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যও পায় না, আমি দেখিব কি প্রকারে ? না দেখিতে পাইলেও আমার প্রাণ বাঁচিবে না।”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হসন্‌সাহেব স্থির করিলেন, একবার ধাত্রী জেরিনার গৃহে গমন করিয়া জানিব, এ চিত্র তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন। আর ঐ চিত্রখানির পরিচয় না দিয়া “যে চিনিবে সে পাঁচলক্ষ টাকা বা পাঁচ জুতা দিয়া গ্রহণ করিবে।” একথারই বা অর্থ কি, জানিয়া আসিতে হইবে। যাইতে হইবে সন্ধ্যার পরে।

কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না। সূর্য্যদেবের উপর হসন্‌সাহেবের অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে কাফের এখনও কেন অস্তগত হয় না। মধ্যে মধ্যে এক একবার তিনি কোষস্থিত অসিতে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন।

মুসলমানসেনাপতির ভয়েই হউক, আর কালবশেই হউক, হিন্দুসূর্য্য পশ্চিমাচলে অস্তমিত হইলেন। পাখীগুলা কিচির মিচির করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে ছুটিল। ক্রমে মলিনমুখে সন্ধ্যা আসিয়া ধরাতলে উপস্থিত হইল।

হসন্‌সাহেব যথোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, একাকী ধাত্রী জেরিনার গৃহে গমন করিলেন।

রাজপ্রাসাদের অদূরে ধাত্রী জেরিনার বাটী। বাড়ীটি ছোট কিন্তু সুন্দর ও সুসজ্জিত। দ্বারদেশে একজন প্রহরী ছিল, সে হসন্‌সাহেবকে দেখিয়া লম্বা সেলাম করিয়া, নিরস্ত্র হইয়া নতভাবে দাঁড়াইল। হসন্‌সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার কর্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাতের প্রয়োজন; সংবাদ জানাও!"

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রহরী চলিয়া গিয়া ধাত্রীকে সংবাদ প্রদান করিল। ধাত্রী স্বয়ং আসিয়া হসন্‌সাহেবকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

জেরিনাবিবি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে সেনাপতি মহাশয়; আজি এ গরীবের গৃহে কি জন্য আগমন হইয়াছে?"

হসন্‌সাহেবও মৃদু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "একখানা চিত্রপটের সংবাদ জানিতে?"

জে। আপনার কি চিত্রপট হারাইয়াছে?

হ। চিত্রপট হারায় নাই, তবে যে কিছু হারাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়।

জে। অন্য কিছু হারাইয়াছে—সন্ধান করিতে আসিলেন, চিত্রপটের; কেমন কথা হইল? সরাপ কি কিছু অধিক খাওয়া হইয়াছে?

হ। সেও এক প্রকার সরাপ, তারও মাদকতা আছে।

জে। আমি গরীব দাই—অত কথা কি বুঝিতে পারি? চিত্রপটের কথা কি বলিতেছিলেন?

হ। তুমি কোন তস্‌বীরওয়ালীকে একখানা তস্‌বীর বিক্রয় করিতে দিয়াছিলে?

জে। আমার ত ব্যবসায় চিত্র করা নহে, আমি সে কার্য্য জানিও না। আমার যে ব্যবসায় তাহা আপনিও জানেন।

হ। কিন্তু তস্‌বীরওয়ালী তোমার নাম করিয়াছে।

জে। মিথ্যাকথাও বলিতে পারে। ছবিখানি কাহার?

হ। আমি চিনি না—একজন বলিল,—সেখানি রাজপুত্রী মর্জ্জিনা-বেগমের।

জে। তবে কি আমাকে একটা ফ্যাঁসাদে ফেলিবার জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন? রাজবাটীর মেয়েদের চিত্র যে বাহিরে আনিবে, তাহার কি দণ্ড আপনি জানেন?

হ। তা, জানি। তাহার প্রাণদণ্ড।

জে। কেন তবে আমার প্রাণটা নিতে আপনার ইচ্ছা।

হ। তোমার প্রাণ আমি চাহিনা। আমি চাহি সেই ছবির প্রাণ।

জে। আমার প্রাণ আমার নিজের আয়ত্ত—আপনি বড় বীর, বড় ধনী—ইহা চাহিলে অক্লেশে আপনাকে দিতে পারিতাম। অসুবিধা বুঝিলে আবার ফিরাইয়াও লইতে পারিতাম। কিন্তু ছবির কি প্রাণ আছে যে, তাই আপনি পাবেন? তবে যে লোকে বলে, জেরিনাধাত্রী অমুক পোয়াতীর প্রাণদান দিয়াছে, সে আর এক অর্থে। প্রসববেদনায় প্রাণটা তাহার বাহির হইয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে খালাস করিয়া সেই প্রাণকে রক্ষা করিলাম। নতুবা সত্য সত্য কিছু আমি বিধাতা-পুরুষ নই যে, প্রাণদান দিতে পারি। আপনি লোকের মুখে যা শুনেন, সে মিছে কথা।

হাসিয়া হসন্‌সাহেব বলিলেন "তুমি সুরসিকা। তোমার সহিত কথায় পারা দুর্ঘট। কিন্তু আসল কথা শোন।"

জে। বলুন।

হ। ঐ চিত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি না?

জে। যেখানে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, সেখানে নাকি মিথ্যা বলায় পাপ নাই?

হ। সত্য সর্ব্বদাই সত্য—মিথ্যা বলায় সর্ব্বত্রই পাপ।

জে। তবে কিছু কিছু জানি।

হ। আমি আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দ্বারা এ সকল কথার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ হইবে না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তুমি, নির্ভয়-চিত্তে বল।

জে। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন।

হ। চিত্রখানি কি যথার্থ ই রাজপুত্রী মর্জ্জিনাবেগমের ?

জে। হাঁ,—উহা যথার্থ ই মর্জ্জিনাবেগমের চিত্র।

হ। তোমার হস্তগত হইল কি প্রকারে ?

জে। আমি তাহার ধাত্রী। সে বড় বিপদে পড়িয়াছে—তাই গোপনে ছবিখানি তস্‌বীরওয়ালীর হাতে দিয়াছিলাম।

হ। কি বিপদ্ ?

জে। একদিন তিনি কোন কার্য্য জন্য মহারাজার খাসকামরার পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইতে স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর দিয়া দক্ষিণের আয়নার মধ্যে একটি যুবকের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুবক যে কে, তাহার নিবাস কোথায়, কি জাতি, এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। এক মহারাজ ভিন্ন অপর কেহই সে যুবকের সংবাদ বলিতে পারে না। মহারাজকেই বা সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করা যায় কি প্রকারে ? কিন্তু ক্রমে সেই যুবকের বিরহে মর্জ্জিনা শুকা-ইয়া উঠিল। সর্ব্বদা তাহার মুখে ঐ যুবকের কথারই আলোচনা,—আমাকেই অবশ্য সে সকল বলে। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। যদি সে যুবক তাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকে, তবে চিত্র দেখিলেই চিনিতে পারিবে এবং একটা উপায়ও হইবে।

হ। যুবক তাঁহাকে কি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার চিত্রপট দেখিয়াই চিনিবেন ?

জে। হাঁ—মর্জ্জিনা বলিয়াছিল, দর্পণ-প্রতিবিম্বে তিনিও তাহার মুখ দেখিয়াছিলেন। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন। কিন্তু স্ফটিকস্তম্ভের বাহিরের দিকে স্বর্ণরঞ্জিত বলিয়া বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টি যায় না। উহা ঐরূপ কৌশলেই বিনির্ম্মিত।

হ। চিত্রপটের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা বা পাঁচ জুতা, ইহার অর্থ কি ?

জে। মর্জ্জিনার ইচ্ছা, যে সে ঐ চিত্রপট খরিদ করিতে না পারে। যিনি তাহার মুখ দেখিয়াছিলেন, তিনি যদি তাহার প্রতি যথার্থ অনুরাগী হয়েন, তবে ঐ মূল্য দিয়াই লইবেন। অন্যে কখনই লইবে না। তিনি যখন রাজকীয় খাসকামরায় বসিতে পাইয়াছেন, তখন হয় ধনী, আর না হয় বীর। যদি ধনী হয়েন—পাঁচলক্ষ টাকা এ ছবির তুলনায় তাঁহার নিকট কিছুই নহে। আর যদি ধনী না হইয়া বীর হয়েন, প্রণয়ীর ছবি কাড়িয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজভয়ও দেখান ছিল, প্রকৃত বীরের হৃদয় ভীত নহে।

হ। আমি একখানি আলেখ্য আপনার হস্তে দিয়া যাইতেছি, যদি ইহা মর্জ্জিনাবেগমের দৃষ্ট যুবকের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে সেই যুবক তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিবে। এই যুবকও তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর আছে।

জেরিনাবিবির হস্তে হসন্‌সাহেব স্বর্ণবিমণ্ডিত ছোট একখানি ছায়াচিত্র প্রদান করিলেন। জেরিনাবিবি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ যে দেখিতেছি, আপনারই ছবি।"

হ। হাঁ, আমিই একদিন খাসকামরায় বসিয়াছিলাম, আমিই এক

দিন দর্পণপ্রতিবিম্বে দুটি সুন্দর চক্ষু দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমি এখন অনুদিন তাহার চিন্তায় জর্জ্জরীভূত হইতেছি।

জে। যদি তাহা হয়,—যদি আপনার চিত্র মর্জ্জিনার মনোমত হয়, তবে আপনার সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত। অমন রূপ যাহার উপভোগে আইসে, তাহার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে?

হ। আমি অদ্য চলিলাম। কল্যই যেন বৈকালে সংবাদ পাই।

জে। হাঁ;—সে আপন গরজেই হইবে। ও দিকেও যে, মুহূর্ত্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

হসন্‌সাহেব বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ধাত্রী জেরিনা হৃদয় ভরিয়া হাসিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এই ঘটনায় আমার ভাণ্ডারে অনেকগুলি সুবর্ণমুদ্রার সমাগম হইবে, সন্দেহ নাই। লোকটা সরল এবং দাতাও বটে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পর দিন বিকাল বেলায় হসন্‌সাহেব আপন বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় উদ্‌গ্রীবচিত্তে বসিয়া আছেন। কখন ধাত্রী জেরিনাবিবি বা তাহার প্রেরিত লোক আসিয়া তাঁহাকে মর্জ্জিনাবেগমের সংবাদ প্রদান করিবে, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে একমাত্র উদয় হইয়া রহিয়াছে। প্রতি লোক গমনাগমনে, প্রতি চলচ্ছকটের গতিতে তাঁহার মনে হইতেছে, ঐ বুঝি জেরিনাবিবি বা তাহার লোক আসিতেছে, কিন্তু যখন তাহার দরওয়াজায় প্রবেশ না করিয়া রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়, তখন তিনি হতাশ

হইয়া অন্য লোকের উপর লক্ষ্য করেন। এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল।

এইবার একখানা গাড়ী আসিয়া তাঁহার দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইল। হসন্‌সাহেব ভাবিলেন, এইবার নিশ্চয়ই জেরিনাবিবি বা তাঁহার লোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একজন সম্ভ্রান্ত রাজকীয় কর্ম্মচারী গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। হসন্‌সাহেব উঠিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, "মহারাজের আদেশ, অদ্যই আপনি দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথকে ধৃত করিবার জন্য যাত্রা করুন। তাহার দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েক দিন হইল, দুইগাড়ী রাজস্বের টাকা আসিতেছিল, সে তাহা লুঠিয়া লইয়াছে, আরও নানাপ্রকারে অত্যাচার করিতেছে। এদিকে আপনিও ক্রমে দিন হরণ করিয়া ফেলিতেছেন। বাদসাহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আদেশ করিয়াছেন, অদ্যই আপনি যাত্রা করুন। কাল সকালে যদি আপনাকে কেহ গোলকুণ্ডায় দেখিতে পায়, তবে আপনি কর্ম্মচ্যুত ও বিহিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

এই বলিয়া রাজাদেশ-লিপি হসন্‌সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সেনাপতির হৃদয়টা কেমন যেন ভাবান্তরিত হইল। কোথায় রাজকন্যার প্রণয়-সংবাদ আসিবে, তাহা না হইয়া তৎস্থলে অদ্যই নগরত্যাগের কঠোর রাজাদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে, আবার তাঁহার দরওয়াজায় একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বৈঠকখানার জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, গাড়ী

হইতে নামিয়া জেরিনাবিবি ধীর-মন্থর-গমনে তাঁহার বৈঠকখানার দিকে আসিতেছে।

হসন্‌সাহেব কঠোর রাজাদেশ ভুলিয়া গেলেন, প্রাণের ভিতর সুখের উর্ম্মি নাচিয়া উঠিল।

জেরিনাবিবি গৃহ-প্রবেশ করিলে, আদরে আসনে উপবেশন করাইয়া, হসন্‌সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

জে। (মৃদুহাসিয়া) সংবাদ আর কি ? আগে জানিতাম কেবল যুদ্ধস্থলে বিপক্ষের প্রাণহরণেই আপনি সুপটু। এখন দেখিতেছি, রাজার অন্তঃপুরের কুলললনার প্রাণহরণেও বিশেষ দক্ষ। এখন দেখা সাক্ষাতের কি ? সে অবলার প্রাণ যায়।

হসন্‌সাহেবের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অদ্য সাক্ষাৎ না হইলে, শীঘ্র সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। আমি ভীমকর্ম্মা দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথকে ধৃত করিবার জন্য, অদ্যই সসৈন্যে যাত্রা করিব, মহারাজের দৃঢ় আদেশ।"

জেরিনাবিবি কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "বেগম-মহলের প্রাচীরসংলগ্ন উদ্যানবাটিকার পুষ্করিণী-তীরে রাত্রি ছয় দণ্ডের পরে, আপনি উপস্থিত হইবেন। এই পঞ্জা গ্রহণ করুন, যদি বাগানের খোজাপ্রহরী আপনাকে বাধা দেয়, দেখাইবেন।"

হসন্‌সাহেব আনন্দে অধীর হইলেন। জেরিনাবিবি চলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হসন্‌সাহেব উপস্থিত হইলেন।

রোপিত ছোট বড় বিবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে সে উদ্যান পূর্ণ। সন্ধ্যার পরে সে দিকে কেহ যায় না। নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীতে উদ্যানের এক এক স্থান অন্ধকার,—মধ্যস্থলে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিধারে পুষ্পোদ্যান

অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, হসন্‌সাহেব পুষ্করিণী-তীরে কুসুমভারাবনত বকুলবৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন।

প্রায় দুই দণ্ড পরে, সেখানে এক রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। হসন্‌সাহেবকে বলিল, "এখানে নহে ঐ লতাকুঞ্জে চল।"

হসন্‌সাহেবকে রমণী পথ দেখাইয়া এক লতাকুঞ্জসমীপে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে অন্ধকার, আর কোন ব্যক্তি নিকটে না আসিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না।

অন্ধকার গাঢ় নহে। তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না। চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয়া পূর্ণ যুবতীরূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। দেহ অতিক্রম করিয়া রূপের তরঙ্গ যেন বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই তরঙ্গমালা উপ-র্য্যুপরি হসন্‌সাহেবকে আঘাত করিতে লাগিল। বীচিবিক্ষেপে পতিত হইলে, সন্তরণকারীর চক্ষু ও মুখে যেমন জল প্রবেশ করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাহার যেমন কষ্ট হয়, হসন্‌সাহেবের সেই অবস্থা হইল। রূপ-তরঙ্গে আহত হইয়া তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, বাক্য রহিত হইল। পলকশূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। গঠনের কি ললিত সুগোল, পূর্ণ মাধুর্য্য ;—যৌবনের কেমন স্থির-চঞ্চল ছটা! চক্ষুর তরল, লোলকটাক্ষ, চূর্ণকুন্তলশোভিত দর্পণোপম ললাট! সে মুখ, সে চিবুক, সে গ্রীবাভঙ্গি, সে দাঁড়াইবার ঠাম—হসন্‌সাহেব কি লক্ষ্য করিবেন? সেই স্থিরতরঙ্গ-বিক্ষেপশালী রূপরাশিতে তাঁহার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। রমণী মর্জ্জিনা বেগম।

মর্জ্জিনা মৃদু হাসিয়া বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে বলিল, "চিনিতে পার?"

হসন্‌সাহেব নিমেষশূন্য লোচনে রমণীর মুখ দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে বলিলেন, "চিনি নাই? সেই দর্পণে ছবি দেখিয়া যে মুখ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি,—তাহা চিনি নাই?"

ম। তবে এত কষ্ট দিলে কেন? একবার খোঁজটাও লও নাই কেন?

হ। চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

ম। আমি তোমাকে দেখিয়া মরিয়াছি—আমার জীবন-মরণ তোমার হাতে। রাখ থাকিব, পাযে ঠেল মরিব।

হ। আমিও একান্ত তোমার। তোমার জন্য যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার। এ প্রাণ তোমারই।

হায়! যুবক যুবতী; প্রাণের মূল্য তোমরা কি এত অল্পই ভাব? রূপজমোহের সহিত কি প্রাণের কোন সম্বন্ধ আছে? দেখিতে দেখিতে যেখানে এরূপে আগুন জ্বলিয়া উঠে, হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, সেখানে প্রেম দুদণ্ড স্থায়ী। শেষে লুকোচুরি, আর হাহাকার।

মর্জ্জিনা বলিল, "আমাকে বড় দুঃখের সহিত আজি এখনই যাইতে হইল। আমার স্বামী আজি অন্দরমহলে আসিবেন, আসিবারও সময় হইয়াছে। দেখা না পাইলে, কিছু মনে ভাবিতে পারেন। ধাত্রীর মুখে কেবল তোমার বিদেশগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই তাহার নির্দ্দেশ মতে একবার চোখের দেখা দেখিতে আসিয়াছি।"

হ। এখনই যাবে?

ম। কি করিব প্রিয়তম?

হ। তবে ভুলনা, প্রাণাধিকে!

ম। প্রাণের হসন্‌, তুমি কি ভুলিবার জিনিষ! এ দেহের পতন না হইলে তোমার ঐ ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ভুলিতে পারিব না। তবে যাই?

হ। এখনই ?

ম। কি করিব প্রিয়তম ? মনের সাধ মনেই রহিল।

মর্জ্জিনা হসন্‌সাহেবের করে স্পর্শ করিল। বলিল, "প্রাণসর্ব্বস্ব! আমায় পায়ে ঠেলিও না, আজিকার অপরাধ লইও না। তুমি সব বুঝিতে পার—তবে যাই।" এই বলিয়া হস্ত ত্যাগ করিয়া হসন্‌সাহেবের মোহভঙ্গ না হইতেই করস্পর্শ-সুখ-স্বপ্নভঙ্গ করিয়া দিয়া মর্জ্জিনাবেগম নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

হসন্‌সাহেব কি এক মোহ-মাখা হৃদয় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার আর ইচ্ছা হয় না যে, সসৈন্যে গোলকুণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া যান। যদি কেবল চাকুরী দিয়া যাইত, হয়ত তাহাতেও স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু কেবল তাহা নহে, চাকুরীও যাইবে, অধিকন্তু কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে।

সৈন্যগণকে সাজিতে আদেশ করিয়া হসন্‌সাহেব গৃহে গমন করিলেন। বান্নুবেগম আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাশীনাথকে ধরিতে তুমি নাকি আজই যাইবে ?"

হসন্‌সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "হুঁ।"

বা। আমাকে তা বল নাই কেন ?

হ। তোমাকে কি সব কথাই বলিতে হয় ?

বা। হয় না ? আমি শ্রীমতী বান্নুবেগম !

হ। তবে এখন চলিলাম।

বা। কবে আসিবে ?

হ। যতদিন তাহাকে ধরিতে না পারি, ততদিন আসিতে পারিব না। যদি ধরিতে না পারি, আমাকে ধরিয়া ফেলে, তবে আর ইহজীবনে আসাও হইবে না।

অশ্রুমুখী রান্নুবিবি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে একটু দূরে গিয়া আচলে চক্ষুর জল মুছিতে লাগিল। হসন্‌সাহেব বাহির হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ বান্নুবিবি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শেষে উর্দ্ধনত যুক্তকরে গলদশ্রু-লোচনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল,—"প্রভু! দীনজনের গতি! আমার হৃদয়-সম্বল দুরন্ত দস্যুদমনে গমন করিতেছেন। তৃণাঙ্কুরে যেন উঁহার পায়ে ক্ষত না হয়, তুমি দাসীর একমাত্র ভরসা।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধূধূ প্রান্তর। আশে পাশে অবিন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। মধ্য দিয়া ছোট একটি নদী প্রবাহিতা। তীরে পাহাড়ের একটি শাখা ঝুলিয়া আছে। কাশীনাথ ও উদয়সিংহ কোথা হইতে আসিয়া সেই শিখরি-শাখাতলে উপবেশন করিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহর;—কিন্তু প্রকৃতি স্তব্ধ, আলস্যময়ী। দুপুরের আলো নিভৃতে সেই তটিনী-গাত্রে নিদ্রিত। বনচ্ছবি অবসাদে নির্জ্জন প্রান্তরে নিদ্রিত। স্নিগ্ধ মেঘে সমস্ত আকাশখানা ছাইয়া বসিয়াছে;—মেঘ হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া সূক্ষ্মাকারে অবিরত বারিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে,—আকাশ-গাত্রে ধারাগুলি ম্লান পাংশু ছায়ারেখার মত অঙ্কিত দিগন্তে ধূসর আঁধার—আর্ত্তবায়ু করুণকাহিনীতে কাঁদিয়া কাঁদি বেড়াইতেছে। তটিনী-পার্শ্বে দীর্ঘশর-বীথি তরঙ্গ-হিল্লোলে আ-ন্দিত। তৎপার্শ্বে জীর্ণপত্রা আভরণহীনা ম্লানকান্তি বনলতা ভূল্যমা। উপরে কেবল ধুতুরার বন, পাহাড়ের তলে কেবল কণ্টকবৃক্ষ, তৃণপা

দীর্ঘ ঝাউতরু শর শর শব্দে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। সমীরণ শুধু দূর বনান্তরালে বিশীর্ণ পল্লব আনিয়া ফেলিতেছে—কর্ণে কেবলই হতাশের মর্ম্মভেদী রব প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শুষ্ক পাহাড়-তটে মাঠ ধূধূ করিতেছে—তটিনীর আঁকা বাঁকা জল খেলা করিতেছে।

কাশীনাথ ও উদয়সিংহ উভয়েই নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। দূরে অন্তিমশয্যায় একটি রাজহংস ভাসিতেছিল। তাহার অবসন্ন পাখা, আর্দ্র আঁখিদ্বয় নিমীলিত, তাহার জীবনের শেষ দিন, তাই বুঝি সে বিদায়ের শেষ গান গাহিতেছিল।

আসন্নমৃত্যু রাজহংসের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উদয়সিংহ কাশীনাথকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, একটি রাজহংস মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এখনও বোধ হয় জীবিত আছে।"

গম্ভীর স্বরে কাশীনাথ বলিলেন "আমিও এতক্ষণ উহারই পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। উহারই বিদায় সঙ্গীত শুনিতেছিলাম।"

উদয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি সঙ্গীত ?"

কা। আধদৃষ্টিতে বুঝি প্রসারিত স্তব্ধ বারিরাশি মেঘস্নিগ্ধ আকাশের পানে চাহিয়া ছিল,—কি স্মরণ করিয়া, তাহা কে বলিতে পারে! প্রতিধ্বনি দূর গ্রাম হইতে তাহার শ্রবণে বুঝি প্রবেশ করিতেছিল; জীবনের অশ্রান্ত সংগ্রাম-জীর্ণ তন্ত্রীধ্বনি—আর শুধু লুকোচুরি। আর একদিন এই সরোবরে বসিয়া রাজহংস ভাবিয়া ছিল, বিকশিত নবনলিনী-বশোভিনী ফুল্ল কোন শান্ত সরোবর—বনশ্যাম নির্জ্জনতট শুভ্র এক হংসী ভাসিয়া আসিতেছে। আর আজি দূর প্রবাসেতে কোন এক অবিদিত দেশে যাইতে হইবে—তাই পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া নিস্তব্ধ দ্রুমগ্রকুলে বর্ষাক্ষুব্ধ তটিনীর উপরে সলিল-শয্যায় শয়ন করিয়া ব্যথিত গানে দিগন্ত ভাসাইয়া দিতেছে। রাজহংসের মর্ম্মভেদী গান যেন

বেদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিকটে, দূরে বনান্তরালে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি একমনে কাণ পাতিয়া পাতিয়া তাহাই শুনিতেছিলাম।

উ। হায়; আমরাও একদিন ঐরূপে মরণ-সঙ্গীত গাহিব।

কা। মরণে ভয় নাই;—যদি প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া যাইতে পার,—মরণে ভয় কি?

উ। ঐ, রাজহংসটি মরিয়া গেল। আর নড়িতেছে না।

কা। মরণের অমর-সঙ্গীত—মরণই জীবনের বিকাশ।

উ। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু অমরত্ব লাভ হয় কিসে?

কা। অমৃত খাইলে।

উ। (হাসিয়া) অদ্ভুত কথা বলিতেছেন কেন? রাজহংসের মৃত্যু দেখিয়া বস্তুতই কি আত্মহারা হইলেন?

কা। আমি আত্মহারা হই নাই। তুমি অমৃত চেন না, তাই অমৃত খাইবার কথা শুনিয়া হাসিতেছ।

উ। অমৃত কি?

কা। দেবগণ যখন পুনঃপুনঃ দানব কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং হীনবল, হৃতরাজ্য ও নিপীড়িত হইতেছিলেন, তখনই তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয়-শক্তি সমবেত করিয়া বুদ্ধিবলে, কৌশলে দেবাসুরে মিলিত হইয়া, সমুদ্র-মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলিত করেন। সে অমৃত কি? জাতীয়বলের সমষ্টি। আমরাও যদি জাতীয়বলের সমষ্টি করিয়া যাইতে পারি, তবে অমরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারিব। এই জাতীয় বল, স্বজাতিবৎসলতা হইতেই উদ্ভূত হয়।

উ। স্বজাতিবৎসলতা আমার মত দীনহীনের হইলে কি উপকার হইতে পারে?

কা। স্বজাতিবৎসলতা বা স্বদেশহিতৈষিতার জন্য ধনসম্পত্তি বহুপাণ্ডি

উচ্চ পদের প্রয়োজন, এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক। ইহা মানসিক ধর্ম্ম। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ, রাজাধিরাজ বা দীন কৃষক নির্ব্বিশেষে সকল মানবেই এই শক্তি বিকাশ হইতে পারে। ইহা কোন কার্য্যবিশেষ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। জ্ঞানপ্রচার, ধর্ম্মপ্রচার, লোকচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, জ্ঞানান্বেষণ, সমাজিক ও রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি শত শত কার্য্যে স্বজাতিবৎসলতা বিকীর্ণ হইতে পারে। হলাণ্ড দেশের নাম শুনিয়াছ কি?

উ। হাঁ, শুনিয়াছি।

কা। বোধ হয় জান, সে দেশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী নিম্নভূমি। সামুদ্রিক প্লাবনে দেশ ভাসিয়া যাইত বলিয়া বিশাল বাঁধদ্বারা দেশ রক্ষিত হয়। দৈবাৎ বাঁধ ভগ্ন হইলে দেশ প্লাবিত হয়। কোন সময়ে একটি বালক বাঁধের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, বাঁধের ভিতর দিয়া অল্প অল্প জল আসিতেছে। বালক শুনিয়াছিল, এইরূপে জল নির্গত হইয়া বাঁধ ভগ্ন ও দেশ প্লাবিত হয়। সে প্রথমে দৌড়িয়া গিয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিবার মনন করিল। আবার ভাবিল, প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ফিরিয়া আসিতে অন্ধকার হইবে, তখন হয়ত বাঁধের ছিদ্র দেখা যাইবে না। সুতরাং সে হস্তদ্বারা বাঁধের ক্ষতস্থান আবদ্ধ করিয়া প্রবল শীতে সমস্ত রজনী বসিয়া রহিল। বালকের এই উদ্যমে সেবার সমস্ত হলণ্ডবাসী প্লাবনদায় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। স্বজাতি-বৎসলতার ইহা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

উ। ধন্য সেই বালক! ধন্য তাহার স্বজাতিপ্রীতি।

কা। বোধ হয় শুনিয়াছ, কয়েক বৎসর মাত্র গত হইল, ভারত সম্রাট্ সাজাহানের দুহিতা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন দেশীয় চিকিৎসকগণ রোগ নিবারণে অসমর্থ হওয়ায়, সম্রাটের ইচ্ছাক্রমে

ব্রাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক সম্রাট্‌কুমারীর রোগ আরোগ্য করেন। সম্রাট্‌ অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া ব্রাউটনের যথাভিলষিত পুরস্কার দানে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি পুরস্কার চাহেন। স্বদেশহিতৈষী মহামনা ব্রাউটন বলিলেন—"আমার স্বদেশীয়গণ যাহাতে অবাধে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে পারেন এবং ঐ দেশের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, আমার পুরস্কারস্বরূপ এই আজ্ঞা প্রদত্ত হউক, আমি অন্য কোন পুরস্কারের প্রার্থী নহি।" অচিরাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ব্রাউটন ইচ্ছা করিলে এ দেশের মধ্যে বৃহৎ জমীদারি পুরস্কার লইতে পারিতেন। সম্রাট্‌সরকারে বিপুল বৃত্তিভোগী হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয়স্বার্থে নিমজ্জিত করিতে না পারিলে স্বজাতির ও স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা অসম্ভব।

উ। আমাদের দেশে এরূপ স্বজাতিবৎসল ব্যক্তি কি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই?

কা। আমাদের পূজনীয় দেবগণে এই প্রবৃত্তি নিতান্তই বলবতী ছিল। সমুদ্র-মন্থন, দেবাসুর-সংগ্রাম ইত্যাদি আখ্যায়িকায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুসাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা-ভাণ্ডারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত, সে সমস্তই প্রায় ভিক্ষাভোজী প্রবল জ্ঞান-পিপাসু স্বজাতিবৎসল ব্রাহ্মণগণের মনঃপ্রসূত। রামচন্দ্রের স্বজাতিবৎসলতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার সমস্ত জীবন সাধারণের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের অনুকরণে যাহাতে সাধারণের কোন অমঙ্গল না হয়, তিনি সর্ব্বদা সে জন্য শঙ্কিত ও সাবধান থাকিতেন। তিনি কখনই এরূপ কার্য্য করিতেন না, যাহার দৃষ্টান্তে

লোকচরিত্র কলুষিত হয় অথবা যাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া লোকে অসৎপথাবলম্বী হইতে পারে। এই প্রবলপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই তিনি পরম প্রিয়তমা সীতাদেবীকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

উ। আমরা চিনিয়া লইতে পারি না বলিয়াই জীবনের আদর্শ পাই না।

কা। আর যিনি মানবের পূর্ণাদর্শ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বজাতি-বৎসলতার অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত ভারত-ইতিহাসে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত জীবন কেবল কর্ত্তব্য পালন জন্য—ভারতের মঙ্গল জন্য অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে দানবপ্রকৃতি মানবগণ ও অত্যাচারী দুরাচার নৃপতিগণ সুশাসিত হয়, ভারতবর্ষ ধর্ম্মশীল রাজ-চক্রবর্ত্তীর অধীন হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার হয়, ভারতবাসিগণ সুখী ও উন্নত হয়, কায়মনোবাক্যে তিনি চিরজীবন ঐ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বীরতায় যাদবগণের সমকক্ষ কেহ ছিল না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ বিলক্ষণ সমরকুশল ছিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ কখন রাজপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি ঐ এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াই চলিয়াছেন, ইহাই স্বদেশবৎসলতার উজ্জ্বলতম ভাব। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থনাশ ব্যতীত কখনই যথার্থরূপে স্বজাতির, স্বদেশের এবং স্বধর্ম্মের মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে না।

উ। আমাদের দেশ এখন বড় বিপন্ন—বিদেশীয়েরা অর্থাপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দরিদ্রের মুখের গ্রাস প্রবলে কাড়িয়া লই-তেছে, সতীর সতীত্ব, মানীর মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। এতদব-স্থায় কোন স্বজাতিবৎসল ব্যক্তির আবির্ভাব একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ তাহা কবে করিবেন?

কা। একজন স্বদেশবৎসল ব্যক্তি কি করিবেন? সকলেরই ঐরূপ

হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয়ভাব সংগঠিত না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। বিদ্বেষবুদ্ধি, হিংসাবৃত্তি, স্বজাতি-বিদ্রোহিতা ভারতে যেরূপ অস্বাভাবিক ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় যেন পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই।

উ। তবে কি ভারত-ভাগ্যে এইরূপই ঘটিবে?

কা। কৃষ্ণের ইচ্ছা যতদিন না পূর্ণ হইবে, তত দিন এইরূপই থাকিবে। যতদিন না কোন সুধার্ম্মিক ও ন্যায়পর রাজচক্রবর্ত্তী সমগ্র ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন, যত দিন না কোন একটি ভাষা সমগ্র ভারতের লোকে শিক্ষা করিবে, যতদিন না ধর্ম্মের, সাম্যের ও জাতীয় ভাবের উচ্চ কথা ভারতবাসী জানিতে না পারিবে, ততদিন এইরূপই থাকিবে। তবে তাহার আর অধিক দিন নাই। অনেক উচ্চ জাতির লোলুপ দৃষ্টি ভারতে পড়িয়াছে, ভারতের আসন টলিয়াছে—,কিছু না কিছু একটা হইবে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের সম্পাদন করা উচিত। সমষ্টি মানবের ইচ্ছাশক্তিতে যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহাতেই ভারত উন্নত হইবে।

এই সময় সন্তরণে নদী পার হইয়া একটি লোক তীরে উঠিল। একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া যেখানে কাশীনাথ ও উদয়সিংহ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে আসিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদকি?"

অভিবাদন করিয়া আগন্তুক বলিল "আপনাকে ধরিবার জন্য গোলকুণ্ডার সেনাপতি হসন্‌সাহেব সসৈন্যে আসিয়া পাঁচবিবির পাহাড়ের পার্শ্বে ছাউনি করিয়া আছে এবং আপনার সন্ধানের জন্য চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাইয়াছে।"

কা। ভগবান্ কোথায়?

যে আসিল, সে বলিল,—"মন্দিরাশ্রমে। আপনার নিকটে তিনিই আমাকে পাঠাইলেন।"

আর একজন লোক আসিয়া কাশীনাথকে অভিবাদন করিয়া জানাইল, "ভগবান্ আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন। রাজমাহেন্দ্রী নগরে হিন্দুমুসলমানের অত্যন্ত বিবাদ বাধিয়াছে। কি একটা উৎসব লইয়া উভয় জাতিতে বিবাদ বাধিয়াছে, গত কয়েক দিন হইতে উভয় দলে কাটাকাটি রক্তারক্তি চলিতেছে। অদ্য রাত্রে সেই উৎসবের মিছিল বাহির হইবে। উভয় দলই উপযুক্তরূপে প্রস্তুত। বোধ হয়, আজি বহুলোক হতাহত হইবে।

কা। ভগবান্ কি এখনও মন্দিরাশ্রমে আছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "না, তিনিও আসিতেছেন। কি একটা কার্য্যজন্য একটু ঘুরিয়া আসিবেন বলিয়া আমাকে আগে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

কা। তবে তোমরা যাও।

তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল। কাশীনাথ ও উদয়সিংহ ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ভগবান্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাশীনাথকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "হসন্‌সাহেব পাঁচবিবির পাহাড়ের কাছে ছাউনি করিয়া আছে। রাজমাহেন্দ্রীনগরে হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছে।"

কা। প্রধান ও প্রথমকার্য্য রাজমাহেন্দ্রীতে গমন করা। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কতকগুলি মানব মরিবে, তাহা নিবৃত্তি করাই প্রথম প্রয়োজন। তৎপরে হসন্‌সাহেবের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ।

ভ। এই সময়ে হসন্‌সাহেবের গতির প্রতিরোধ করাই সুবিধা

কা। রাজমাহেন্দ্রীনগরে যাওয়ার কি ?

ভ। আমি বলিতেছিলাম, আপনি সেখানে গমন করুন। ধর্ম্ম ও সত্য প্রচার দ্বারা ধর্ম্মান্ধ মানবগণকে তাহাদের মূঢ় বিশ্বাসের কবল হইতে রক্ষা করা, বাহুবলের কার্য্য নহে, সে বড় শক্ত জ্ঞানবলের প্রয়োজন।

কা। হসন্‌সাহেব [illegible] ?

ভ। উদয়সিংহকে লইয়া আমি যাইব।

কা। সে কার্য্যটা বড় সহজ ভাবিও না। হসন্‌সাহেব অত্যন্ত বীর। তাহার বুদ্ধিকৌশল প্রখর।

ভ। সে আসুরী বলে পারিব।

কা। আমাকে নৌকায় যাইতে হইবে। পথ অনেক, সময় অল্প।

ভ। হাঁ, নৌকাতেই যাইবেন। কৃষ্ণাবক্ষে বজরা প্রস্তুত আছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে, রাজমাহেন্দ্রী হইতে ফিরিবেন—ভদ্রা-ঘাটে বজরা রাখিয়া আমাদের অপেক্ষা করিবেন, কি করিতে পারি না পারি, সেখানে গিয়া সংবাদ দিব।

কা। হসন্‌সাহেবকে যদি বন্দী করিতে পার, সেই চেষ্টা করিবে। অনর্থক যেন রক্তপাত না হয়। তবে আত্মরক্ষা করিতে যতটুকু করিতে হয়, করিবে।

অতঃপর কাশীনাথ উদয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উদয়! এতদিন তোমাকে যাহা শিখাইলাম, এতদিন তোমার জন্য যে যত্ন করিলাম, আজি তাহার পরীক্ষা হইবে। ভগবানের সহিত গমন কর।"

উদয়সিংহ কাশীনাথের পাদবন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাশীনাথও উঠিলেন।

সকলে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কাশীনাথ নদীর দিকে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ ও উদয়সিংহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তদশ [illegible]

[illegible] নদীর তীরে গমন করিয়া দেখি- [illegible], সুসাজ্জত বজরা তাঁহার অপেক্ষা করিয়া আছে। লম্ফ দিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। মাঝিগণ বজরা খুলিয়া দিল এবং অনুকূলপবনে কেতন উড়াইয়া দিয়া কর্ণ ধরিয়া বসিল,—পক্ষিণীর ন্যায় বজরা উড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে বজরা রাজমাহেন্দ্রী পঁহুছিল। নদী হইতে উঠিয়া কাশীনাথ নগরে চলিলেন। পথে অনেকখানি মাঠ। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, রাত্রি ঘনান্ধ-তমোময়ী। মাঠের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এক একটা দৈত্যের মত পাহারা দিতেছে। কাশীনাথ দ্রুতপদে চলিয়াছেন।

যখন তিনি নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, নগর যেন কি একটা ভয়ে আড়ষ্ট। দোকানী পসারী সন্ধ্যা হইতেই দোকান বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রাজপথ পথিক-পরিত্যক্ত। সর্ব্বত্রই এইরূপ। কাশীনাথ একা পথ দিয়া চলিয়াছেন। রাজপথ-পার্শ্বস্থ দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে একজন বৃদ্ধ কাশীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কে হে? বোধ হয়, এ নগরে আজি নূতন আসিয়াছ। নতুবা তোমার এ দুর্ম্মতি কেন?"

কাশীনাথ উৰ্দ্ধমুখে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, মহাশয়! আমি আজি এ নগরে নূতন আসিয়াছি। কিন্তু আমার কি দুর্ম্মতি দেখিলেন?"

বৃদ্ধ সেই স্থল হইতেই বলিলেন, "পথে কি একটী জনমানব দেখিতে [illegible] দোকান কি উন্মুক্ত দেখিতেছ?"

[illegible] পারিতেছি না। আমি [illegible]

বৃ। পালাও। [illegible] হিন্দুদের রামরাজার মিসিল বাহির হইবে।

কা। সেত ভালই, আমি দেখিতে পাইব।

বৃ। মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে।

কা। কেন মুসলমানদের তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? রাজপথ দিয়া রামরাজার মিসিল যাইবে, তাহাতে তাহাদের কি?

বৃ। সে সকল খবর তোমাকে দিয়া কি হইবে? ফলকথা হিন্দু-মুসলমানে ভারি লড়াই হইবে। তুমি যদি ভাল চাও—পলাও।

কা। লড়াই কখন হইবে?

বৃ। মিসিল বাহির হইলেই হইবে।

কা। কত রাত্রে মিসিল বাহির হয়?

বৃ। তুমি আচ্ছা লোক দেখ্ছি হে। চৌদ্দপুরুষের খবর না নিয়ে ছাড় না। তোমার যা খুসি তাই কর, আমি আর বকিতে পারিব না।

কাশীনাথ মৃদু হাসিতে হাসিতে যেমন পথ বহিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তেমনিই যাইতে লাগিলেন। সহসা অদূরে বাদ্যোদ্যম শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে চলিলেন।

একটা চৌরাস্তার উপরে হিন্দুগণ রামরাজার মিসিল বাহির করি-

য়াছে। বাদ্যোদ্যম হইতেছে, আশে পাশে চারিদিকে হিন্দু জোয়ান-গণ লাঠি, শড়কী, বন্দুক, তরবারি লইয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে,—বীরমদে নৃত্য করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে মুসলমান জোয়ানগণ ঐরূপ শড়কী, বন্দুক, লাঠি, তরবারি লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। হিন্দুগণ মিসিল তুলিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেই তাহারা আসিয়া হিন্দু-দিগের উপরে আপতিত হইবে। সেই সময় ... িয়া কাশীনাথ উপস্থিত হইলেন।

একজন মুসলমান লাঠিয়াল কাশীনাথকে বলিল "কে রে তুই? বোধ হয়, কাফের হিন্দু।"

অবিচলিত স্বরে কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ আমি হিন্দু।"

পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিয়া বলিল, "উহার মাথায় একটা লাঠি বসাইয়া দাও।"

প্রথম জোয়ান লাঠি তুলিয়া সজোরে কাশীনাথের মস্তকে মারিতে গেল, কাশীনাথ বাম হস্তে তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। মুসলমান অনেক টানাটানি করিল, কিছুতেই লাঠি মুক্ত করিতে পারিল না। তখন আর একজন আসিয়া লাঠি তুলিয়া মারিল, কাশীনাথ দক্ষিণ হস্তে তাহা চাপিয়া ধরিলেন। আবার আর একজন আসিয়া তরবারি উত্তোলন করিল,—পূর্ব্বধৃত দুইখানি লাঠি ত্বরিত গতিতে বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ-হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তরবারিখানিও ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহা তাহার হস্তচ্যুত করিয়া কাড়িয়া লইলেন। তখন তাঁহার উপরে অনেকে রুকিল। কাশীনাথ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি কেশে-ডাকাত। ইচ্ছা করিলে তোমাদের এতগুলি জোয়ানকে দলিত ও লাঞ্ছিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। নিকটেই আমার দলবল আছে—তোমাদের সকলের বাড়ী পড়িয়া ধনরত্নও লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে

পারি। কিন্তু সে জন্য আমি আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, যদি তাহা স্থির হইয়া শোন—বলিয়া যাইব। নচেৎ বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া যাইব।”

কয়েকজন বলিল, “কেশে ডাকাতকে ধর। এত লোক আছি, ভয় কি?”

যাহারা তাহার পরাক্রম অবগত ছিল, তাহারা বলিল “সে হইবে না। মধ্যে হইতে মানসম্ভ্রম যাইবে। কি বলে আগে শো[illegible]।”

তখন তাহাই স্থির হইল। সকলে বলিল, “তুমি কি বলিতেছ?”

কা। তোমরা কেন এরূপ আত্মদ্রোহী হইতেছ? লাঠি, বন্দুক, প্রভৃতি লইয়া কি জন্য লড়াই করিতে আসিয়াছ?

তাহাদের দলের মধ্যে মুরুব্বীগোছের একজন লোক অগ্রগামী হইয়া বলিল, “হিন্দুগণ মিসিল বাহির করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে জব্দ করিব।”

কা। হিন্দুগণও সংখ্যায় কম নহে। তাহারাও অস্ত্র চালাইতে জানে, সুতরাং পড়িয়া পড়িয়া যে তাহারাই জব্দ হইবে এমন কথা নহে, তোমাদের অনেক লোকও হত হইবে সন্দেহ নাই।

মু। হাঁ তাহা হইবে বৈ কি।

কা। তবে অনর্থক কেন প্রাণগুলি নষ্ট করিতে আসিয়াছ?

মু। অনর্থক নহে। পুতুলপূজা বন্ধ করিব। কাফেরের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে স্বর্গ লাভ হইবে।

কা। (হাসিয়া) সে দিন এখন নাই। তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক—কিন্তু বিচার আবশ্যক। তোমরা এখন আরব বা পারস্যদেশে অবস্থিত নহ, হিন্দুস্থানবাসী;—হিন্দুর প্রতিবাসী। এখানে হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী হইয়া বসতি করিতে হইলে তোমাদের জাতীয়-বলই কি

স্থির থাকিবে? উভয় জাতির সংঘর্ষণে উভয় জাতিই ধ্বংস হইবে। এখনই হিন্দু-মুসলমানে যত লোক জীবন্ত বাহির হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহাদের স্ত্রী কন্যা পুত্র প্রভৃতি হাহাকার করিতে থাকিবে। হয়ত পথের কাঙ্গাল হইয়া দুইটা অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। বিনা কারণে কেন এ আত্মক্ষয় কর।

মু। এখন তোমার কথা শুনিয়া যদি আমরা গৃহে ফিরিয়া যাই। হিন্দুগণ ভাবিবে, আমরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছি।

কা। হিন্দুগণকে আমি ডাকিয়া বলিয়া দিতেছি, তাহারা তোমাদের খোসামদ করিয়া একত্রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া মিসিল লইয়া যাইবে।

মু। হিন্দুগণ সেরূপ প্রকৃতির নহে।

কা। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিতেছি, যদি আমার কথা না শুনে, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া যাইব।

এই সময় বাদ্যোদ্যম করিতে করিতে হিন্দুগণ মিসিল লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসলমানদিগের মধ্যে দুই এক জন লাঠি তুলিতে যাইতেছিল, তাহাদের দলের সর্দ্দারের ইঙ্গিতে নিবৃত্ত হইল।

কাশীনাথ হিন্দুগণকে মিসিল নামাইতে অনুরোধ করিলেন। গোঁয়ারগোছের হিন্দুগণ রুকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "লাগাও লাঠি। মুসলমানের হুকুমে মিসিল রাখিতে হইবে।" কাশীনাথের স্কন্ধদেশে একটা লাঠির চোট আসিয়া লাগিল। কিন্তু সে ভীমস্কন্ধে বালককরধৃত ক্ষুদ্র যষ্টির আঘাতের মত বোধ হইল। কাশীনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমি মুসলমান নহি, হিন্দু—আমার নাম কেশে-ডাকাত।" যে লাঠির

বাড়ি মারিয়াছিল, সে কেশেডাকাত নাম শুনিয়া সরিয়া পড়িয়া দলের মধ্যে মাথা লুকাইল।

কাশীনাথ বলিলেন, "মুসলমানগণের প্রতাপ তোমরা অবগত নহ। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও বিধান নাই যে, ধর্ম্মকার্য্যে বিধর্ম্মীর উপরে অত্যাচার করিতে হইবে। তবে কেন তোমাদের এ যুদ্ধ-বিদ্বেষ?"

তন্মধ্য হইতে একজন প্রধান ব্যক্তি সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আমাদের ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিলে, আমরা প্রাণ দিয়া তাহা রক্ষা করিব।"

ততক্ষণ বাহকেরা মিসিল রাস্তার উপরে নামাইয়া রাখিল।

কাশীনাথ বলিলেন, "ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নাই। তোমরা হিন্দু-মুসলমান এখন প্রতিবেশী। উভয়ের উপরে যদি উভয়ের বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকে, তবে উভয়েই মারা পড়িবে। একই স্বার্থে এখন উভয় জাতি অনুপ্রাণিত। বহিঃশত্রুর লুণ্ঠনে উভয়েই নিঃস্ব, অত্যাচারিত। মুসলমানগণ মনে করিবেন, যখন বিদেশী মুসলমানগণ লুণ্ঠন করিতে আইসে, তখন মুসলমান দেখিলে, অত্যাচারের মাত্রা একটু কম করে, কিন্তু হিন্দুগণ—মহারাষ্ট্রীয়গণ লুণ্ঠন করিতে আসিলে আবার হিন্দুগণের উপরে একটু কৃপা করে, কিন্তু ফলে একই। রাজকর, দস্যুতস্করের অত্যাচার উভয় জাতিতেই সমান ভাবে সহ্য করিতেছে। তোমাদের কিঁ আছে ভাই—কিসের বড়াই কর? যাহারা পরপদানত ধনরত্নশূন্য, মুষ্টি-ভিখারী,—তাহাদের বীরদাপ কেন? কেন গৃহবিচ্ছেদ করিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মর? তোমাদের এই প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বহিঃশত্রুগণ অবশ্যই চেষ্টা করিবে। লুণ্ঠনব্যবসায়ী হিন্দুগণ হিন্দুগণকে উত্তেজিত করিবে, মুসলমানগণ মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিবে—ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য দেশকে, জাতিকে মজাইও

না। ভাই ভাই একত্রে মিশিয়া আলিঙ্গন কর। বৃথা কুসংস্কারের মোহে পড়িয়া আপন আপন পায়ে কুঠারের আঘাত করিও না।”

হিন্দু মুসলমান উভয় দলই নিস্তব্ধ হইয়া কাশীনাথের কথা শুনিল। উভয় দলই প্রতিজ্ঞা করিল, আর তাহারা পরস্পরে বিবাদ করিবে না। তখন সকলে জয়ঘোষণা করিয়া আমোদে প্রমত্ত হইয়া বাহির হইল।

কিন্তু এত লোকের মধ্য হইতে কাশীনাথ যে কোন্ পথে কোথা দিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচবিবির পাহাড় নামে একটি মধ্য প্রকারের পর্ব্বত আঁকিয়া বাঁকিয়া উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। ইহার বিস্তৃতিও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এই পাহাড়ের উপরে ছাউনি করিয়া হসন্‌সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত অন্যূন দ্বিসহস্র সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি আছে। হসন্‌সাহেব চারিদিকে বিশ্বস্ত ও কর্ম্মকুশল গুপ্তচর কাশীনাথের অনুসন্ধানার্থ পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রজনী ঘনতমসাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। দূরে সৈন্যগণ পান-ভোজনে ব্যস্ত। অদূরে ভৃত্যবর্গ আহারান্তে বসিয়া নানারূপ গান বাদ্যে প্রমোদিত হইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ বনরাজি চতুর্দ্দিকে ছায়া বিস্তার করিয়া ঘনকৃষ্ণ পাহাড়ের ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার দ্বিগুণিত করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতগর্ত্ত হইতে অন্ধকার ভেদ করিয়া বন্য পশুর গভীর গর্জ্জন এবং নিশাচর পার্ব্বতীয় পক্ষীদিগের কর্কশ কূজন

প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। দূরে যে সর্ব্বপ্রধান আলো জ্বলিতেছিল, বন্যমশকজাতি পালে পালে তাহার চতুর্দ্দিকে তান-লয়সমন্বিত সঙ্গীতারম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

ছাউনির নিদর্শন্ উচ্চালোকের অদূরে হসন্‌সাহেবের সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস। হসন্‌সাহেব আহারাদি করিয়া, সুবর্ণ ফর্সিতে সুবাসিত তামাকু সেবন করিতেছিলেন—শয়নে যাইবার অধিক বিলম্ব নাই। সম্মুখের কামরায় সুকোমল শয্যায় অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় তাকিয়ার ঠেস দিয়া ফর্সির নলে মুখ লাগাইয়াছিলেন—আয়েস মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল: একটু একটু নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়াছিল। সহসা একব্যক্তি আসিয়া তাঁহার বস্ত্রাবাসের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার যোদ্ধৃবেশ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় হসন্‌সাহেব শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিয়া দীপালোকে দেখিলেন, সম্মুখে ভয়ানক মূর্ত্তি!

আগন্তুক ভগবান্। দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইয়া হসন্‌সাহেবের ললাট লক্ষ্য করিলেন; বামহস্তের বাঁশীতে সুর দিলেন। দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ হইতে ভীম গর্জ্জনে কামান ডাকিয়া উঠিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাহাড় নিরুদ্ধ—পথ নাই।

হসন্‌সাহেব গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন—বুঝিয়া কোন গোল করিলেন না। চারিজন জোয়ান মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থানে আসিয়া দ্বার টানিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা ছুটিয়া গিয়া হসন্‌সাহেবকে ধৃত করিল। হসন্‌সাহেব এক ঝাপ্‌টা মারিলেন, তাহারা চারিজনে দশ হাত দূরে সরিয়া পড়িল। ভগবান্ বলিলেন, "খুব বাহাদুর বীরপুরুষ তোমরা।" হসন্‌সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার হাতে নিস্তার নাই। আমি গুলি ছুড়িলাম।"

হসন্‌সাহেব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, অস্ত্রাদি নিকটে নাই।

তথাপিও তিনি প্রাণ দিয়া লড়িতেন, কিন্তু মৰ্জ্জিনাবেগমের সুন্দর মুখখানি, সেই বিদায়ের হতাশসহাস-গীতি, পুনর্ম্মিলনের আশা এই সকল মনে পড়ায়, তিনি ততদূর সাহস করিতে পারিলেন না। বলিলেন "কোথায় যাইতে হইবে চল।"

ভগবানের ইঙ্গিতে সেই চারিজন দ্বিগুণ বলে পুনরায় আসিয়া হসন্‌-সাহেবকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ পুরোবর্ত্তী হইলেন।

ওদিকে সৈন্যগণের মধ্যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেনা-পতি-হীন সৈন্যগণ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহারা কোন প্রকারেই প্রস্তুত ছিল না। ঘনান্ধকার রাত্রে হঠাৎ আক্রমণে তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ প্রাণপণে লড়িয়া, শেষে সেনাপতির দর্শনাভাবে যাহার যে দিকে ইচ্ছা পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। ছয়দণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল। সৌভাগ্যের মধ্যে একটি প্রাণীও হত হয় নাই। যাহারা বাহির হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা কেবল সৈন্যগণ যাহাতে হসন্‌সাহেবের সাহায্য করিতে বা তাঁহার তল্লাস লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা প্রাণিবিনাশে মনঃসংযোগ করে নাই। মুসলমানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইলে, তাহারাও পঙ্গপালের মত পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পাঁচবিবির পাহাড় নিস্তব্ধ হইল।

কৃষ্ণা-নদীবক্ষে কাশীনাথ নৌকায় বসিয়া ক্ষীণ প্রদীপালোকে ভগবদ্গীতা পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন। ভীষণমূর্ত্তি সীপাহী চতুষ্টয় হসন্‌সাহেবকে সেইখানে লইয়া গেল। সশস্ত্র অগ্রগামী ভগবান্ কাশী-নাথকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে, ইনিই গোলকুণ্ডার সেনাধিনায়ক হসন্‌সাহেব।"

কাশীনাথ হসন্‌সাহেবকে আদর করিয়া, উপবেশন করাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

হসন্‌সাহেব তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। এমন অভাবনীয় বিপদের ভিতর কাশীনাথের সমাদরটুকু কঠোর বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

কাশীনাথ হসন্‌সাহেবের মনোভাব বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কেশেডাকাতের নাম শুনিয়া থাকিবেন। এ অধম সেই কেশেডাকাত। আমাকেই বোধ হয়, ধরিবার জন্যে তখলিফ পাইয়া এই পাহাড়ে বাস করিতেছেন। তাই দেখা করিবার জন্য আপনাকে আনান হইয়াছে।"

হসন্‌সাহেব বঙ্কিম দৃষ্টিতে কাশীনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন; ক্রোধ এবং উদ্বেগ সংযত করিয়া বলিলেন, "আমাকে এ প্রকারে বে-ইজ্জত না করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে নিহত করা ভাল ছিল।"

কাশীনাথ হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতিতে ইজ্জত অনিজ্জত কিছুই ঠিক থাকে না। সেটা মাপ করিবেন। এক্ষণে আপনার কোন ভয় নাই, কেবল আপনার বাহুমূলে দুইটা ত্রিশূলের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিব।"

এইকথা বলিয়া কাশীনাথ পার্শ্বস্থ একজন ভৃত্যের দিকে চাহিলেন। সে দুইটা লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ত্রিশূল বাহির করিয়া তাহাতে জলের মত কি একটা মাখাইয়া, কাশীনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাশীনাথ হসন্‌সাহেবকে বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া গায়ের চাপ্‌কান খুলিয়া ফেলুন। ঐ দুইটা আপনার বাহুস্পর্শ করাইবে, তাহা হইলেই আপনার বাহুতে সুন্দর চিহ্ন হইবে। সময়ে—প্রয়োজন হইলে, দেশের লোককে দেখাইতে পারিব যে, গোলকুণ্ডার সেনাপতি হসন্‌সাহেবও

কাশীনাথের দলভুক্ত দস্যু। যদি কখন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়, আপনাকে লইয়াই ঝুলিতে পারিব। সর্ব্বত্রই—সকলে জানে কাশীনাথের দলের লোকমাত্রেরই বাহুতে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত।

কি সর্ব্বনাশ! হসন্‌সাহেব চক্ষু স্থির করিয়া, কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাতে কে বিকৃত-কণ্ঠে হাঁকিল, "শীঘ্র আদেশ প্রতিপালন কর।"

হসন্‌সাহেব বলিলেন, "আপনি মানীর মান রক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।"

কাশীনাথ হাসিলেন। বলিলেন, "ইহাতে আপনার মান যাইবে না। বাহুর চিহ্ন কাপড়ে লুকান থাকিবে। আপনাকে ফাঁসিকাষ্ঠেও ঝুলিতে হইবে না। যদি কখন তাহা ঘটে, আপনি বলিবেন, জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া দাগিয়া দিয়াছিল। কেহ অবিশ্বাস করিবে না। তবে বাদসাহবাহাদুর জানিতে পারিবেন যে, যে লোকটার মাথা লইবার জন্য তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, সে তাঁহার সেনাধিনায়ককেও ধরিয়া দাগ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।"

হসন্‌সাহেব তথাপি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পশ্চাতে আবার সেই বিকৃত-কণ্ঠে তাঁহাকে শাসাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় নৌকা স্পন্দিত হইল। আর হসন্‌সাহেবের হৃদয়ের মধ্যে মজ্জিনাবেগমের সেই সুন্দর মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া গায়ের চাপ্‌কান খুলিয়া ফেলিলেন। ভৃত্য ত্রিশূল দুইটি তাঁহার বাহুতে স্পর্শ করাইয়া তুলিয়া লইল।

তখন হসন্‌সাহেবকে আর একখানি নৌকায় তুলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া কাশীনাথ-প্রভৃতি নৌকা পরিত্যাগ করত তীরে উঠিলেন এবং অন্ধকারে মিশিয়া চক্ষুর নিমিষে কোথায় চলিয়া গেলেন। এস্থানে

বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কাশীনাথের দলস্থ লোকের দক্ষিণ বাহুতে একটি ত্রিশূল চিহ্ন, আর এইরূপ লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের বাম বাহুতে দুইটি ত্রিশূল চিহ্ন দেওয়া হইত। দলের লোক ইহাতে চিনিয়া লইতে পারিত।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হসন্‌সাহেব নৌকায় উঠিলেন,—তাঁহার প্রাণের ভিতর বৈশাখের মেঘমালার মত একটা কালমেঘ জমিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। নৈশবায়ু নদীতরঙ্গের উপরে বহিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল,—আকাশশোভিনী তারার মালা নদীর নীলজলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, আপন গরবে আপনি হাসিয়া আটখানা হইতে লাগিল। বনান্তরাল হইতে বন্যকুসুম পরিমল প্রদানে উদাস-সমীরের প্রাণ বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হসন্‌সাহেবের সে সকল দিকে লক্ষ্যও নাই—দৃক্‌পাতও নাই। তিনি নৌকার মধ্যে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এমন করিয়া কখনও অপমানিত হই নাই, এমন করিয়া কখনও লাঞ্ছনা ভোগ করি-নাই। ইহার প্রতিশোধ লইতে যদি জীবনপাতও আবশ্যক হয়, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। তাহা কি পারিব না! সমস্ত জীবন-ব্যাপী চেষ্টাতেও কি এ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যাইবে না?—দেখিব, কাশীনাথ কত বুদ্ধিমান্‌,—দেখিব কাশীনাথের বাহুতে কত বল।

ডাকাতে-নৌকার ডাকাতে মাঝি—তাহারা হসন্‌সাহেবকে সেনাপতি বলিয়া ভয় করে না। নৌকা বাহিতে বাহিতে গান গাহিতে লাগিল। নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে সারিগানের স্বর-লহরী তীরে বহিয়া চলিল। তাহারা গাহিতেছিল,—

মোর—পরাণ কাঁদে দিবানিশি
না দেখে তার মুখ;

ঐ দেখ,—চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
তাতে নাই মোর সুখ।

হাওয়া যদি লাগে গায়,
শরীর যেন অবশ হয়,
পরাণ যেন কারে চায়,—
জেগে উঠে কোন্ দুখ।

এ কি হ'ল বল্ না মোরে,
কে বাঁধিল এমন জোরে।
গরীব মানুষ খেটে খাব
এ কোথাকার চুক্!

নৌকা মন্থর গতিতে স্রোতোনুকূলে গমন করিতে লাগিল। যখন প্রভাত হইল, তখন নৌকা গোলকুণ্ডার বন্দরে গিয়া পঁহুছিল। হসন্সাহেবকে তীরে নামাইয়া দিয়া মাঝিরা বিদায় হইল।

অতি ক্ষুণ্ণমনে পদব্রজে গোলকুণ্ডার প্রধান সেনাপতি হসন্সাহেব বন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

লুকো চুরি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসের দিবা অবসান। পাপিয়ার অতি ক্ষীণতর স্বর কোথাকার কোন্ দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে, ধূম্রবর্ণ তরল বারিদপুঞ্জ ভাসিয়া ভাসিয়া নীলিম-শৈলশিরে জমাট বাঁধিতেছে। দিবসের শেষে রবির স্বর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় বিদায় দৃষ্টিতে শুভ্র নভ চমকিয়া উঠিতেছে। দুইটি হারাণ তারা সহসা মিলিত হইয়া বিষণ্ণ-আবেশে উভয়ের পানে উভয়ে চাহিতেছে। সন্ধ্যায় উষার খেলা সমস্তই যেন মোহ—স্বপনে জাগরণে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। চির বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি উথলিয়া উঠিতেছে। অপ্রীতি বিনাশ করিয়া প্রীতির কাহিনী

জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা কয় দণ্ড স্থায়ী? এই সুখ বা যন্ত্রণা—ইহা শূন্য, মায়া, মোহ! অবসানদীপ্ত দুইদণ্ডের মরীচিকা, যে যাহার দূরে এখনই সরিয়া যাইবে—কে কাহার আঁখি-তারা, কে কাহার সাথের সাথী?

সান্ধ্যছায়া-বিমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাসাদশিরে বসিয়া তিনটি ফুল্লপঙ্কজবৎ যুবতী ঐ কথারই বিশ্লেষণ করিতেছিল। তারা, লক্ষ্মী এবং শকুন্তলা।

শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে না কি?"

তা। হাঁ, এই মাসেই।

শ। এখন কি করিবে?

তা। মাটীর ভাণ্ড লইয়া ভাবনা কি দিদি? যাহা ভাঙ্গিতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না।

ল। আত্মহত্যা করিবে?

তা। আত্মহত্যা যে আগেই করিয়া বসিয়াছি।

ল। আত্মহত্যায় মহাপাপ হয়, জান?

তা। জানি, কিন্তু ভিতরে এক জনের হইয়া, বাহিরে আর একজনের হওয়া কি মহাপাপ নহে?

ল। আমি ঐ কথা বুঝি না। হৃদয়ত নিজের? প্রেম কি,—পূজা, আরাধনা। পিতা মহাগুরু। গুরুদেব ইষ্টদেবতা দেখাইয়া দিলে, তবেত পূজা করিবে। প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা দিয়া জগতের জনকে রমণী স্নিগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতেই কি পূজা করিতে পারে? পিতা যাঁহাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া দেখাইয়া দিবেন, আমরা তাঁহাকেই সেই ভগবান্ জানিয়া দিবানিশি পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব। হিন্দুর মেয়ে হইয়া ইহা কেন বুঝিতে পারিতেছ না? জীবন দুই দিনের- তবে কেন আত্ম-সুখের জন্য, জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছ?

শ। আমি তোমাদের কোন কথাই বুঝিতে পারি না। তবে এই বুঝি যাহাকে ভালবাসা যায়, আর তাহাকে ভোলা যায় না।

দৃপ্তা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "মানব জীবনে যৌবনের প্রবল উদ্দামে, সুন্দর দেখিলে, গুণী দেখিলে, উপকার পাইলে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই চোখের ঝোঁক পড়ে,—প্রাণের টান জন্মে, তবে কি আর ভুলা যাইবে না? তাহাতে প্রীতি জন্মে, জগতের জীবে করুণার কণা বিকাশ হয়। কিন্তু স্বামী কি সেই।"

শ। লক্ষ্মী কথাটা বড় মন্দ বলে নাই। সেই ইষ্টদেবতাকে মাত্র কিছু দিনের জন্যে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সমস্ত হৃদয়খানা জুড়িয়া সে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে।

তা। তোমাদের থাকিলে গুণ, আর আমার থাকিলে দোষ।

ল। তোমার থাকে কাহার মূর্ত্তি? আমারই বা থাকিবে কেন? আমরা কুমারী; অবিবাহিতা। আমাদের পিতা এখনও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন নাই। তবে কি আমরা স্বেচ্ছাচারিণী?

তা। তোকে পারাই দুর্ঘট।

শ। আমি যথার্থ কথা বলি বলিয়াই পার না। আমার কথা শোন, উদয়কে ভুলিয়া যাও, উদয় তোমার কে? যাঁহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, মনে মনে তখন তাঁহার চরণ ধ্যান করিয়া সেই চরণের তলে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কৃত-কৃতার্থ হইও।

এই সময় সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার তাহাদের সম্মুখে ক্রমে জমাট পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। তারা বলিল, "চল ঘরে যাই।"

শ। ও কে ডাকিতেছে?

তা। বোধ হয় বিশী।

শ। না,—টা—টা করিয়া গলা ফাটাইতেছে। দীপচাঁদ হইবে।

তা। কোন খবর আনিয়া থাকিবে, চল নীচে যাই।

প্রাসাদশীর্ষ হইতে তিন জনে দ্বিতলে আগমন করিল। সেখানে দীপচাঁদ দাঁড়াইয়াছিল। তারা জিজ্ঞাসা করিল, “দীপচাঁদ কি মনে করিয়া?”

দীপচাঁদ হাঁ করিয়া গলা ফুলাইয়া বলিল, “ফু-ফু ফুল এনেছি।”

শকুন্তলা মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “কি ফুল?”

দী। ট-ট-টগড়মলিকে।

ল। (মৃদু হাসিয়া) আমায় দেবে?

দী। টা টা টাড়া বড় ভালবাসে। মোটে টিন্‌ডে ফুল পেয়েছি।

ল। আমিও ওফুল বড় ভালবাসি। আমায় দেবে?

দী। টা টা টাড়াড় জন্যে এনেছি। টোমাকে আড় এক ডিন এনে ডেব।

তা। (মৃদু হাসিয়া) সে দিন আর আমায় দেবে না দীপচাঁদ?

দী। টো টোমায় ডিয়ে যে ডিন বেশী হবে, সেই ডিন ওনাকে ডেব।

ল। বটে, তবে আমি নেব না। কেন, আমি কি মানুষ নই, দীপচাঁদ? আমাকে তাচ্ছিল্য!

শ। (হাসিতে হাসিতে) দীপচাঁদ! তুমি কি তারাকে বড় ভালবাস?

দী। টাড়া ফুল ভালবাসে?

ল। দীপচাঁদ; আমিও ফুল বড় ভালবাসি।

শ। দীপচাঁদ; তারার যে বিয়ে।

দীপচাঁদের মুখে হাসি ফুটিল! সে বলিল, “উ উ উডয় ডাকাটির ডলে মিশেছে, টাড়া কাকে বিয়ে কড়িবে?”

শ। আর একজনের সঙ্গে তারার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। এই মাসেই বিবাহ হইবে।

দী। বেশ।

ল। তারার বিবাহ হইয়া গেলে, আর ত তারার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে না।

দী। কে কে কে কে কেন? এই সহড়েই টো ঠাক্‌বে। আমি টাডেড় বাড়ী গিয়ে গিয়ে ডেখে আস্‌বো।

ল। তাহাদের বাড়ীর মধ্যে তোমাকে যেতে দেব কেন? এ বাড়ীতে যেন তুমি ছোট কাল হইতে আসিতেছ, বাড়ীর পার্শ্বে বাড়ী, কিন্তু তাহারা তাহাদের বাড়ীর ভিতরে তোমাকে যাইতে দিবে না, আর তারার সঙ্গে কথা কহিতেও দিবে না।

দীপচাঁদ বড় ভাবনায় পড়িল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আ আ আ আ আমি ঘাটেড় ঢাড়ে ব'সে ঠাক্‌বো, টা টা টাড়া যখন নাইটে যাবে, আমি সেই সময় ডেক্‌বো।"

ল। তারা তোমার সহিত কথা কহিতে পারিবে না।

দী। শুডু ডেখে ফিড়ে যাব।

শকুন্তলার চক্ষুকোণে অতি ক্ষুদ্র একবিন্দু জল দেখা দিল। সে কম্পিত-কিন্নরীকণ্ঠে গান গাহিল,—

আর কিছুতো চায় না সে,
(শুধু) চোখের দেখা দেখে যাবে;
দূরে থেকে চেয়ে দেখে
কি জানি কি সুখ পাবে:

কি পিয়াসা প্রাণে তার
সেই জানে ভাব তার
প্রাণের ছবি বুঝি তার
চোখে দেখে, চোখে এঁকে রেখে দেবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীপচাঁদ আর কোন কথা কহিল না। ফুলগুলি তারার হস্তে প্রদান করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

যুবতীত্রয় শুনিতে পাইল, দীপচাঁদ সন্ধ্যার অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া রাজপথ দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"টাড়িনি ডিলে না ডিন।"

লক্ষ্মী বলিল, "তারা; দীপচাঁদ তোমাকে ভালবাসে।"

তারা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার যেমন কপাল, তেমনি লোকেই ভালবাসে। যাঁহার চরণে সাধিয়া যাচিয়া পরাণ ঢালিয়া দিলাম,—যাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পূজা করিতে পাগলিনীর মত ছুটিয়াছিলাম, বাধা বিঘ্ন কিছুই জ্ঞান করি নাই, সে মুখের কথাও শুধাইল না, একটি নিশ্বাসও ফেলিল না। যেমন আমি তেমনি দীপচাঁদ!"

সাধা হাসি হাসিতে হাসিতে বিশ্বাসী আসিয়া এই সময় সেই গৃহে প্রবেশ করিল। শকুন্তলা বলিল, "বিশী; তোর হাসির একভাগ আমায় দিতে পারিস্;—ওর দাম কত?"

বিশী বলিল, "আজ আর হাসিব না, আমার যে হাসির দিনেও তোমরা হাসিতে দাও না গো! আমরা গরীব দুঃখী বলে কি এমন সুখের খবর পেয়েও হাসিতে নাই!"

তা। কি সুখবর বেশী?

বি। এই তোমার বিয়ে।

তা। সে সু-খবরত কয়েক দিন হইতে পাইতেছি, তবে আজি আবার এত হাসির ঘটা কেন?

বি। ওমা; সে সম্বন্ধ যে ভেঙ্গে গেছে, আবার নূতন সম্বন্ধ জুটেছে।

ল। কোথায়?

বি। ওমা; সে কি গো! তুমি এখনও তা শোননি!

ল। না; তুই বল।

বি। কি আশ্চর্য্য! সহর শুদ্ধ লোকে শুন্‌লে, আর তুমি শুন্‌লে না।

ল। না শুন্‌লাম ব'য়ে গেল। তুই বাপু থাম্।

বি। ওমা; আমি কি দোষের কথা বলিলাম,—বলি, তোমার আপনার লোকের সঙ্গে বিয়ের কথা হ'ল, আর তুমি শুন্‌তে পেলে না।

ল। মর্ মাগি; আসল কথা বল্‌বি না, কেবল পাঁচা। বল্‌বি তো বল্—নয় চ'লে যা।

বি। ওমা; অত অহ্ঙ্কার ভাল নয়। হ'লেই যেন তোমরা বড় লোক, তাই কি অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরে গরীব লোকদের বলে।

ল। না, না, বিশী; আমি অহঙ্কার করিয়া তোকে কিছু বলি নাই,—তুই এক কথা বল্‌তে গিয়া অনেক কথা খরচ করিস্, আর বড় বক্‌াস্; তাই—তাড়া দিয়েছি, রাগ করিস্ না, বিশী।

বি। আমরা গরীব লোক, আমরা কি রাগ করিতে পারি। আরও এখন তোমাদের বাড়ী আমার নিত্য যাওয়া আসা করিতে হবে

ল। কেন, আমাদের অপরাধ!

বি। ওমা; অপরাধ আবার কি। এই, দিদিমণি তোমাদের বাড়ী গেলেই আমার যাওয়া আসা করিতে হবে না?

ল। তোর কোন্ দিদিমণি আমাদের বাড়ী যাবেন?

বি। কেন, উনি।

ল। (তারার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া) ইনি?

বি। হাঁ।

ল। কেন, ইনি আমাদের বাড়ী যাবেন কেন?

বি। ওমা, তোমাদের বাড়ী যাবেন না—তবে কি চিরকালই এখানে থাক্‌বেন?

ল। দেখ্ দেখি, তোকে তাড়া দিতে হয় কি না। তুই কিছুতেই আসল কথা বলিবি না। কি হইয়াছে বল্ না।

বি। এই, কর্ত্তার মুখে শুনে এলাম—তিনি মা ঠাকৃরুণের সাক্ষাতে বলিতেছিলেন,—আমরা গরীব মানুষ, বাড়ীর দাসী, আমাদের সাক্ষাতে কি আর আগেই বলেন।

ল। কর্ত্তা মাঠাকৃরুণের কাছে কি বলিতেছিলেন? এক কথায় উত্তর দে।

বি। উপকার হবে,—

ল। চুপ করিলি যে?

বি। তুমি এক কথা বল্‌তে বল্লে যে।

ল। মর্ মাগি—বড় জ্বালাতন করিল। তুই বাবু যা, আমি কোন কথা শুনিতে চাই না। আমার ঘাট হইয়াছে।

বি। ওমা, আমার অপরাধ হবে। শেষ শূলব্যথা হ'য়ে মারা পাড়্বো। ওপাড়ার তনোর মার ঐ জন্তি ব্যথারোগ হ'য়েছিল গো—ঐ জন্তি ব্যথারোগ হোয়েছিল। আমার কি হবে গো, আমার কি হবে!

ল। তোর মরণ হবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সমস্ত যদি ভাল করিয়া উত্তর না দিস্—তোর ব্যথা ত হইবেই, আর মরণও হবে।

বি। তোমরা সব পার গো, সব পার। কি বলিতে হ'বে বল।

ল। কর্ত্তা মা ঠাকুরুণের সঙ্গে কি বলিতেছিলেন?

বি। বোল্‌ছিলেন এই পাত্রের সঙ্গে তারার বিয়ে দিলে, আমাদের বড় উপকার হবে। আজ কাল রাজসরকারে এক জন বিশেষ আত্মীয় লোক না থাকিলে খনির ইজারা ও খাজনা লইয়া বড়ই গোলযোগ হয়। আর নিত্য নিত্য নূতন নূতন ফন্দী ফ্যাসাদে টাকা দিতে দিতে কিছুই লাভ থাকে না। তা এই ছেলেটির সঙ্গে তারার বিয়ে হ'লে, একটা আপন লোক সরকারে থাকে। আমার হয়ে এক কথা বলিতে পারে। আর আমার একটি মাত্র ছেলে, ছেলেটি সবে সাত বৎসরের। যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু হয়, তবে সে কোন প্রকারেই আমার ব্যবসায়ের মধ্যে মাথা গলাইতে পারিবে না। কারণ, আজি কালিকার রাজ-দৌরাত্ম্য যে প্রকার, তাহাতে ব্যবসাদারগণই নিজ নিজ কারবার চালাইতে একরূপ অক্ষম হইয়া উঠিয়াছে।

ল। তবে কি আমার দাদার সহিত তারার বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছে?

বি। হাঁ গো, হাঁ।

ল। এই ত, এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত।

তারা উদাস-করুণ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিল। লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিগো ভ্রাতৃবধূ হইবে?" তারা কোন উত্তর করিল না।

লক্ষ্মী বলিল, "দেখ তারা; তোমার পিতা তোমার গুরু, তাঁহার স্নেহে—তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছ, তাঁহারই কারণে দেহ ধারণ করিয়াছ, তিনি তোমার বিবাহ দিয়া, উপকার লাভ করিবেন, ভবিষ্যতে নিজ পুত্রের উপকারের আশা করেন,—এতদবস্থায় অন্যান্য রমণীর মত ছাড় আত্মসুখ সাধনের জন্য উতলা হওয়া ভাল নহে।"

তারাও তাই বুঝিল,। বুঝিল, পিতৃকুলের হিতের জন্য আত্মবলি-দানে দোষ কি? আমার সুখের জন্য উদয়—পিতার সুখের জন্য এই বিবাহ। এই বিবাহই শ্রেয়ঃ। মরিতে হয়, মরিব—তথাপি পিতার অসুখের কারণ হইব না।

লক্ষ্মী দেখিল, তারা এ বিবাহে অসম্মতা নহে। সে পুলকিত হৃদয়ে গৃহে চলিয়া গেল। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, "তারা, এ বিবাহে তোমার বোধ হয় আপত্তি নাই?"

তারা করুণ দৃষ্টিতে শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ কেমন করিয়া?"

শকুন্তলা বলিল, "তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া।"

তা। আমিও পিতৃকুলের হিতোদ্দেশে সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসারে বিচরণ করিব।

শ। আমরা রমণী—জগতে কার্য্য করিতে আসিয়াছি, কার্য্য করিয়া যাইব।

তা। কার্য্য করিতে সকলেই আসিয়াছি—তবে কেহ মনের সুখে কার্য্য করে, কেহ দুঃখে করে। আমার দুঃখ চিরসাথী হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শকুন্তলাও চলিয়া গেল। তারা সেই নীরব নিস্তব্ধ গৃহ-মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—আমার পরিণাম কি! উদয়হীন প্রাণ লইয়া সমস্ত জীবনটা কেমন করিয়া কাটাইব! পিতার জন্য—ভ্রাতার

জন্য কেমন করিয়া ভিতরে একের হইয়া বাহিরে আর একজনের হইল।

তারপর একদিন সকাল হইতে দেউড়ীর কাছে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া সানাইওয়ালারা আসর জাঁকাইয়া বসিল। পাইলঢাকা হইয়া বাড়ী-খানা মেঘলা মেঘলা দেখাইতে লাগিল। বড় বড় খোলা জ্বালিয়া হালুইকারেরা মাথায় গামছা বাঁধিয়া লুচি ভাজিতে বসিল। গ্রামের চাঁই মহাশয়েরা আসিয়া মুরব্বিয়ানা ও ঘন ঘন তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছেলের দল সেই যে ভোরে আসিয়া আড্ডা দিয়াছে, আর বাড়ী ছাড়িতে চাহে না। গ্রামের যত কুকুর, সব জড় হইয়া খিড়কি অধিকার করিয়া বিষম রব করিতেছে। তদ্ভিন্ন কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ পান সাজিতেছে, কেহ গহনা পরা হাতখানা ঘন ঘন নাড়িতেছে; কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বহুল প্রচারিত রসি-কতা পুনঃ প্রচার করিতেছে, কেহ অনর্থক গোল করিয়া সঙ্গিনীদের মাথা ধরাইয়া দিতেছে। শঙ্খটা লইয়া যে পাইতেছে, সময়াসময়ভেদ বিরহিতে সে-ই তাহার মুখে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল সংস্থাপন করিয়া বাজাইয়া দিয়া বেচারার উপরে জুলুমের একশেষ করিতেছে। তাহার উপরে এত জুলুম হইতেছে যে, শঙ্খ বেচারা ভাবিতেছে, হায়! কেন সমুদ্রস্বদেশ ছাড়িয়া দুইখানি কচি পাতলা রাঙ্গা ঠোঁটের লোভে লোকালয়ে আসিয়াছি। বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে, নহিলে ফিরিতাম।

তারার বিবাহে এত উৎসব। তথাপিও বোধ হইতেছে, যেন আনন্দের তলায় একটা লুকান অস্বোয়াস্তি রহিয়াছে। যাহার বিবাহ, সেই তারা কেবল নবমীর উৎসবে যূপবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় অন্তরে কাঁপিতেছিল। সে আতপ-তাপদগ্ধা লতিকার ন্যায় গৃহকোণে পড়িয়া

ভাবিতেছিল, উদয়হীন প্রাণ লইয়া সে বাঁচিবে কি প্রকারে? কেমন করিয়া অন্যকে সে আদর করিবে, পূজা করিবে? পিতার ইচ্ছা পূর্ণার্থ সে না পারিবে কেন? কিন্তু তাহার জীবন কাটিবে কি প্রকারে? প্রভাত গুলা কত শুষ্ক নীরস—রৌদ্রতপ্ত বিজন, মধ্যাহ্নগুলা কত কর্ম্ম হীন, অর্থ-হীন—সন্ধ্যাগুলা কত বিষণ্ণ, অশ্রুময়—আর নিদ্রাহীন, রাত্রিগুলা কত দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইবে? তবে সে বাঁচিবে কি প্রকারে? তারা আর সামলাইতে না পারিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। দৌড়িয়া আসিয়া তাহার মা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। উপবাসে এরূপ হইয়াছে, ইহাই সকলে অনুমান করিল। দেখিয়া শুনিয়া তারা আপনা হইতেই সামলাইয়া বসিল। কোন ভয় নাই বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিল,—কিন্তু দহ্যমান হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না।

তারার দুঃখে উপহাস করিয়া সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। সন্ধ্যা না হইতেই তাহাদের বাড়ীখানি আলোকময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেহারাদের হুম্‌হাম্ শব্দের সহিত বর আসিয়া পঁহুছিলেন। অধিক জোরে সানাই বাজিয়া উঠিল। হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মেয়েরা বর দেখিতে ছুটিল।

তৎপরে সম্প্রদান কার্য্যারম্ভ হইল। তারা যতক্ষণ সেখানে ছিল, ততক্ষণ এক দণ্ডের জন্যও তাহার হৃৎকম্প যায় নাই। মন্ত্রগুলাও সকল পড়িতে পারিয়াছিল কি না, বলিতে পারা যায় না,—সে যাহাই হউক, আসল কাজ বাকি থাকিল না;—সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল।

তারা মনে মনে এক জনের হইয়া বাহিরে আর একজনের হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোলকুণ্ডা স্বাধীন সাম্রাজ্য হইলেও সাহাবুদ্দিন মহম্মদ সাজাহান গোলকুণ্ডারাজ কুতুবসাহকে করপ্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতসম্রাট্ সাজাহানপুত্র আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শাসনকর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। হীরকখনি গোলকুণ্ডা রাজ্যের উপরে তাঁহার লোলুপদৃষ্টি সর্ব্বদার জন্য আপতিত ছিল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, গোলকুণ্ডারাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন। কিন্তু গোলকুণ্ডার অধীশ্বর কুতুবসাহের তীক্ষ্ণদর্শন ও বিজয়ী সেনাবলের নিকট অগ্রসর হইতে সাহস হইত না। তবে নির্দ্ধারিত কর আদায়ের জন্য সময়ে সময়ে অত্যন্ত জোর জুলুম হইত।

যে কর সম্রাট্‌কে প্রদান করিতে হইত, তাহার সংখ্যা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কুতুবসাহ উজীর অমাত্যগণকে লইয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

রজনী প্রহরাতীতা,—সুসজ্জিত পরামর্শ গৃহের স্তম্ভে স্তম্ভে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইয়াছে। গোলাপ প্রভৃতির সুবাস-সৌরভে সমস্ত গৃহখানি আমোদিত করিতেছে। প্রোজ্জ্বল দীপালোকে গৃহালম্বিত হীরামণিমাণিক্যমুক্তার ভাতি প্রদীপ্ত শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। মধ্যস্থলের হৈমসিংহাসনে কুতুবসাহ গম্ভীর মুখে উপবিষ্ট,—চতুঃপার্শ্বস্থ আসনে উজীর আমাত্যগণ বসিয়াছেন।

কুতুবসাহ মেঘমন্দ্রস্বরে বলিলেন, "আপনারা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। আমার এই রাজ্য শাসনের আপনারা দক্ষিণ

হস্তস্বরূপ। কিন্তু বর্ত্তমানে গোলকুণ্ডা রাজ্য চারিদিক্ হইতে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। আরঙ্গজেব পুনঃপুনঃ কর বর্দ্ধন করিয়া বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিতেছেন, যখন যাহা অভিরুচি, তদ্রূপ কর প্রার্থনা করিয়া বসিতেছেন। ইহার বিহিত বিধান কি করা যাইতে পারে?"

প্রধান উজীর বলিলেন, "দুর্দ্দান্ত আরঙ্গজেবকে আপাততঃ বর্দ্ধিত কর প্রদানেই শান্ত করা কর্ত্তব্য। যেহেতু গোলকুণ্ডার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে।"

আমীর মীরজুম্‌লা কুতুবসাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান পারস্থানে প্রথমে জনৈক হীরকব্যবসায়ীর সহিত গোলকুণ্ডায় আগমন করত তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করেন, শেষ অনেক ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া রাজসরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে গোলকুণ্ডারাজের নিকট তিনি অতি বিশ্বাসী ও কর্ম্মকুশল বলিয়া পরিচিত হয়েন। মীর-জুম্‌লা বীর—তিনি যে সকল যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিয়াছেন, তাহাতেই জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয়-ব্যয়, সৈন্যসংরক্ষণ ও শৃঙ্খলাবিষয়েও তাঁহার ক্ষমতা অসীম। এই সকল গুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া কুতুবসাহ তাঁহাকে আমীর উপাধি প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপ প্রতিনিধি করিয়াছেন। কিন্তু মীরজুম্‌লা অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ লোক;—নিজ ভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ করিবার জন্য সে প্রজার রক্ত শোষণে কিছুমাত্র এদিক্ ওদিক্ করিত না। ছলে কৌশলে হীরকব্যবসায়িগণের খনি বেনামি করিয়া নিজে দখল করিয়া লইত—ফলতঃ তাহারই অত্যাচারে গোলকুণ্ডার অন্তর্বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছিল। কুতুবসাহ আমীর মীরজুম্‌লাকে যতদূর বিশ্বাস করিতেন, বস্তুতঃ তাহার প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। সে আত্মহিত-সাধনার্থ সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত।

আমীর মীরজুম্‌লা বলিল, "আমার মতে আরঙ্গজেবের বাসনা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া ভাল নহে।"

মীরজুম্‌লার মুখের দিকে চাহিয়া কুতুবসাহ বলিলেন, "আমারও ইচ্ছা তাহাই। সে যখন যাহা চাহিবে, তাহাই দিলে ক্রমে আরও অধিক চাহিবে। এমন কি শেষ ভাবিতেও পারে যে, গোলকুণ্ডারাজ নিতান্ত হীনবল,—রাজ্যগ্রহণ-পিপাসা তাহাতে বাড়িয়া যাইতে পারে।"

প্রধান উজীর বলিলেন, "জাহাপনা! আমিও তাহা বুঝি। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছে। দস্যু কাশীনাথ যেরূপ ভাবে কার্য্য চালাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমানে সে-ই যেন এতদ্দেশের রাজা। তাহারই ইচ্ছামত কার্য্য না হইলে লুঠ পাট করিয়া লইতেছে। অতএব আমার ইচ্ছা, আগে দস্যু কাশীনাথকে দমন করিয়া, দেশের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করত তবে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। মনে করিয়া দেখুন, আরঙ্গজেব যে সে লোক নহেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাঁধিলে যে, সহজে মিটিবে তাহাও নহে।"

গম্ভীরস্বরে কুতুবসাহ বলিলেন, "কাশীনাথকে ধৃত করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সেনাপতি হসন্‌সাহেব অহঙ্কার করিয়া তাহাকে ধৃত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।"

হসন্‌সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি করযোড়ে বলিলেন, "জাঁহাপনা! গোলামের কোন অপরাধ নাই। গোলাম সরকারি কার্য্যে কিছু মাত্র গাফিলতি করে নাই, তবে দস্যুসর্দ্দারের যেরূপ কুটিল কৌশল, দুর্ভেদ্য চক্রজাল, তাহা হইতে যে, সহজে কেহ মুক্তি পাইয়া তাহাকে ধৃত করিতে পারিবে, সে আশা আমি করিতে পারি না।

তবে আর একবার আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিব। বলিতে কি, তাহার নিকটে আমি যেরূপ অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছি, তাহাতে আমার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিয়া, তদ্বিনিময়ে যদি তাহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলেও আমার প্রাণে শান্তি হয়।"

মীরজুম্‌লা রক্ত চক্ষুতে হসন্‌সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার রাগ স্ত্রীলোকের রাগ হইতে কিছু মাত্র বিভিন্ন নহে।"

হসন্‌সাহেবেরও চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। রক্তরাগে গণ্ডস্থল শোভা পাইল। দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "অন্যে একথা বলিলে, আমার কোষস্থিত তরবারি তাহার রক্ত পান না করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইত না।"

মীরজুম্‌লা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ রাগের ভাগটা আমার উপরে কিঞ্চিৎ কম হইয়া কেশে ডাকাতের উপরে হইলে ভাল হইত।"

হ। আপনি তাহাকে যত হীনবল বলিয়া ভাবিতেছেন, সে তত হীনবল নহে।

জু। আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, একজন দস্যুকে ধৃত করিতে আমার সামান্য মাত্রও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

কুতুবসাহ বলিলেন, "রাজ্যের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ সময়ে আপনাদের মনোবিবাদ ভাল দেখায় না। যাঁহার যে বিষয়ে যতটুকু ক্ষমতা আছে, তিনি তাহাই প্রয়োগ করিয়া রাজ্য রক্ষা করুন। চারিদিকে শত্রুর আক্রমণ।"

আমীর মীরজুম্‌লা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহ্বাস্ফালন করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করুন, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথকে ধরিয়া আনিয়া দিব।"

কুতুবসাহ বলিলেন, "দশ সহস্র সৈন্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন।"

জুম্‌লা। আমি আগামী কল্য প্রত্যূষেই কেশে ডাকাতকে ধরিতে যাত্রা করিব।

কু। এক্ষণে আরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি করা যায়?

জু। বৰ্দ্ধিতহারে কর প্রদান করা হইবে না। যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহাই লইয়া যদি তিনি সন্তুষ্ট হয়েন ভালই, নচেৎ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

কু। (জুম্‌লার প্রতি) তুমি কাশীনাথকে ধরিতে যাইবে, ইহার মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে? কেননা আগামী পরশ্ব কর পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট দিবস, সেই দিনে যদি বৰ্দ্ধিত কর পাঠান না হয়, তবে অবশ্যই তাহার সৈন্য সমাগম হইবে।

হসন্‌সাহেব অভিমানব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আপনি কি একমাত্র আমীর মীরজুম্‌লার বাহুবলের উপরেই গোলকুণ্ডারাজ্য রক্ষার আশা করেন! আমাদের বাহুতে কি আর বল নাই।"

কু। হসন্‌সাহেব, আপনি বীর,—আপনি সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধা, তাহা আমি অনবগত নহি। কিন্তু আমীর মীরজুম্‌লার নিকট বিজয়-শ্রী যেন আবদ্ধ।

হসন্‌সাহেব উঠিয়া কুর্ণিস করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! এক দিন এই সকল গোলামদের কথা মনে পড়িবে। মনে পড়িবে, স্বদেশী ও স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মী যেরূপ প্রকারে রাজ্য রক্ষা করে, বিদেশী ও বিধর্ম্মী তাহা কখনই করে না। যাহার দেশে চলিয়া গেলেই সুনাম, দুর্নাম, মান, অপমান সমস্ত বিদূরিত হয়, তাহার সহিত আর স্বদেশীয়ের সহিত বহুল প্রভেদ। ইহা রাজনীতির অতি সত্য কথা।"

আমীর মীরজুম্‌লা রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন "হসন্‌সাহেব; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনাকে ক্ষমা করিতে হইতেছে। আমি

বাদসাহের নেমক খাইতেছি, এ সময়ে আপনারা বিদ্রোহী হইলে, রাজ্যের অমঙ্গল ; তাহাতেই কিছু বলিলাম না। নতুবা আপনার রক্ত পৃথিবী এতক্ষণ পান করিতেন, সন্দেহ নাই।"

প্রধান উজীর বলিলেন "পরামর্শ-গৃহে এরূপ কলহ এই নূতন। আপনারা উভয়েই বীর—আমি আশা করি, আপনাদের এই বীরত্ব শত্রুর উপরে বিন্যস্ত করিয়া আপনাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে।"

জু। আমি কাশীনাথকে ধরিবার ভার গ্রহণ করিলাম। দশ হাজার সৈন্য লইয়া আমি কাশীনাথকে ধরিতে আগামী কল্য যাত্রা করিব।

হ। আমি আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। ভরসা করি, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণের ও আমার বাহুবলে আরঙ্গজেব কখনই গোলকুণ্ডায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

কুতুবসাহ সস্মিতমুখে বলিলেন, "তোমরা উভয়েই বীর। যে দুই কার্য্যের ভার দুইজনে গ্রহণ করিলে, ভরসা করি তাহা নিরাপদে সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

প্রধান উজীর করযোড়ে বলিলেন "যদি কাশীনাথ ধৃত হয়, তবে রাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।"

আমীর মীরজুম্‌লা কুর্ণীস করিয়া বাদসাহকে বলিলেন, "আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই। আগামী কল্যই কাশীনাথকে ধৃত করিবার জন্য বাহির হইব।"

মীরজুম্‌লা বাহির হইয়া গেলেন। প্রধান উজীর হসন্‌সাহেবকে বলিলেন, আপনি আমীর মীরজুম্‌লা সম্বন্ধে যে কথাগুলি কহিলেন, "তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য।"

প্রধান অমাত্য প্রভৃতি সকলে বুঝিয়াছেন, আমীর মীরজুম্‌লার

জন্যই গোলকুণ্ডার প্রজাগণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হীরকব্যবসায়িগণ তাহাদের ইজারাসত্ব হইতে ছলে বলে বঞ্চিত হইতেছে। প্রজাগণ তাহাদের ভূমির সত্ব হইতে বিচ্যুত হইতেছে। মহাজনগণ রাশি রাশি অর্থ দিয়াও অব্যাহতি পাইতেছে না। এই সকল কারণেই প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের সহায়তা ও প্রবলশক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। রাজাদেশ বড় গ্রাহ্য করিতেছে না।

কুতুবসাহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমীর মীরজুম্‌লার মত কাজের লোক আমার আর নাই। উহার বাহুবল, কার্য্যকারিতা শক্তি অতি প্রশংসনীয়। কাশীনাথকে ধরিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—নিশ্চয়ই তাহাকে ধৃত করিয়া আনিবে।"

হসন্‌সাহেন ম্লানমুখে যোড়হস্তে কহিলেন, "জাঁহাপনা! দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথ হীরকব্যবসায়ী বণিক্ নহে। একদিন গোলামদের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবে। যদি গোলকুণ্ডারাজ্যের ক্ষতির কারণ কখনও উপস্থিত হয়, তবে তাহা আমীর মীরজুম্‌লার দ্বারাই সংঘটিত হইবে।"

কুতুবসাহ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "আমীর স্বীয়গুণে তোমাদের উপরে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার প্রতি হিংসা দ্বেষ করা তোমাদের কাপুরুষের কার্য্য। আমার নিকট আর তাহার নিন্দা কখনও করিও না।"

অতি অপ্রতিভ চিত্তে ম্লান মুখে অমাত্যগণ অভিবাদন করিয়া সে দিনকার মত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বাদসাহের আদেশে মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যৎ কে কোথায় দেখিতে পায়! যে দেখিয়াছে সে মহাপুরুষ, কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু কয়জনের আছে? সামান্য মানব ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলে কোন প্রকার কষ্টই ভোগ করিত না। হসন্‌সাহেব যদি জানিতে পারিতেন, তাঁহার আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-সুখবিলাসের পরম রমণীয় বস্তু বাদসাহ-কন্যা মর্জ্জিনাবেগম তাঁহার মহাবিপদের কারণ হইবে, তাহা হইলে কি তিনি বিস্মৃতির অগাধজলে ডুবিয়া থাকিতেন। এইরূপ বিস্মৃতিতেই মানব মজিয়া মজিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে।

হসন্‌সাহেব মন্ত্রণাভবন হইতে বাহির হইয়া রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে আমীর মীরজুম্‌লার কথা, তৎপরে বাদসাহ কর্ত্তৃক মীরজুম্‌লার প্রশংসা ও তৎপক্ষাবলম্বন প্রভৃতি ভীষণ অনলরূপে প্রজ্বলিত হইতেছিল। কিন্তু সহসা সেই বহ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার পার্শ্বে একখানা সুন্দর মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে মুখ মর্জ্জিনা-বেগমের। যে হৃদয়ে কামকামনার নিরয় বহ্নি প্রজ্বলিত, তথায় অন্য কোন প্রকার সদ্‌বৃত্তি তিষ্ঠিতে পারে না।

হসন্‌সাহেব রাস্তা ঘুরিয়া জানানামহলের দরওয়াজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রধান খোজা হসন্‌সাহেবের ব্যাপার অবগত ছিল,—হসন্‌সাহেব এবং মর্জ্জিনাবেগমের অনেক ধন নিজ ভাণ্ডারস্থ করিতেছিল, তাহার নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে হসন্‌সাহেবকে উপবেশন করাইয়া মর্জ্জিনা-বেগমকে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক দাসী আসিয়া হসন্‌সাহেবকে ডাকিয়া মর্জ্জিনা-বেগমের গৃহে লইয়া গেল।

বিস্তৃত গৃহ। মূল্যবান মার্ব্বল প্রস্তরে গৃহের মেঝ্যে বাঁধান। তদুপরি মূল্যবান কার্পেটের বিছানা বিছান। কার্পেটের উপর মখমলের আস্তরণ বিস্তৃত। মুক্তার ঝালরওয়ালা চীনদেশীয় রেসম-বস্ত্রাচ্ছাদিত বালিসের সারি। গোলাপ, মল্লিকা, চামেলি, জাতি, যুথী প্রভৃতি অর্দ্ধবিকসিত কুসুমরাশি সেই বিছানার উপরে স্বর্ণপুষ্পদানে স্তূপীকৃত ও রক্ষিত হইয়া, বাতায়নপথ-প্রবিষ্ট মৃদুসমীরণ-সংস্পর্শে পরিমল বিতরণে সমস্ত গৃহখানি অপূর্ব্ব সুরভিময় করিয়া তুলিতেছিল। সেই শয্যার মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব বেশভূষায় মর্জ্জিনাবেগম একটা বালিসে ঠেসান দিয়া উপবিষ্ট ;—পার্শ্বে বসিয়া সমুজ্জ্বল বসন-ভূষণে ভূষিতা যুবতী পরিচারিকা চতুষ্টয় বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে সিরাজি টল টল করিতেছিল। কিঞ্চিৎ মর্জ্জিনাবেগমের উদরস্থও হইয়াছিল, তাহা বেগমসাহেবের বিশাল দীর্ঘ কৃষ্ণ নয়নদ্বয়ের রক্তিমাভা ও ঢল ঢল ভাব দেখিয়া সহজেই প্রতীতি হইতেছে।

হসন্‌সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া যথারীতি কুর্ণীস করিয়া মর্জ্জিনাবেগমের মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, "সাহাজাদি ; তুমি ভাল আছত ?"

বাদসাহজাদী তখন রক্তাধরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বসিতে আজ্ঞা হউক, সেনাপতি সাহেব ! শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আমার ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিতেও তোমার প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথমে যথারীতি আকাশের চাঁদ হাতে দিয়াছিলে, কিন্তু এখন আর খুঁজিয়া মেলা দায়।"

হসন্‌সাহেবও মৃদু হাসিয়া প্রণয়িনীর পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন।

মর্জ্জিনাবেগমের আদেশ ইঙ্গিতে একজন পরিচারিকা সিরাজিপূর্ণ

সুবর্ণপাত্র হসন্‌সাহেবের হস্তে প্রদান করিল, হসন্‌সাহেব তাঁহা উদরস্থ করিলেন। সহচরীগণ বীণা বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল ;—

ব'য়ে যায় প্রেমের লহর দেখ্‌না চেয়ে সই;
চাঁদে চকোরে পরশে মাতোয়ারা অই!
ফোটে ফুল মলয় এলে পর,
দিগন্তে গন্ধ ছোটে তার,
সোহাগ বিলায় মধু লোটায় প্রাণের দায়—
ছুটে যায় ঢাল্‌তে হৃদয় তায়
ভ্রমরা তা কি ফেলে দেয়,
বাজে গায় মধুর স্বরে—আমরা জানি তাই।

অনেকক্ষণ পরে গান থামিয়া গেলে, বাদসাহজাদীর ইঙ্গিতে সহচরীগণ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তখন মর্জ্জিনাবেগম এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপে হসন্‌সাহেবের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "সে কথার কি করিলে?"

হসন্‌সাহেব অপ্রতিভস্বরে বলিলেন, "এখনও তাড়াইয়া দিতে পারি নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই তাড়াইয়া দিব।"

অভিমানের স্বরে মর্জ্জিনাবেগম বলিল, "তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস না। আমি তোমার জন্য কি না করিলাম? আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায় শায়িত।"

হসন্‌সাহেব ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাঁহার কি হইয়াছে?"

"কি হইয়াছে জান না?"—শ্যেনপক্ষিণীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া মর্জ্জিনাবেগম বলিল, "কি হইয়াছে জান না? তুমি আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেই সব ভুলিয়া যাও। কথা হইয়াছিল, তুমি তোমার

স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিবে, আমি আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিব। তৎপরে উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আজীবন পরম সুখে কাটাইব। তুমি এখনও তাড়াইতে পারিলে না, কিন্তু আমি কয় দিন ধরিয়া অল্পে অল্পে সেই বিষ আমার স্বামীকে সেবন করাইয়াছি, বিষের ক্রিয়ারম্ভ হইয়াছে, তিনি শয্যাগত,—তিন চারি দিনের অধিক আর বাঁচিবেন না।”

হসন্‌সাহেব কথাটা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন না। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অপ্রীতির বাতাস প্রবাহিত হইল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। মর্জ্জিনাবেগম বলিল, “যদি তোমার স্ত্রীকে দুই চারিদিনের মধ্যে তাড়াইয়া না দাও—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব।”

হসন্‌সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কি প্রকারে সর্ব্বনাশ করিবে?”

দৃপ্তা সিংহীর মত উঠিয়া বসিয়া, মর্জ্জিনাবেগম বলিল, “বাবাকে বলিয়া দিব, তুমি ছলনা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমার স্বামীকে কৌশল করিয়া বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছ।”

হ। তাহা হইলে তোমার গতি কি হইবে?

ম। আমার কি হইবে? বাদসাহজাদির কিছুই হয় না। আহার নিদ্রা প্রভৃতি যেমন আমাদের প্রয়োজন, ভালবাসা করাও তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু তুমি আমাকে ছলনা করিয়াছ, মিথ্যা কথায় ভুলাইয়াছ,—আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, বাবাকে ইহা বলিলে, তোমার মস্তক যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হ। আমার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হইবে না।

ম। আমার অনিষ্ট কি গো? তোমার স্ত্রীকে তাড়াইয়া দাও। চারি দিন সময় দিলাম, ইহার মধ্যে তাহাকে না তাড়াইলে, হয় তোমার মস্তক যাইবে, আর না হয় আমি আত্মহত্যা করিব। আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

হসন্‌সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মর্জ্জিনাবেগমের প্রদীপ্ত রূপপ্রভা তাঁহার হৃদয় ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। তিনি সমস্ত ভুলিয়া সেই রূপের দ্রব-বহ্নিপান করিতে লাগিলেন। যখন যামিনীর অবসান-পূর্ব্বে তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন মনে করিয়া গেলেন, অদ্য নিশ্চয়ই আমার স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব। মর্জ্জিনাবেগমের রূপের নিকট কি বানুবেগমের রূপ! সে রূপে কি এমন আকুল করে? সে কি এমন ভাবে আনন্দ দান করিতে পারে? মর্জ্জিনাকে ভুলিতে পারিব না, মরিতে হয় মরিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও পূর্ব্বগগনে উষার আলো প্রস্ফুটিত হয় নাই, তখনও নিশাপতি অস্তগত হন নাই, তখনও তারাপতির অদর্শনে প্রভাতের তারা দিশেহারা হয় নাই, এমন সময়ে হসন্‌সাহেব নিজালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক যে গৃহে বানুবেগম শায়িতা ছিল, তথায় গিয়া দর্শন দান করিলেন।

স্বামী বাটীতে না আসার জন্য বানুবেগম সারা নিশি নিদ্রা যাইতে পারে নাই—তাহার চক্ষুতে একবারও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। নিশি-শেষে স্বামীকে গৃহে পাইয়া বানুবেগম অভিমানে পূর্ণোচ্ছ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় ছিলে?"

হসন্‌সাহেব বলিলেন, "তুমি কি ঘুমাও নাই?"

বাষ্পরুদ্ধস্বরে বানুবেগম বলিল, "যাহার স্বামী সারা রাত্রি অন্যস্থানে থাকে, তাহার কি নিদ্রা আইসে?"

হ। আমি তোমাকে কয় দিন ধরিয়া ঐ কথাই বলিয়া আসিতেছি। তুমি তোমার সুখের পথ দেখ। আমার দ্বারায় আর কোন প্রকার সুখ হইবে না।

বা। আমার সুখ কি প্রভু? স্ত্রীলোকের সুখ, স্বামীর সুখে। তোমার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ। তুমি যদি আমার নিকটে থাকিলে অসুখী হও, থাকিও না। কিন্তু আমি তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারিব না। আমি কোথায় যাইব?

হ। তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইতে পার। আমি তোমাকে ধর্ম্মতঃ তালাক বা পরিত্যাগ করিব। তুমি আবার নেকা করিতে পার।

যদি একটা চলন্ত গুলি আসিয়া বানুবেগমের বক্ষঃস্থল ভেদ করিত, তাহা হইলেও তাহার বক্ষটা বুঝি এমন করিয়া ধসিয়া যাইত না। সে কোন কথা কহিতে পারিল না! এক দৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হসন্‌সাহেব বলিলেন, "তোমায় আমি আর চাহি না, তুমি অন্য পুরুষকে নেকা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে।"

এবার বানুবেগম কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি কি দোষ করিয়াছি, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিবে? আমি ত তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন আর কিছুই জানি না। রমণীর প্রাণের স্রোত একদিকে বহিলে, আর তাহার গতি ফিরান যায় না। যাহারা রমণী-হৃদয় চিনে না, তাহারাই নেকাপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছে। তবে যাহারা পুরুষান্তর ভজনা করে, তাহাদের হৃদয় নাই; আছে—রিপুর প্রবল উত্তেজনা। আমাকে মারিও না, তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে তুমি বিবাহ কর—যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে থাক—আমি কেবল তোমাকে দেখিব, আমার সে সাধে বাদ সাধিও না।"

হ। তুমি এখানে থাকিলে আমার অসুখ হয়, এমন কি, আমার মস্তক পর্য্যন্ত যাইতে পারে, অদ্য প্রত্যুষেই তুমি স্থানান্তরে চলিয়া যাও। বরং কিছু অর্থ তোমাকে দিব।

বানুবেগম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষুজল শত ধারায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া তুলিল। বলিল, "বিবাহিতা স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিলে মস্তক যাইবে, ইহা কখনও শুনি নাই। আমার পক্ষে কি সকলই স্বতন্ত্র। হায়! আমি বড় সুখেই ছিলাম—তোমাতে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিলাম, কেন আমাকে এমন করিলে, আমি অর্থ চাহি না। যাহাকে স্বামী বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিল, তাহার আবার অর্থে প্রয়োজন কি?"

হ। সে সকল আমি কিছুই শুনিতে চাহি না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বানুবেগম বলিল, "আমি যাইব না। মরিতে হয়, এই স্থানে—আমার স্বামীর গৃহে মরিব।"

হসন্‌সাহেবের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল, কোষস্থিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "কি সয়তানি; যাবি না? কাটিয়া তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিব।"

হস্তদ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া করুণ-ক্রন্দন স্বরে বানুবেগম বলিল, "এ দেহ তোমারই, কাটিতে হয় কাট, মারিতে হয় মার। আমি তোমায় ছাড়িতে পারিব না।"

ঝনাৎ করিয়া কোষ মধ্যে অসি রক্ষাপূর্ব্বক হসন্‌সাহেব বলিলেন, "তুই আমার কথা শুনিলি না। আর তোর মুখ আমি দেখিব না। আমার অসিতে তোকে কাটিয়া আমার অসি কলঙ্কিত করিতে চাহি না। আমার ভৃত্যকে ডাকিয়া দেই, সেই তোকে কাটিয়া ফেলিবে।"

এবার বান্নুবেগম উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মূর্ত্তি স্থিরা গম্ভীরা—তাহার সেই বড় বড় চক্ষু দুইটী দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। সতীত্বের বহ্নিকণা নির্গত হইয়া যেন সমস্ত গৃহখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্রেমের নিস্তব্ধ আবেগে যেন সমস্ত গৃহখানা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হসন্‌সাহেব একটু বিচলিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, "তুমি যাবে না? এখনও যাও, নতুবা অপমানিত হইবে।"

বান্নুবেগম বলিল "অপমান আর কাহাকে বলে? স্বামী হইয়া চাকর দিয়া কাটিয়া ফেলিবে—আর কি হইতে পারে? চলিলাম,—জন্মের মত যাইব না। আবার আসিব, আবার আমার স্বামীর শান্ত-সুশীতল চরণ বুকে করিয়া এ জ্বালা জুড়াইব। যে তোমাকে এই কুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহাকে ভুলিতে হইবে, সে দুই দিনের জন্য। ভগবান্ তোমাকে নিরাপদে রাখুন, নাইতে যেন তোমার মাথার কেশ না ছিঁড়ে। যদি মরিয়া যাই—আর দেখা হইবে না। মনে পড়িবে,—হতভাগিনীর কথা মনে পড়িবে। তবে যাই?"

এই কথা বলিয়া গাত্রের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া বিছানায় রাখিয়া, স্বামীকে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া বান্নুবেগম—কুলের ললনা, গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। হসন্‌সাহেব নিস্তব্ধ হইয়া সেই রমণীর গতি দর্শন করিতেছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আর তাহাকে দেখা গেল না। তখন হসন্‌সাহেবের হৃদয়ের ভাব কেমন পরিবর্ত্তন হইল। ভাবিলেন—বান্নু—আমার বান্নু চলিয়া গেল! কোথায় যাইবে,—ফিরাই না কেন? হসন্‌সাহেব উঠিতে উদ্যত হইলেন।

ভোর হইয়া উঠিয়াছে। নিরাভরণা উষা তখন পশ্চিমদিকে অনেক

দুর চলিয়া গিয়াছে। একজন ভৃত্য আসিয়া জানাইল, "বাহিরে রাজবাড়ীর লোক আসিয়া আপনার দর্শন জন্ম দাঁড়াইয়া আছে।"

ম্লান মুখে হসন্‌সাহেব বাহিরে গমন করিলেন। যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল "গত রাত্রির শেষাবস্থায় বাদসানামদারের জামাতার মৃত্যু হইয়াছে, এদিকে আরঙ্গজেবের সৈন্য নগরোপকণ্ঠে আসিয়া ছাউনি করিয়াছে, আপনি এখনই দরবারে চলুন।"

সংসার-সাগরে ভাসমানা বান্নুবেগমের কথা কাজেই হসন্‌সাহেবকে ভুলিতে হইল। মনে হইল, মর্জ্জিনাবেগমের স্বামী, তাহারই কৌশলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, আর বান্নুকে আনিব কি প্রকারে?

হসন্‌সাহেব তদ্দণ্ডেই বাদসাহ-সমীপে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা ছয় দণ্ড উত্তীর্ণ হইতে না হইতে হসন্‌সাহেব অন্যূন ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া আরঙ্গজেবের গতিরোধার্থে যাত্রা করিলেন।

হসন্‌সাহেব যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়খানা অত্যন্ত বিষাদ-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। হসন্‌সাহেব এক সুশিক্ষিত বেগবান্ অশ্বে সমারূঢ়। অশ্বারোহী সৈন্যসকলও অশ্বারোহণে সারি গাঁথিয়া চলিয়াছে। অশ্বের হ্রেষারব, সৈন্যগণের হুহুঙ্কার এবং পাদচারী সৈন্যগণের শিঙ্গাধ্বনিতে নগর, রাজপথ ও বনস্থলী বিলোড়িত ও প্রতিধ্বনিত। চারিদিকে হাসির হিল্লোল, আমোদের উচ্ছ্বাস, বিদ্রূপের তরঙ্গ ও বীরত্বের বাহ্বাস্ফোটন।

হসন্‌সাহেব সৈন্যগণকে লইয়া যে পথে আরঙ্গজেবের নগর-প্রবেশের সম্ভাবনা, তাহার সম্মুখস্থ তোরণদ্বার স্বরূপ পাহাড় সম্মুখে গিয়া ছাউনি করিলেন। এই পাহাড় দুইটি দুর্গ স্বরূপ হইয়া গোলকুণ্ডাকে চির দিন বহিঃশত্রুর আক্রমণে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নগরের প্রায় চারি ক্রোশ দূরে এই পাহাড় অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থল-ভাগ কাটিয়া পথ করা হইয়াছে। দুই দিকে সুউচ্চ পর্ব্বত। পর্ব্বতোপরি যুগযুগান্তদর্শী দেবদারু ও অন্যবিধ অতি পুরাতন প্রকাণ্ড তরুরাজি, জড় প্রকৃতির কঠোরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পর্ব্বতের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। সেই পথেই আরঙ্গজেবের নিরাপদে নগরপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকায় এবং তদাশায় এই পথ দিয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা বিবেচনায় হসন্‌সাহেব সেই পার্ব্বতীয় পথের মুখে সৈন্য লইয়া ছাউনি করিয়া বসিয়া থাকিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপিও কাহারও আগমন শব্দটি পর্য্যন্ত না পাইয়া, সৈন্যগণ বিনাযুদ্ধে শান্তিতে বসিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল। ক্রমে রাত্রি প্রহরাতীত।

চন্দ্রমাশালিনী এই মধুযামিনীতে এই পর্ব্বতোপরি আর এক কার্য্যের অভিনয় হইতেছিল। নিম্নে থাকিয়া হসন্‌সাহেব তাহার কোন সংবাদই রাখেন না বা রাখিতে পারেন না। তাঁহারা যে স্থলে ছিলেন, তাহার প্রায় এক ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের উপর দিয়া দুই জন মানুষ চলিয়া যাইতেছিল। যাহারা চলিয়া যাইতেছিল, তাহারা কাশীনাথ ও উদয়সিংহ। উভয়ে অতি সাবধানের সহিত কি বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। মাথার উপর দিয়া কত রকম নিশাচর পাখী উড়িয়া যাইতে লাগিল,—বাতাসে উজ্জ্বল পাহাড়ী ফুলগুলি তাঁহাদের মাথার উপরে

ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া যাইতে লাগিলেন,—কোথাও পথ বন্ধুর, কোথাও বিস্তৃত, কোথায় মাথার উপরে লতায় লতায় একত্র হইয়া একটি সুন্দর চন্দ্রাতপ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড আকাশ স্বচ্ছ-স্ফটিকমুকুরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আবার কোথাও আকাশ বিস্তৃত, গভীর—তরঙ্গশূন্য-সমুদ্রবৎ স্থির ও প্রকাণ্ড।

অনেক দূর যাইয়া কাশীনাথ অঙ্গুলি সঞ্চালনে উদয়সিংহকে দেখাইলেন, - অদূরে শত শত প্রদীপ জ্বলিতেছে। অগণ্য মনুষ্য চলাফেরা করিতেছে। বস্ত্রগৃহের শ্বেতপ্রভা জ্যোৎস্না মাখিয়া ঝক মক করিতেছে।

উদয়সিংহ গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কত সৈন্য আছে অনুমান করেন?"

কা। দশ সহস্রের কম নহে।

উ। দুই দিক্ হইতে যখন এত অধিক সৈন্য আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখন পরিত্রাণের উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কা। তদ্ভিন্ন এই পর্ব্বত-নিম্নে সেনাপতি হসন্‌সাহেব অন্যূন ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত আছেন, প্রয়োজন হইলে তিনিও আমীর মীরজুম্‌লাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

উ। তবে আজিই বোধ হয়, আমাদের শেষ দিন।

কা। তোমার ভয় হইতেছে?

উ। এতকাল আপনার নিকটে থাকিয়া এখনও আমার মৃত্যুভয় আছে? মৃত্যু ত জীবনের বিকাশ, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই?

কা। তবে ভয় করিতেছ কেন?

উ। ভয় করিতেছি না, ভাবনা হইতেছে।

কা। কিসের ভাবনা?

উ। গোলকুণ্ডার অধিবাসিগণের। এ সময় যদি আপনি ধৃত হয়েন, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? গোলকুণ্ডা-রাজের কর্ম্মচারিবর্গ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য সকলেই ব্যস্ত। প্রজার দিকে বা রাজার দিকে কেহই চাহে না। আরঙ্গজেবের লোল-রসনা-রস সর্ব্বদাই ঝরিতেছে, এতদবস্থায় আরঙ্গজেবের আক্রমণরোধ ও প্রজারক্ষা কে করিবে?

কা। আমিও সেই জন্যই ধরা দিতেছি। সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রেই আরঙ্গজেব নগর আক্রমণ করিবে।

উ। আপনি ধরা দিলে কি হিত কার্য্য হইবে?

কা। হসন্‌সাহেব মাত্র ত্রিশহাজার সৈন্য লইয়া পুরদ্বারে উপস্থিত আছেন। আরঙ্গজেবের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশহাজারের কম নহে। বিশেষতঃ আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ উত্তমরূপে সুশিক্ষিত এবং অস্ত্রাদি কৌশলময় ও তীক্ষ্ণ। আগ্নেয়াস্ত্র সকল বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠিত। আমীর মীরজুম্‌লার সৈন্যসমূহ হসন্‌সাহেবের সৈন্যগণের সহিত যোগ দান করিলে আরঙ্গজেবের সৈন্যের গতি রোধ করিতে পারিলেও পারিতে পারিবে।

উ। আমি বুঝিতে পারিলাম না,—আপনি কি বলিলেন।

কা। আমি বলিতেছি, আমি ধরা দিলে এবং আরঙ্গজেবের আগমনবার্ত্তা বলিয়া দিলে, আমীর মীরজুম্‌লার সৈন্য সমুদয় তখনই ছাউনি পরিত্যাগ করিয়া হসন্‌সাহেবের সহিত যোগ দিতে পারিবে।

উ। তখন আপনি যাহা বলিলেন, সেই প্রকারে আরঙ্গজেবের গতি রোধ করিয়া দিলে হয় না?

কা। হয়, কিন্তু উপায় নাই। পাহাড়ের উভয় দিকে আমীর মীরজুম্লার সৈন্য আমাদিগকে ধরিবার জন্য বসিয়া আছে। বাহির

হইবার উপায় নাই। এখানে আমাদের লোকসংখ্যা মোট এক হাজারের উপর হইবে না।

উ। আজি দুই দিন ধরিয়া উহারা সৈন্য লইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে না কেন?

কা। আমরা এই বিস্তৃত পাহাড়ের কোন্ স্থানে কি প্রকার অবস্থায় আছি, এখনও ঠিক করিতে পারে নাই?

উ। আপনার উদ্ধারের কোন উপায় কি নাই?

কা। আইস, সম্মুখের ঐ ঝরণার ধারে বসি। ভগবানের কার্য্য—তিনি কি করেন, দেখা যাউক।

উভয়ে যাইয়া আঁকা-বাঁকা রজত রেখার মত পাহাড়ের কোলে নির্ঝরিণীর তীরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পশ্চিম দিকে ছাউনিতে আমীর মীরজুম্লা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কাশীনাথের অনুসন্ধান লইতেছিলেন। রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে তিনি বস্ত্রাবাসের খাসকামরায় বসিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার কর্ণে মধুর কণ্ঠবিনিঃসৃত গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। পার্শ্বস্থ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গান গাহিতেছে?"

ভৃ। একজন ভিখারী, আজি সাত দিন ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে!

জু। কি জাতি?

ভৃ। মুসলমান বলিয়া বোধ হয়।

জু। ডাক, অতি সুন্দর গলার স্বর।

ভৃত্য চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোক সঙ্গে লইয়া বস্ত্রাবাসমধ্যে প্রবেশ করিল। যে আসিল, সে যুবা পুরুষ; মুখশ্রী অতি সুন্দর। দেহ দীর্ঘ ও সবল। তাহার আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া আমীর মীরজুম্‌লা বলিলেন, "গান কি তুমি গাহিতেছিলে?"

উত্তর। হাঁ আমিই গাহিতেছিলাম।

জু। তোমার নাম কি?

উত্তর। দোস্ত খাঁ।

জু। তুমি আমাদের সৈন্যদলে মিশিয়াছ কেন?

দো। আমি ভিখারী—ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করি। সৈন্যগণ আমার গান শুনিয়া খাইতে দিতেছে, মনের আনন্দে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছি।

জু। একটা গান গাও।

দোস্ত খাঁ গান গাহিতে বসিল। গান অতি সুন্দর ভাবে গীত হইল। গান থামিয়া গেলে, আমীর মীরজুম্‌লা বলিলেন, "এখন কোথায় যাইবে?"

দো। আজি আপনাদের সঙ্গে থাকিব, আগামী কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া কেশেডাকাতের নিকট ভিক্ষার জন্য যাইব। সে গরীবের মা-বাপ, অনেক টাকা দেবে।

আমীর মীরজুম্‌লা একটা কেদারায় অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দোস্তখাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেশেডাকাতকে তুমি কোথায় সন্ধান পাইবে?"

দোস্তখাঁ হাসিতে হাসিতে বলিল, “কেন এই পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গতলের বিশাল গুহায় তাহাদের আশ্রম। আমি কতবার সেখানে গিয়াছি।”

জু। যদি তাহাদিগের আড্ডা আমাকে দেখাইয়া দিতে পার, তোমাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিব।

দো। এখনই চলুন,—দেখাইয়া দিব।

আমীর মীরজুম্‌লা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন “ইয়াকুবখাঁকে ডাক।”

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং ইয়াকুবখাঁকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া, দোস্তখাঁকে একটা ঘোঁড়ায় চড়াইয়া লইয়া তাঁহারাও অশ্বারোহণ করিলেন, সৈন্যগণ আজ্ঞামত স্ব স্ব সাজে সজ্জীভূত হইয়া উঠিয়া চলিল।

দক্ষিণ পার্শ্বে আমীর মীরজুম্‌লা,বামপার্শ্বে ইয়াকুবখাঁ তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছেন, মধ্যস্থলে অশ্বারোহী দোস্ত খাঁ। পশ্চাৎভাগে সমুদ্রকল্লোলবৎ সৈন্যশ্রেণী,—কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধে চলিয়াছে। পথ বন্ধুর, সঙ্কীর্ণ, উঠিয়া পড়িয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে,—তাহারাও তদ্রূপ ভাবেই চলিতে লাগিল, চলিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইতে লাগিল, ঘোড়ার লালবন্দে, সৈন্যগণের জুতারবন্দে, পাথরে পাথরে ঠোকর লাগিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন স্থানের পাহাড় এরূপ ভাবে মাথার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে,—তাহাদের বিশাল চাপনেই বুঝি সমস্ত সৈন্য নিষ্পেষিত হইয়া যায়। পথ ক্রমেই দুর্গম,—ক্রমেই বন্ধুর ও নিম্নগ।

ইয়াকুবখাঁ আমীর মীরজুম্‌লার মুখের দিকে চাহিলেন, ফুল্লজ্যোৎস্না-কিরণে ইয়াকুবখাঁর মুখভঙ্গী দর্শনে তাহার মনের ভাব অবগত হইতে

পারিয়া, আমীর মীরজুম্‌লা দোস্তখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আর কত দূর ?"

দো। অর্দ্ধক্রোশের উপর হইবে না।

জু। আমাদের সহিত যদি ছলনা করিয়া থাক, তাহার প্রতিফল কি জান ?

দোস্তখাঁ মৃদু হাসিল। হাসিয়া বলিল, "তাহা আর জানি না! নতুবা এত সম্মান কিসের জন্য ? সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতির মধ্যে মধ্যে রাজার মত চলিয়াছি কেন ;—একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই মস্তকটি দেহ হইতে উড়িয়া যাইবে। আমার উপরে সন্দেহ হইতেছে কি ?"

জু। পথ বড় দুর্গম হইয়া উঠিতেছে।

দো। কাশীনাথ কি রাজবাড়ীর রমণীয় গৃহে ফুলশয্যার উপর শুইয়া থাকে ? যদি আমার প্রতি অবিশ্বাস হয়, ফিরিয়া পড়ুন।

জু। ফিরিব না—ওকি ? সম্মুখে ওকি ?

দো। ও একটা পাহাড়—উহার মধ্যে ছিদ্রপথে এক এক জন করিয়া যাইতে হইবে।

জু। ওরূপ কত দূর ?

দো। প্রায় সিকি ক্রোশ। উহার পরে উচু-নীচু পথ—তৎপরে কাশীনাথের গুহা।

আমীর মীরজুম্‌লা সাঙ্কেতিক শব্দ করিয়া নিজের অশ্ব-বল্গা টানিয়া ধরিলেন। সৈন্যসমূহ যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বোপরি থাকিয়া আমীর মীরজুম্‌লা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন,—শেষ ইয়াকুবখাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া সৈন্যগণকে ফিরিবার আদেশ করিলেন, কেননা এরূপ দুর্গম পথে প্রবিষ্ট

হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। কাশীনাথ দুর্দ্দান্ত দস্যু ও চক্রান্তকারী।

দোস্তখাঁ বলিল, "হুজুর! তবে আমি বিদায় হই। আমার পথ নিকট হইয়াছে।"

আমীর মীরজুম্‌লা তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সৈন্যগণকে ফিরিবার জন্য আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ ফিরিয়া চলিল। দোস্তখাঁকে আর দেখা গেল না।

সঙ্কীর্ণ পথ, সুতরাং ফিরিয়া যাইতে হইলে, যাহারা পশ্চাতে ছিল, তাহারাই অগ্রণী হইল, আর আমীর মীরজুম্‌লা প্রভৃতি অনীকিনীর অগ্রে ছিলেন, তাঁহারাই পশ্চাতে পড়িলেন। সম্মুখে যাহারা যাইতেছিল, তাহারা আর পথ পায় না। যে পথে আসিতেছিল, সে পথে আর চলিবার উপায় নাই—পর্ব্বতনিস্যন্দিনী নদী ফাঁপিয়া দাঁড়াইয়াছে,—বড় বড় পাহাড়খণ্ড নদীর পর পারে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। পথ না পাইয়া সৈন্যগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পশ্চাতের লোক অগ্রে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বল প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্রভাগে যাহারা ছিল, তাহাদিগের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কাজেই একটা ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ হইল। পশ্চাৎ হইতে ব্যাপার জানিতে পারিয়া আমীর মীরজুম্‌লা বুঝিতে পারিলেন, তিনি চক্রী কাশীনাথের চক্রজালে পড়িয়াছেন। দোস্তখাঁকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, দোস্তখাঁ কাশীনাথের লোক; তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া এই বিপদসঙ্কুল স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন,—সামান্য কারণে প্রতারিত হইয়া দস্যুর কবলে পতিত হইলেন! মনে মনে ভয়ের সঞ্চারও হইল। তখন সৈন্যদিগকে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার জন্য সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন। সৈন্যগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল।

আমীর মীরজুম্‌লা তখন পথ পরিদর্শকগণকে পথ দেখিতে বলিয়া, কাশীনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। তিনি মনে করিলেন, কাশীনাথের দল শীঘ্রই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কোথাও কোন প্রকার কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

অনেকক্ষণ পরে একদল পথপ্রদর্শক আসিয়া বলিল, "সুগম পথ কোন দিকেই নাই। তবে ডাহিনের ঐ পথ ধরিয়া কষ্টে নামিয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু একেবারে নামিয়া গিরিসঙ্কটের রাস্তায় উপনীত হইতে হয়।

মীরজুম্‌লা সেই পথে যাওয়াই স্থির করিয়া সৈন্যগণের গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সৈন্যসারি সেই দুরধিগম্য বন্ধুর পথ দিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। কিন্তু অধিক কষ্ট করিতে হইল না, অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ যাইতেই তাহারা গিরিসঙ্কটের রাজকীয় পথে নামিয়া পড়িল।

"গুম্ গুম্ গুড়ুম্"—উপর্য্যুপরি কামানের শব্দ হইতে লাগিল। সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে সৈন্যগণ যথাবিধি অস্ত্রাদিতে ভূষিত ও প্রস্তুত হইয়া দ্রুতবেগে নগরাভিমুখে প্রতিধাবিত হইল,—তাহারা ভাবিল, কাশীনাথের দল পুরোভাগ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তাই তাহারা দ্রুতবেগে তাহাদিগকে প্রতিআক্রমণ করিতে যাইতেছে, অধিকন্তু যদি পশ্চাৎ হইতেও আক্রমণ করে, তবে বিশেষ বিপদ্ হইবে, এই আশঙ্কাতে দ্রুত চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে অধিক দুর যাইতে হইল না। কিয়দ্দূর যাইয়াই দেখিল, অগণ্য আরঙ্গজেব সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে।

তখন "দীন্ দীন্" রবে আমীর মীরজুম্‌লার সৈন্যগণ পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হওয়ায়,

আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ বিপন্ন ও বিত্রস্ত হইয়া ছত্র-ভঙ্গ হইল। সেনাপতি আর কিছুতেই সৈন্য স্থির রাখিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরে, যখন প্রভাতে তরুণ-অরুণ-কিরণ জগতে বিকীর্ণ হইল, তখন আরঙ্গজেবের সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া দক্ষিণের পথ কাটিয়া পলায়ন করিল।

আমীর মীরজুম্‌লা ও হসন্‌সাহেবের সৈন্যসমূহ এই সময় একত্রিত হইল। বিজয়ী বীরগণ পরস্পর একত্রিত হইয়া বীরাস্ফালন করিতে লাগিল। অতঃপর সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া কাশীনাথের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কাশীনাথের সন্ধান কোথাও মিলিল না। অগত্যা সকলে গোলকুণ্ডা নগরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাগুক্ত ঘটনার পরে দুইমাস অতীত হইয়া গিয়াছে;—গোলকুণ্ডার রাজকীয় গগন ক্রমশঃ গাঢ় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। চারিদিক হইতে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা।

তদপেক্ষা অধিকতর গাঢ় মেঘে হসন্‌সাহেবের হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।—সে নাই,—যে তাঁহার হৃদয়াকাশ অনুদিন আলো করিয়া রাখিত, সে আর নাই। একদিন যাহাকে দেখিয়া তিনি ভাবিতেন, এত রূপ—এত গুণ—এ পারিজাতহার আমার জন্যে মিলিয়াছে—স্ত প্রত্যয় হয় না। তাহাতেই জাগ্রত-স্বপনে 'হারাই হারাই' বলিয়া মনে ভয় হইত—সতত ইচ্ছা করিত, সর্ব্বদার জন্য ইহাকে নয়নে নয়নে

মিলাইয়া বুকে বুকে জীবনে জীবনে মিশাইয়া রাখি, ইচ্ছা করে, বুক চিরিয়া জন্ম-জন্মান্তর তাহার মুখখানি বুকের ভিতরে রাখি—সেই আঘাত-বিক্ষুব্ধ-তটিনীপ্রবাহের মত প্রেমভরাহৃদয় বানুবেগমকে তিনি নিজে দূর করিয়া দিয়াছেন। শূন্য গৃহ—শূন্য গৃহস্থালী—শূন্য হৃদয়! সেই শূন্য অথচ আঁধার হৃদয়ে একমাত্র অবলম্বন মর্জ্জিনাবেগম। কিন্তু পারিজাতের তুলনায় পূতিগন্ধময় কীটদষ্ট সিমুল পুষ্প। মর্জ্জিনাবেগমের নিষ্ঠুর দৃষ্টি, নীরস সম্ভাষণ এবং প্রীতিস্পর্শ বর্জ্জিত শূন্যগর্ভ-আড়ম্বর এখন আর হসন্‌সাহেবের ভাল লাগিত না। যেমন গিয়াছে,—তেমন কোথায়? হসন্‌সাহেবের হৃদয়ও ক্রমে শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রণয়ের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। হসন্‌সাহেব বুঝিতে পারিলেন, তিনি কাঞ্চন দূরে ফেলিয়া কাঁচ ক্রয় করিয়াছেন, পুষ্পমালা পদ-দলিত করিয়া কাঠের কণ্ঠী গলায় পরিয়াছেন।

জ্বলন্ত দীপ-শিখা রূপের প্রখর জ্বালায় প্রতিভাত হইতেছে। পতঙ্গের প্রাণে ইহা সহিতেছে না। পতঙ্গ, উহার ক্ষুদ্র প্রাণের জ্বলিত আকুলতায়, সে জ্বালাময় রূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে এবং চক্ষের পলক ফিরিতে না ফিরিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে। মানুষের প্রাণও পতঙ্গেরই প্রতিকৃতি। মানুষ যখন মুহূর্ত্তস্থায়ী সুখলালসায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, যেন একটা আগুনে যাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং আত্মপ্রকৃতির সমস্ত উচ্চভাব ও উচ্চতর বৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বঞ্চিত হইয়া, সম্মুখস্থ বিপত্তিকেই সুখের সুশোভন মূর্ত্তি জ্ঞানে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করে, বিচারশূন্য পতঙ্গের সহিত তখন তাহার প্রভেদ ও পার্থক্য খুব কম। হসন্‌সাহেবও রূপবহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ পুড়াইয়াছেন,—তাঁহার হৃদয় এই আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ফিরিবার উপায় নাই। রাত্রি ঝম্ ঝম্ করিতেছে,—স্তব্ধ নিশীথের

বিরাট গম্ভীরতা চারিদিক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, হসন্‌সাহেব অপ্রসন্নচিত্তে বাদসাহের অন্দর মহলের গুপ্তদ্বারে উপস্থিত হইলেন। খোজাপ্রহরী তাঁহাকে দেখিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনানন্তর আপন গৃহে বসাইয়া মর্জ্জিনাবেগমের দাসীকে সংবাদ দিল, যথাসময়ে দাসী আসিয়া হসন্‌-সাহেবকে লইয়া মর্জ্জিনাবেগমের নিকট পঁহুছিয়া দিল।

মর্জ্জিনাবেগম তখন সুরা সেবন করিয়া বসিয়াছিল। মদিরা-আঁখির বিলোল কটাক্ষ হসন্‌সাহেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া মর্জ্জিনা-বেগম বলিল, "সেনাপতি সাহেব! খবর কি?"

হ। খবর আর কিছুই নাই;—না দেখিলে থাকিতে পারিনা, তাই আসি।

ম। দিন দিন তোমার ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? যেন বড় ম্লান—যেন পূর্ব্বের সে ভাব আর নাই।

হ। আমি গোলাম—গোলামের চিত্তের প্রসন্নতা কোথায়?

ম। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? আমার বোধ হয়, সে দিন আমীর মীরজুম্‌লার কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম, সেই জন্য তোমার অভিমান জন্মিয়াছে।

হ। তাহাতে আমার অভিমান কেন জন্মিবে,—আপনার ঝোঁক পড়িয়া থাকে, তাহাকে আনিয়া তাহার সহিত সুখভোগ করিতে পারেন।

ম। সেনাপতি সাহেব; একটা কথা জানিয়া রাখিও। বাদসাহ-জাদী যদি কাহারও বাঁধা প্রণয় ভালবাসিত, তবে তাহার স্বামীকে নিজ হস্তে মারিয়া ফেলিত না। আমীর মীরজুম্‌লার প্রশংসা আজি সর্ব্বত্র ঘোষিত। বাবার মুখে তাহার প্রশংসা ধরে না—আমার কি ইচ্ছা করে না যে, এক দিন তাহাকে লইয়া আনন্দ করি?

হ। বেশ্, তাহাতে আমার আপত্তি কি? কিন্তু ইহাই দুঃখ যে, আপনারা কেহই আমীর মীরজুম্‌লাকে চিনিতে পারিলেন না। কাশী-নাথের নিকটে লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিয়া আসিতে আরঙ্গজেবের সৈন্য দেখিয়া দুই চারিটা গুলি চালাইয়াছিল,—এই সে আরঙ্গজেবের গতিরোধ করিয়াছে, আর আমরা যে কত কষ্টে প্রাণপণ করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের গতি রোধ করিলাম, আমরা কিছুই নহি।

ম। সিরাজি খাও।

হসন্‌সাহেব সিরাজি পান করিলেন। পুনঃপুনঃ পান করিয়া যখন তাঁহার মস্তকে সুরাবিষের ক্রিয়ারম্ভ হইল, তখন মর্জ্জিনা-বেগমের হাত ধরিয়া করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মর্জ্জিনা,—প্রাণের মর্জ্জিনা; সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কি আমায় ভালবাস?"

মর্জ্জিনা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "হসন্‌সাহেব; তোমার মস্তিষ্ক কিছু খারাপ হইয়া উঠিয়াছে; তুমি দিন কতক হেকিমের নিকট ঔষধ খাও!"

হ। সত্যই আমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। মর্জ্জিনা মর্জ্জিনা; আমার সুখ ছিল, শান্তি ছিল—কিন্তু তোমার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি।

ম। কেন দিলে?

হ। তোমার আজ্ঞায়—তোমাকে নিরবচ্ছিন্ন পাইবার জন্য।

ম। আমি কি যার তার মেয়ে যে, আমাকে তোমার দাসী করিবে?

হ। দাসী করিতে ইচ্ছা করি নাই—হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

ম। কিন্তু কেবল তোমারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকি, ইহাই তোমার ইচ্ছা। খোদাতালা জগতের সমস্ত সুখভোগের জন্য আমাকে বাদসাহ-জাদী করিয়াছেন, যখন যাহা মনে হইবে, তখন তাহাই করিব।

হ। আমি করিতে দিব না,—তুমি আমারই।

ম। যদি এতটা বাড়াবাড়ি কর—তোমার ভাল হইবে না।

হ। তবে কি মীরজুম্লাকে তোমার হৃদয় দান করিবে?

ম। (হাসিয়া) হৃদয় দান কি গো? এয়ারকি দেবো। হৃদয় কাহাকেও দিই নাই;—দেবও না।

হ। তবে আমি আর আসিব না।

ভ্রূকুটি-কুটিলাননে মর্জ্জিনাবেগম বলিল, "আমার আবশ্যক হইলে, তোমার বাপ আসিবে—তুমিত ছেলে-মানুষ। সমস্ত দেহে না আইস, মস্তকটি সহজেই আনিতে পারিব।"

হসন্‌সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তবে তাহাই। সেখানে আর বিলম্ব করিলেন না। উঠিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যখন গুপ্তদ্বারের নিকটে গমন করিয়াছেন, সেই সময়ে একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চাপকানের অগ্রভাগ ধরিয়া টান দিল।

হসন্‌সাহেব ফিরিয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি যুবতী হইতে পারে,—আবরণী দ্বারা তাহার মুখ ঢাকা ছিল।

বসনাবৃতা রমণী হসন্‌সাহেবকে বলিল, "তুমি এখানে আর আসিও না। মীরজুম্লা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে; তোমার বিরুদ্ধে সে অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

রমণী এই কথা বলিয়া চক্ষুর পলক ফেলিতে ফেলিতে কোথায় চলিয়া গেল।

হসন্‌সাহেব দরওয়াজা দিয়া বাহির হইলেন, নৈশনিস্তব্ধতার কোলে

রাজপথ পথিক-পরিত্যক্ত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া ছিল—সেই জনহীন পথ দিয়া হুসন্‌সাহেব ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, কোথায় বানু! আমার প্রাণের প্রিয়তম সে ধন এসময় কোথায়? রাক্ষসী মর্জ্জিনা,—আমার কি সর্ব্বনাশই করিলি? হৃদয়ের কুসুমমালিকা তোরই ছলনায় পদদলিত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি, হয়ত অযত্ন-রবিতাপে তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ রমণী কে? আমার বিরুদ্ধে কিসের ষড়যন্ত্র হইতেছে? এ সংবাদ আমাকে কেন প্রদান করিল?

নবম পরিচ্ছেদ।

সুখেরও দাহিকা শক্তি আছে। আগুন যেমন পোড়ায়, সুখে তদ্রূপ পোড়াইয়া থাকে। সুখ দুই প্রকারের,—এক প্রদাহি সুখ, অপর প্রশান্ত সুখ। প্রদাহি সুখে জ্বালা আছে,—প্রশান্ত সুখেই শান্তি আছে। প্রদাহি সুখের প্রথম সমাগমেই প্রাণে কেমন একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা জন্মায় এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত স্মৃতির সুকোমল তনুতে একটা অনির্ব্বাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একেবারে লাগিয়া থাকে। আর প্রশান্ত সুখ, সুবাসিত উদ্যান-সমীর অথবা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায়, প্রাণে শীতল অনুভূত হয় এবং উহার স্মৃতিও চিরকাল মনুষ্যের শান্তি-দান করে। প্রদাহি সুখে হসন্‌সাহেব পুড়িতেছেন, প্রশান্ত সুখে কাশীনাথ ভাসিতেছেন।

অগ্নিদগ্ধ তরুর যেমন একার্দ্ধ পুড়িয়া গিয়াছে; আর একার্দ্ধে জীবনের অতি সামান্য সঞ্চার থাকিলেও প্রতিদিনই তাহা একটু একটু করিয়া শুকাইয়া যায়,—হসন্‌সাহেবেরও অবস্থা এখন তদ্রূপ। সুখ-দগ্ধ

হসন্‌সাহেবের মুখশ্রী অতি শোকদর্শন। উহাতে এখনও সৌন্দর্য্যের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন আছে; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য-শোভা নাই। সৌন্দর্য্য যেন ছাড়িয়া গিয়াছে। শক্তিরও পরিচয় আছে; কিন্তু সে শক্তিও শ্মশান-কাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধাবশেষ। হসন্‌সাহেব আপনার মনুষ্যোচিত সম্মান, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত সেই সুখের অনলে আহুতি দিতেছেন। সেদিন-কার রাত্রির ঘটনায় কয়েক দিন তিনি মর্জ্জিনাবেগমের গৃহে গমন করেন নাই; হৃদয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই রমণীর উপদেশ স্মরণ করিয়া নিবৃত্ত হইতেছিলেন,—কিন্তু থাকিবার উপায় নাই। রূপ-পিপাসার দুর্নিবার জ্বালায় হৃদয় পুড়িয়া খাক হইতেছে। আর থাকা চলে না, যাইতেই হইবে। এ সময় যদি প্রেমময়ী বানু-বেগম নিকটে থাকিত, তবে বুঝি এ জ্বালা সহজে নিবৃত্তি হইত,—হয় ত এখন হসন্‌সাহেব সাম্‌লাইতে পারিতেন।

যখন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত জগত—সমস্ত সহরটি আবৃত হইয়া পড়িল, তখন হসন্‌সাহেব মর্জ্জিনাবেগমের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

যথারীতি খোজার গৃহে উপবেশন করিবার জন্য তথায় গমন করি-লেন, খোজা পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বাহির হইল এবং মুহূর্ত্ত-মাত্রে বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরওয়াজা টানিয়া দিয়া শিকল লাগাইল ও ভিতরে হইতে হসন্‌সাহেব শুনিতে পাইলেন, কটাকট্‌ করিয়া চাবি লাগাইবার শব্দ হইল। হসন্‌সাহেবের প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, সে দিন রমণী যে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন, এ তাহাই। ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—শরীর ঘামিতে লাগিল। হসন্‌সাহেবের যদি শক্তি, সম্মান, ও প্রাণ সুখদগ্ধ না হইয়া পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি এত ভীত হইতেন না।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, হসন্‌সাহেব যে গৃহে আবদ্ধ ছিলেন, তথায় কেহই আসিল না। ক্রমেই তাঁহার ভীতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে চাবি খোলার শব্দ হইতেছে, তাঁহার বুকের ভিতর দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হইল,—অবিলম্বে চাবি খুলিয়া দরওয়াজা ঠেলা দিয়া দুইজন ভীমকায় সৈন্য গৃহ-প্রবেশ করিল। গৃহে আলো জ্বলিতেছিল,—এক জন সৈন্য হসন্‌সাহেবকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বাদসাহনামদারের আদেশপত্র দেখুন, আপনাকে সেনাপতি-পদ হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে, এক্ষণে আপনার অপরাধের জন্য আমরা আপনাকে ধৃত করিতে আসিয়াছি।"

হসন্‌সাহেব কোন কথা কহিতে পারিলেন না। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, কটিস্থিত অসির প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ততক্ষণ সৈন্যদ্বয় তাঁহাকে সাপুটিয়া ধরিয়া ফেলিল। বাহিরে আরও আট দশজন সৈন্য ছিল, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

যখন হেমবরণী উষার মৃদু মন্দ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল, তখন হসন্‌সাহেব ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বকর্ম্মের ফলভোগ জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মলিন বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া একটি স্ত্রীলোক প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কারল। মন্ত্রীমহাশয়ের স্ত্রী তখন সহচরীগণে পরিবৃত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। যে প্রবেশ করিল, সে তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রি-গৃহিণী বয়সে প্রবীণা, অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জননী। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? কি জন্য আসিয়াছ? মুখের কাপড় খোল, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের নিকটে মুখ ঢাকা কেন?"

যে আসিয়াছিল, সে মুখের কাপড় উন্মুক্ত করিল। মন্ত্রি-গৃহিণী দেখিলেন, রমণী অশ্রুমুখী, কিন্তু অনিন্দ্য-সুন্দরী। রমণী ছিন্ন-তার বীণার ন্যায় কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আমার নাম খসিয়া বিবি। আমি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার শরণাগত হইয়াছি"—বলিতে বলিতে খসিয়া বিবি কাঁদিয়া ফেলিল। বর্ষার সান্ধ্য-কমলের মত তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সৌন্দর্য্যের সমাদর সর্ব্বত্র,—সেই সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর মুখখানি অতি বিষণ্ণ, এবং পটল-চেরা ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটি জলভারাকীর্ণ দেখিয়া মন্ত্রিগৃহিণীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, কারুণ্য কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার কি বিপদ হইয়াছে বল, আমার সাধ্য থাকিলে তোমার উপকার করিব।"

খ। বাদসাহ-নামদারের প্রধান সেনাপতি হসন্‌সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবেন।

গৃ। হাঁ, তাঁহার নাম গোলকুণ্ডায় কে না জানে? আজি তিনি বাদসাহনামদারের অন্দরমহলে কু-অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতে গিয়া ধরা

পড়িয়া কারাবদ্ধ হইয়াছেন, সে গুপ্ত সংবাদও শুনিয়াছি। কেন, তুমি তাঁহার কেহ হও নাকি ?

খ। আমি তাঁহার দাসী।

গৃ। দাসী ?—দাসীর এত রূপ! হইতে পারে, নতুবা পোষাক পরিচ্ছদ এমন কেন। আর তাঁহার স্ত্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়াছি,—থাক্, তার পরে ?

খ। আজি রাত্রে তাঁহার বিচার হইবে, আসলকথা অবশ্য তিনি বলিবেন না, তাহা হইলেও তাঁহার বিপদ। কিন্তু আমি আপনার নিকটে তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

গৃ। আমার নিকটে ? আমি কে ? খাস বিচারে তাঁহার দণ্ড হইবে। দণ্ড আর কি, মস্তক্ ছেদন, আমি কি করিতে পারিব ?

খ। আপনি রক্ষা করিলেই তিনি বাঁচিয়া যান।

গৃ। তুমি পাগল নাকি ?

খ। পাগল নই ;—যদি তিনি প্রাণে না বাঁচেন, তবে পাগল হইব।

গৃ। তাঁহার সহিত তোমার আস্‌নাই আছে বুঝি ?

খ। তিনি আমার প্রভু,—আমায় বড় ভালবাসেন। আপনি একবার মন্ত্রীমহাশয়কে ধরিয়া দেখুন,—আপনি অনুরোধ করিলে মন্ত্রী-মহাশয় অবশ্যই বাদসাহকে ধরিবেন, তাহা হইলে হসন্‌সাহেব রক্ষা পাইতে পারিবেন।

মন্ত্রিললনা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন, শেষ বলিলেন, "মন্ত্রীর কথা যদি বাদসাহনামদার না শুনেন ?"

খ। তখন আর কি হইবে। কিন্তু আমি চারি পাঁচজন সামন্তের বাড়ী ঘুরিয়াছি, ঘুরিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা আপনি মন্ত্রীমহাশয়কে

জানাইবেন, কিন্তু আগে আমার কথা বা সে সকল কথা বলিবেন না। মন্ত্রীমহাশয়কে এই কথা বলিলে তিনি যদি বলেন, মুক্তির কোন উপায় নাই, তখন এ সকল জানাইবেন।

গৃ। কি কথা বল?

খ। হসন্‌সাহেবকে ধৃত করিয়া কেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অদ্যই সামন্তগণ বাদসাহের নিকটে দরখাস্ত দ্বারা জানিতে চাহিবেন, এবং প্রকাশ্য বিচার ভিন্ন তাঁহার প্রাণদণ্ড করা না হয়, ইহাও প্রার্থনা থাকিবে। আমি জানি, কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা সামন্তগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হইলে, প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার করিতে হয়।

গৃ। তবে মন্ত্রীমহাশয় আর কি করিবেন?

খ। তিনি বাদসাহকে পরামর্শচ্ছলে এই কথা বলেন, এই প্রজাবিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ-সময়ে যদি হসন্‌সাহেবকে সামন্তগণের প্রার্থনামতে না হইয়া অন্য প্রকারে হত্যাকরা হয়, তবে সমস্ত রাজ্য অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া উঠিবে। এ দিকে অন্দরমহল সংক্রান্ত ব্যাপার, প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইলে আপনার নিন্দার আর অবধি থাকিবে না। সে স্থলে ছাড়িয়া দিতে পারাই সম্ভব।

মন্ত্রি গৃহিণী খসিয়াবিবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই কি তুমি দাসী?"

খসিয়া করুণ-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, দাসীর অনুরোধ রাখিবেন,—দাসীর প্রাণ রাখিবেন।"

গৃ। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিব।

খ। আমি তবে এখন যাই।

গৃ। বসিবে না?

খ। ঘরের কাজ আছে,—তবে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না।" জীবনে আপনার এ করুণা ভুলিব না।

গৃ। (হাসিয়া) আগে করুণা পাও।

খ। যখন দেখা পাইয়াছি, দাসীর সহিত যখন কথা কহিয়াছেন, যখন আশা দিয়াছেন, তখন কখনই বঞ্চিত হইব না।

গৃ। তবে এখন যাও। আবার একদিন আসিও।

খসিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ছয় দণ্ডের পর, খাসদরবারের মন্ত্রণাভবনে চারি পাঁচজন মন্ত্রী এবং সাহকুতুব বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। অতীব পরুষস্বরে সাহকুতুব বলিলেন, "এমন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে চাহি না। যদি আমার ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে না পাইলাম, আমি রাজা কিসে?"

প্রধানমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন; "জাঁহাপনা! আপনি মালিক, কিন্তু যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে হইতেছে। এমন দিন কিছু থাকিবে না।

কু। ভাল; হসন্‌সাহেব এত বড় গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইল, আর তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে? একজন দীনের অন্দর-মহলে যদি কেহ রাত্রিকালে প্রবেশ করে, তবে সেও তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে। আর আমি তাহাকে ভয়ে ছাড়িয়া দিব!

প্র-ম। যে অতি বড়—তাহাকে অতিশয় বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অন্দরমহলসংক্রান্ত মোকদ্দমা প্রকাশ্যভাবে বিচার করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। এদিকে সামন্তগণ যে দরখাস্ত ও প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না।

কু। তবে যাহাতে হসন্‌সাহেবের মৃত্যু হয়, অথচ এ সকল গোলযোগ না ঘটে, তাহার উপায় বল।

আর একজন মন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন, "জাঁহাপনা! এমন যুক্তি আছে। সামন্তগণের দরখাস্তের উত্তরে লিখিয়া দেওয়া হউক, হসন্‌সাহেব কোন অপরাধে অপরাধী নহেন, তাঁহাকে হত্যাও করা হইবে না। বিধির বিপাকে আমাদের অতি কর্ম্মক্ষম এবং বিশ্বাসী সেনাপতি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, সেদিন রাত্রে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন এবং রাস্তার পথিকগণকে মারপিট করেন. সেই জন্য তাঁহাকে ধরিয়া পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। সেখানে তিনি বিশেষ যত্নের সহিত আছেন এবং চিকিৎসিত হইতেছেন। এদিকে তাঁহাকে বাতুলালয়ে পাঠান হউক,—সেখানকার অযত্নে অচিরেই তাঁহার জীবনলীলার শেষ হইবে। এ হুকুমের উপর কথা কহিতে বা অনুসন্ধান লইতে সামন্তগণের অধিকার নাই। সুতরাং তাহারাও নিরস্ত থাকিবে।

কথা শুনিয়া সাহকুতুব যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলেন। অন্যান্য সকলেই এই যুক্তি উত্তম বলিয়া অনুমোদন করিলেন, কেবল গৃহিনীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া প্রধান মন্ত্রী ইহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু একা তিনি আর কি করিবেন? বিশেষতঃ কাঁচা ঘুটি লইয়া তাঁহার খেলা, পড়্‌তাও এখন বড় খারাপ। কাজেই আর কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই মতেই মত প্রকাশ করিলেন। মন্দের ভাল,—আপাততঃ প্রাণদণ্ড রহিত হইল।

সাহকুতুব বলিলেন, "এই রাজ্যে আপাততঃ নানাবিধ গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এরূপে নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলে আর চলিতেছে না। আমি ইচ্ছা করিতেছি, যথোচিত দণ্ড-দানে প্রজাগণকে শাসনে আনয়ন করা এবং বহিঃশত্রুগণের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করা যাউক।"

মন্ত্রীসমাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণের অবস্থা যেরূপ, কাহাকেও আর বিশ্বাস করা যাইতেছে না। সর্ব্বত্রই ষড়যন্ত্র—সর্ব্বত্রই স্বার্থপরতা, সর্ব্বত্রই লুকোচুরি। এতদ-বস্থায় শীঘ্রই হুজুরের প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ভাল নহে বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।"

সাহকুতুব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, এক কথা মনে হইয়াছে। কাশ্মীরাধিপতি আমার দোস্ত। তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য অনেক দিন হইতে আমাকে আহ্বান করিতেছেন। নানা কারণে আমার চিত্তটা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে, কাশ্মীর সর্ব্বশোভার ভাণ্ডার, ভ্রমণ করিয়া চিত্তেরও শান্তিবিধান করিয়া আসি, আর কাশ্মীররাজের সহিত একটা পরামর্শ ও সন্ধি করিয়া আসি, বহিঃশত্রুর আক্রমণে তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদের যাহাতে সাহায্য করেন।"

প্র-ম। প্রভু! একটা কথা, রাজাদের এরূপ নিয়ম নহে যে, নিজ দুর্ব্বলতা সহজে অন্য রাজাকে জানিতে দেওয়া হয়। কারণ তাহাতে তাহারা হীনবল বলিয়া প্রকাশ পায়।

কু। না, না। আমি সে প্রকার করিব না। বন্ধুভাবে সন্ধিবন্ধন দৃঢ় করিয়া কৌশলে কার্য্য করিব।

প্র-ম। রাজ্যভার কাহার হস্তে প্রদান করিয়া যাইবেন?

কু। আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ আমীরমীরজুম্‌লার হস্তে।

প্র-ম। আমীর বিদেশী, ইহা তাঁহার জন্মভূমি নহে। মা বলিয়া গোলকুণ্ডার উপরে তাঁহার দরদ হইবে না।

কু। মীরজুম্‌লা আমার প্রকৃত বান্ধব এবং রাজ্যরক্ষা-বিষয়ক সর্ব্ব-কার্য্যে সুনিপুণ।

প্র-ম। তবে তাহাই।

অতঃপর মন্ত্রণা ভবনের কার্য্য বন্ধ করিয়া তাঁহারা দরবারে গমন করিলেন।

ইহার সাতদিন পরে, গোলকুণ্ডার অধীশ্বর সাহকুতুব কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনে রাজ্যে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার আরম্ভ হইল। অগণ্য সৈন্য, অগণ্য দাস, অগণ্য দাসী, নিষাদী, অশ্ব, গজ, ছাগ, মৃগ, অগণ্য বস্ত্রাবাস, অগণ্য শকটে অগণ্য আহারীয় তাঁহার সহিত কাশ্মীরাভিমুখে চলিয়া গেল। কয়েকজন মন্ত্রী এবং অমাত্যও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। রাজ্যভার আমীরমীরজুম্‌লার উপরেই ন্যস্ত রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আসাতীত হইয়া গেল, হসন্‌সাহেব বাতুলালয়ে আবদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি পাগল না হইয়াও পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন। যিনি গোলকুণ্ডায় সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে সমস্ত রাজ্য আলোড়িত হইত, আজি তিনি স্বকর্ম্মদোষে পাগলা-গারদে বন্দী! ভাবিয়া ভাবিয়া এখন তিনি পাগলের মতই হইয়া গিয়াছেন,—দেহ শীর্ণ, বিবর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট।

বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে, উন্মাদগণকে এই সময় একবার বহির্ব্বায়ু সেবন জন্য প্রাচীরবেষ্টিত ময়দান মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রায় দুইশত উন্মাদ ময়দানে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। হসন্‌সাহেবও সেই সঙ্গে সেই ময়দানে আনীত হইয়াছেন। তিনি ময়দানের একধারে একখানা ভগ্ন টুলের উপরে বসিয়া বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন।

এই সময় সেখানে কারাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হসন্‌সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, "কি সেনাপতি সাহেব; মেজাজ কেমন আছে?"

ভ্রুকুটী করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হসন্‌সাহেব বলিলেন, "কারাধ্যক্ষ মহাশয়! স্বকর্ম্মের বশে মানব অনেক প্রকার দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কাহাকেও ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা উচিত নহে।"

কা। বাহবা,—এখনও যেন চাল যায় নাই।

হসন্‌সাহেবের অত্যন্ত রাগ হইল। বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! অধিক দিন নহে, একমাস পূর্ব্বে আপনি আমার দাসের দাস ছিলেন, মনে পড়ে কি? অদ্যই বিপন্ন হইয়াছি, কেন অবজ্ঞা করিয়া বিরক্ত করেন।"

কা। উন্মাদ; এখনও সায়েস্তা হও নাই। সর্ব্বাঙ্গে কত কোঁড়ার দাগ হইয়াছে হাত বুলাইয়া দেখ। আবার তোমার অদৃষ্টে কোঁড়া আছে। মহারাজার প্রতিনিধি আমীর মীরজুম্‌লার যেরূপ হুকুম, তাহাতে তোমাকে নিত্য শত কোঁড়া লাগানই কর্ত্তব্য। কেবল প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের অনুরোধেই তোমার পরিত্রাণ। ফের পাগ্‌লামী করিও না।

হ। তুমি আমার নিকটে আসিয়া বিরক্ত করিও না।

কা। বটে? কোঁড়াদার! কোঁড়াদার!

হসন্‌সাহেবের আর সহ্য হইল না। যে টুলে বসিয়াছিলেন, তাহা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক কারাধ্যক্ষের মস্তক লক্ষ্য করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন সিপাহী আসিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে টুল চাপিয়া ধরিল; কারাধ্যক্ষ অব্যাহতি পাইলেন।

কারাধ্যক্ষের আদেশে কয়েকজন সিপাহীতে হসন্‌সাহেবকে ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং কোঁড়াদার আসিয়া নির্ঘাত কোঁড়ার প্রহারে তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। যখন প্রহারের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে হসন্‌সাহেবে ভূপতিত হইলেন, তখন কোঁড়াদার নিবৃত্ত হইল।

হায়; বানুবেগম! আজি তোমার হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক গোলকুণ্ডার প্রধান সেনাপতি হসন্‌সাহেবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। বুঝি তোমারই চক্ষুজল এই দুর্দ্দশার কারণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমীর মীরজুম্‌লা রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকীয় কর্ম্মচারিবর্গের উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রজাবর্গও তাঁহার অত্যাচারানলে বিদগ্ধ হইতেছে। তাঁহার যেমন উদ্ধত স্বভাব, তেমনি অর্থগৃধ্ন-পিপাসা, আবার ইন্দ্রিয়দোষও সমধিক।

এক্ষণে বাদসাহের অন্তঃপুরগমনে তাঁহার সমধিক সাহস। সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। একদিন মর্জ্জিনাবেগম মদ খাইয়া হসন্‌সাহেব

নাম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তিনি হসন্‌সাহেবের উপরে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব হইতেই হসন্‌সাহেবের উপরে তাঁহার ক্রোধও অপরিসীম ছিল। এই সময়ে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী সকলেই,—এই সময়ে হসন্‌সাহেবকে হত্যা করিতে পারিলে, আর কখনই হসন্‌সাহেব কোন প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। মন্ত্রিগণ যেরূপ হসন্‌সাহেবের পক্ষপাতী, কি জানি বাদসাহ যদি সময়ে তাহাকে আবার মুক্তি প্রদান করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু হসন্‌সাহেবের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেও সাহস হয় না, কেননা পূর্ব্বে তাহার একরূপ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পাগ্‌লাগারদের অধ্যক্ষকে গোপনে ডাকিয়া, তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারের লোভ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া হসন্‌সাহেবকে গুপ্তহত্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। রোগে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কারাধ্যক্ষ বলিল, "হুজুর! উন্মাদগণের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার রোগ হইলে, তাহা বাতুলালয়ের হাকিমগণকে দেখাইতে হয়, বিশেষতঃ কাহারও মৃত্যু হইলে, শবদেহ প্রধান হাকিমকে দেখাইয়া তাঁহার সহী লইয়া তবে ফেলিয়া দিতে হয়। প্রধান হাকিম অতিশয় ধর্ম্মশীল লোক, তিনি কিছুতেই মিথ্যা কথা লিখিবেন না। উৎকোচাদি গ্রহণও কিছুতেই করিবেন না।"

আ। এক যুক্তি আছে, আমি হসন্‌সাহেবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিব বলিয়া, তোমাকে দরবার হইতে চিঠি লিখিব—তুমি সেই চিঠি অনুসারে, তাহাকে লইয়া রাত্রিতে দরবারে আসিবে, তৎপরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে রাজপ্রাসাদস্থ পুরোদ্যানে লইয়া গিয়া হত্যা

করিবেন। কিন্তু সাবধান! আর জন প্রাণীও যেন ইহা জানিতে না পারে, তাহা হইলে বড় বিপদ হইবে।

কা। আমি একেলা তাহাকে কি হত্যা করিতে পারিব? সে বড় বীর!

আ! পূর্ব্ব হইতে ভালরূপে হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া লইবে। গাড়ীতে যাহারা থাকিবে, তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হসন্-সাহেবকে লইয়া বাগানে ঢুকিবে—শেষে সেখানে হত্যা করিয়া রটাইয়া দিও, অকস্মাৎ কে গুলি করিয়াছে।

কা। আপনি যখন অনুমতি করিতেছেন, তখন আমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই।

আ। না, তাহা মনে করিয়া কার্য্য করিও না। ভাবিও তুমি নিজে এই গুপ্তহত্যা করিতেছ। তবে আমি বুক দিয়া তোমায় রক্ষা করিব।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া কারাধ্যক্ষ চলিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় প্রহরাতীত।

আমীর মীরজুম্লা ধীরে ধীরে বহির্দ্বার দিয়া অন্দরমহলে মর্জ্জিনা-বেগমের গৃহে প্রবেশ করিলেন। হসন্সাহেব যেমন সভয়ে অতি গুপ্তপথ দিয়া যাইতেন, গর্ব্বিত মীরজুম্লা ততটা সাবধানে যাইতেন না।

যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, পার্শ্বের একটা গৃহ হইতে সুমধুর বীণার স্বরের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া রমণীকুল গান গাহিতেছে। সে স্বরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একটু দাঁড়াইলেন। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, গৃহখানি আলোকময় এবং মণিমাণিক্যে সুশোভিত ও বহুল ফুলরাশিতে সজ্জীভূত। কয়েকটি ফুল্লেন্দীবরকান্তকান্তি যুবতী বসিয়া

গান গাহিতেছে, আর একটি যুবতী আর একখানা কেদারায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে গান শুনিতেছে। যুবতীর পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও অনন্য-দুর্ল্লভ রত্নরাজি। সর্ব্বাপেক্ষা অনন্যদুর্ল্লভ তাহার রূপ। সে রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্না-শীতল-নৈশকুসুমের হৃদয়-হারিণী আকর্ষণী পরিবিদ্যমান। আমীর মীরজুম্‌লা যুবতীর কমনীয় কান্তি তৃষিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং দর্শনমাত্রেই রূপসীর চরণপ্রান্তে নিজ কামকামনাময় মন, প্রাণ বাঁধা দিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত কি ভাবিতে ভাবিতে খোজার গৃহে গমন করিলেন, এবং তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় সেই স্থলে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যুবতী কে?"

সভয়ে খোজা বলিল,"বাদশাহনামদারের প্রিয়তম মহিষী নুরমহল।"

একটু চিন্তা করিয়া আমীর মীরজুম্‌লা বলিলেন, "আমি এক-খানা পত্র লিখিয়া দেই, তুমি বেগমসাহেবকে দিয়া আইস।"

খোজার মুখ শুকাইয়া গেল, সে বলিল "হুজুর; এ কার্য্য ভাল নহে। আমার দ্বারা হইবে না।"

আ। কথা না শুনিলে তোমার মস্তক যাইবে।

খোজা স্বীকৃত হইল। খোজার ঘরে গিয়া আমীর একখানা পত্র লিখিয়া নুরমহলবেগমের নিকট খোজার হস্তে দিয়া পাঠাইয়া দিয়া মর্জ্জিনাবেগমের গৃহে গমন করিলেন। খোজাকে বলিয়া দিলেন, "বেগমসাহেবা যে উত্তর দেন, নিকটে রাখিও; আমি যাইবার সময় লইয়া যাইব।"

কম্পিতকলেবর খোজা যাইয়া সে পত্র নুরমহলবেগমের হস্তে প্রদান করিল। বেগমসাহেবা তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—

"আমি উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আপনার অপরূপ রূপ দেখিয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়াছি, দয়া করিয়া আমার সহিত যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার আলাপ করেন; জন্ম সফল জ্ঞান করিব।"—আজ্ঞাধীন আমীর মীরজুম্‌লা।

নূরমহল পত্র পাঠ করিলেন, পক্কবিম্ববিনিন্দিত তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় ঈষন্নিমীলিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষে লেখনোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া একখানি পত্র লিখিয়া খোজার হস্তে প্রদান করিলেন। খোজা চলিয়া গেল।

এদিকে আমীরসাহেব মর্জ্জিনাবেগমের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গীত বাদ্য ও সুরাসেবন এবং মর্জ্জিনাবেগমের অপ্সরারূপের সহিত তাহার মধুর বাক্যনিচয় উপভোগ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকীকুল নৃত্য করিতে করিতে গান গাহিতে লাগিল।

সুরাপান জন্য উভয়েরই হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। গর্ব্বিত আমীর মীরজুম্‌লার গর্ব্বভাব, গর্ব্বিতা মর্জ্জিনাবেগমের হৃদয়ানন্দ দান করিতেছে না। প্রেম চাহে,—অভিমানে সমাদর। মর্জ্জিনাবেগম ভাবে আমি বাদসানামদারের মেয়ে আমি যাহা করিব, দুনিয়ার লোকে তাহাতে বাহবা দিবে। আমীর ভাবেন আমিইত গোলকুণ্ডার শুভ—বাদসাহের বাদসাহ। কাজেই "আমি তোমারই" প্রেমের এই ভাব একজনের হৃদয়েও নাই। মর্জ্জিনার তাই হসন্‌সাহেবের কথা মনে পড়ে—মদ খাইলেই তাহার নাম করিয়া থাকে। কি একটা কথায় কথায় মর্জ্জিনাবেগম বলিল, "আমীরসাহেব; যদি আমার হসন্ থাকিত"—

কথা সমাপ্ত না হইতেই মদমত্ত আমীর মীরজুম্‌লা পরুষস্বরে

বলিলেন, "তোমার প্রণয়ী হসনের সমাধি-কবর কাটিবার বন্দোবস্ত কর। আগামী কল্য রাত্রে তাহার জীবনের খেলা সাঙ্গ হইবে।"

একটি পরিচারিকা একখানি স্বর্ণরেকাবে করিয়া কি লইয়া আসিতেছিল। সহসা তাহার হাতখানা কাঁপিয়া উঠিয়া, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া রেকাবখানা পড়িয়া গেল।

মর্জ্জিনা বলিল, "কেন সে ত বাতুলালয়ে আছে। বাবা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, কে তাহাকে হত্যা করিবে?"

আ। হত হইবে এই পর্য্যন্ত জানি। কে হত্যা করিবে জানি না। আমি এখন যাই।

মর্জ্জনাবেগমের ভাল লাগিল না। কাজেই আর আমীর মীর-জুম্‌লাকে বসিতে বলিল না। আমীর, খোজার নিকটে পত্রোত্তর-লাভাশয়ে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

খোজা অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে নুরমহলবেগমের পত্র প্রদান করিল। তিনি পত্র পাঠ করিলেন। সে পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহার সারাংশ এইরূপঃ—

"আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে আমার আপত্তি নাই, আগামী কল্য রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আপনি অন্তঃপুরোদ্যানে পুষ্করিণী-তীরে আসিবেন, আমিও তথায় যাইব।"

পত্র পাইয়া আমীরসাহেব একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ের ভিতর একটা সুখের উর্ম্মি নাচিয়া নাচিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখনই আগামী কল্যকার রাত্রি দশঘটিকা হয় না!

ঠিক এই সময়ে একটি পরিচারিকা আসিয়া আমীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "মর্জ্জিনাবেগম জানিতে চাহিতেছেন, হসন্‌সাহেবের হত্যাকাণ্ড কোথায় সংঘটন হইবে?"

একে মদের নেশা, তৎপরে নুরমহলের সৌন্দর্য্যোপভোগের সংবাদ, আমীর অধীর হইয়াছিলেন,—কাজেই না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "পুরোদ্যানে।" পরিচারিকা চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পরেই একটি যুবতী স্ত্রীলোক পুরোদ্যানের প্রধান রক্ষীকে অন্দর মহলের চিহ্ন দেখাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পরিধানের বস্ত্রাদি কিছু সংযত, কিছু সাবধান-রক্ষিত। দেখিলে বোধ হয়, বস্ত্রমধ্যে কোন কিছু লুকান আছে,—মনে কোন অভিসন্ধি আছে। কিন্তু অন্দরমহলের বিশেষ চিহ্ন দর্শন করিয়া রক্ষিগণ সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

রমণী কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিপার্শ্বস্থ মাধবীলতার স্তূপীকৃত পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত কুঞ্জমধ্যে স্বীয় কমবপু লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। রমণী তদবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে আর পারে না। তখন সেখানে বসিয়া পড়িল। তাহার স্থির চক্ষু দরওয়াজার দিকে। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। সহসা রমণী দেখিতে পাইল, দুইজন লোক দরওয়াজা দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, চন্দ্রকিরণে স্থির তীক্ষ্ণ নেত্রে লুব্ধা মার্জ্জারীর মত তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিল এবং বস্ত্র মধ্য হইতে একটা পিস্তল ও একখানি তরবারি বাহির করিয়া, বামহস্তে পিস্তল ও দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিল। তাহার দেহ শিকারোন্মুখী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিল।

ক্রমে সেই মনুষ্য মূর্ত্তিদ্বয় কুঞ্জসমীপবর্ত্তী হইল। রমণী স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ হসন্‌সাহেব, অপর কে চিনিতে পারিল না; কিন্তু দেখিল সেও একজন জোয়ান পুরুষ।—সে কারাধ্যক্ষ।

কোন কথাবার্ত্তা হইল না, সেই স্থানটি নিভৃত জানিয়া, কারাধ্যক্ষ হসন্‌সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন করিল। হসন্‌-সাহেব দেখিতে পাইয়া বলিলেন "কাটিবে নাকি একটু সময় দাও—একবার খোদাতালাকে ডাকিয়া লই। আর একবার আমার হৃদয়ের উপাস্যদেবী করুণাময়ী বানুর নিকটে ক্ষমা চাহিয়া লই; নতুবা আমার আত্মাও সুখী হইবে না। আমার বানুকে আমি বিনাদোষে বড় কষ্ট দিয়াছি।"

কারাধ্যক্ষের তরবারি একটু নামিয়াছিল, কিন্তু আবার উঠিল,—"গুড়ুম্" করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কারাধ্যক্ষের তরবারিখানি খসিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর ন্যায় রমণী লাফাইয়া পড়িয়া কারাধ্যক্ষের পৃষ্ঠদেশে তীক্ষ্ণধার তরবারির ভীষণ আঘাত করিল। অতর্কিত ভীমাঘাতে কারাধ্যক্ষ ভূপতিত হইল,—রণরঙ্গিণী রমণী লাফাইয়া উঠিয়া বামপদে তাহার উরুদেশ চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের ভীষণ তরবারি আঘাত করিতে লাগিল,—তথাপি কারাধ্যক্ষ বলপ্রকাশে উঠিতে যাইতেছিল,—বীরাঙ্গনা চক্ষুর পলকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, বামহস্তস্থ পিস্তলের দ্বিতীয় নলের গুলিতে তাহার কপোলদেশ ভিন্ন করিয়া দিল।

কারাধ্যক্ষ যন্ত্রণায় ছট-ফট করিয়া তনুত্যাগ করিল। তখন যুবতী হসন্‌সাহেবের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার সঙ্গে আইস। যুবতীর গলার স্বর কিছু ধরা ধরা।

হসন্‌সাহেবের হস্তাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি কলের পুতুলের ন্যায়

রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দূরে একটা পুষ্করিণীর তীরে গিয়া যুবতী বলিল, "এই স্থানে দাঁড়াও।"

হসন্‌সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন, যুবতী জলে নামিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করত বস্ত্রাদি ভিজাইয়া ধৌত করিয়া ফেলিল, তৎপরে তীরে উঠিয়া হসন্‌সাহেবকে বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।"

মন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় হসন্‌সাহেব রমণীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। আরও দূরে একটা কৃত্রিম পাহাড়ের গহ্বরমধ্য হইতে রমণী কয়েকখানি বস্ত্র বাহির করিয়া তাহা পরিধান করিল এবং কয়েকখানি কৌশলময় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির করিয়া তদ্দারা হসন্‌সাহেবের হস্ত ও গলদেশের শৃঙ্খল অতি ত্বরায় কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি পলায়ন কর। এ দেশে থাকিও না। আমীর মীরজুম্‌লা তোমার সন্ধান পাইলেই হত্যা করিবে। বাদসাহ আসিলে তোমার সুসময় পড়িলে আবার আসিও।"

হসন্‌সাহেব নতজানু হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কে?" যুবতী এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি—আ মরি মরি! কি সুন্দর হাসি। এই হাসিতেই বুঝি চিরকাল হসন্‌সাহেবের আঁধার হৃদয় আলো করিয়াছিল। এই হাসির অদর্শনেই বুঝি হসন্‌সাহেবের ভাগ্য একেবারে ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হসন্‌সাহেব চিনিতে পারিলেন না। অত্যাচারে, অবিচারে, অনাহারে বা কদাহারে বুঝি তাঁহার দৃষ্টিব্যত্যয় ঘটিয়াছে?

যুবতী বলিল, "আমি যেই হই, আমার একটা অনুরোধ রাখিও। তুমি কাশীনাথের দলে গিয়া আশ্রয় লও।"

হ। আপনি আমার জীবনদাত্রী, আপনার কথা প্রাণ দিয়া প্রতিপালন করিব, কিন্তু আবার আপনার দেখা কোথায় পাইব?

যু। যেরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে, সত্বরেই গোলকুণ্ডার রাজনৈতিক গগনে ঝড় উঠিবে, সত্বরেই একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবে,—তৎপরে সময় হইলে, আমি আপনিই তোমাকে খুঁজিয়া লইব।

হ। আমি কোথা দিয়া বাহির হইব?

যু। কেন, আপনি সেনাপতি—প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না?

হ। অত্যাচারে, অনাহারে আমার শরীরে সে সামর্থ্য নাই।

যুবতী বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া একটা রজ্জুনির্ম্মিত অধিরোহিণী বাহির করিয়া দিল। হসন্‌সাহেব তাহা লইয়া চলিয়া গেলেন; যাইবার সময়ে নির্ম্মল চাঁদের আলোয় রমণীর মুখপানে চাহিলেন, যুবতী কিন্তু মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণী দিয়া রাখিয়াছিলেন।

হসন্‌সাহেব যখন অধিরোহিণীর সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন রমণী দ্রুতপদে বাগানের অপর দরওয়াজা দিয়া প্রহরীকে অন্তঃপুরের চিহ্ন দেখাইয়া চলিয়া গেল।

কারাধ্যক্ষের মৃতদেহে কয়েকটা শৃগাল আসিয়া দন্তাঘাত করিতে লাগিল। বকুল বৃক্ষের উপরে বসিয়া দুইটা পাপিয়া সপ্তমের করুণ-কাহিনীতে তাহাদের "মরমবেদনা" জানাইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে পুরোদ্যানে হসন্‌সাহেবকে লইয়া প্রাগুক্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, ঠিক সেই রাত্রে, সেই সময়ে অন্তঃপুরোদ্যানে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাজপ্রতিনিধি আমীর মীরজুম্‌লা নুরমহলবেগমের অনুগ্রহপত্র পাইয়া আশায় উদ্বিগ্নে দিবা অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যা আর আইসে না—যদি সন্ধ্যা আসিল, সেও আর যাইতে চাহে না। সন্ধ্যা যদি গেল, নুরমহলের নির্ণীত সময় আর হয় না। ক্রমে সময় উপস্থিত। আর বিলম্ব সহে না। আমীর মীরজুম্‌লা যথাযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সুগন্ধি পুষ্পসার প্রভৃতি গাত্রে মাখিয়া প্রণয়িনী-সম্ভাষণে গমন করিলেন। অন্তঃপুরোদ্যানের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া শিরোনমনপূর্ব্বক দ্বাররক্ষক দূরে সরিয়া গেল; তিনি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত। চন্দ্রমাশালিনী যামিনী,—ধীরে ধীরে প্রস্ফুট কুসুম-পরিমল অপহরণ করিয়া মলয় পবন প্রবাহিত। পুষ্করিণীর নীলজলে চন্দ্রকর আপতিত হইয়া অগণ্য হীরকখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আমীর মীরজুম্‌লা সেই পুষ্করিণীতীরে একটা পাষাণ-বেদিকার উপরে উপবেশন করিয়া বেগমসাহেবার অপ্সরারূপের উপভোগ-আশায় উৎকণ্ঠার সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাত্রি দশঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কই—বেগমসাহেবা ত এখনও আসেন না? আমীর সাহেবের আর বিলম্ব সহ্য হয় না। দূরে—চন্দ্রালোকে দেখিলেন, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহারই দিকে অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে। হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি বসিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিলেন। স্পষ্ট—স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক এবং মণিমাণিক্য খচিত ওড়নায় দেহ আবৃত করিয়া এক রমণী আসিতেছে। এ পোষাক নিশ্চয়ই নুরমহলের,—রাণীর পোষাক অন্যে পরে না। রমণী ক্রমে নিকটস্থা হইল। আমীরও তাড়াতাড়ি সম্মান রক্ষার্থে কয়েক পদ অগ্রসর

হইলেন। রূপবহ্নিতে তাঁহার হৃদয় বিদগ্ধ হইতেছিল। প্রণয়িনীকে অতি মধুর ও সরসভাষায় বলিলেন, “আমি প্রায় মরিতেছিলাম, আর একটু আসিতে বিলম্ব হইলে, আমাকে জীবন্ত দেহে দেখিতে পাইতেন কি না, সন্দেহ। আপনি আমাকে বড় মজাইয়াছেন।”

ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে রমণী বলিলেন,—“আমাকেই কি বাকি রাখিয়াছেন! আপনার পত্র পাঠ করিয়া অবধি আমি জ্বলিয়া মরিতেছি। পত্র পাঠাইয়া দিয়া শেষে ভাবিলাম, কি করিয়াছি,—কেন এখনই ডাকিয়া বুকে তুলিয়া লইলাম না।”

অন্নের ভিখারী যদি একেবারে ক্রোটীশ্বর হয়, তাহার যেমন একটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসবন্ধকর আনন্দ জন্মে, আমীরসাহেবেরও তাহাই হইল। তিনি সে আনন্দ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে অত্যন্ত বিলোড়িত হইয়া কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

বেগমসাহেবা বলিলেন, “আমি যে পত্র আপনাকে দিয়াছিলাম, তাহার কোন দোষ লইবেন না। আর আমার জন্য যে আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে, তাহার জন্যও অধিনীকে মার্জ্জনা করিবেন।”

আমীর অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। বলিলেন, “বেগমসাহেব; আপনি একবার দয়া করিয়া আপনার মুখাবরণী উন্মুক্ত করুন। চন্দ্র মেঘাবৃত থাকিলে, পিপাসী চকোর বাঁচে না। আসুন ঐ বকুলকুঞ্জে গিয়া উপবেশন করি।”

বে। হাঁ চলুন।

আমীর প্রেমাবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রণয়িনী নুরমহলবেগমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বকুলকুঞ্জ-বেদিকায় গমন করিলেন। উন্মুক্ত আকাশ,—উন্মুক্ত উদ্যান, মধ্যে নায়ক নায়িকা। বেগমসাহেবার পায়ে মোজা, কামদার জুতা,

গায়ে জামা ও ওড়না, হস্তে বহুমূল্য বস্ত্রের দস্তানা,—মুখে মুখাবরণী। আমীরের অনুরোধে এইবার তিনি মুখের কাপড় খুলিলেন। একেবারে সমস্ত মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের ওড়না ফেলিয়া, হাতের দস্তানা ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। পথিপার্শ্বে সহসা সর্প দেখিলে পথিক যেমন লাফাইয়া দশহস্ত দূরে সরিয়া যায়, আমীর মীরজুম্‌লাও তদ্রূপ দূরে সরিয়া গেলেন। একি এ?—এ কে এ? এ যে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা!—এ যে কাফ্রী রমণী,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কোথায় দেবপ্রভাময়ী ঊষা-সদৃশী যুবতী নুরমহল বেগম, আর আসিল কিনা বিঘোর কৃষ্ণবর্ণা সত্তর বৎসরের কাফ্রী ক্রীতদাসী। অতলজলপূর্ণ সাগরে স্নান করিবার আশয়ে অবগাহন করিতে অনলকুণ্ড হইল! আমীর মীরজুম্‌লা বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন।

রদনহীন মুখে হো হো করিয়া বিকৃত হাস্য করিতে করিতে বৃদ্ধা বলিল, "প্রেমিকবর! এস, হৃদয়-সিংহাসনে আরোহণ কর। তুমি ছাড়িলেও আমি ছাড়িব না।"

আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়া আমীর মীরজুম্‌লা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "কে তুমি? এখানে কেন আসিলে?"

বৃ। আমি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক,- তোমার প্রেমের পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি। ভগবান্ তোমাকে দৈহিকবল, মানসিক বুদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, কিন্তু বিবেক দেন নাই—বুঝি একজনকে সমস্ত দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে। মূঢ়, যে বাদসাহ তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী বন্ধু জানিয়া সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই পরিণীতা পত্নীকে হরণ করিবার অভিলাষ! যাও—সাবধানে চলিয়া যাও। একথা, মন্ত্রীসমাজে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং বাদসাহ আসিলেই তোমাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার বিধান করা যাইবে।"

অন্তিম সাহসে ভর করিয়া আমীরসাহেব বলিলেন, "বৃদ্ধা ; কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান ?"

বৃ। জানি, আমার কর্ত্রী নুরমহলবেগমসাহেবার স্বামীর গোলামের সহিত কথা কহিতেছি। প্রেমিকবর! বৃদ্ধা বলিয়া ঘৃণা করিও না, — প্রেম করিতে আসিয়াছ, প্রেম কর। বৃদ্ধা কিছু ভুঁইফোড় নহে, যুবতীরাই বৃদ্ধা হয়। আর যাহাদের ইন্দ্রিয়বিকারে মা, মাসী, আত্মীয় স্বজন, নীচানীচ কিছুই জ্ঞান নাই—বৃদ্ধারাই বা তাহাদের নিকটে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী। কুকুর—চলিয়া যাও।

আমীরসাহেব নিজ কটীবন্ধের তরবারিতে হস্ত প্রদান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন, দূরে কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি ; বুঝি, তাহারা তাঁহাকেই ধরিবার জন্য আসিয়াছে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত পলায়ন করিলেন।

আত্মকৃত দুষ্ক্রিয়ার স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে সে রাত্রে আমীরসাহেবের একেবারে নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই এবং পরদিন যখন তিনি দরবারে গমন করিলেন, তখন কোন কর্ম্মচারীই তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান করিল না। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেগমসাহেবা তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার কথা প্রচার করিয়া দিয়াছেন।

সাহকুতুব আসিলে তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি "কর্ণাট জয় করিতে যাইতেছি," এই কথা প্রকাশ করিয়া অনেকগুলি সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গোলকুণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বাদসাহের প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা থাকায়, তাঁহার কার্য্যে মন্ত্রী-সমাজ কোন প্রকারে বাধা দিতে পারিলেন না।

লুকো-চুরি।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোলকুণ্ডাধিপতি সাহকুতুব কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বরাজ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে তিনি সৈন্যাদি লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সে পর্ব্বতময় প্রদেশ ; তথা হইতে গোলকুণ্ডার রাজধানী প্রায় দুইদিনের পথ। সেখানে সমতলভূমি নাই,—কেবল পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড়—সাগর-তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যেন দূরে গিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কুজ্ঝটিকায় পরিণত হইয়াছে। এই পর্ব্বতরাজির মধ্যে পীরপাঞ্চাল পাহাড় সর্ব্বোচ্চ ও সুখদর্শন।

সাহকুতুব শুনিলেন, পীরপাঞ্চাল পাহাড়ের শিখরোপরি একজন সন্ন্যাসী বাস করেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষ; কাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে বা কি ঘটিবে, তাহা তিনি প্রশ্ন মাত্রই বলিয়া দিতে পারেন। সাহকুতুব ইচ্ছা করিলেন, একবার সেই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাহকুতুব বিকাল বেলা কয়েকজন পার্শ্বচর সৈন্য ও একজন অমাত্য সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে পীরপাঞ্চাল পাহাড়ের শিখরোপরি আরোহণ করিলেন। কি রমণীয় দৃশ্য! যতদুর দৃষ্টি চলে পর্ব্বতের অসীম তরঙ্গ বিস্তার—মধ্যে মধ্যে মৃদুল কলনাদিনী ফুল্লনীরা পর্ব্বতনিঃসৃতা নদী—ক্ষীণ রজতরেখার ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া নির্জীব পাষাণ হৃদয়কে সজীব করিয়া দুরে দুরে—বহুদুরে গিয়া কি জানি কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। দূরে—দূরে আরও দূরে—জনকোলাহলশূন্য শান্তিময় নীহার রাজ্যে আকাশের ধূসরপ্রান্ত ভেদ করিয়া পীরপাঞ্চালের উন্নত মস্তক শোভা পাইতেছে। তাঁহারা এই সকল দেখিতে দেখিতে যেস্থলে সন্ন্যাসী বাস করেন, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সকলে সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া সাহকুতুব অমাত্যকে সন্ন্যাসীর নিকটে সংবাদ প্রদান করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

অমাত্য সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া, গোলকুণ্ডাধিপতির আগমনবার্ত্তা জানাইয়া বলিলেন, "তিনি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবেন এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা করেন।"

সন্ন্যাসী প্রশান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাঁহাকে একা আসিতে বলিও। অধিক লোক আনিয়া যেন আমার শান্তিভঙ্গ না করেন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অমাত্য চলিয়া গেলেন এবং সন্ন্যাসীর কথা

বাদসাহকে জানাইয়া বলিলেন, "একা যাওয়া আমার বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয় না ; কি জানি কোথায় কোন্ সূত্রে কি ঘটে !"

সাহকুতুব হাসিয়া বলিলেন, "আমার কটিতে তরবারি থাকিল, তোমরা এমন অধিক দূরে থাকিলে না। কোন ভয় নাই।"

বাদসাহ অশ্ব চালাইয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর আশ্রমটি মনোহর ফল ও পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত। দুইখানি কুটীর,—পার্ব্বত্য কুসুমলতিকায় গৃহ দুইখানি সমাচ্ছাদিত। সাহকুতুব কুটীরসান্নিধ্যস্থ একটা বৃক্ষশাখায় অশ্ববল্গা বাঁধিয়া রাখিয়া, কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী বাহির হইয়া তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিলেন এবং উভয়েই যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া আসনে উপবেশন করাইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাদসাহ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কাশ্মীর হইতে এই পথে রাজধানী যাইতেছি, আপনার নাম শুনিয়া একবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া না গেলে, পাতক হইবে বিবেচনায় আসিয়াছি। আর আমার রাজ্যের শুভাশুভ কিছু জানিতে বাসনা করি। বর্ত্তমানে আমার কর্ম্মচারিগণ উচ্ছৃঙ্খল, বহিঃশত্রুরও আক্রমণ আছে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ জানিতে বাঞ্ছা করি,—আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-অবতার। ধর্ম্মই রাজ্য রক্ষা করেন। রাজা যতক্ষণ ধর্ম্মবিচ্যুত না হয়েন, ততক্ষণ রাজার রাজ্য যায় না। ধর্ম্ম ভুলিবেন না, রাজ্যও যাইবে না।"

আরও কিয়ৎক্ষণ নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সাহকুতুব সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। বাহিরে আসিয়া বৃক্ষতলে গমনপূর্ব্বক অশ্ববল্গা খুলিয়া আরোহণ করিবেন, এমত

সময়ে দেখিতে পাইলেন, সন্ন্যাসীর অপর কুটীরের উন্মুক্ত-গবাক্ষ-পার্শ্বে একটি যুবতী বসিয়া আছে। যুবতী অপরূপ রূপশালিনী;—যেন ক্ষুদ্র একখণ্ড স্বচ্ছ নির্ম্মল অমৃতপূর্ণ বৈশাখীজ্যোৎস্না। বাদসাহের সঙ্গে চোখাচোখি হইবামাত্র যুবতী গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বাদসাহ কিন্তু সে রূপ আর একবার দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার পা আর উঠে না। কেমন করিয়া পুনরায় সেই দেববালাকে দর্শন করা যায়? অনেকক্ষণ অশ্ববল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই রূপদগ্ধ-ব্যাকুল-হৃদয় লইয়া অশ্বারোহণ করিয়া যেখানে তাঁহার সৈন্যগণ ও অমাত্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অমাত্যকে রূপসীর কথা বলিয়া বলিলেন, "অনভ্র দিবার আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর প্রভা,—দেব-প্রভাময়ী ঊষা অপেক্ষাও মনোহারিণী সেই যুবতীকে না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইতে পারিতেছিনা। অমাত্য আমি পাগলের মত হইয়াছি; তাহাকে চাই—ই।"

অ। সেই রমণী কে, তাহা জানিয়াছেন কি?

বা। জানিবার উপায় কি? তবে বোধ হইল, সন্ন্যাসী তাহাকে কোথাও হইতে আনিয়া প্রতিপালন করিতেছে, অথবা উহার কেহ হইবে। অমাত্য? অগ্রে প্রার্থনা করিয়া দেখ,—তাহাতে যদি সন্ন্যাসী স্বীকৃত না হয়, উহাকে হত্যা করিয়া কন্যাটিকে লইয়া আইস; সে বিনা আমি বুঝি বাঁচিব না।

অ। জাঁহাপনা;—অত উতলা হইবেন না। সন্ন্যাসী যে সহসা যুবতীকে প্রদান করিবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী কোন্ জাতি, কোন্ ধর্ম্মী তাহাও জানা যায় নাই। তবে উহাকে হত্যা করিয়া আনিতে হইলে, বড়ই একটা গোলযোগ উঠিতে

পারে। পীরপাঞ্চালপাহাড় সীমান্ত;—এখানে কাশ্মীররাজ এবং আপনার উভয়েরই সমান সর্ত্ত। আরও সন্ন্যাসী মোহান্তের উপরে অত্যাচার করিলে, কাশ্মীররাজ তথা অন্যান্য সামন্ত ও প্রজাগণ রুষ্ট হইতে পারেন।

বা। যদি পৃথিবী এক দিকে হয়, আমার সমস্ত সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, তথাপিও আমি সে যুবতীকে ভুলিতে পারিব না।

অ। ভাল;—কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করা যাইবে। চলুন আমরা গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হইয়া, সাদরে সন্ন্যাসীকে তথায় আহ্বান করিব। সন্ন্যাসী সেখানে গেলে, দুই এক দিন তাহাকে তথায় ছলনা করিয়া ঘুরাইয়া রাখিব, এদিকে বিশ্বাসী ও সাহসী কয়েকজন সৈন্য এবং বাহক পাঠাইয়া দিয়া সেখানে যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া হুজুরের মনোভিলাষ পূর্ণ করা যাইবে। অথচ একার্য্য কাহার দ্বারা হইল, কেহই বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না।

বাদসাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই যুক্তি গ্রহণ করিলেন এবং যেখানে তাঁহার বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন। কিন্তু সে রাত্রি তিনি ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন নাই,—যখনই তন্দ্রা আসিয়াছে তখনই যুবতীর সেই অপরূপ রূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগুক্ত ঘটনার দুই দিন পরে সাহকুতুব রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত নগরখানি যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রতি বিপণিতে প্রতি গৃহস্থের গৃহদ্বারে রাজপ্রাসাদে সমস্ত স্থানে মাঙ্গল্যদ্রব্য ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত কৃত হইল;—স্থানে স্থানে নহবত বাজিতে লাগিল,—রজনীকালে দীপমালায় নগর হাসিয়া উঠিল। কিন্তু যাঁহার জন্য নগরী হাসিল,—তাঁহার প্রাণে হাসির এক-বিন্দু রেখাও নাই। একদিকে গিরিললনার সেই রূপ তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, যতক্ষণ না তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার চিত্তের স্থিরতা নাই, অপরদিকে নুরমহলবেগম আমীরের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্দরমহলে আগমন, তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ পত্র লেখা প্রভৃতি জানাইয়া আমীরের হস্তলিখিত পত্র প্রদান করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে, ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে সচিবগণের নিকট শুনিতে পাইলেন, বহু সহস্র সৈন্য লইয়া আমীর মীরজুম্‌লা কর্ণাট অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কুতুবসাহ তাহার উপরে সমধিক বিরক্ত হইলেন,—তাঁহার বিনা অনুমতিতে—বহিঃশত্রুর এই আক্রমণ সময়ে নগর হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া কোনক্রমেই হিতকরকার্য্য হয় নাই; বাদসাহ অত্যন্ত অসুখী হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমীর মীরজুম্‌লাকে তিনি যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। এদিকে পীরপাঞ্চালপাহাড়ে সন্ন্যাসীকে আনিবার জন্য একজন সুচতুর দূত পাঠাইয়া দিলেন।

কয়েক দিবস পরে দূতের সহিত সন্ন্যাসী গোলকুণ্ডায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ তাঁহাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া সুসজ্জিত গৃহে বাসা দিলেন,—কিন্তু সেখানে তাঁহার বন্দোবস্ত এমন ভাবে করিলেন, যাহাতে সন্ন্যাসী ইচ্ছামত চলিয়া যাইতে না পারেন।

একদিন গেল, দুইদিন গেল—সন্ন্যাসী বাদসাহের সাক্ষাৎ পান না। শেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু যাইবার উপায় নাই। প্রহরিগণ বলিল, "বাদসাহনামদারের হুকুম না পাইলে আপনাকে যাইতে দিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী মনে মনে হতাশ গণিলেন। ভাবিলেন, হয়ত সাহকুতুব আমাকে কোন প্রকার কৌশলজালে আবদ্ধ করিয়াছে, নতুবা আমার সহিত সাক্ষাৎও করে না, কোন কথাও বলে না, অথচ স্বাধীন গমনেও বাধা আছে দেখিতেছি। শেষে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত বা হতভাগ্যের পাপচক্ষু লোকললামভূতা আমার দেলজানের উপরে পতিত হইয়াছে! যদি হইয়া থাকে, তবে সেই বনবালিকার উপায় কি হইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে! ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি তখনই একখানি পত্র লিখিয়া সাহ-কুতুবের নিকট প্রেরণ করিলেন,—আমার সাধনার ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব এই পত্র পাঠ মাত্র আমাকে বিদায়পত্র পাঠাইবেন।

সাহকুতুব পত্র পাইয়া ভাবিলেন, আর কেন! আমার প্রেরিত লোকেরা এত দিন গিরিসুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া পথে বাহির হইয়াছে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীরও ফিরিয়া যাইতে প্রায় দুই দিন লাগিবে, তখন আর সন্ন্যাসীর গমনে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আর বাধা দিলে এবং আশ্রমে গিয়া সুন্দরীকে না দেখিলে, হয়ত তাহার অপহারক আমাকেই ঠিক করিবে। তিনি পত্রবাহকের

নিকটে তখনই সে পত্রের উত্তর দিলেন,—আপনার ইচ্ছামাত্রই গমন করিতে প্রারেন, আমার শারীরিক অসুস্থতা হেতু যে কার্য্যের জন্য এখানে মহাশয়কে আনাইয়াছিলাম, তাহা সম্পাদন করাইতে পারিলাম না। শরীর সুস্থ হইলে আর একবার আনাইয়া তাহা সম্পন্ন করিব। পাথেয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে, এই পত্র দেখাইয়া ধনরক্ষকের নিকট হইতে পাঁচশত রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যাইবেন।

পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী ভাবিলেন, "তবে তাহাই। হয়ত সাঁহকুতুবের মনে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই; কিন্তু ধূর্ত্তচূড়ামণি সাহকুতুবের কার্য্য বুঝা দুর্ঘট!"

সন্ন্যাসী আর বিলম্ব করিলেন না। রক্ষিগণকে বিদায়পত্র দেখাইয়া পীরপাঞ্চালপাহাড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী গোলকুণ্ডায় গমন করিলে, এক দিন বাসন্তী ঔদাস্যময় দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সন্ন্যাসীর আশ্রমকুটীরের পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির অন্তরালে গিরিসুন্দরী দেলজান একাকিনী উদাসমলয় সমীরের মত কি জানি কোন্ ভাব-বিভোরহৃদয়ে ধীর পদসঞ্চারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। সম্মুখেই নির্ম্মলসলিলা গিরিনদী—নীহারমণ্ডিত শৈলমালার মধ্য দিয়া আঁকিয়া, বাঁকিয়া, হেলিয়া, দুলিয়া, নাচিয়া, হাসিয়া, ভাসিয়া চলিয়াছে। শৈলগুলি মস্তক অবনত করিয়া যেন সেই প্রকৃতির

কোমল দর্পণে আপনার তুষারমণ্ডিত উন্নত বদনের অবনত প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। এখানে পাখীরা বঙ্গদেশের মত "ফটিকজল্ল ফটিক-জল" রবে অনবরত চীৎকার করে না—এখানে তাহারা দলে, দলে, দুলে, দুলে, স্ফটিকজলে সাঁতার কাটে।

সুন্দরী দেলজান ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সেই শীতলসলিলা নদীর নিকট একখানি পাষাণের উপরে উপবেশন করিল। সেখানে বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ জলক্রীড়নশীল পক্ষিকুলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কখন তাহার রক্তপদ্মবৎ মুখখানি হাসিতে প্রফুল্ল হয়, কখন যেন বিস্ময়ে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে দেলজান তাহার কিন্নরীকণ্ঠে একটা গান গাহিতে লাগিল। গানের মধুর স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়—নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দেলজান গাহিতেছিল,—

কি যেন হারিয়ে গেছে
খুঁজে বেড়াস্ কি তাই বল্?
মন, তোর কি রোগ হয়েছে
বিনা মেঘে চাস্ জল।
পাস্‌নে জল মরিস্ কেঁদে,
মরবার ওষুধ গলায় বেঁধে
মরিস্ কেন ফিরে চল্।

গীত সমাপ্ত হইলে দেলজান উঠিতে যাইতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। ভীমকায় কয়েক-জন সৈন্য এবং একখানা ডুলি! এই নির্জ্জন পার্ব্বতীয় কাননমধ্যে ইহারা কোথা হইতে আসিল। অভিপ্রায় কি? তাহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল।

সাহকুতুবের প্রেরিত সৈন্য ও বাহকেরা অনেকক্ষণ হইল, সন্ন্যাসীর কুটীরে আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া প্রথমে হতাশ হইয়া পড়ে। ভাবিয়াছিল, সন্ন্যাসী বুঝি সুন্দরীকে অন্য কোথাও রাখিয়া গিয়াছেন। শেষে এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া কোথাও গিরিসুন্দরীর সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহাদের কর্ণে সুমধুর গীতিধ্বনি প্রবেশ করিল। স্বর লক্ষ্য করিয়া নদীতীরে আসিয়া দেলজানের সাক্ষাৎ পাইল। রূপ দেখিয়া, আর মধুর স্বরলহরীর আকুলতায় তাহারা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখন তাহাদিগের অবসর হইল,—দুইজনে ছুটিয়া গিয়া যুবতীকে চাপিয়া ধরিল। দেলজান চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো! আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইবে? আমার দাদামহাশয় কুটীরে নাই। আমার সর্ব্বনাশ করিও না। আমরা বড় গরিব।"

একজন বলিল, "তোমার সর্ব্বনাশ করিব না, আমরা তোমার ভালর জন্যই লইয়া যাইতেছি। মহামহিমান্বিত গোলকুণ্ডাধিপতির বেগম হইবে বলিয়াই লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

দেলজান হাহাকার করিয়া চীৎকার করিল। বলিল, "ওগো, আমি বেগম হইব না। আমার সর্ব্বনাশ করিও না—আমার সতীত্ব যাহাতে বজায় থাকে, তাহাই কর। আমার দাদামহাশয় এখানে নাই,—তোমরা দয়া না করিলে, আমার উদ্ধারের আর পথ নাই।"

যুবতীর কাতর-ক্রন্দনে তাহাদের হৃদয় গলিল না। হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ডুলির মধ্যে তুলিয়া ফেলিল এবং অতি সত্বর বাহকেরা ডুলি তুলিয়া লইল। দেলজান চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

এক পার্ব্বতীয় বৃক্ষতলে তিনজন পথিক যুবা যোদ্ধবেশে বসিয়া

সম্ভবতঃ বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাহাদের নিকট দিয়া বাহকেরা ডুলি লইয়া চলিল, আর সৈন্য কয়েকজনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ডুলি নিকটে আসিলে, একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? কেন রুদ্যমানা যুবতীকে লইয়া যাইতেছ?"

বাহকেরা কোন কথা কহিল না। একজন সৈন্য বলিল, তোমার কথা কহিবার অধিকার কি? বসিয়া আছ থাক।

যু। বোধ হইতেছে, কোন সতী রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ?

সৈ। আপন চর্কায় তৈল দাও।

ডুলির মধ্য হইতে দেলজান কথা শুনিতেছিল, সে আকুল ক্রন্দনের রোল তুলিয়া বলিল, "ওগো,আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাই-তেছে। আমার রক্ষী কেহ নাই। আমার রমণী-জীবনের সাররত্ন সতীত্ব নষ্ট করিবে—যদি রক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকে, আমাকে বাঁচাও।"

যুবক পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুদ্বয়ের প্রতি চাহিলেন, তাঁহারা ইঙ্গিত করিলেন। সাহকুতুবের সৈন্যগণও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। যখন দেখিল যুবক বাধা দিবার কোনপ্রকার উপক্রম করিলেন না, তখন তাহারা আবার নিশ্চিন্তমনে চলিল। দেলজান বুঝিল, পথিকেরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

সৈন্যগণ কিয়দ্দূর যাইতেই, বৃক্ষতলোপবিষ্ট যুবকত্রয় উঠিয়া দাঁড়া-ইল;—একেবারে এক মুহূর্ত্তে তিনটী বন্দুক উত্তোলন করিয়া, তিনজন সৈন্যকে লক্ষ্য করিলেন। ভীষণ গুলি তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া, বক্ষঃস্থল আলোড়ন করিল—বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত সে তিনজন ধরাশায়ী হইল। অপর সৈন্যগণ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ততক্ষণ ক্ষিপ্র-

গতিতে যুবকত্রয় একযোগে, এক মুহূর্ত্তে তিনটী বন্দুক ছুড়িলেন, আবার তিন জন পড়িল। এবার তাহারাও বন্দুক তুলিল—যুবকত্রয় ক্ষিপ্র-গতিতে ঘুরিয়া বৃক্ষান্তরালে গমন করিলেন,—নিম্নে পর্ব্বতগুহা ; তথায় বসিয়া পড়িলেন।

যাহারা বন্দুক তুলিয়াছিল, তাহারা ভাবিল, ইহারা এই পর্ব্বতেই থাকে,—ইহাদের সহিত লড়াই করা সহজ নহে, ইহারা এই বন্ধুরস্থানে গমনাগমনে বিশেষ পটু। অধিকন্তু ইহাদিগের যদি আরও লোক থাকে, তখন আমাদিগের যাওয়াই দুর্ঘট হইবে—মোটে সৈন্য বারজন, তন্মধ্যে ছয়জন ধরাশায়ী। তাহারা রমণীকে লইয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিল। সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহকদিগকে বলিল, "তোরা রমণীকে লইয়া চলিয়া যা, আমরা এখানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকি, শেষে যাইতেছি।"

বাহকেরা চলিয়া গেল। পর্ব্বতগুহা হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সেই যুবক বলিলেন,—"রমণীকে লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের বৃথা চেষ্টা হইবে।"

আর একজন হাসিয়া বলিলেন, "বুকে সহিল না যে, হয়ত তোমারই ভাগ্যে ঐ রমণী লাভ আছে, মালেক!"

যুবকত্রয়ের মধ্যে একজনের নাম মালেক। মালেকই প্রথমাবধি উদ্যোগী। মালেকও হাসিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনার শুইবার স্থান নাই, শঙ্করাকে ডাকা কেন! রমণী, সকলেরই রক্ষণীয়া। ঐ দেখ, গেল।"

তখন তিনজনে হাঁটু গাড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় বৃক্ষের মধ্য দিয়া অনেকদূর অগ্রগামী হইলেন। সেখানে গিয়া তিনজনে একই সময়ে পূর্ব্ববৎ বন্দুক ছুড়িলেন—সিপাহী তিনজনের ললাট ভেদ করিয়া গুলি

বাহির হইয়া গেল। আর সময় না দিয়া, কোষস্থিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া ব্যাঘ্রবিক্রমে তাঁহারা সৈন্যগণের উপরে আপতিত হইলেন। ইঁহারাও তিনজন, তাহারাও তিনজনে—পথিক যুবকত্রয় সিপাহীত্রয়কে ভীমাক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তরবারির আঘাত করিলেন না; কেবল কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন মাত্র। তৎপরে সিপাহীত্রয় যখন লড়িয়া লড়িয়া হতবল হইয়া পড়িল, তখন পথিক যুবকত্রয় তাহাদিগের উপরে অস্ত্র চালাইলেন—সহজেই সিপাহীত্রয় পরাজিত ও ছিন্নমস্তক হইয়া ভূপতিত হইল।

তখন বিজয়ী পথিকত্রয় ডুলির উদ্দেশে ছুটিল। বাহকগণ যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল, সেই পথিকত্রয় ছুটিয়া আসিতেছে; তাহারা বুঝিতে পারিল, তাহাদিগের সৈন্যগণ পরাজিত ও হত হইয়াছে। আর নিস্তার নাই। তখন তাহারা এক বুদ্ধি খাটাইল। এক ভীষণ পার্ব্বতীয় গহ্বর—তাহারই ধারে ডুলি নামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হজুরগণ! একটু দাঁড়াইয়া শুনুন। যদি আমাদের উপরে গুলি চালান—একেবারে কিছু দশ দশটা বেহারা মরিব না। কিন্তু একটি ধাক্কায় ডুলিশুদ্ধ রমণীকে ঐ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিব,—গুলি করিবেন না, এখানে আসুন; যাহা হয় বলুন।"

মালেক ডাকিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই। ডুলি ফেলিও না, আমরা নিকটে আসি।"

সত্বরেই পথিকত্রয় বাহকদিগের নিকটে পঁহুছিলেন। বাহকগণ অভিবাদন করিয়া বলিল,—"হজুর! আমরা কি করিব? আমাদের ব্যবসায়ই এই—যিনি যাহা আনিতে বলেন, বহিয়া আনি; আমরা চিনির বলদ বইত নই। আজ্ঞা করেন, চলুন—আপনাদের ঘরে তুলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

মালেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ঘরে লইয়া যাইতে হইবে না, যেখান হইতে রমণীকে লইয়া আসিতেছ, সেইস্থানে ফিরিয়া চল।"

বা। যে আজ্ঞা—চলুন।

মা। তোমাদের কোন ভয় নাই, বরং সেখানে পঁহুছাইয়া দিলে, কিছু পুরস্কার পাইবে।

বা। হজুর! আজিকার দিনে জান বক্‌শিশ্ যথেষ্ট, ঘরে গিয়া গিন্নীকে মাথা দেখাইতে পারিলেই আনন্দ।

মালেকের সঙ্গিদ্বয় বলিলেন, "আমাদের সময় নষ্ট হয়। ইহার পরে গেলে আমাদের কার্য্যহানি হইবে। তুমি রমণীকে ইহার বাড়ীতে রাখিয়া পরে আইস—আমরা চলিলাম।"

এই কথা শুনিয়া মালেক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এমন সহচর পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু রমণী—জগতের মানুষ মাত্রেরই রক্ষণীয়া। রমণী বিপন্না—কার্য্যক্ষতি দূরের কথা, প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে হয়। মালেক স্বীকৃত হইলেন। মালেকের সহচর দ্বয় একদিকে চলিয়া গেলেন, অপরদিকে বাহকগণের সহিত মালেক চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাহকগণ যে কুটীর-প্রান্তবাহিনী নদীতীর হইতে দেলজানকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই কুটীরদ্বারে ডুলি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মালেককে বলিল, "হজুর! এই স্থান হইতে লইয়া গিয়াছিলাম।"

মালেক দেলজানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি, এই কি তোমাদের বাড়ী?"

দেলজান ডুলি হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "হাঁ, এই আমাদের বাড়ী।"

বাহকগণ ডুলি নামাইয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন মনের আনন্দে উড়িয়া যায়; দেলজানও তদ্রূপ আনন্দ মনে ডুলি হইতে লাফাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহকগণ মালেককে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্যদেব রাঙ্গামুখে পশ্চিম গগনাগারে বসিয়া পড়িয়াছেন—সমস্ত আকাশে খণ্ড বিখণ্ড রাঙ্গা মেঘ ছাইয়া পড়িয়াছে। পার্ব্বতীয় বন্যকুসুমসকল প্রস্ফুটিত হইয়া দিকে দিকে পরিমলধারা ঢালিয়া দিতেছে,—কুসুমে কুসুমে চুম্বন করিয়া ধীর সমীর প্রবাহিত হইতেছে।

দেলজান পুষ্পলতিকাচ্ছাদিত কুটীরদ্বারে গিয়া মালেকের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। মালেক দেখিলেন,—সে অপরূপ রূপশালিনী যুবতী। তাহার কমনীয় কান্তি প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী। তাহার নবোদ্গত প্রীতির নির্ম্মল উৎসস্বরূপ নয়ন-যুগলের সরল দৃষ্টি, ছাঁচে কাটা নিটোল ললাট এবং নয়নহারি-অধরপ্রান্তে কৃতজ্ঞতার সলজ্জ হাসির অর্দ্ধ বিকশিত মাধুরী,—মালেক দেখিয়া প্রীত ও মোহিত হইলেন। মালেক তৃষিত চাতকের ন্যায় অনেকক্ষণ সে রূপ-সুধা নয়ন ভরিয়া পান করিলেন। মালেকও সুন্দর নবীন-যুবক।

অনেকক্ষণ পরে মালেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তোমার আর কে আছেন?"

বীণাবিনিন্দিত স্বরে দেলজান বলিল, "আমার আর কেহ নাই।

এক দাদামহাশয় আছেন, তিনি সন্ন্যাসী। আমরা দুইজনে এই নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে বাস করি।”

মা। তোমার নাম কি ?

দে। আমার নাম দেলজান।

মা। উপযুক্ত নামই বটে। তোমার দাদামহাশয় কোথায় গিয়াছেন ?

দে। আজি কয়েকদিন হইল, তিনি কোন্ রাজবাড়ী গিয়াছেন।

মা। কবে আসিবেন ?

দে। তা ঠিক্ জানি না। বোধ হয়, আজই আসিতে পারেন।

মা। আমার নাম মালেক—আমি বিদেশী। সবে ভারতে আসিয়াছি। অদ্য আমি চলিয়া যাইব,—তুমি একেলা থাকিতে পারিবে ?

দে। আগেত একেলাই ছিলাম, কোন ভয়-ভীত ছিল না। কিন্তু আজি আর থাকিতে পারিতেছি না। যদি আমাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণে বাঁচাইয়াছেন, তবে যতক্ষণ আমার দাদামহাশয় না আসিয়া পঁহুছান, ততক্ষণ আমায় ফেলিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না।

সুন্দরী দেলজান! মালেকের সাধ্য কি যে, তোমায় ফেলিয়া চলিয়া যান ? যাইতে বলিলেও বুঝি, মালেক সহজে যাইতে পারিতেন না।

মালেক বলিলেন, “তবে তাহাই হইবে, তোমার দাদামহাশয় আসিয়া পঁহুছিলে আমি যাইব।”

তখন দেলজান গৃহপ্রবেশ করিল এবং ফল মূল ও জল আনিয়া মালেককে খাইতে অনুরোধ করিল। মালেক তাহা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিলেন।

ক্রমে রজনী সমাগতা—সে দিন শুক্লপক্ষের নিশি। সন্ধ্যাকাল

হইতেই চাঁদ উঠিয়াছে। ফুল্লজ্যোৎস্নায় নিভৃত নিস্তব্ধ সেই সুরম্য পর্ব্বতশিখরে বসিয়া ছুইটি যুবক যুবতী অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাদেশের কথা, সুখ-দুঃখের কথা, হাসিতামাসার কথা কহিলেন, শেষ মালেক দেলজানকে শয়ন করিতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে দ্বারদেশে জাগিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিতে লাগিলেন।

যখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, উষার হৈম-আভায় সমস্ত পর্ব্বতশিখর হাসিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় কুটীরদ্বারে একজন দীর্ঘদেহী মানব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালেককে দেখিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

মালেক অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "নিরাশ্রয়া রমণীর রক্ষক। তুমি কে ?—সরল উত্তর প্রদান কর।"

যিনি আসিয়াছেন, তিনিই এই কুটীরের মালিক, সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই কুটীর আমার। আমার দরিদ্রের ধন দেলজান কুটীরে আছে কি না, বলিতে পার ?"

উভয়ের কথাবার্ত্তার সময়ে দেলজানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল; সে তাড়াতাড়ি গৃহার্গল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া আবেগময় স্বরে বলিল, "দাদামহাশয়! তোমার হতভাগিনী দেলজান এই মহানুভবের দয়াতেই কুটীরে আছে।"

শেষে দেলজান তাহার দাদামহাশয়ের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল। শুনিয়া সন্ন্যাসী মালেকের উপর যথোচিত প্রীত হইয়া বলিলেন, "নিরাশ্রয়া রমণীকে রক্ষা করিয়া তুমি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার বলে তোমার ইহকালে সুখ ও পরকালে শান্তিলাভ হইবে।"

এদিকে প্রভাতের তরুণ অরুণকিরণে পর্ব্বতের শিখর শোভাময়

হইয়া উঠিল। মালেক সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, "তবে আমি যাই ?"

স। তোমার নাম কি ?

মা। আমার নাম মালেক, নিবাস পারস্যস্থানে। আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমীর মীরজুম্‌লা গোলকুণ্ডাধিপতির প্রধান কর্ম্মচারী। আমি দেশ হইতে বাহির হইয়াছি, তাঁহারই নিকটে—তাঁহারই সাহায্যে রাজসরকারে কোন একটি উচ্চপদ লাভের আশা করি।

স। তোমার দ্বারা যে দেলজানের উদ্ধার সাধন হইয়াছে, ইহা যেন ঘুণাক্ষরেও সেখানে প্রকাশ না পায়, কারণ গোলকুণ্ডাধিপতির লোকেই উহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তুমি গোলকুণ্ডাধীশ্বরেরই সীপাহীগণকে নিহত করিয়াছ। জানিতে পাইলে, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। বরং তুমি হিন্দুবেশ পরিধান করিয়া তোমার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বলিও. তাঁহার প্রতাপ ও মান-সম্ভ্রম এবং বুদ্ধি-কৌশল অসীম, তিনি যেরূপ যাহা করিতে বলেন, তখন তদ্রূপ করিও।

মালেক চলিয়া যাইবেন, শুনিয়া দেলজান বলিল, "কা'ল বড় পরিশ্রম গিয়াছে, আজি আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া আগামী কল্য সকালে যাইবেন।"

মালেকের তাহাতে কোন আপত্তিই ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, "না, মালেক! তুমি চলিয়া যাও। আমার শান্তিনিকেতনে অশান্তি আসিতে পারে।"

মালেক যান কেমন করিয়া ? রূপসী দেলজানকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মন চাহে না। কিন্তু সন্ন্যাসী যখন থাকিতে দিতে অসম্মত, তখন মালেক থাকেন কেমন করিয়া ? সন্ন্যাসীর ব্যবহারে মালেক বড়ই

অসন্তুষ্ট হইলেন,—এতটা পরিশ্রম করিয়া যাহার এত উপকার করিলেন, কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, শ্রান্তি অপনোদন করিয়া যাইতেও একদিন থাকিতে দিলেন না।

মালেক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, দেলজানের দিকে সজলনেত্রে চাহিলেন। দেলজান ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিল, "মালেক,—মালেক! আর কি জীবনে কখন দেখা হইবে না?"

মালেক বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন, "আর একদিন আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব।"

"ভু'লে যেওনা।" এই কথা বলিয়া দেলজান গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। দুষ্ট বুড়া সন্ন্যাসী দেখিল; দেলজানের ডাগর চক্ষু সাগর হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোলকুণ্ডাধিপতির চারিদিকে অনলের জ্বালা। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে,—কিছুতেই শান্তি নাই, চিত্তের স্থিরতা নাই। আমীর মীরজুম্‌লার নামে তাঁহার শিরার রক্ত অনল উদ্গীরণ করিতেছে, এখন তাহাকে পাইলে, তাহার শিরশ্ছেদন এই অনল নির্ব্বাণের একমাত্র উপায়। তাহারই পরামর্শে, তাহারই বীরদর্পে আরঙ্গজেবের করদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,—সেই বিশ্বাসঘাতকই সৈন্যগুলি লইয়া রাজ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহারই কুটিলতা ও কুচক্রে সেনাপতি হসন্‌সাহেবকে নির্য্যাতন ও হয়ত নিধন পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে যদি আরঙ্গজেব নগর আক্রমণ করে, রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

তদুপরি যে গিরিসুন্দরীকে না পাইলে, তাঁহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না,—তাহাকে আনিবার জন্য কত কৌশল কত ছলনা করা হইল,—আনয়ন করিতে পারা দূরের কথা, আরও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইল।

সাহকুতুব প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নিজবাসে ডাকিয়া অতি ম্লান-গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সচিব! আমীর আমাকে বন্ধুত্বের যথেষ্ট প্রতিফল দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—নগরী সৈন্যশূন্য। এক্ষণে উপায় কি?"

ম। জাঁহাপনা! আমরা তখনই জানিতাম, আমীর লোক ভাল নহে; হুজুরকে সে কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি;—সেনাপতি হসন্‌সাহেব সেই জন্যই হুজুরের নিকটে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং শেষে কি কৌশলে, কি ছলনায় জানি না—দণ্ডিত হইলেন; আমীর তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন, কি, কি করিলেন, কিছুই জানিতে পারা গেল না।

কু। আর আমার কাটাঘায়ে নুণের ছিটা দিও না, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বল।

ম। একজন সুচতুর দূতকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হউক,—যাহাতে সাজাহানের সহিত পুনরায় সন্ধি হয়, তাহার উপায় করা ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে আর কোন সুবিধাজনক পন্থা দেখিতেছি না।

কু। ভাল, তাহা যেন হইল, গোলকুণ্ডার অনেক লোক ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য?

ম। তাহারা যাহা করে, কাশীনাথ ডাকাতের বলেই করিয়া থাকে। কিন্তু আমীর যখন গিয়াছেন, তখন প্রজার প্রতি আর উৎপীড়ন না হইবারই সম্ভব,—প্রজার প্রতি উৎপীড়ন না হইলে কাশীনাথ কিছুই করে না।

কু। কাশীনাথকে কি কেহই ধরিতে বা নিহত করিতে পারে না?

ম। সাজাহানের সহিত সন্ধি হইয়া গেলে পরে, সে চেষ্টা দেখা যাইবে।

কু। মন্ত্রী!

ম। হুজুর!

কু। সেই গিরিসুন্দরীকে পাইবার উপায় কি? একে ত তাহার রূপে আমাকে পাগল করিয়াছে, তার উপর তাহাকে আনিতে গিয়া আমার সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে, কাজেই আমিও অপমানিত হইয়াছি। তাহাকে না আনিতে পারিলে, আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না।

ম। একজন গুপ্তচর সেখানে আগে পাঠাইয়া দেওয়া হউক. সে জানিয়া আসুক,—কে তাহাদিগকে রক্ষা করে। কোনপ্রকার সৈন্যবল আছে কি না, তৎপরে যাহা হয় করা যাইবে।

সাহকুতুব এই সকল যুক্তি গ্রহণ করিয়া সেই ভাবেই কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত করত সেদিনকার মত মন্ত্রণা সভা ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমীর মীরজুম্‌লার কনিষ্ঠ সহোদর মালেক গোলকুণ্ডায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সেখানে আসিয়া বড় আশায় রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে সকল আশাতেই নিরাশ হইতে হইল। আমীর মীরজুম্‌লা সেখানে নাই। অধিকন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গোলকুণ্ডারাজের পেস্কার আমীর মীরজুম্‌লার অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী,—তিনি মালেকের নিকট মালেকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আপন বাড়ী লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও,—তোমার দাদার উপরে বাদসাহের যেরূপ ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমার পরিচয় পাইলে, সম্ভবতঃ তোমাকেও কয়েদ করিতে পারেন।"

ভগ্নাশ-হৃদয়ে মালেক বলিলেন, "আমি কাজকর্ম্মের জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি, অনেক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পে। আমি একজন হীরকব্যবসায়ীকে একখানা পত্র দিতেছি, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি তোমাকে একটা কাজ দিতে পারেন।

মা। তবে তাহাই দিন। তারপর দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে যাহা হয় করা যাইবে।

পে। সত্বরেই তোমার দাদা গোলকুণ্ডার অধীশ্বর হইবেন, এই-রূপ বোধ হইতেছে।

আমীর গোলকুণ্ডারাজার বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন,—তাহা গোপনে গুপ্তচর দ্বারা পেস্কারের নিকটে বলিয়া পাঠাইতেন, আবার পেস্কার রাজধানীর গুপ্তসন্ধানাদি গুপ্তচর দ্বারা আমীরের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন।

পেস্কারসাহেব একখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া মালেককে প্রদান করিলেন, মালেক তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পত্র লইয়া এক পান্থশালায় উপনীত হইয়া তথায় আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক মালেক ভাবিলেন, একজনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, আর অনুপস্থিত হওয়া যাইবে না। এই সময় একবার পীরপাঞ্জাল

পাহাড়ে গিয়া দেলজানকে দেখিয়া আসি,—কত দিন—আজি প্রায় পনর দিন দেখি নাই! সেই দেবীদুর্লভ সুন্দর মুখের ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিল—"যেন ভুলিও না"—না দেখিলে মরিয়া যাইব। একবার দেখিয়া আসি।

মালেক সেইদিনই পীরপাঞ্চাল পাহাড়ে যাত্রা করিলেন। দুইদিন পরে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের ন্যায় কুটীর দুইখানি শূন্য—খা খা করিতেছে। সন্ন্যাসী বা দেলজান কেহই সেখানে নাই। তিনি সমস্ত পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নদীর তীরে তীরে, কুঞ্জকাননে ও লতাবিতানে সন্ধান করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন না। বুঝি দুষ্ট সন্ন্যাসী দেলজানকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে,—আর আসিবে না। তিন চারি দিন সেখানে অব-করিলেন,—পার্ব্বতীয় বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করেন, আর সেই শূন্য কুটীরে অবস্থান করেন।

একদিন দিবাবসান সময়ে মালেক্ একাগ্রচিত্তে দেলজানের সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি একান্তে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মালেক দেখিলেন,—তন্মধ্যে একজন সেই বাহক,—অপর জন ভদ্রলোক।

মালেক সেই বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি মনে করিয়া?"

সাহকুতুবসাহেবের সুচতুর গুপ্তচর বলিল, "মহাশয়! আমি কাশ্মীর-বাসী, গোলকুণ্ডায় ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করিয়াছিলাম, এই হতভাগ্য বাহক সে দিন রমণীকে প্রাণ থাকিতে ফিরাইয়া দিয়াছিল, বলিয়া বাদসাহ ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। কিন্তু ঐ দণ্ড ঘোষণা হইবার পূর্ব্বেই ও পলায়ন করে। আমি দেশে যাইতেছি ও আমার

শরণাগত হইয়াছে। তাই লইয়া যাইতেছি। ইচ্ছা, একবার সন্ন্যাসী-জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিনি কোথায়?"

মা। আমি আজি তিন চারিদিন হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু সন্ধান পাইতেছি না। বোধ হয় কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

গুপ্তচর এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিলেন, কুটীর মধ্যে কোন দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলেন না, তখন উঠিয়া যাওয়াই ঠিক বিবেচনা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বাহক ইঙ্গিত করিয়া গুপ্তচরকে মালেককে দেখাইয়া দিয়া পথে যাইতে যাইতে বলিল, "ঐ লোকটিই সেদিন সৈন্যগুলিকে ধ্বংস করিয়া রমণীকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল।"

গুপ্তচর দূর হইতে মালেকের ছায়াচিত্র তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মালেক সেদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পর দিবস আবার গোল-কুণ্ডায় ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা ও ভগিনীতে কথা হইতেছিল। বেলা অনুমান সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর, দিননাথ ঈষৎ পশ্চিমাকাশে বসিয়া প্রখর-কর-বর্ষণ করিতে-ছিলেন,—গৃহপ্রাঙ্গণে সূর্য্যমুখী ফুটিয়া একদৃষ্টে উদাসপ্রাণে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কেবলই চাহিয়াছিল।

ভগিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আজিই যাইতে হইবে?"

ভ্রাতা বলিলেন, "এখনই।"

ভগিনী লক্ষ্মীবাই,—আর তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুমারসিংহ,—উভয়ে

কথোপকথন হইতেছিল। কুমারসিংহ রাজকীয় কর্ম্মচারী—গোয়েন্দা পুলিশের বড় দারোগা।

ভ্রাতা ও ভগিনীতে কথোপকথন করিতেছিলেন, পার্শ্বের গৃহে বসিয়া, আর একটি সুন্দরী যুবতী তাহা শ্রবণ করিতেছিল—সে কুমার-সিংহের পরিণীতা স্ত্রী—তারাবাই।

লক্ষ্মী বলিল, "কবে ফিরিয়া আসিবে দাদা?"

কু। যে কয়দিন কোন প্রকার সন্ধান করিতে না পারিব, সে কয় দিন আসা ঘটিবে না!

ল। কাহার সন্ধান করিবে?

কুমারসিংহ মালেকের ছায়াচিত্রখানি লক্ষ্মীবাইকে দেখাইয়া বলিলেন, "অজ্ঞাতনামা এই লোকটির।"

লক্ষ্মীবাই সেই চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "হা ভগবান্;—দেখিতে মানুষটি বেশ সরল, কিন্তু ইহার হৃদয়েও পাপ! এলোকও নরহত্যা, দস্যুতা করিতে পারে?"

কুমারসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না লক্ষ্মী; এ লোক সেরূপ অপরাধে অপরাধী নহে। একটি স্ত্রীলোককে বাদসাহ হরণ করিয়া আনিতে সৈন্যাদি পাঠাইয়াছিলেন; তাহারা অসহায়া রমণীকে ধরিয়া আনিতেছিল, ঐ ব্যক্তি রমণীর আকুলক্রন্দনে দয়াবান্ হইয়া সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া কামিনীকে মুক্ত করিয়া তাহাকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

ল। এই অপরাধ!—ইহারই জন্য তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছ, দাদা? ইনি ত অপরাধ করেন নাই,—পুণ্যময় কার্য্যই করিয়াছেন।

কু। পুনরায় সেই রমণীর সন্ধানে গুপ্তচর পাঠান হয়, রমণী আর সেখানে নাই, কাজেই এই লোককে ধৃত করিতে হইবে। আর

সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী ও তাহার রক্ষক সন্ন্যাসীকে সন্ধান করিতে হইবে।

ল। ইহা কি অত্যাচার নহে? তুমি যেওনা দাদা।

কু। যখন গোয়েন্দাবিভাগে কার্য্য করি, তখন এ সকল আমারই কার্য্য—আদেশ হইলে না করিয়া কি করিব?

ল। ধরিতে পারিলে তাহার কি হইবে?

কু। প্রাণদণ্ড।

ল। এ কাজ আর করিও না দাদা;—মানবজীবনের যাহা কর্ত্তব্য, সেই ভদ্রলোক তাহাই করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া, বিনা-দোষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাইবে? ইহা হইতে পাপের কার্য্য আর নাই। না হয়, ভিক্ষা করিয়া খাইব। জীবন কয় দিনের জন্য দাদা?

কুমারসিংহ সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না, একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

লক্ষ্মী শূন্যপ্রাণে চাহিয়া আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনা অতিরিক্ত। তাহার সুন্দর মুখের প্রতিভা কখনও ফুটে কখনও নিভে। এমন সময়ে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তারাবাই বাহির হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "অমন করিয়া কি ভাবিতেছ?"

লক্ষ্মী অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তারাবাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারা বলিল, "ভাবনা যেন কিছু অতিরিক্ত?"

লক্ষ্মী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "বউদিদি!"

তা। কেন লো?

ল। জগতের কার্য্য এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে? নিষ্পাপ জীবন ধ্বংস করিতে পাপীর প্রবল ক্ষমতা কেন থাকে? দুর্ব্বলকে

পদদলিত করিতে সবলের চরণ কেন পক্ষাঘাতে না অসাড় হয়? কেন দয়াময়ের দয়ার রাজত্বে এ বৈষম্যের ছল?

তা। বৈষম্যের ছল কেন;—কেমন করিয়া বুঝাইব,—কেমন করিয়া জানাইব, এ জগতে এমন বৈষম্য কেন? বুঝি পোড়ানই জগতের পরীক্ষা। স্বর্ণ পোড়াইয়া তাহার শুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে হয়, মানুষ পোড়াইয়াও বুঝি তাহার হৃদয় পরীক্ষা করা হয়। ঐ দেখ, সূর্য্যমুখী ফুটিয়া আকাশপানে হতাশপ্রাণে সূর্য্যের মুখ চাহিয়া আছে, কিন্তু পোড়া ভ্রমরকুল উহার মধু লুটিয়া লইতেছে। সূর্য্যমুখীর সে কি জ্বালা নহে?—হয়ত ঐ প্রকার পোড়াইয়াই উহার প্রেমের মহাপরীক্ষা হইতেছে।

লক্ষ্মীর কাণে সে সকল কথা পঁহুছিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। সে যাহা ভাবিতেছিল, তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবনার কূল নাই, কিনারা নাই—সীমাহারা ভাবনা।

এই সময় পার্শ্বের বাটীর মধ্য হইতে একটা হাহাকার শব্দ উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীলোকের করুণ-কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তারা বলিল, "ও কি লক্ষ্মী?"

"কি জানি!" এই কথা বলিয়া ছুটিয়া সে সেই বাড়ীতে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখে, সেই বাড়ীর ছাদ হইতে একটি সাতবৎসরের মেয়ে পড়িয়া গিয়া, অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে।

মরিয়া গিয়াছে, ভাবিয়া বড় কেহ তাহার শুশ্রূষা করিতেছে না। সকলে কাঁদিয়া গোল পাকাইতেছে। লক্ষ্মী সেই ভিড় ঠেলিয়া বালিকার অজ্ঞান দেহের নিকটে গমন করিল এবং তাহাকে মাটি হইতে তুলিয়া কোলে লইল। পাখার বাতাস দিয়া, মুখে চোখে জল দিয়া প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এদিকে বাড়ীর কর্ত্রীকে

ধমক দিয়া বলিল, "মর্ মাগী, বসিয়া বসিয়া কাঁদিলে যেন মেয়ের গায়ের ব্যথা যাবে। শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাও।"

তখন চিকিৎসক ডাকিতে লোক ছুটিল। এদিকে লক্ষ্মীর শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে, মেয়ে নিশ্বাস ফেলিল,—চক্ষু মুদিত করিয়াই দীর্ঘশ্বাসের সহিত ডাকিল, "মা!"

তাহার মুখচুম্বন করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "কেন মা; ভয় কি? সেরে যাবে এখন।"

এমন সময় চিকিৎসক আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই। তবে গায়ে ব্যথা নিবারণ জন্য সর্ব্বাঙ্গে ঔষধের প্রলেপ দিতে হইবে।"

মেয়েটিও এই সময় একটু চমকভাঙ্গা হইল। তখন তাহার মাতার ক্রোড়ে বালিকাটি প্রদান করিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিল! দরওয়াজা দিয়া বাহির হইতেই দেখিল, একটি বৃদ্ধা ও রুগ্না স্ত্রীলোক উচ্ছিষ্ট পত্রের সহিত পরিত্যক্তান্ন খুঁটিয়া খাইতেছে।

লক্ষ্মী বলিল, "মর বুড়ী—তোর কি আর ভাত জোটে না। পেটে এক রা'শ ক্ষুধা, আর ঐ একটা একটা কুড়াইয়া খাইয়া তোর কি হবে?"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "কোথায় পাব মা! আজ তিন দিন ভাত খাই নাই। বাতের বেদনায় উঠিতে পারি নাই,—আ'জ উঠিয়াছি, কিন্তু চারি পাঁচ দ্বারে ঘুরিয়াছি, কোথাও পাই নাই।"

"আয়, আমার সঙ্গে আয়।" বলিয়া লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী গেল। বামুনঠাকুরকে ভাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"ভাত হাঁড়িতে নাই।"

লক্ষ্মী তখন একটা বাটীতে করিয়া খানিক তৈল আনিয়া বুড়ীকে বলিল, "এই তেল মাখিয়া ঐ পুকুর হইতে স্নান করিয়া আয়।"

বৃদ্ধা মাথা পূরিয়া তৈল দিয়া স্নান করিতে গেল। লক্ষ্মী তখন নিজ হস্তে রাঁধিতে বসিল। বৃদ্ধা স্নান করিয়া আসিলে, তাহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইল। তরকারির ভাগটা সংখ্যায় কম হইয়াছিল; কিন্তু দুগ্ধ ও সন্দেশে তাহা পোষাইয়া দিল।

বৃদ্ধা ভোজন করিতেছে; লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মীর মাতাঠাকুরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মীকে জানিতেন। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি মা! ও তোমার মেয়ে নাকি? মেয়েকে খাওয়াইতে যেন বড় ব্যস্ত আছ?"

লক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমার মেয়ে বড় দুঃখিনী। জামাই আমার পাগল;—শ্মশানে মশানে কোথায় থাকে, খোঁজ নাই। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে;—সেখানে গিয়া কি খাইবে,—মা! আমার মেয়েকে কিছু দেবে?"

মাও হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন; "দেব।"

ল। তবে আন।

মা। তোমার মেয়ের ভোজন সমাপ্ত হউক।

ল। এই হইল।

মাতা চলিয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর হস্তে দুইটি টাকা দিলেন। লক্ষ্মীর আব্দারে তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ দিতে হয়। তিনি টাকা দিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধার ভোজন সমাপ্ত হইল; লক্ষ্মী আচমনের জল দিল। আচমনান্তে বৃদ্ধা লক্ষ্মীর মুখের দিকে প্রফুল্লাননে চাহিয়া বিদায় প্রার্থনা করিতে যাইতেছিল, তখন লক্ষ্মী তাহার হস্তে টাকা দুইটি দিয়া বলিয়া দিল, "বুড়ি! এই দুইটা টাকা নাও, যে কয়দিন শরীর অসুস্থ থাকে, চালাইও।"

লক্ষ্মীর অযাচিত করুণার ধারায়, বৃদ্ধার চক্ষু-কোণে জল আসিল। গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "মা ! আমার মাতায় যত চুল, তত তোমার পরমায়ু হউক,—যোড়া বেটার মা হও।"

ল। তা হই হব, তুই যা বুড়ী—

মৃদুস্বরে বলিল,—"ছেলের বাপ নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ছেলের বাপ নাই কেন,—খুঁজিয়া দেব।"

পশ্চাৎ হইতে কে এই কথা বলিল; হাসিমুখে লক্ষ্মীবাই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শকুন্তলা।

লক্ষ্মী ছুটিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া, যে গৃহে তারা বসিয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তারা বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। লক্ষ্মী বলিল, "রাধা বুঝি নন্দদুলালের ভাবনায় আছ ? আয়ান কিন্তু বাড়ী-ছাড়া।

তারা অপ্রতিভ হইল। বলিল, "দূর।"

ল। তবে কি আয়ানের ভাবনাই ভাবিতেছিলে ?

তা। কিছুই না। একা, বসিয়া আর কি করিব—চুপ করিয়া ছিলাম।

শকুন্তলা বলিল, "তোমার দীপচাঁদ যে মাতৃহারা হইয়াছে, একবার তোমায় না দেখিলে, আর বাঁচে না।

ল। এক দিন নিয়ে এস।

শ। (হাসিয়া) এক দিন কি? তাহাকে আজই আসিতে বলিয়াছি; হয়ত এতক্ষণ সে আসিয়া তোমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া আছে।

"তবে একজন দাসীকে পাঠাইয়া তাহাকে এখানে আনাই।" এই কথা বলিয়া লক্ষ্মী দাসীর অনুসন্ধানে তথা হইতে বাহির হইয়া গেল।

শকুন্তলা তারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেমন আছ সখি?"

তা। (মৃদু হাসিয়া) ভগবান্ যেমন রাখিয়াছেন,—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে।

শ। তোমার স্বামী তোমায় কেমন ভালবাসেন?

তা। হঁা, লক্ষ্মীর দাদা ভদ্রলোক।

শ। উদয়ের কথা বোধ হয় এখন আর মনে নাই।

তারা কোন কথা কহিল না। খঞ্জন-চঞ্চল আঁখিদ্বয় স্থির হইল। বলিল, "সে কথা কেন?"

শ। জিজ্ঞাসা করিলে দোষ হয় কি?

তা। হয় বৈ কি। এখন যে আমি পরিণীতা।

শ। তবে বোধ হয় ভুলিতে পার নাই?

তা। কি ভুলিতে পারি নাই?

শ। উদয়কে।

তা। উদয়!—উদয় আমার কে?

শ। কেহ নয়, কিন্তু ভালবাসিতে।

তা। ভালবাসা,—মিথ্যা কথা। প্রেম,—কেন হয়, জানিনা। কিন্তু হইলে আর যায় না ইহা এখন বেশ বুঝিয়াছি।

শ। তবে?—তবে কি প্রকারে সুখী হইবে? কি প্রকারে ঘর-সংসার করিবে?

তা। ঘর-সংসারে আসক্তি নাই,—তবু কেন করিব না। করিতে হয় বলিয়াই করিব। স্বামিসেবা করিতে হয়, বলিয়াই করিব। যাহারা সন্ন্যাসিনী, তাহারা সংসার করে না কি ?

শ। তোমারও কি তাই ?

তা। তোমার সখী তারাবাই উদাসিনী—স্নেহের পারাবার ভ্রাতার ভবিষ্যৎ উন্নতি-আশা, আর পূজ্যপাদ পিতার ইচ্ছা ও আনন্দই তাহার স্বর্গ,—পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইহাদিগেরই স্নেহভালবাসা প্রভৃতির এক স্রোতে এ জীবন—ঢালিয়া দিয়াছি। সেই স্রোতই আমার স্বর্গ বা সুখ।

এই সময় দীপচাঁদকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। একটা কাষ্ঠাসন দেখাইয়া দিয়া বলিল, "দীপচাঁদ! ঐখানে ব'স।"

দীপচাঁদ হাঁ করিয়া, তারার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিল। কতদিন সে সেই অম্লান-পঙ্কজ মুখখানি দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে,—একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠাসন অভিমুখে যাইতেছিল। কাষ্ঠাসনের নিকটে পঁহুছিলেও, সে মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—সহসা তাহাতে বাধিয়া "হুড় মুড়" করিয়া কাষ্ঠাসনসহ সেই মেঝেয় পড়িয়া গেল। কাষ্ঠাসনখানি উল্টাইয়া গিয়া তাহার বুকের উপরে পড়িল। যুবতীত্রয় 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "দীপচাঁদ! আগে বসিয়া তারপর দেখিলে, আর পড়িয়া যাইতে হইত না।"

দীপচাঁদ কিছু অপ্রতিভ হইল। সে উঠিয়া বসিয়া, তারার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'টু—টু—টুমি, কেমন আ—আছ ?"

তারা হাসিয়া বলিল, "আমি ভাল আছি, তুমি আমাকে আর ত একটিবারও দেখিয়া যাও না। খোঁজটাও নাও না।"

দীপচাঁদের মুখখানা যেন জ্বলিয়া উঠিল,—চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত

হইয়া পড়িল। কণ্ঠের সমস্ত শিরাগুলি এককালীন ফুলিয়া উঠিল। বলিল, "আ—আ—আমি, টোমাড় খোজ পি—পি—পিরাই নেই। টু—টু—টুমি সে দিন টো—টোমাড় মামাড় বাড়ী যাবে শু—শুনে, আমি ড়াস্‌টাড় বটগাছে বসিয়া ছিলাম—ভাব্‌লাম সে—সেখান হইটে টোমায় ডেক্‌বো, কিণ্টু ডেখিটে পেলাম না। টোমাড় শোয়াড়ী কাপড় ডিয়ে ঢাকা ছিল, আড় বেহাড়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।"

শকুন্তলা তারার মুখের দিকে চাহিল। তারা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার দিদিমা ভাল আছেন?"

দী। হাঁ, ভা—ভাল আছে।

শ। দীপচাঁদ; তুমি কি তারাকে বড় ভালবাস?

দীপচাঁদ কোন কথা কহিল না। তাহার স্থির নিম্নদৃষ্টি চক্ষু দুইটিই সে কথার উত্তর প্রদান করিল।

শ। দীপচাঁদ; তারার যদি বিবাহ না হইত, আর তুমি যদি তারাকে বিবাহ করিতে পাইতে, তবে কি বড় সুখী হইতে?

এবার দীপচাঁদ হাসিয়া ফেলিল। কথার উত্তর দিল না।

শকুন্তলা বলিল, "বল না, দীপচাঁদ; তারাকে বিবাহ করিতে পাইলে তুমি সুখী হইতে কি না?"

দী। ডূড়—ডুড়। টা—টা—টা—টাড়া বৌ হবে, আড় আমি সোয়ামী হব—টা—টাড়া ভাট ড়াডিবে, কাজ কড়িবে, ছি! টাঁড়া বৌ হলে আ—আমি ভালবাসিটাম না। ছি! ছি! ছি!

শ। তবে কি তারাকে শুধু দেখিতেই ভালবাস?

দী। টা নয়টো কি?

শ। দীপচাঁদ; আমাদের বাড়ী ভাঁড়ারীর কাজ কর না কেন? তাহইলে রোজ রোজই—সর্ব্বদাই তারাকে দেখিতে পাইবে।

দীপচাঁদ কথা কহিল না। শকুন্তলা মৃদুস্বরে বলিল, "পসন্দ হইল না।"

ল। আপত্তি আছে, দীপচাঁদ ?

দী। টোমাড় ডাডা—ডা—ডাড়োগাসাহেব বড় দুষ্টু। আমি পাড়িব না।

ল। কেন, তিনি তোমার কি করিবেন ? তাঁহার বৌকে তুমি দেখিবে, এইমাত্র বৈ ত নয় ? চাঁদকে লোকে দেখে, তাতে চাঁদের কি হয় ?

দীপচাঁদ কথা কহিল না। শকুন্তলা বলিল, "না দীপচাঁদ তাহা করিতে যাইবে কেন। দীপচাঁদ তুমি বিবাহ করিবে ?

দী। না।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, "একেবারে স্পষ্ট জবাব। কেন—বিবাহ করিবে না কেন ?"

দী। ই—ইচ্ছা কড়ে না।

শ। ভাল সুন্দরী মেয়ে হইলে বোধ হয় করিতে পার ?—এই আমাদের লক্ষ্মীবাইয়ের বিবাহ হয় নাই, ইহাকে যদি বিবাহ কর, এখনই হইতে পারে।

লক্ষ্মী হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মর।"

শকুন্তলাও হাসিল। হাসিয়া বলিল, "কেন এই যে, ছেলের বাপের অভাবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলে।"

ল। (হাসিয়া) অমন ছেলের বাপ চেয়ে,—শুধু মা থাকাই ভাল।

শ। দেখ, দীপচাঁদ স্বীকার আছ ?

দী। না।

শ। কেন ?

ল। পসন্দ হয় না,—তোমাকে পাইলে বোধ হয়, বিবাহ করিতে পারে।

দী। কাহাকেও না।

ল। তবে আর হয় না,—ভাবিয়াছিলাম, স্বয়ম্বরাই হই। কিন্তু বর গররাজী।

শ। লক্ষ্মীকে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে তুমি এই বাড়ীর জামাই হইবে, সর্ব্বদা যাওয়া-আসা ঘটিতে পারে, তখন তারাকে খুব দেখিতে পাইবে।

ল। এইবার বুঝি স্বীকৃত।

দী। তবে করিতে পারি।

ল। রক্ষা কর—আর বিবাহে কাজ নাই।

শ। মর্ পোড়ারমুখী, তোর ইচ্ছাতে কাজ নাকি ?

ল। বর, তবে একটা গান গাও—পরীক্ষা করি।

দীপচাঁদ তারার মুখের দিকে চাহিল। তারা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর পাগল ক্ষেপাও কেন ? ছাড়িয়া দাও।"

লক্ষ্মী বলিল, "এস, দীপচাঁদ ; তোমাকে বাহিরে রাখিয়া আসি। কি জানি, যদি বিয়ে হয়, তখন লোকে ঠাট্টা করিবে যে, লক্ষ্মীবাই নিজে পসন্দ করিয়া পতিরত্ন সংগ্রহ করিয়াছে।"

দীপচাঁদ তারার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দা-পুলীশের বড় দারোগা কুমারসিংহ অনেকগুলি গুপ্ত-সহচর সঙ্গে লইয়া, গিরিসুন্দরীর উদ্ধারকর্ত্তা যুবককে এবং গিরিসুন্দরী ও সন্ন্যাসীকে ধরিবার জন্যে বাহির হইয়া, প্রথমে সহর, তৎপরে গ্রাম, পল্লী এবং তদনন্তর পর্ব্বতশিখর, পর্ব্বতের গুহা সমস্তই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেবলই যে, অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহাও নহে; সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক ধৃতও হইতেছিল।

ছায়াচিত্রের সহিত যে যুবকের মুখের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে, সে ধৃত হইতেছিল; যাহার চক্ষু দুইটি প্রায় ছায়াচিত্রের মত, সেও ধৃত হইতেছিল, যাহার অবয়ব সেইরূপ দীর্ঘ, সে ধৃত হইতেছিল,—যে যুবক, অথচ দূরদেশ হইতে ব্যবসায় বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, কি কোথাও চলিয়া যাইতেছে, তাহারও অব্যাহতি নাই,—সেও ধৃত হইতেছিল।

সন্ন্যাসীর ত কথাই নাই। দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাইলেই কুমারসিংহ ধরিতেছিলেন। আর যে সন্ন্যাসীর যুবতী কন্যা আছে, সেই কন্যা সুন্দরী বা কুশ্রী হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না,—তাহাকে সকন্যা ধৃত করিয়া লওয়া হইল। এইরূপই রাজাদেশ।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস ঘুরিয়া ফিরিয়া এইরূপ পাঁচ ছয় শত লোক ধৃত করিয়া লইয়া দারোগা কুমারসিংহ বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ সরকারী গারদঘরে বন্দিগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বন্দিগণের হাহাকারে, আর্ত্তনাদে ও করুণ-

ক্রন্দনে সেই বিস্তৃত জনশূন্য প্রহরিবেষ্টিত গারদগৃহ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কুমারসিংহ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, সে দিন এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। মনে মনে বুঝি একটা বিজয়-গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইল,—সমস্ত বাড়ীখানি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইল এবং সন্ধ্যা হইতেই দীপমালায় উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

উৎসবের জন্য লক্ষ্মী শকুন্তলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে। সে বৈকাল হইতে গাছকোমর বাঁধিয়া, বাঁটনা বাটা, কুট্‌না কুটা, পান সাজা প্রভৃতি সমস্ত কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

আর লক্ষ্মীর হাতে এমন কোন কাজ নাই, কিন্তু সমস্ত কাজেই সে আছে। ছুটাছুটি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—কাজের উদ্যোগ করিয়া দেওয়া, যে যাহাতে অপারগ হইতেছে, তাহার ব্যবস্থা বা নিজে সম্পন্ন করা, ইহাই লক্ষ্মীর কাজ। এই লক্ষ্মী এখানে,—চক্ষুর পলক ফেলিতে লক্ষ্মী আবার অন্যত্র,—সে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। রন্ধন-কারিণী বলিল, "লুচি বেলিবার ঘৃত ফুরাইয়াছে", লক্ষ্মী আপনি ছুটিয়া ভাণ্ডার হইতে ঘৃত আনিয়া দিল। যেখানে স্থূলোদরা রমণীকুল বসিয়া তরকারি কর্ত্তন করিতেছিল, লক্ষ্মী সেস্থানে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একজন একটা প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ড লইয়া তাহাকে কর্ত্তন করিবার জন্য বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও কুষ্মাণ্ডবরকে অস্ত্র-মুখে ফেলিয়া কর্ত্তন করিতে হীনসামর্থ্যা হইল। তখন লক্ষ্মী বলিল, "দেখি গো, আমি পারি কি না।"

সে সরিয়া বসিল, লক্ষ্মী কুষ্মাণ্ডটিকে দুই তিন খণ্ডে কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যেখানে পানসাজা হইতেছিল, সেখানে যাইয়া দেখিল, অঙ্গুলি ও জিহ্বার কার্য্য সমানভাবে চলিতেছে,—মরুক, তত দোষের

কিছুই নাই। অন্যত্র গিয়া দেখে, চোরকুঠারীর পার্শ্বে একটা মাদুর পাতিয়া কয়েকটি মেয়ে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। খেলা খুব জমিয়া গিয়াছে! ক্রীড়নশীলা রঙ্গিণার দশমাসের শিশু পার্শ্বে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। রঙ্গিণার খেলায় হার চলিতেছিল, সুতরাং শিশুর যে একটা অভাব পড়িয়াছে; তাহা বুঝিতে পারিয়াও রঙ্গিণা তাহা পূরণ করিতে পারিতেছিল না। কেননা, খেলার পড়তা আর শিশুর অভাব এক সঙ্গে কিছু সামলান যায় না। কাজেই রঙ্গিণা খেলাটাই উত্তমরূপে সামলাইয়া লইতেছিল। তথাপিও অন্যমনস্কভাবে মুখে এক একবার বলিতেছিল, "লক্ষ্মীচাঁদ আমার, যাদু আমার, একটু থাম, এইবার তোমাকে কোলে নিচ্চি" কিন্তু লক্ষ্মীছেলেটি যখন কিছুতেই বুঝিল না যে আপাততঃ তাহার স্বর সংযম করা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা মাতার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা এবং তৎফলস্বরূপ খেলায় পরাজিত হইয়া পুত্রশোকেরও অধিক শোক পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; তখন মাতা পুত্রের জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সুবুদ্ধি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মাতৃকুলের চিরাভ্যস্ত প্রথা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ঔষধে রোগ বাড়িয়া উঠিল। বিব্রত ও নিরুপায় মাতা যখন ঔষধের মাত্রা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। কাণ্ডটা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "মর্ মাগী; কাণের কাছে ছেলেটা কাঁদিয়া খুন হইতেছে, খেলাই বড়।"

বকিতে বকিতে লক্ষ্মী শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার অশ্রু-লালা-কজ্জল-রঞ্জিত মুখ মুছাইয়া দিল। আপনি উদ্যোগ করিয়া ভুলাইয়া একবাটী দুগ্ধ সেবন করাইয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে প্রদান করিল।

বাড়ীর খিড়কীর পুকুরপাড়ে যেখানে দধিম্রক্ষিত কদলীপত্র আর ভগ্নভাণ্ড ও খুরির চতুঃপার্শ্বে সারমেয়কুল সভা করিয়া বসিয়াছিল, সেই

স্থানে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া একজন ভিখারিণী চির-দারিদ্র্যের পরিচয় স্বরূপ আপনারই অনুরূপ একটি শিশু কোলে করিয়া বসিয়াছিল। আর মধ্যে মধ্যে খিড়কীর পার্শ্ব দিয়া বাড়ীর ভিতর যেখানে রোয়াকের উপর বসিয়া নিমন্ত্রিতাগণ খাইতেছিল, সেই দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। সহসা লক্ষ্মীর চক্ষু সেই দিকে পতিত হইল।

লক্ষ্মী একেবারে তাহার নিকট গিয়া বলিল, "তুই মাগী এখানে বসিয়া কি করিতেছিস্! খাওয়া দেখিলে কি তোর পেট ভরিবে? আমিত লক্ষবার এইস্থান দিয়া যাতায়াত করিতেছি, আমাকে ডাকিয়া বলিতে বুঝি তোর বাক্‌রোধ হইয়াছিল! আয় উঠিয়া আয়।"

তখন গলির পথে এক পাশে তাহার জন্য পাতা পড়িল। যে পরি-বেশন করিতেছিল, লক্ষ্মী তাহাকে গিয়া বলিল, "পট্টবস্ত্রপরা অলঙ্কারে আচ্ছাদিতাদের কাছে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলে হয় না। ঐ গলির মধ্যে ছেঁড়া-নীপরা একজন আছে, ঐ দিকে একবার যাও।"

লক্ষ্মীর হুকুম তামিল করিতেই হইবে। পরিবেষ্ট্রী গিয়া দরিদ্র রম-ণীকে পরিবেশন করিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। আহারাদি ব্যাপার ক্রমে সমাধা হইয়া গেল। বহির্ব্বাটীতে স্তম্ভে স্তম্ভে আলোকমালা জ্বলিতেছিল, সেখানে একদল তয়ফাওয়ালী আসর জাঁকাইয়া বসিল।

তখন শকুন্তলার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী তারার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

তারা তখন বসিয়া বসিয়া একখানা কি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লক্ষ্মী সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "পাঠকঠাকুর! আপাততঃ পাঠ বন্ধ করিয়া আমাদের একটা কথার মীমাংসা করিয়া দাও।

তারা পুস্তক ফেলিয়া, মৃদু হাসিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিল।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "আজি কি আমরা একেবারেই পর, কথাটাও কহিতে নাই?"

তা। (মৃদু হাসিয়া) পর কেন গো, এস।

শকুন্তলা বলিল, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর; আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসি।"

লক্ষ্মী তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রতিজ্ঞা?"

শ। দীপচাঁদকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তারাকে দেখাইব বলিয়া। সে আহার করিয়া বসিয়া আছে, একবার তারাকে দেখিয়া তবে নাচ দেখিতে যাইবে।

ল। (হাসিয়া) তার পোড়াকপাল।

"আমি বড় ভালবাসি। সে বোকা কিছুই বোঝেনা,—তবু কেমন একটানা একটু শান্তশীতলজ্যোৎস্নার মত সে প্রাণে প্রেমের ভাব। কিন্তু পাপ নাই, ইন্দ্রিয়ের কোনপ্রকার উচ্ছ্বাস নাই—ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে ভাবে, দীপচাঁদও তেমনি তারাকে ভাবে—দেখিতে পাইলেই সুখী।" এই কথা বলিয়া শকুন্তলা দীপচাঁদকে ডাকিতে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

শকুন্তলা চলিয়া গেলে, তারা বলিল, "যখন তখন দীপচাঁদকে আমার এ ঘরে লইয়া আসিলে, তোমার দাদা যদি রাগ করেন?"

লক্ষ্মী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি অতি উচ্চ—হাসি আর থামে না।

তারা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মরণের দশা আর কি! অত হাসি কেন?"

লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দীপচাঁদেও মন আছে না কি?"

তারা। (হাসিয়া) তোমার পোড়ামুখ।

ল। তাহা আর একবার করিয়া। দীপচাঁদও আমাকে বিবাহ করিতে চাহে না। তবে তোমাকে দেখিতে পাইবে, এই ভরসায় এই বাড়ীর জামাই হইতে সম্মত। বলি, নিজের মনে যদি পাপ না থাকে, তবে দাদা কি ভাবিবেন? দাদা ত আর পাগল নহেন। দীপচাঁদ হেন মানুষকে তোমার ঘরে আসিতে দেখিয়া রাগ করিবেন। বিশেষতঃ আমরা সকলে যে, ঘটকী হইয়া—রাধাকৃষ্ণ লইয়া কুঞ্জকেলি করিব—তাহা কি তিনি সহজে বিশ্বাস করিবেন?

তা। না করিলেই ভাল।

ল। তোমাদের বাড়ী বাল্যকাল হইতে আসা যাওয়া করে, প্রতিবেশী, তাই এ বাড়ীতে কোন কাজে আসিলে, দেখা করিয়া যায় তাহাতে দোষ নাই—রাইমণি!

এই সময়ে দীপচাঁদকে সঙ্গে লইয়া শকুন্তলা আসিয়া উপস্থিত হইল। দীপচাঁদকে বলিল, "ঐ দেখ, তোমার পূর্ণিমার চাঁদ আলো করিয়া বসিয়া আছে।"

তা। দীপচাঁদ ভাল আছ?

দী। হাঁ। টু—টুমি কেমন আছ?

তা। আমিও ভাল আছি। আজ আমাদের বাড়ী গিয়াছিলে?

দী। গি—গি—গিয়াছিলাম; টোমাড় বাপ কা—কাজেড় ঝঞ্ঝাটে আস্‌টে পাড়েন নি।

তা। বস।

দীপচাঁদ একটা কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল। শকুন্তলাকে লক্ষ্মী বলিল, "নাচ আরম্ভ হইয়াছে, তুমি একটু কিছু খাইয়া নাও। আহা; এত খাটুনি—কিন্তু বিধবার কি কিছু খাইতে আছে! তোমায় দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়!"

শ। (হাসিয়া) তবে আর আসিব না। যাহাকে দেখিলে দুঃখ হয়, তাহার আসিবার প্রয়োজন কি? আসিলে সুখী হও, ভাবিয়াই আমি ছুটিয়া আসি।

লক্ষ্মী গম্ভীরমুখে সজল নয়নে বলিল, "তামাসা নহে। যখন তোমার প্রীতিভরা চেহারা দেখি, হাসি মুখে দেখি—তখন বড়ই আনন্দ হয়, আর যখন তোমার জীবনের কথা মনে হয়, তখন প্রাণান্তিক দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়।"

তা। সে আর একবার করিয়া বলিতে। কাহার জন্য সংসার, কাহার জন্য খাটুনি—ছেলেপুলের আশা নাই, স্বামীর আদর কাহাকে বলে জীবনে জানিতে পাইল না, ইহা অপেক্ষা আর শোকের কারণ কি আছে? তবে সখী আমাদের নাকি বড় শান্তিময়ী,—তাই সর্ব্বদাই আনন্দমাখা।

শ। তোমরা আমাকে যত দুঃখী ভাব, আমি বস্তুতঃ তত নহি। সেই যে কয়দিনের জন্য স্বামীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম,—এখনও আমার হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজিত আছেন। তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া সংসার পাতাইয়া আমি বড় সুখে থাকি। কখন তিনি পতি, আমি তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া থাকি, কখনও তিনি পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা হইয়া পড়ি; কখনও তিনি ভ্রাতা, আমি স্নেহেতে নিমজ্জিত হই; কখনও তিনি পুত্র, আমি বাৎসল্যে পূরিতা; কখনও আমি স্বামী, তিনি আমার শকুন্তলা;—এই রূপেই তাঁহাকে হৃদয়ে

লইয়া সংসার পাতাইয়া বড় সুখে দিন কাটাইতেছি। আমার আনন্দ কেন না থাকিবে সখি!

লক্ষ্মী গম্ভীর অথচ মধুরস্বরে বলিয়া উঠিল "ধন্য প্রেম তোমার,—সূর্য্যমুখীর সূর্য্য-উপাসনার মত তোমার প্রেমে কামনার ছায়া, অশান্তির করালতা নাই, কিন্তু নৈরাশ্যের নিরাকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার যে উন্মাদতা আছে, তাহা শুনিলে পাষাণ প্রাণও ফাটিয়া যায়। হিন্দু বিধবার প্রেমই যথার্থ প্রেম। এখন একটু কিছু খাও। নাচ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দেখিতে যাব।"

শ। আজি এত ধূম কেন?

ল। মধ্যে মধ্যে হয় না কি!

শ। আজি নাকি দারোগাসাহেব অনেক আসামী ধরিয়া আনিয়াছেন, তাই মনের আনন্দে এই উৎসব করিতেছেন?

লক্ষ্মী ছল ছল নেত্রে বলিল "সে কথা আর তুলিও না।"

শ। কেন, কি হইয়াছে?

ল। দাদা আসামী ধরিতে গিয়াছিলেন,তিন জন;—তাও তাহারা নির্দ্দোষ। একটি সুন্দরী যুবতীকে বাদসাহ কোথায় নেকনজরে দেখিয়াছিলেন, শেষে দয়া করিয়া তাহাকে বেগমসাহেবাদের দলের মধ্যে ফেলিবার জন্য ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার রক্ষক সন্ন্যাসীকে বুঝি তৎপূর্ব্বেই ডাকিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অসহায়া রমণীকে সহজেই বাদসাহ-প্রেরিত বীরবরেরা ধরিয়া ডুলিতে করিয়া লইয়া আসিতেছিল—রমণীর আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া একটি যুবক সেই বীরসৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া রমণীকে উদ্ধার করেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেখানে গিয়া সমস্ত অবগত হইয়া যুবতীকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন,—যুবক যেথানে যাইতে

ছিলেন, হয়ত তথায় চলিয়া গিয়াছেন। দাদা সেই তিনজনকেই ধরিতে গিয়াছিলেন

শ। তবে এত লোক ধরিয়া আনিলেন কেন? শুনিলাম গারদ-ঘর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ল। কে তাহাদিগকে বাছিয়া খুঁজিয়া আনে—সে ত কম কষ্ট নহে! যাহাকে সেই যুবকের ছায়াচিত্রের অনুরূপ দেখিয়াছেন, তাহাকেই ধরিয়াছেন—যে বিদেশী, তাহাকেই ধরিয়াছেন। আর সন্ন্যাসী-মোহান্তের ত কথাই নাই। সন্ন্যাসীর মেয়ে দেখিলেই ধরিয়াছেন।

শ। ইহাদের কি হইবে?

ল। কেন, ফাঁসি।

শ। বিনা অপরাধে—এত মানব জীবন বিনষ্ট হইবে?

ল। তুমি আমি কি করিতে পারি সখি? যদি আমার প্রাণ দিলে লোকগুলি মুক্তি পাইতে পারিত; আমি এখনই তাহা দিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে।

সহসা কে বলিয়া উঠিল "তুমিই ধন্যা!"

সকলে সচকিতে চাহিল। উত্তর দিকের দরওয়াজা ঠেলিয়া একজন দীর্ঘকায় যুবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে আসিল তাহার দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘবাহু—সুগোল শরীর, প্রশস্ত ললাট। বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত। যোদ্ধ-বেশ—কটীতে নিষ্কোষিত দ্বিধার কৃপাণ ধক্ ধক্ করিতেছে, হস্তে আগেয়াস্ত্র পিস্তল। পৃষ্ঠ-লম্বিত থলিয়ায় অস্ত্র-রাশি পরিপূর্ণ।

মহিলাগৃহে সহসা অপরিচিত যোদ্ধ-যুবকের প্রবেশ। সকলেই ভীত হইল। যুবক মৃদু হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী বাইয়ের সুন্দর অথচ ভয়-সঙ্কোচিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনার হৃদয় যথার্থ

দেবী-হৃদয়। আপনার হৃদয়-নিঃসৃত প্রেম-শান্তির ধারায় অনেক পাপী-তাপীর প্রাণ শীতল হইবে। হয়ত আমাকে দেখিয়া আপনাদের ভয় হইয়া থাকিবে—ভয়ের কারণও আছে, আমি ডাকাত। কেশে-ডাকাতের দলের লোক।”

শকুন্তলা বামহস্তে রেকাব লইয়া তদুপরিস্থিত একটা সন্দেশ তুলিয়া কেবল গালে দিতে যাইতেছিল, ডাকাতের নাম শুনিয়া ঝনাৎ করিয়া রেকাবখানা পড়িয়া গেল,—পড়িল গিয়া, জলপূর্ণ ঘটীর উপর। ঘটীটা সহসা রেকাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজগর্ত্তস্থ জলরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

তারা ডাকাতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দুই হস্তে দুই চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া পড়িল। শকুন্তলা আড়ষ্ট হইয়া হাঁ করিয়া ডাকাতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী এক একবার তাহার মুখের দিকে চাহে, আবার ভয়ে বিস্ময়ে অবনতমুখী হইয়া মৃত্তিকায় চক্ষু সংলগ্ন করে। দীপচাঁদ কেশেডাকাতের নাম শুনিয়া এবং ডাকাতের গৃহ-প্রবেশ দেখিয়া, একেবারে গড়াইতে গড়াইতে পালঙ্কের নিম্নে চলিয়া গিয়াছে।

দস্যু প্রশান্ত স্বরে বলিল, “লক্ষ্মীবাই; আমি ডাকাত হইলেও আমাকে তোমাদের ভয় নাই।”

ডাকাতের মুখে আশ্বস্তের কথা শুনিয়া, শকুন্তলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িল এবং তারার হাত ধরিয়া টানিয়া নামাইয়া লইল। লক্ষ্মীও নামিল,—তাহারা সাহসে ভর করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইতেছিল। দস্যু তাহাদের গমনে বাধা দিয়া বলিল, “যাইও না, একটা কথা শোন।”

লক্ষ্মী বড় দুষ্টু মেয়ে, সে সহজে ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। একটু

সাহস পাইয়া, ভীত-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দস্যুকে কাহার না ভয় করে ? দস্যুর কি হিতাহিত জ্ঞান আছে ?"

দ। কেশেডাকাতের দলের লোকের তাহা আছে।

ল। যদি আছে, তবে এ কুল-মহিলাগণের গৃহে আগমন করিলেন কেন ?

দ। (হাসিয়া) কোন রত্ন পাইবার আশয়ে।

ল। কি রত্নের আশা করেন ? আমাদের এখানে কিছুই নাই।

দ। তোমার মত রত্ন বুঝি জগতে আর নাই। বালিকাহৃদয়ে যে জীবে দয়া আছে, তাহা অনন্যদুর্লভ। তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি আমার গোয়েন্দার ভুলে এ গৃহে উপনীত হইয়াছি। তোমার দাদাকে ধরাই আজিকার উদ্দেশ্য।

ল। আমার দাদা ;—কেন আমার দাদা তোমাদের কি করিয়াছেন ?

দ। যে জন্য এইমাত্র তুমি দুঃখ করিতেছিলে, বলিতেছিলে প্রাণ দিয়াও যদি তুমি নির্দ্দোষ বন্দিগণের প্রাণ রক্ষা করিতে পার, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছ। আমিও সেই বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আজি সদলবলে তোমাদের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছি।

ল। কেন, ঐ বন্দিগণের মধ্যে তোমাদের কেহ আছেন নাকি ?

দ। লক্ষ্মী ! এ জগতে কে কাহার ? আবার সকলেই সকলের। অন্যায়রূপে অতটি লোক নিহত হইবে, আর আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিব ?

ল। তোমরা কতজন ডাকাত আমাদের বাড়ী পড়িয়াছ ?

দ। ত্রিশজনের উপরে হইবে না।

ল। আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় দুইহাজার লোক উপস্থিত

আছে। তাহা ছাড়া—পুলিশ-সৈন্য আছে, প্রয়োজন হইলে দুর্গ হইতে সৈন্যও আসিতে পারে। তোমরা ত্রিশ জনে কি করিবে?

দ। যদি না পারিয়া উঠি,—মরিব। তবুও কতকগুলি নির্দ্দোষ ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া প্রাণ দিলাম। আমরা প্রাণ লইয়া বসিয়া থাকিব—আর আমাদেরই মত কতকগুলি মানুষ বিনাপরাধে হত হইবে, জীবনীশক্তি থাকিতে কেহই তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিতে পারে না।

আগন্তুকের সহিত কথা কহিতে কহিতে লক্ষ্মী ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে ডাকাতের সহিত কথা কহিতেছে, সে যেন তাহার কোন বাল্যসহচরের সহিত কথা কহিতেছে, এমনই নির্ভয়ে, এমনই ভাবে কথা কহিতেছিল। যুবকের প্রাণটা যাইবে—লক্ষ্মী হৃদয়ে যেন ব্যথা অনুভব করিল। সে বলিল, "তোমার প্রাণ যাইবে, আর তাহাদিগের উদ্ধারও করিতে পারিবে না, এমন কাজে হাত দিওনা। আমি পশ্চাদ্দ্বার খুলিয়া দিতেছি, তুমি বাহির হইয়া যাও।"

দ। ডাকাতের উপর এত কৃপা কেন? কেন, তোমার দাদাকে ডাকিয়া ধরাইয়া দাওনা?

লক্ষ্মীর এইবার মনে হইল, সে ডাকাতের সহিত কথা কহিতেছে! কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলিয়া গেল। দস্যুর সুন্দর মুখের মিষ্ট কথায়,—পরার্থপরতায় লক্ষ্মী মুগ্ধ হইল। বলিল, "শুধু প্রাণ দিলে যদি বন্দিগণের মুক্তি হইত, তবে তোমাদের আর, এতদূর আসিতে হইত না।"

দ। তাহা হইলে কি হইত?

ল। সে কার্য্য আমিই করিতাম।

দস্যু লক্ষ্মীবাইয়ের প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ মুখখানির প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নের স্নিগ্ধ ভাস্বর চাহনিতে চাহিয়া বলিল, "আমার জন্য তুমি ভাবিও

না। তোমার দাদার বা তোমাদের বাদসাহের সাধ্যও নাই যে, কাশীনাথের দলস্থ কোন ব্যক্তির কেশাগ্র স্পর্শ করে।"

ল। কেন, তোমরা কি মন্ত্র-তন্ত্র জান। তা তোমাদের কার্য্য যেরূপ অদ্ভুত শুনিয়াছি, সকলেই অনুমান করে, তোমরা মন্ত্র জান, কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

দ। (হাসিয়া) তুমি কেন বিশ্বাস কর না?

ল। মন্ত্রে যদি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিতে, তবে অত পরিশ্রমের আবশ্যক কি ছিল? আমি ভাবি কি, কাশীনাথ পরের উপকারী—তাই ভগবান্ তোমাদের দিয়া ঐরূপ অদ্ভুতকর্ম্ম সম্পাদন করেন।

দস্যুর দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা নির্গত হইল। বলিল, "নারীরূপে তুমি দেবী। তোমার নিকটে মিথ্যা বলিব না। ত্রিশহাজার দস্যু সিপাইতে তোমাদের বাড়ী ঘিরিয়াছে—বলিষ্ঠ এবং কার্য্যতৎপর দুইশত সিপাহী লইয়া আমি তোমাদের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছি। বাহিরে কাশীনাথের প্রধান শিষ্য ভগবান্ ঐ ত্রিশ হাজার সিপাহীর অধিনায়কত্ব করিতেছে। আর বাদসাহের দুর্গ হইতে যদি ফৌজ আইসে,—তাহাদের গতিরোধার্থে স্বয়ং কাশীনাথ দশসহস্র সৈন্য লইয়া বড় বড় কামান পাতিয়া ঘাটিতে বসিয়া আছেন।"

লক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "আমার দাদাকে তোমরা কি করিবে?"

দ। হয়ত কাটিয়া ফেলিব।

লক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"আমার দাদাকে না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না।"

দ। (হাসিয়া) কাহার ভগিনী কাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, তাহা বলিয়া কি ডাকাতে বুঝে!

ল। দাদার নূতন বিবাহ হইয়াছে, ঐ দেখ ছেলেমানুষ বৌ, এখনও ছেলেপুলে হয় নাই। তাহা হইলে আমার পিতার বংশ নির্ব্বংশ হয়।

দ। হাঁ, তারার সঙ্গে তোমার দাদার বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমি জানি। (তারার দিকে চাহিয়া) তারা, ভাল আছ ?

তারা গলা ঝাড়িয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিল, "না—তুমি সে কথা শুধাইবার কে ?"

দস্যু শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভগিনী ; ভাল আছ ?"

শ। উদয় ; তুমি ডাকাত ? শুনিতাম, তুমি ডাকাতের দলে মিশিয়াছ, বিশ্বাস করিতাম না ;—তুমি ডাকাত ?

উ। হাঁ ভগিনী ; আমি ডাকাত।

তারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "এখন কি ইহাই তোমার বৃত্তি হইল ? আর কি কোন কাজ পাইলে না ?"

উ। এ কাজ মন্দ কি ? খুব লড়াই করা যায়। এক্ষণে চলিলাম। যে কাজে আসিয়াছি, তাহার শেষ করিগে—ঐ শুন, একটা বাঁশীর শব্দ হইল, আমার সিপাহীরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ল। আমার দাদা ;—দাদার উপায় ? তাহা না বলিলে আমি তোমায় ছাড়িব না।

তা। দুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া রাখ। কিন্তু পাখী তেমন নয়—শিকল কাটার আঁধি।

ল। গলা কেন,—আমি পায়ে ধরিয়া থাকিব—আমার দাদাকে মারিবে না, বল।

উ। প্রতিজ্ঞা করিলাম—তোমার দাদার প্রাণ যাইবে না। সেজন্য যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও স্বীকৃত থাকিলাম।

ল। না, তা কেন? তোমার আর আমার দাদার দুইটি প্রাণই যাহাতে থাকে, তাহা করিও।

তা। এ প্রাণটাতেও যেন দরদ জন্মিয়া উঠিল,—দস্যুর সহিত স্বয়ম্বরা হইলে নাকি?

উদয়সিংহ আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না, তড়িদ্গতিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রমণীত্রয় প্রাসাদশীর্ষে উঠিয়া গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে লাগিল, সমস্ত বাড়ীখানি বড় বড় মশালের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে; চীৎকার, আর্ত্তনাদ, বীরের হুহুঙ্কারে কর্ণ বধির হইতেছে। বাহিরে কামানের ভীম গর্জ্জন, দূরে—আরও দূরে গারদঘর হইতে "জয় নন্দ-দুলালকি জয়" রবে গগন বিদীর্ণ করিয়া পাঁচ ছয়শত বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের আগে পাছে অনেক দস্যুসিপাহী চলিয়াছে চারিদিকে লড়াই হইতে লাগিল,—বাড়ীর মধ্য হইতে তখন দস্যুগণ বাহির হইয়া গিয়াছে। আর একটু পরে, আর কোথাও কোন সাড়া শব্দ শোনা গেল না। বৈশাখী ঝড়ের মত উঠিয়াই খানিক মহাপ্রলয়ের মহাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তখনই নিরস্ত হইল—কোথাও কিছু নাই, সব নিস্তব্ধ, সব শান্ত।

তখন যুবতীত্রয় নামিয়া আসিল। লক্ষ্মী ছুটিয়া বাটীর ঘরে ঘরে বেড়াইতে লাগিল। কোথাও ডাকাতের চিহ্ন নাই,—কোন দ্রব্যই অপহৃত হয় নাই। কেবল যে গৃহে যে ছিল, সেই গৃহে সে আবদ্ধ হইয়া আছে,—বাহির হইতে দস্যুগণ শিকল টানিয়া দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী তাহার দাদাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ছোট নিম্ববৃক্ষের গুঁড়িতে তাহার দাদা

বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া, লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে খুলিয়া আনিল।

এদিকে তারা ও শকুন্তলা দীপচাঁদের সন্ধান করিতে লাগিল। সন্ধান আর পায় না—আলো দিয়া পালঙ্কের তলায় দেখিল, দীপচাঁদ সটান পড়িয়া আছে। উভয়ে ধরাধরি করিয়া টানিয়া বাহির করিল,—তাহার সংজ্ঞা একেবারে নাই। একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে, মাত্র।

তখন তাহার চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা মারিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য ভালরূপে হইতে লাগিল,—আরও কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। সে বিবর্ণমুখে বলিল,—"ডা—ডা—ডাকাটরে ডিডিমা।"

"ডাকাত গিয়াছে তুমি উঠ।" এই কথা বলিয়া শকুন্তলা তাহার হাত ধরিয়া এক টান দিল। দীপচাঁদ ভাবিল, সেই ডাকাতবেটা তাহার হাত ধরিয়া টান দিয়াছে, "বাবাড়ে—খুন কড়্লে ড়ে। আমাড় হাট গিয়াছে ড়ে" বলিয়া দীপচাঁদ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল।

শকুন্তলা অভয় প্রদান করিয়া বলিল, "ভয় নাই, দীপচাঁদ; ডাকাত গিয়াছে। নাচ গান সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে—চল আমরা বাড়ী যাই।"

দীপচাঁদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমি—ডাড়াইটে পাড়িটেছি না—আ—আ—আমি টাড়াড় কাছে গিয়া শুই।"

"দূর পাগল!"—এই কথা বলিয়া শকুন্তলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহির করিল। তারা বলিল, "এই ঘোর বিপদসঙ্কুল সময়ে কোথায় যাও?"

শ। উহাকে বাহিরে রাখিয়া আসি।

দীপচাঁদ কাঁদিয়া উঠিল। সে কিছুতেই যাইবে না, শকুন্তলাও

ছাড়িবে না। এই সময়ে একজন ভৃত্য ঐ গোলযোগ শুনিয়া সেইদিকে আসিল,—শকুন্তলা তাহাকে বলিল, "ইহাকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় একটা বিছানা দাও গে।"

ভৃ। মা ঠাকরুণ; ডাকাতশালারা কি বিছানাপত্র ঠিক রেখেছে,—আজ রাত জেগেই কাটাইতে হইবে।

"ওমা কি হবে গো!—ডাকাটে মেড়ে ফেল্‌বে গো! ডিডিমা কোথায় আছ গো!" বলিয়া দীপচাদ কাঁদিতে লাগিল। ভৃত্য তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃই কুমার সিংহের বাড়ীর কেহই সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। ভয়ে, উদ্বেগে, কোনস্থলে বা শয্যাদির বিশৃঙ্খলতায় কেহই নিদ্রা যাইতে পারে নাই,—যখন ডাকাত পড়িয়াছিল, তখন রাত্রি অনেক—তৎপরে তাহারা দস্যুতা করিয়া চলিয়া যাইতে রাত্রি আর বড় অধিক ছিল না। যেটুকু ছিল, তাহা সকলে বিনিদ্র হইয়াই কাটাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল,—প্রভাতের তরুণারুণ-কিরণে জগতের মুখে হাসি ফুটিল, সকলের মনের উদ্বেগ ও চিন্তা বিদূরিত হইয়া গেল। কুমারসিংহ প্রত্যুষে উঠিয়াই রাজভবনে সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন।

লক্ষ্মী শকুন্তলাকে বাড়ী যাইতে দিল না। বলিল, "কা'ল ত কিছুই খাওয়া হয় নাই, আজি খাইয়া যাইবে।"

শকুন্তলা লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাশীনাথের দলের কি প্রতাপ দেখিলে? সামান্যক্ষণের মধ্যে যেন ঝড় বহাইয়া দিয়া, আপনাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া—বন্দিগণকে খালাস করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।"

ল। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, কোথা দিয়া আইসে—কোথা দিয়া যায়, কেহই স্থির করিতে পারে না।

শ। নতুবা কি উহারা দেশের মধ্যে এত প্রতাপবান্ হইতে পারিত?

ল। আচ্ছা, উদয়সিংহ—উদয়সিংহত খুব সুশ্রী। আর কথাগুলা যেন মধুঢালা। ধার্ম্মিকও বটে;—আমি তারার কাছে, উহার কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনও দেখি নাই। ওর জন্যে তারা মরিবে, তার আর কথা!

শ। (মৃদু হাসিয়া) তারা ত মরিয়া আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সখীও বুঝি মরণের ঔষধ গলায় বাঁধে।

ল। দূর—দূর—আমি কি তেমনি। আমি কি জানি না, মেয়েমানুষ স্বাধীন নহে, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি যাহার সহিত বিবাহ দিবেন, তাহাকেই পরমদেবতা ভাবিতে হইবে। নিরয়বহ্নিতে পুড়িতে যাইব কেন? তবে উদয়সিংহ লোক ভাল, তাহাই বলিতেছিলাম।

শ। উদয়সিংহ লোক ভাল কিসে? সে দস্যু।

ল। আমারও ইচ্ছা করে, উদয়সিংহের সহিত ঐরূপ দস্যুতা করিয়া বেড়াই। ঐরূপ আর্ত্তের আঁখিজল মুছাইয়া দেই,—অস্ত্রবলে নির্দ্দোষ বন্দীর মুক্তি সাধন করি।

শ। তথাপিও দস্যু—দুর্নাম।

ল রাজায় করিলে সৎনাম হইত,—উহারা করিতেছে বলিয়া

দুর্নাম। যাউক কিন্তু দেখিয়াছ—ডাকাতি করা দেখিয়াছ, একটি পয়সাও লয় নাই। এত যে ধূম ধাম একটি প্রাণীরও প্রাণ যায় নাই,—ধন্য উহাদের শিক্ষা,—ধন্য উহাদের হৃদয়।

শ। সখী যেন আমাদের একান্ত কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছে।

ল। তোমার মরণ নাই কেন? তুমি যেন কথায় কথায় প্রেমের লহরী-লীলা দেখিয়া থাক!

শ। সত্য কথা বলিতেছ, সখীর যেন একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে।

ল। তুমি মর।

এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল "কর্ত্তামা, শকুন্তলা ঠাকুরাণীকে স্নান করিবার জন্য ডাকিতেছেন।"

ল। (শকুন্তলার প্রতি) তবে যাও।

শ। তুমি যাবে না?

ল। আমি একটু পরে যাইব এখন। তুমি রাত্রে কিছু খাও নাই—তুমি যাও।

শ। তাহাতে কি হইয়াছে,—আর একটু বেলা হউক, একত্রে যাব এখন।

ল। না, তুমি এখনই যাও, নতুবা মা রাগ করিবেন।

"তবে যাই,—রাই ততক্ষণ নন্দদুলালের কথা ভাবিতে থাকুন। ভাবনাতেই সুখ।"

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে শকুন্তলা চলিয়া গেল। শকুন্তলা চলিয়া গেলে, উন্মুক্ত গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া লক্ষ্মী পথের দিকে চাহিল,—রাজপথ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছে—গাড়ী, ঘোড়া, শিবিকা চলিয়া যাইতেছে। পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের শ্যামসবুজ-পত্র কুঞ্জে বসিয়া দুই

কটা পাখী ডাকিতেছে। লক্ষ্মী এ সকল প্রত্যহই দেখিয়া থাকে, আজিও দেখিতেছে, কিন্তু ইহারা যেন তত আনন্দ প্রদান করিতেছে না,—হৃদয়টা যেন ফাঁকা ফাঁকা।

লক্ষ্মী বুঝিতে পারে না, প্রাণে কেন এমন শূন্যতা অনুভব করিতেছে। কি যেন তাহার হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া দেখিলে হয় না? কোথায় খুঁজিবে, কি খুঁজিবে, তাহারই যখন স্থির নাই; তখন লক্ষ্মী আর কি করিবে? কিছুই ভাল লাগিল না, সে উঠিয়া তারার গৃহে গমন করিল।

তারা উদাস নেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার মুখে, চোখে, গণ্ডদ্বয়ে ম্লানপাংশু রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী সেখানে পঁহুছিয়া বলিল, "বৌ-দিদি; কি করিতেছ?"

তারা তাড়াতাড়ি স্বীয় চোখে মুখে প্রশান্ততার ভাব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এস।"

ল। কি ভাবিতেছিলে?

তা। কৈ, কিছু না।

ল। মানুষ একা বসিয়া থাকিলেই ভাবে—সেটা মনের ধর্ম্ম। কিছু ভাবিতেছিলাম না,—এ কথা কি মিথ্যা বল নাই?

তা। না, এমন আর কি ভাবিব?

ল। রাত্রের ডাকাতির কথা?

তা। তার আর ভাবিব কি, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে।

ল। ডাকাতের কথা?

তা। কৈ ত বলিলাম।

ল। সে ত ডাকাতির কথা বলিলে,—ডাকাতের কথা! ডাকাত এমন মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক আমি কখন শুনি নাই।

তারা স্থির নেত্রে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি,—অমন করিয়া কি দেখা হইতেছে?"

তারা তথাপিও কথা কহিল না। সে বুঝি লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, "উদয় যে রূপের উজ্জ্বলপ্রভায় আমাকে ঝলসাইয়াছে; যে মিষ্ট-কথা-বাঁশীর স্বরে আমাকে আকুল করিয়াছে,—যে মন্ত্রে আমাকে পাগল করিয়াছে, বুঝি এই হতভাগিনীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উদয়;—প্রাণের উদয়! এমন নারীঘাতক মন্ত্র তুমি কোথায় শিখিয়াছিলে?"

লক্ষ্মী বলিল, "আমি কি করিয়াছি, কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না?"

তারা এবার কথা কহিল। দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "মনে আছে লক্ষ্মী; একদিন তুমিই আমাকে বুঝাইয়াছিলে, পিতা-মাতা যাহার করে অর্পণ করিবেন, হিন্দুর মেয়ে তাহাকেই পরমদেবতা জ্ঞানে আজীবন পূজা করিবে। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে মরিবে।"

ল। তা কি আর মনে নাই; কেন হয়েছে কি?

তা। তুমি যেন মরণের পথে পা দিয়াছ। লক্ষ্মী; তোমাকে বড় ভালবাসি—যেন বুকে শ্মশান পূরিও না, যেন আজীবন চিতানলে দগ্ধ হইও না।

ল। দূর্—দূর্—আমি তেমন নহি। ঐ যে দাদা আসিতেছেন, আমি এখন যাই।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল; লক্ষ্মীর দাদা কুমারসিংহ গৃহ-প্রবিষ্ট হইলেন। তারা উঠিয়া বসিল। বলিল, "কোথায় গিয়াছিলে?"

কু। রাজবাড়ী।

তা। কেন?

কু। কল্যকার ঘটনা বলিতে।

তা। শুনিয়া তাঁহারা কি বলিলেন?

কু। কাশীনাথের নামে কম্পান্বিত। সচিবগণ, আমাত্যগণ সকলেই এক বাক্যে বলিলেন,—অত নির্দ্দোষী ব্যক্তি ধরিলে, কাজেই কাশীনাথের উপদ্রব হইবে।

তা। বাদসাহ কি বলিলেন?

কু। তিনি বলিলেন,—কাশীনাথের দমন না করিতে পারিলে, আমার স্বাধীনতা যায়। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি—আগে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে একটা পাকাপাকি সন্ধি হইয়া যাউক, তৎপরে নিজে একবার সমস্ত সৈন্য লইয়া কাশীনাথকে ধরিতে যাইব।

তা। তোমার ত কোন দোষ হইল না?

কু। না,—তবে অব্যাহতি নাই। আবার সেই যুবক ও সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীর মেয়ের অনুসন্ধানে যাইতে হইবে।

তা। কবে যাইবে?

কু। কবে!—এখনই।

তা। কতদিন হবে?

কু। তার ঠিক নাই।

তা। সাবধানে কার্য্য করিও।

কু। তবে আসি?

তা। এস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যাহাকে ধৃত করিবার জন্য এত আয়োজন,—এত অকাণ্ড কুকাণ্ড, সেই যুবক মালেক দরবারের পেস্কারের নিকট হইতে সুপারিস লইয়া পীরপাঞ্চাল পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল, তথা হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হীরকব্যবসায়ীর নিকটে গমন করিল। হীরকব্যবসায়ী নূতন একটি খনি ইজারা লইয়াছিলেন, মালেককে তথাকার সরকারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

মহাজন যে খনিটি নূতন ইজারা লইয়াছিলেন, সে খনিতে আর বড় একটা হীরকাদি ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে আর একজন মহাজন তাহা খুঁড়িয়া যাহা কিছু ছিল, তাঁহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যিনি ইজারা লইয়াছেন, তিনি অতি সামান্য টাকাতেই ইজারা লইয়াছেন,—তাঁহার ইচ্ছা, সেই সকল খনির গর্ত্তে পুনরায় লোক জন দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন,—যদি কিছু মিলে। মালেক নূতন লোক এই অল্প কার্য্য-স্থলেই এখন তাঁহাকে দেওয়া স্থির করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

সে খনি এক পাহাড়ের সানুদেশবর্ত্তী নির্জ্জন প্রদেশে। মালেক জানিতেন, তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য গোয়েন্দাগণ চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহাতেই তিনি সরকারি কার্য্য করিয়া যে অবসরটুকু পাইতেন, সে সময়ে আর খনি হইতে বাহির হইতেন না, খনির মধ্যে নিজনির্দ্দিষ্ট বাস-গুহাতেই বসিয়া সময়াতিপাত করিতেন।

অবসরকালে দেলজানের সেই মধুর ছবি চিন্তা করিয়াই দিন কাটাইতেন। কিন্তু কার্য্যে তাঁহার আর মন লাগে না,—তিনি ভাবিতেন,—

কাজ করা কাহার জন্য ? আমার দেলজান—দেলজানকে না পাইলে—অন্ততঃ দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিব না। আমার সকলই বৃথা—তবে আর কেন ? কোন গিরিগুহায় বসিয়া সেই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তনুত্যাগ করাই শ্রেয়। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কিসের জন্য ? অর্থ লইয়া আমি কি করিব ?

একদিন দিবাবসান সময়ে কাজের অবসরে খনির গুহায় নিজনির্দ্দিষ্ট আবাসে বসিয়া মালেক এইরূপ ভাবিতেছিলেন ! এমন সময় তাঁহার কর্ণে সুমধুর গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। গানের স্বর অতি মধুর ও মর্ম্ম-স্পর্শী। কে গাহিতেছে,—কোথায় গাহিতেছে ? তাঁহারই যেন অতি নিকট—কিন্তু তাঁহার পার্শ্বেও পাহাড় ! চারিদিকেই পাষাণের স্তূপ।

মালেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। শেষ উঠিয়া সম্মুখের সুড়ঙ্গ বহিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যত যান,—স্বর যেন ততই নিকটবর্ত্তী। কিন্তু আর যাওয়া চলে না,—সম্মুখে করাল অন্ধকার ;—মৃত্যুর নিবিড় ছায়ার ন্যায় গভীর নিস্তব্ধতা-মাখা এক ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু সেই মনোমুগ্ধকর গানের স্বর যেন লহরে লহরে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথা দিয়া তাঁহার কর্ণে আসিয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছিল।

মালেক হতবুদ্ধির ন্যায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল, আর কিছুই শোনা যায় না। তখন মালেক ফিরিতেছিলেন ; সহসা দেখিলেন,—তাঁহারই ঠিক পার্শ্বে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইল।

মালেক এক দৃষ্টিতে সেই আলোকের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। দেখিলেন পাহাড়গাত্রে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র—তথা হইতে আলোক

আসিতেছে। তখন সেই ছিদ্রপথে মুখ লইয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তন্মধ্যে একটি গুহা-গৃহ। গৃহের মধ্যে একটি যুবতী স্ত্রীলোক অন্ধকার নিবারণের জন্য কয়েকখানি হীরক বাহির করিয়া গৃহের চারিদিকে রাখিয়া দিল। তাহারই প্রথমখানির প্রোজ্জ্বলরশ্মি-কিরণ মালেক দেখিতে পাইয়াছিলেন।

রমণী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া একখানা কেদারায় পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিল। মালেকও পূর্ব্বমুখী ছিলেন, সুতরাং রমণীর মুখখানা দেখিতে পাইলেন না। রমণী বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গান গাহিতে আরম্ভ করিল। স্বর অতি মধুর এবং মালেকের হৃদয়স্পর্শী। রমণী গাহিতে লাগিল,——

কেন দেখা দিলে, যদি না দেখিবে, অধিনী বলিয়া বারেক ফিরি ?
কোথা পালাইসে, কি ছল পাইলে, কেন এসেছিলে বধিতে নারী ?
মরম জুড়িয়া পরতে পরতে,
জ্বালিয়াছ জ্বালা সখা বিধিমতে,
আকুল পিয়াসা হৃদয়-মাঝারে জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি।
মরণের সাধ হয় সদা মনে,—
না দেখিয়া মরা হয় কেমনে,
থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলে কে যেন কাণে আমারি।
স্বপনে আস স্বপনে যাও,
জাগরণে শুধু মোরে কাঁদাও,
দেখা দিতে যদি প্রাণে ব্যথা পাও, এসনা এসনা নিষেধ করি।
কাঁদিব বাঁচিব যতেক দিন,
আঁখি না হইবে অশ্রুহীন,
তটিনী কাঁদিবে, চাদ কাঁদিবে,—কাঁদে যারা এবে সাথে আমারি

গান শুনিয়া মালেকের হৃদয়-তন্ত্রী দ্রুততর স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্বর যেন তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে লাগিল,—গানের কথাগুলি, প্রত্যেক বর্ণগুলি প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। মালেক একদৃষ্টে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে গান থামিল। রমণী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন মনে বলিতে লাগিল, "হাঁ, মালেক; হয়ত আর ইহজীবনে তোমাকে দেখিতে পাইব না। কেন দেখা দিলে, কেন দু'দণ্ডের জন্য দেখা দিয়া আমাকে মজাইয়া চলিয়া গেলে? এখন যে আমি বাঁচি না। তুমি কোথায়?"

মালেক কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এই গহ্বর-মধ্যে কি তাঁহার প্রাণানন্দদায়িনী দেলজান অবস্থিতি করিতেছে! দেলজান কি সত্যই মালেকের নাম করিয়া বিলাপ করিতেছে! দেলজান কি সত্যই মালেককে ভাল বাসিয়াছে!—না, এ স্বপ্ন? অথবা কোন ইন্দ্রজাল?

সহসা রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কি কার্য্য জন্য পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইল।—এবার মালেক স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন,—এ তাঁহারই প্রেমের ফুল দেলজান। মালেক আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "দেলজান,—দেলজান!"

দেলজান চমকিয়া উঠিল,—এই ভূগর্ভে তাহাকে কে ডাকিতেছে! মালেক বলিলেন, "দেলজান, আমি মালেক। এদিকে একটু সরিয়া আইস।"

মালেকের গলার স্বর শুনিয়া দেলজানের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সে সরিয়া আসিয়া সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র স্থানে দাঁড়াইল। উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুসম্পাত পরিত্যাগ করিল। শেষে

দেলজান বলিল, "মালেক! তুমি হয় ত আমার প্রাণের সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া ফেলিয়াছ—কিন্তু ভাবিও না, এ হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঐরূপ চপল ও চঞ্চল।"

মা। তুমি আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবী।

দে। তুমি আর দেখা দিলে না কেন?

মা। আমি পীরপাঞ্চাল পাহাড়ে তোমাকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নাই। আমি যাইবার পূর্ব্বেই তোমরা উঠিয়া আসিয়াছ।

দে। হাঁ, তুমি সেখানে আসিবে জানিয়া, আমি দাদামহাশয়কে উঠিয়া আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না; তিনি বলিলেন—বাদসাহের লোক আসিতে পারে, এবার তাহারা অধিক সৈন্যাদি লইয়া আসিবে, না পলায়ন করিলে উপায় নাই।

মা। তোমার দাদামহাশয় কোথায়?

দে। তিনি কোথায় গিয়াছেন।

মা। আমি একবার তোমার নিকটে যাই কেমন করিয়া?

দে। আমার নিকটে আসিবার কোন প্রকার উপায় নাই। এই ভূগর্ব্বস্থিত আবাসের দ্বার কোথায়, চাবি কোথায়, কোথা দিয়া বন্ধ করিতে হয়, কিছুই জানি না। বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দাদামহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। আগামী পরশ্ব সন্ধ্যার সময়ে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, রাত্রি ভিন্ন তিনি কখনই এখানে প্রবেশ করেন না। সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে যে পর্ব্বতটি সমধিক উচ্চ, সেই পর্ব্বতে একটি ভগ্ন-মন্দির আছে, সেই স্থানে ঠিক সন্ধ্যার পরে গিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তিনি তোমাকে স্নেহ করেন, তাঁহার সহিত এখানে আসিতে পারিবে।

মা। তাহাই হইবে। কিন্তু এই দুই দিন কি করিয়া অপেক্ষা করিব—একবার না দেখিলে থাকিতে পারিব না।

দে। যে পথে আসিয়াছ, এই পথে আরও একটু গমন করিলে—দক্ষিণদিকে একটা পাহাড়ের ভিত্তি আছে, তাহার মস্তক খালি—আমি তাহার উপরে উঠিতে পারি, যদি তুমি কোন প্রকারে সেই পাহাড়-গাত্রে উঠিতে পার, তবে সেখানে সাক্ষাৎ হইতে পারে।

মা। তোমাকে দেখিবার জন্য আমি যমপুরীতেও যাইতে পারি—কিন্তু বড় অন্ধকার।

দে। তুমি একটু সরিয়া যাও।

মালেক সরিয়া গেলেন। একটা লৌহ শিক আসিয়া যেখানে মালেক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তথায় পতিত হইল,—মালেক দেখিলেন, সেই শিকাগ্রে একখানি মণি, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিস্তারে জ্বলিতেছে। মালেক তাহা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর। আমি তবে পাহাড়গাত্রে উঠিবার মত কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসি। সে স্থান দিয়া তোমার আবাসগৃহে যাওয়া যাইতে পারিবে?

দে। না, মালেক! আমার দাদামহাশয়ের বিনা অনুমতিতে এ গৃহে প্রবেশাধিকার নাই।

মালেক চলিয়া গেলেন এবং নিজাবাসে গিয়া একটি ভৃত্যের দ্বারায় দড়ির একটি অধিরোহিণী প্রস্তুত করিয়া লইয়া অতি ত্বরায় পূর্ব্বস্থানে গমন করিলেন,—রজ্জুনির্ম্মিত অধিরোহিণী লৌহশিকের অগ্রভাগে বাঁধিয়া সেই ছিদ্র দিয়া দেলজানের গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিলেন,—বলিয়া দিলেন, "এই অধিরোহিণী উপরের একটা কিছুতে বাধাইয়া নামাইয়া দিলে, আমি উঠিতে পারিব।"

"তবে উত্তর দিকে চলিয়া যাও।"—এই কথা বলিয়া দেলজান

চলিয়া গেল। মালেক সেই সূর্য্যপ্রভ মণির সাহায্যে সুড়ঙ্গ-পথে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন,—তাঁহার রজ্জুনির্ম্মিত অধিরোহিণী পাষাণগাত্রে লম্বিত হইয়া ঝুলিতেছে। তখন সেই অধিরোহিণী বহিয়া তিনি উপরে উঠিলেন,—পাহাড়ের উপরে বুক দিয়া পড়িয়া সুন্দরী দেলজান মালেকের হস্ত ধরিয়া টানিয়া আরও কিয়দ্দূর উপরে লইল। মালেক অধিরোহিণীর উপরে, দেলজান শৈল-শিরে অবস্থিত। পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত ফুল্লাধরে—পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত ফুল্লাধর সংস্থাপনানন্তর যুবক-যুবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেম-সোহাগের বিঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিল,—উভয়ের স্পর্শে উভয়ে হতজ্ঞান!

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। আবেশ-বিহ্বলতা দূরীভূত হইল। মালেক ডাকিলেন, "প্রাণের দেলজান!"

দে। কেন মালেক!

মা। তুমি আমায় ভালবাস?

দে। তোমার অসাক্ষাতে যাহা বলিয়াছিলাম, সকলই ত শুনিয়াছ, আর ত এ হৃদয় জানিতে তোমার কিছু বাকি নাই। কিন্তু যদি তুমি তখন না শুনিতে পাইতে, এখন আমার নিকটে শুনিতে, ভালবাসি না।

মা। কেন দেলজান?

দে। তুমি ও আমি একধর্ম্মী বটে,—কিন্তু বিবাহে বিঘ্ন আছে।

মা। কিসের বিঘ্ন?

দে। আমার দাদামহাশয়ের অনভিমত।

মা। তুমি কি প্রস্তাব করিয়াছিলে?

দে। (হাসিয়া) দূর, আমি কি তাহাই তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে পারি!

মা। তবে?

দে। আমার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই একদিন কথায় কথায় বলিতেছিলেন;—উপকারে প্রীতি জন্মে—প্রীতি হইতে প্রেমের অঙ্কুর হয়। কিন্তু সকল স্থলে সেই অঙ্কুরকে বর্দ্ধমান হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিবাহ হইবার সুবিধা সকল স্থলে সকলের সহিত হয় না,—তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, আমাকেই লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলিতেছেন।

মা। বড়ই কষ্টকর সংবাদ। আমি তোমাকে না পাইলে কিছুতেই বাঁচিব না দেলজান।

দে। তুমি একবার তাঁহার সহিত প্রস্তাব করিয়া দেখিও।

মা। যদি তিনি স্বীকৃত না হয়েন?

দে। তিনি আমার গুরুস্থানীয়—প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার অনভিমতে আমি কি করিব? তোমার ছবি বুকে রাখিয়া যাহা করান, তাহাই করিব? কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচলিত হওয়া দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য।

এইরূপে সেইস্থলে যুবক-যুবতীর অনেক কথা হইল, শেষে উভয়ে সজল-নেত্রে করুণকণ্ঠে বিদায় হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেলজানের নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পরেই মালেক পর্ব্বতশিখায় আরোহণ করিলেন। ভগ্ন মস্‌জিদের পার্শ্বে গিয়া সন্ন্যাসীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত পর্ব্বত যেন এক হইয়া গেল,—ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আরও গাঢ়—আরও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল।

মালেক সন্ন্যাসীর আগমন প্রতীক্ষায় একাকী সেই নৈশ অন্ধকারে মিশিয়া ভগ্ন মস্‌জিদের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। কোথাও কিছুই দেখা যাইতেছে না—বৃক্ষপত্রের কম্পনে গলিতপত্রচ্যুতিশব্দে মালেক সন্ন্যাসীর আগমন-শব্দ ভাবিতেছেন, আবার অচিরে তাঁহার ভ্রম বিদূরিত হইতেছে। অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিল—এবারে ভ্রম নহে, স্পষ্ট মনুষ্যপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। ভাবিলেন সন্ন্যাসীকে অগ্রসর হইয়া লইয়া আসি। আবার কি ভাবিয়া মস্‌জিদাভ্যন্তরালে দাঁড়াইলেন।

ক্রমে মালেক দুইটি লোকের অতি মৃদু স্বরে কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। একজন বলিল, "আমি স্পষ্ট উঠিতে দেখিয়াছি।"

২য়। তবে গেল কোথায়? সেই সন্ধ্যা হইতে সমস্ত পর্ব্বত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইলাম।

১ম। আর পারাও যায় না। দারোগাসাহেবের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি—তিনি স্বচ্ছন্দে ছাউনির মধ্যে থাকিবেন আর আমরা শালারা অন্ধকারে অন্ধকারে,—পাহাড়ে পর্ব্বতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরিব,—কেহ একটা কোন প্রকার হুজুগ লাগাইয়া দিলেই বস্,—ছুটাছুটি। গোয়েন্দাবিভাগে কাজ করার মত ঝঞ্ঝাট আর নাই।

২য়। তোমার আর ভয় নাই,—এবারে যুবক নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। যে সন্ধান দিয়াছে, সে তাহাকে অভ্রান্তরূপেই চিনে।

১ম। সে লোকটা কে?

২য়। ঠিক জানি না,—দারোগাবাবুর মুখে ঐ কথাই শুনিয়াছি।

১ম। ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে—আজি তিথিটা কি?

২য়। পঞ্চমী।

১ম। তবে দশদণ্ড অন্ধকার ছিল,—ভাল, আজি ছাউনিতে ফিরিয়া চল। যদি আমরা তাহাকে না দেখিতে পাই, আর সেই বেটা

যদি আমাদিগকে জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিতে পায়, নিশ্চয়ই এ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

২য়। সে কথা ঠিক—তবে চল। ভাল, সে সন্ন্যাসী বেটাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল?

তাহা ত শুনি নাই—দারোগাসাহেব কোন কথা কি কাহাকেও বলেন?—কেবল যাহার দ্বারা যে কার্য্য যখন করাইয়া লইবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহাকে তাহা বলিয়া দেন।

তবে চল,—ঐ দেখ চাঁদ উঠিয়া পড়িল।

মনুষ্যদ্বয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মালেক তাহাদের কথা শুনিয়া স্পষ্টতই বুঝিলেন, ইহারা তাঁহাকেই ধৃত করিবার জন্য আসিয়াছিল; ধরা না পড়ায়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সন্ন্যাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ইহাও ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন যে, সন্ন্যাসী আবার ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়া না পড়েন, তা হইলেই বিষম বিপদ!

কিন্তু মালেককে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। সহসা সেই ভগ্ন মস্‌জিদের নিকটে সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন, একটি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তখন পূর্ব্বগগনে পূর্ণোজ্জ্বল করমালা বিস্তারে চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন। সমস্ত পর্ব্বতশিখর চন্দ্রোদয়ে হাসিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

যথাযোগ্য অভিবাদনানন্তর উত্তর হইল, "আমি মালেক।"

স। এখানে কি জন্য আসিয়াছ?

মা। আপনার দর্শনার্থী হইয়া।

স। আমি এখানে আসিব, তুমি জানিতে পারিলে কি প্রকারে?

তখন মালেক হীরকখনিতে কার্য্য লইয়া আগমন হইতে আর দেল জানের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন। কেবল রজ্জুনির্ম্মিত অধিরোহিণীতে আরোহণের কথাটা গোপন করিয়া গেলেন,—এই স্থানে আসিলে, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাও যে দেলজান বলিয়াছে, তাহা বলিলেন।

সন্ন্যাসী শুনিয়া আরক্ত-মুখে বলিলেন, "তুমি বড় উপকারী, তাহাতেই তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম—এইমাত্র দুইজন লোক এই দিক্ হইতে চলিয়া গেল, দেখিয়াছ?"

মা। হাঁ—দেখিয়াছি, তাহারা যাহা বলিল, তাহাও শুনিয়াছি।

স। তবে এখনও এই স্থানে দাঁড়াইয়া আছ? এই মুহূর্ত্তেই স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কর। প্রাণ বাঁচিলে, সমস্ত।

মা। একবার অমৃতরূপিণী দেলজানকে দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

স। ভুল,- তাহাকে দেখিলে তোমার কোন লাভ নাই—প্রাণ বাঁচাও, পলাইয়া স্বদেশে যাও।

মা। একবার দেলজানকে না দেখিয়া গেলে, দেশে যাইলেও সুখ পাইব না।

"তবে আইস।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী সেই ভগ্ন মস্‌জিদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্‌জিদ্‌গাত্রস্থ কয়েকখানি প্রস্তর টানিয়া ফেলিয়া একটা সুড়ঙ্গ বাহির করিয়া বলিলেন, "মালেক এস।"

সে সুড়ঙ্গ ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত। মালেক তাহা দেখিয়া বলিলেন, "নামিব কি প্রকারে?"

স। ভয় নাই—লাফাইয়া পড়।

মালেক ঝাঁপ দিলেন,—নিম্নে অতি কোমল পদার্থের উপরে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উপর হইতে সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "সরিয়া যাও।

মালেক সরিয়া গেলেন—সে বেশ পথ, সুন্দর বাঁধা সোপানশ্রেণী। সন্ন্যাসী লাফাইয়া পড়িয়া মালেকের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। মালেক সরিয়া দাঁড়াইলেন—সন্ন্যাসী এবার অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ চলিয়াছে,—তাঁহারাও আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহারা একটা গহ্বরসন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। গহ্বরের পাষাণ-দ্বার বন্ধ। সন্ন্যাসী অঙ্গাবরণী বস্ত্র হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া, দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া মালেককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে অনেকখানি চলিলেন,—এবারে গুহাবাস। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "সেলজান!"

সেলজান নিদ্রা যায় নাই। তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। উভয়ে গৃহ-প্রবেশ করিলেন

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেলজান দুইখানা আসন টানিয়া আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী তাহার একখানাতে মালেককে বসিতে বলিয়া নিজে অপরখানিতে উপবেশন করিলেন।

সেলজান আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই রাত্রেই আমাদিগকে এখান হইতে উঠিতে হইবে, যাহা সংগ্রহ আছে, তাহাতেই একরূপে চলিবে।"

মালেক সন্ন্যাসীর মুখপানে উৎসুক-নয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখান হইতে আজিই উঠিবেন কেন?"

স। গোয়েন্দাপুলিশগণ যেরূপ ভাবে ইহার চতুর্দ্দিকে চলা-ফেরা করিতেছে, কোন্ দিন সন্ধান পাইয়া বসিবে, পুলিশের ছাউনি অতি নিকটে।

ম। কোথায় যাইবেন ?

স। মালেক !

ম। আজ্ঞা ?

স। তুমি অদ্যই দেশে চলিয়া যাও—নতুবা তোমার প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। ছদ্মবেশে বেড়াইয়াও পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিতে পারিবে না। পুলিশ তোমার সন্ধান পাইয়াছে। তোমার জীবনের উপরে, আর আমার এই বনপুষ্প দেলজানের সতীত্বের উপরে বাদসাহের প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি ইহা না লইয়া ছাড়িবেন না। নিজেই স্বকর্ণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শুনিয়া আসিলে, তোমাকে ধরিবার জন্য গোয়েন্দা ও পুলিশের লোক আসিয়াছিল, দেখিতে পায় নাই বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার আগামী কল্যই আসিবে। এখনও সময় আছে,—কিছু আহার করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কর।

ম। আমাকে অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আমি দেলজানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না।

স। তুমি কি আশা কর, দেলজানের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারিবে ?

ম। আপনি যদি দয়া করেন, তবে তাহা সম্ভব বটে। উভয়েই একজাতি—একধর্ম্মী। আমার মাতাপিতা যদিও অসীম ধনশালী নহেন, কিন্তু ভদ্রলোকের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত যেমন ধন থাকিতে হয়, তাহা আছে। বিশেষ বংশমর্য্যাদার গৌরব তাঁহাদের দেশমধ্যে অতি প্রসিদ্ধ।

স। মালেক ;—আমি দেলজানকে লইয়া যেরূপ বিব্রত, তাহাতে বিবাহের কথা, মনে আনাই ভ্রম।

মা। চলুন—আমরা তিনজনেই আমাদের দেশে যাত্রা করি, সেখানে কুতুবের কুদৃষ্টি পঁহুছাইতে পারিবে না।

স। মালেক,—উপকারী যুবক! দেলজানের আশা তুমি পরিত্যাগ কর। দেলজানের সহিত তোমার বিবাহ হইবে না।

মা। কেন?

স। দেলজান রাজকন্যা। কোন রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব।

মালেকের হৃদয়ে যেন একটা জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পতিত হইল। ম্লানমুখে বলিলেন, "দেলজান রাজপুত্রী। ভগবান্! দেলজান কোথাকার রাজার কন্যা?"

স। দেলজান বিসিয়াপুরের বাদসাহ মুস্‌করের একমাত্র কন্যা।

মা। বিসিয়াপুর ত এখন গোলকুণ্ডাধিপতি কুতুবের ধীন

স। হাঁ,—আজি ষোল বৎসর হইল, কুতুব ঐ রাজ্য বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত বহ্নি জ্বালিয়া দখল করিয়া লইয়াছে।

মা। দেলজানের পিতা মহানুভব মুস্‌কর এখন তবে জীবিত নাই?

স। না। আমি একদিন বিসিয়াপুরের অধীশ্বর ছিলাম,—মুস্‌কর আমার উপযুক্ত বীরপুত্র। সংসার-বিরাগ-হেতু তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক আমি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেছিলাম।

মা। তারপর?

স। কুতুবের সহিত আমার পুত্রের সৌহৃদ্যবন্ধনই ছিল এবং সন্ধিবন্ধনও দৃঢ় ছিল। আমার পুত্র মুস্‌করকে উত্তেজিত করিয়া বহুদূরে

এক রাজার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়,—যখন মুস্‌করের প্রায় অধিকাংশ সৈন্য সেই যুদ্ধে গমন করিল, সেই সময় কুচক্রী নরাধম কুতুব সৌহার্দ্দ-বন্ধন ও সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিসিয়াপুর আক্রমণ করিল। কুতুবের জনবল অধিক ছিল,—কাজেই মুস্‌কর পরাজিত ও নিহত হইল। কুতুব বিসিয়াপুর দখল করিয়া লইল।

মা। আপনি তখন বিসিয়াপুরে ছিলেন ?

স। না বৎস! আমি তখন বিসিয়াপুরে ছিলাম না। আমি আমার আশ্রমেই ছিলাম। আমার পুত্রবধূ তিন মাসের এই শিশুকে কোলে লইয়া ভিখারিণীর বেশে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েন,—তাঁহার মুখেই সমস্ত সংবাদ শ্রুত হইয়াছিলাম।

মা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার পুত্রবধূ শিশুটিকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন।

স। হাঁ, অন্দরমহলে কুতুবসৈন্য প্রবেশ না করিতেই তিনি অন্তঃপুরোদ্যানের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। কি জানি, যদি সন্ধান পাইয়া, দুরাত্মা কুতুব আমাদিগকেও বন্দী বা হত্যা করে, এই ভাবিয়া আমি বধূমাতা আর শিশু দেলজানকে লইয়া সে আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যাই। সেই অবধি আমার এই আশ্রম-পরিবর্ত্তন—পলায়ন,—লুকোচুরি প্রভৃতি ঘটিয়াছে।

মা। মহানুভবা আপনার সেই পুত্রবধূ এখন কোথায় ?

স। রাজরাণী—এত কষ্ট সহ্য করিলেন না, তিন বৎসরের পরেই তিনি পরলোকে স্বামি-সকাশে গমন করিয়াছিলেন।

মা। এইমাত্র বলিতেছিলেন, দেলজানকে কোন রাজপুত্রের করে সমর্পণ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। যদি আপত্তি না থাকে—বলুন, সেই ভাগ্যধর রাজপুত্র কে ?

স। যুবক! তোমাকে আমার অবিশ্বাস নাই। বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজকুমার মীরজা দেলজানের স্বামী হইবেন,—তাঁহাকেই আমি বাগ্দান করিয়াছি। বিসিয়াপুরের রাজ্যের উপর কাবুলের রাজ-বংশের স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছে। এই পরিণয়সূত্রে দেলজান বিসিয়া-পুরের রাণী হইবেন। ডেকানে নবাবের সহিত আরঙ্গজেবের কথা চলাচলি হইতেছে, সম্প্রতি আরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিবেন। কুতুবের সৈন্যবল নিস্তেজ—নিশ্চয় পরাজিত হইবে। ডেকানের নবা-বের সহায়তায় মীরজার পিতা বিসিয়াপুরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হই-বেন। এই সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া গেলেই, কোমলাঙ্গী দেলজানের সহিত মীরজার বিবাহ হইবে।

মালেক এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—দেলজান দূরে বসিয়াছিল, নিস্তব্ধ ও উৎকর্ণ হইয়া সে সমস্ত কথা শুনিতেছিল,—বুঝি মনে মনে ভাবিতেছিল, "দাদামহাশয় আমি রাজরাণী হইতে চাহি না, মালেকের করে আমাকে অর্পণ কর। আমি এইরূপ অরণ্যে তাহার সঙ্গিনী হইয়া, বড় সুখেই দিন অতিবাহিত করিব। আমার এ সুখে বাদ সাধিও না।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। বুড়াও তাহার হৃদয় বুঝিল না। বুঝিলেও সেদিকে মনঃসযোগ করিল না।

মালেক বলিলেন, "যদি কুতুব আপনাদের এতাদৃশ শত্রু, তবে তাহার দৃষ্টির এত নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন কেন?"

স। আর কোথায় যাই? ভাবিয়াছিলাম,—দুরধিগম্য পর্ব্বতমালা খুব গুপ্তস্থান,—এই স্থানেই রক্ষা পাইব। এদিকে দিন সংক্ষেপ হইয়া উঠিয়াছে। বিসিয়াপুর হইতে ষড়যন্ত্র ঠিক হইতেছে—আমিও বিসিয়া-পুরে যাইব, তাহারই আয়োজন করিতেছিলাম। কিন্তু আর সুবিধা নাই, আমার গতিবিধি—এমন কি কোথায় আমার পদচিহ্ন পড়ে.

গোয়েন্দাগণ তাহারও অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। তাহাতেই এক্ষণে স্থির করিতেছি—আর না, অদ্যই দেলজানকে লইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিব। তুমিও স্বদেশে চলিয়া যাও।

মা। কোথায় যাইবেন?

স। বিসিয়াপুরে।

মা। পথে যদি দেলজানের কোন বিপদ হয়?

স। ভগবান্ ভরসা।

মা। আমি দেলজানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি,—দেলজানের ভাল হউক,—সে রাজরাণী হউক। কিন্তু আমি তাহাকে নিরাপদ স্থানে না পঁহুছিয়া দিয়া কখনই দেশে যাইতে পারিব না।

স। তোমাকেও ধরিবার জন্য বিশেষ যত্ন আছে, তাহা জান?

মা। জানি;—কিন্তু আমার দেলজানের বিপদ হইতে আমার নিজের প্রাণ বড় নহে।

সন্ন্যাসী প্রশান্ত-দৃষ্টিতে মালেকের সরল ও প্রেমপূর্ণ মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে তাহাই। প্রভাত না হইতেই আমাদিগকে বিসিয়াপুরে যাত্রা করিতে হইবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী, মালেক ও দেলজান সেই গুহাবাস হইতে বহির্গত হইলেন। পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, তথা হইতে আঁকা বাঁকা পথ বহিয়া নিম্নে নামিয়া বন্যপথ ধরিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ক্রমে উষা দেখা দিল,—পক্ষীরা সব

জাগিয়া উঠিয়া প্রভাতী গাহিয়া উষার বন্দনা করিল। সেদিন শেষ রাত্রি হইতেই কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল,—কুয়াসার জল তাঁহাদের মস্তকের চুলে, গাত্রের কাপড়ে বিন্দু বিন্দু আকারে পতিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী অগ্রে, মধ্যে দেলজান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ মালেক যাইতে লাগিলেন।

প্রভাত-ছটায় পূর্ব্বাম্বর লোহিত-রাগে আরক্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সহসা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একদল অশ্বারোহী লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মালেকই প্রথমে তাহা দেখিতে পান। তিনি ভয়-চকিত স্বরে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে একদল অশ্বারোহী সিপাহী ছুটিয়া আসিতেছে।"

সন্ন্যাসী চকিতে বদন ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিলেন,—আর অধিক দূরে নাই। একদল অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাদের নিকটস্থ হইল,—তাহাদের পশ্চাতে—আরও একটু দূরে—একদল পদাতিক সৈন্য অতি দ্রুতবেগে পিপীলিকার সারির ন্যায় সারি বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসীর মুখ শুকাইয়া গেল, আর রক্ষা নাই।

দেখিতে দেখিতে সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন ডাকিয়া বলিল, "আজি সুপ্রভাত, অনেক কষ্টে আজি একেবারে সবগুলিকে একত্রে পাইয়াছি।"

আর একজন বলিল, "আর কেন? বাঁধিয়া ফেল।"

ততক্ষণে পদাতিক সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহারা সন্ন্যাসী, দেলজান ও মালেককে ধরিতে গেল, কিন্তু মালেক তখন দুই হস্তে দুইখানি দ্বিধার তরবারি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

যাহারা ধরিতে আসিয়াছিল, তাহারাও নিরস্ত্র নহে। তাহারাও অস্ত্র চালাইল—কিন্তু মালেকের ভীম বেগ তাহারা সহ্য করিতে পারিল

না, হটিয়া গেল—তখন অনেকগুলি সিপাহী একত্রে আসিয়া মালেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। একা মালেক কতক্ষণ পারিবেন? অচিরেই তিনি একটা অস্ত্রের গুরুতর চোট খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সিপাহীগণ তাঁহাকে তখনই বন্ধন করিয়া ফেলিল। আরও কয়েকজন গিয়া দেলজানকে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একটা ডুলিতে তুলিয়া লইল।

দেলজানের চীৎকার ও করুণ-ক্রন্দনে বনভূমি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীকে কেহ ধরিল না,—সন্ন্যাসীকে ধরিতে দারোগা-সাহেব নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী কাতরে অনুনয়ে-বিনয়ে মালেক ও দেলজানের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। সিপাহীগণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তখন সন্ন্যাসী বক্ষে করাঘাত করিয়া পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। সিপাহীগণ কোন কিছুতেই দৃক্পাত করিল না। তাহারা একটা অশ্বপৃষ্ঠে মালেককে তুলিয়া বাঁধিয়া লইয়া এবং দেলজানের ডুলি তুলিয়া লইয়া রাজধানী অভিমুখে চলিয়া গেল। রুগ্নসিংহের বক্ষ হইতে তাহার শিশুসন্তানকে টানিয়া লইয়া গেলে, সে যেমন তর্জ্জন-গর্জ্জনে আক্ষেপ করিতে থাকে, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

অনেক দূর যাইয়া মালেকের চৈতন্য হইল,—অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই দেলজানের করুণ ক্রন্দনরোল শুনিতে পাইলেন। ত্বরিত গতিতে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহারই অশ্বের পাশে পাশে একখানা ডুলি যাইতেছে, ডুলিতে তাঁহার হৃদয়ারাধ্য দেলজান হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

মালেক পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র,—হাত পা আছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "জগদীশ্বর! এখনও আমার মৃত্যু হইল না কেন? চক্ষুর উপর ইহাই

দেখিতে হইল। আমার দেলজান—আমার প্রাণের দেলজান বন্দিনী—আমারই সাক্ষাতে তাহাকে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে লইয়া যাইতেছে। পাষণ্ডগণ, ছাড়িয়া দে—আমার দেলজানকে ছাড়িয়া দে। আমাকে লইয়া গিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দে—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।”

কেহই মালেকের কথার কোন প্রকার উত্তর করিল না। প্রতিধ্বনি তাহার ধ্বনি বুকে লইয়া দিকে দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইল।

মালেককে উঠিতে দেখিয়া, দেলজান আরও উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “মালেক ;—মালেক ! আমার গতি কি হইবে ?”

মালেকের দুই চক্ষু বহিয়া অজস্র ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

একজন যুবক সিপাহী একটু হাসিয়া বলিল, “তোমার ভালই হইবে। বেগমসাহেব হইবে,—ঐ গরীব বেচারাই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবে।”

কথাটা দেলজানের কর্ণে পঁহুছিল। তাহার বক্ষ ফাটিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—আমার মালেক—প্রাণের মালেক ! তোমার দশা কি শেষ এই হইল ? কেন তুমি দাদামহাশয়ের কথা শুনিয়া দেশে চলিয়া গেলে না ? তোমার গতি কি হইবে—তোমার মন্দ, আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার নিজের জন্য ভাবি না—মরিতে হয় মরিব—কিন্তু মালেক,—আমার প্রাণের মালেকের কি হইবে ?”

মালেক আর শুনিতে পারিলেন না। তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাহাদিগকে লইয়া সিপাহীগণ একটা বস্ত্রাবাসের নিকটে উপস্থিত হইল,—বস্ত্রাবাসে গোয়েন্দাপুলিশের বড় দারোগা কুমারসিংহ অপেক্ষা করিতেছিলেন,—যুবক ও গিরিসুন্দরী বন্দী হইয়াছে, দেখিয়া আনন্দে

উৎফুল্ল হইলেন এবং তখনই অশ্বারোহণ করিয়া সদলবলে তাহাদিগকে লইয়া রাজবাড়ী অভিমুখে চলিলেন।

গোয়েন্দা পুলিশের দারোগা কুমারসিংহ আজি আর আসামী লইয়া গারদগৃহে রাখিলেন না, একেবারে দরবারে উপস্থিত করিয়া দিবেন বলিয়া, তদভিমুখে চলিলেন।

যখন তাঁহারা গ্রামের মধ্যে পঁহুছিলেন, তখন বন্দীদ্বয়কে দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে জনস্রোত আসিয়া তাঁহাদিগের পথাবরোধ করিতে লাগিল। তবে পুলিশের ডাক্-হাঁকে আর রুলের গুঁতায় সহজে পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল। তাঁহারাও চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাস্তার দুইধারে বাড়ীর উন্মুক্ত জানালায় দাঁড়াইয়া, ছাতে উঠিয়া স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, দেলজান ও মালেককে দেখিতে লাগিল,—তাহাদিগের করুণ-ক্রন্দনে সকলেই চক্ষুর জল ফেলিল।

ক্রমে খাসদরবারে আসামী লইয়া কুমারসিংহ উপস্থিত হইলেন। তখন সাহকুতুব সেখানে বসিয়াছিলেন, দেলজানকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মহা আনন্দিত-চিত্তে তাহাকে বেগম-মহলের একটি অতি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতি-পালিত হইল।

মালেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুর্বৃত্তযুবক! মূষিক হইয়া সিংহের সহিত বাদ সাধিতে গিয়াছিলে, তাহার ফলভোগ কর।"

মালেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবারই আদেশ হইল, কিন্তু আপা-ততঃ গারদে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ মালেককে লইয়া প্রহরিগণ চলিয়া গেল।

বাদসা ... ারসিংহের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে নিকটে

প্রথম ভিখারী বলিল, "কি জ্বালা, কি কাজে আসিয়াছ, মনে আছে ?"

দ্বিতীয় ভিখারী বলিল, "এখানেও প্রয়োজন আছে। সর্ব্বত্রই দেখিতে হইবে।"

তখন দুইজনে ফিরিয়া ভৃত্যের সহিত গমন করিল। ভৃত্য তাহাদিগকে বহির্ব্বাটীর অলিন্দায় বসিতে বলিয়া বাটীর মধ্যে সংবাদ দিতে গেল।

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী, তারা এবং আরও আট দশজন পুরযোষিৎ গিয়া বাটীর একটা দ্বিতল প্রকোষ্ঠের সম্মুখের দরওয়াজা খুলিয়া দিয়া গান শুনিতে বসিল। ভিখারীদ্বয় গান আরম্ভ করিল। প্রথম ভিখারীর গলার স্বর তত মিষ্ট নহে—কিন্তু ভাবে হৃদয়পূর্ণ, আর সুন্দর বাজাইতে পারে। দ্বিতীয় ভিখারীর কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর—তাহার হাতে একটা গোপীযন্ত্র। তাহারা গাহিতে লাগিল—

কেন মা কাঁদাও শ্যামা
  যদি মুছাবে না আঁখি,—
আমি, কাঁদিয়ে মরিলে কি মা
  তুমি তাহে হবে সুখী ?
কে মুছাবে আঁখি-ধারা,
  তুমি না মুছালে তারা,
ভাই বন্ধু সুতদারা
  তারা কেবল সুখের সুখী।

গান গীত হইয়া নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। কিন্তু শ্রোত্রীগণের আশা মিটিল না। আর একটি গাহিবার জন্য দাসীকে দিয়া অনুরোধ

করিয়া পাঠাইল এবং বিশেষরূপে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইল। তাহারা আবার গাহিল,—

এত ক'রে ডাকি তোমায় মা
তবু কি সদয় হবে না,
মা তোমার এ কেমন তর
দাসের প্রতি বিবেচনা।

ভব-কারায় খাটিয়ে মার,
খেটে মরি মা অনিবার,
খাটতে যে পারি না আর;
এত খেটেও শোধ যাবে না?

কোন্ দেশী এ কাজের ধারা,
সারা জীবন হয় না সারা,
শুধাই তোরে বল মা তারা
কাজের কি গো জের মেটে না?

শুধাই তোমায় এলোকেশী;
কি দোষে হ'য়েছি দোষী
তাই আমারে দিবানিশি
এত ক'রে দাও যাতনা।

খেটেছি যা মোহের বশে
মোহের বাঁধন গেছে খসে
ও চরণ পাবার আশে
ঐ চরণই সার ভাবনা॥

গীত সমাপ্ত হইল। দাসী আসিয়া তাহাদিগকে আটটা পয়সা ও কিঞ্চিৎ চাউল প্রদান করিল। চাউল ও পয়সা লইয়া ভিখারীদ্বয় চলিয়া গেল। যাহার গলার স্বর সুমিষ্ট, সেই গোপীযন্ত্রে আঘাত করিতে করিতে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে চলিল ;—

বরজ মাঝারে তুমি বিনোদিনি,
রমণীর শিরোমণি,
কুসুম-লাবণ্য দেহের গঠন
প্রেমের প্রতিমা খানি।

ক্রমে তাহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। তখন শ্রোত্রীগণের মধ্যে সেই গানের সমালোচনা উঠিয়া পড়িল। লক্ষ্মী বলিল, "কি মিষ্ট স্বর,—সুন্দর গাহিয়াছে।"

কামিনী বলিল, "একজনের গলার স্বর ভাল, আর একজনের ভাল নহে। তবে গান দুইটি বাঁধা ভাল—তাই ভাল লেগেছে।"

রামমণি বলিল, "হ্যাঁ, একজনের গলা ভাল বটে—কিন্তু একটু কাঁপুনি আছে। আর গান দুইটার বাঁধুনি এমনই বা কি ভাল, তবে বিষয়টা ভাল, তাই বেশ লাগিল।"

মিত্রদের বড় পুঁটী বলিল, "তা ত বটেই—গানের বাঁধুনি আর কি ভাল। আমার ছোট কাকা যে সকল গান বাঁধে, তা শুনলে অজ্ঞান হইতে হয়। তবে বাজায় ভাল।"

হরিবুর মা বলিল, "বাজনার কথা বলিতে হইবে না,—একটা যন্ত্র, তার আবার বাজনা! বাজায় আমার বড় দেওর—যেন খই ফুটিয়া যায়। ওকি আর বাজনা।"

ফলকথা, অল্পক্ষণমধ্যে সমালোচনায় এই স্থির হইল যে, ভিখারীদ্বয় যে গান বাজনা করিয়া গেল,—উহার কিছুই ভাল নহে।

অতঃপর ভিখারীদ্বয়ের সমালোচনা আরম্ভ হইল। রামমণি এবারে প্রস্তাব উত্থাপন করিল। সে বলিল, "মিন্সেদের গড়নও যেন চোয়ড়ে চোয়ড়ে।"

এবার কিন্তু পুঁটি তাহার প্রস্তাবের সমর্থন না করিয়া, বরং প্রতিবাদই করিল। বলিল, "কেন, গা! যে বয়সে ছোট, তাহার যেমনি রং, তেমনি চোক, মুখ, নাক—তেমনি প্রশস্ত কপাল। গান গাইতে গাইতে নাকে, গণ্ডে ও ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছিল—তাহাতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আর বড়টীও নিতান্ত মন্দ নহে—শ্যামলবর্ণ—নাদুস্নুদো, মন্দ কি?"

পুঁটী পরিত্রাণ পাইল না। কামিনী তাহাকে চাপিয়া ধরিল, বলিল, "পোড়া কপাল আর কি? পুঁটী যে একেবারে ব্যাসের মত বর্ণনা করিয়া গেলি? ঐ না কি সুশ্রী—ছিঃ! ছিঃ! সুশ্রী দেখ্‌তে যদি হয়, আপন মুখে বল্‌তে নাই—আমার মেজো দাদাকে দেখিস্। এতদিন বিদেশে ছিলেন, এখন একবার দেখিস্।"

রামমণি বলিল, "কার সঙ্গে কার তুলনা! অত যাক্—আমার ছোট জামাইয়ের কাছে দাঁড়াইতে পারে?"

সমালোচনার ফল শেষে এই দাঁড়াইল যে, ভিক্ষুকদ্বয় গাইতে বাজাইতে বা দেখিতে কোন প্রকারেই ভাল নহে।

তখন রমণীগণ বিদায় হইলেন। কেবল তারা ও লক্ষ্মী সেখানে কিয়ৎক্ষণ থাকিল। তারা লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল. "চিনিতে পারিয়াছ?"

ল। কাহাকে চিনিব?

তা। ছোট ভিখারীটিকে?

ল। না। ও কে?

তা। সে দিনকার রাত্রির সেই ডাকাত—উদয়সিংহ।

ল। দূর—তবে মুখের ধরণটা সেইরূপ বটে; আর চক্ষুর নীচেয় সেইরূপ একটি আঁচিল আছে বটে।

তারা বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্মীর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিল। লক্ষ্মী বলিল, "অমন করিয়া কি দেখিতেছ?"

তারা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, উদয়সিংহের চক্ষুর নিম্নে একটা আঁচিল আছে—সেই রাত্রে একটুখানির মধ্যে তাহাও তুমি দেখিয়াছ? তবে তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছ?"

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া জড়সড় ভাবে বলিল, "না—না, তাহা নহে। তবে মুখের দিকে তাকাইতে নজর পড়িয়াছিল।"

তা। তাহা নহে—কি নহে?

ল। আমি যাই;—কাজ আছে।

তা। ছোট ভিক্ষুক উদয়সিংহ।

ল। হউক, তা আমার কি?—দুর্, উদয়সিংহ কেন! তাঁহার মুখে অত বড় দাড়ি, না মাথায় অত বড় ঝুম্‌রো চুল।

তা। চুল আর দাড়ি কি করা যায় না?

ল। তা যেন যায়,—উদয়সিংহ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে কেন? সে নয় ডাকাত—ভিক্ষুক কেন?

তা। বোধ হয় এই নগরীতে কোন গুপ্ত সন্ধানের প্রয়োজন হইয়াছে, তাই ভিক্ষুকবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ল। শুনিয়াছি, এসব সন্ধান উহাদের গুপ্তচরে করিয়া থাকে।

তা। গুপ্তচর আর কাহারা? উহারাই চর—উহারাই সব। তবে ছোট খাট কাজ পড়িলে, ছোট খাট বুদ্ধিদ্বারা সম্পন্ন হয়—আর বৃহৎ কাজ পড়িলে, নিজেরা আইসে।

ল। কি বৃহৎ কাজ পড়িয়াছে ?

তা। তাহা কি আমি জানি ? আমাকে কি বলিয়া গিয়াছে। একটা কথা শুধাইব, সত্য বলিবে ?

ল। কি বল ?

তা। উদয়কে বিবাহ করিতে সাধ হয় ?

ল। তুমি মর।

তা। মরণ কি আছে ? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম,—তার উত্তর কি ?

ল। না।

তা। কেন ?

ল। বিবাহ, বাপ মা ভাই ;—ইঁহারা দেখিয়া দিবেন।

তা। যদি তোমার দাদা উদয়সিংহের সহিত বিবাহ দেন ?

ল। তা হ'লে হবে।

তা। তাহা হইলে তুমি সুখী হও ?

ল। তা এখন বলিব কি প্রকারে ?

তা। উদয়কে দেখিতে ইচ্ছা করে ?

ল। উদয় বেশ লোক—ডাকাত, কিন্তু যেন ইচ্ছা করে, সে রোজ রোজ আসিয়া ডাকাতি করুক।

তা। ঠিক বলিয়াছ—উদয়সিংহ ডাকাত,—তবু ইচ্ছা করে, রোজ রোজ আসিয়া ডাকাতি করুক। তাহার পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—রোজ রোজ আসিয়া ডাকাতি করিয়া যাইও।

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইল। সে আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, একবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যেখানে বসিয়া স্থলোদ

প্রসন্নময়ী তরকারী কুটিতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার চুল ধরিয়া টান দিল।

প্রসন্ন চুল ছিনিয়া লইয়া বলিল, "কি গো হয়েছে কি?"

ল। হবে আর কি, তুই তরকারী চুরি করিয়াছিস্ কেন?

প্র। ওমা, সে কি গো,—আমি যদি এ কাজ করিয়া থাকি, যেন দুই চক্ষুর মাথা খাই। তোমায় এ কথা কে বলিল,—দিদি ঠাকৃরুণ?

ল। কেন, বনচারী।

বনচারী একটি বৃদ্ধ ভৃত্য। তখন প্রসন্নময়ী বঁটিখানি সেই স্থানেই কাত করিয়া রাখিয়া, ভীম তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বনচারীর অনুসন্ধানে প্রধাবিতা হইল।

প্রসন্ন চলিয়া গেলেই—লক্ষ্মী একদৌড় দিয়া তথা হইতে যেখানে বসিয়া রাঁধুনীঠাকুরাণী লুচি ভাজিতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, রাঁধুনীঠাকুরাণী তখন কয়েকখানা লুচি ভাজিয়া উনন নিবিয়া যাওয়াতে ঈষদ্বেলিত দেহে উননের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুৎকার দিতেছেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি হচ্ছে?"

রাঁধুনীঠাকুরাণী মুখ তুলিয়া, চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন, "কি হবে, এই লোকের মাথা খেয়ে ভিজে কাঠ বৈ দেবে না, আমি মরিতেছি, তা ত তোমরা দেখ্‌বে না।"

ল। তুমি আমার মাথা খাইতে চাহিলে?

রাঁধুনী একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "ষাট্ ষাট্ ওমা সে কি কথা? অমন কথা মুখেও এন না।"

ল। তুমি বলিতে পারিলে, আর আমি মুখেও আনিতে পারিব না।

রাঁধুনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দোহাই তোমার, আমি অমন কথা বলি নাই। যদি কর্ত্তামা শোনেন, আমার নাক কাণ যাবে।"

ল। তবে একটা গান কর—নতুবা আমি বলিয়া দিব।

রা। আমি কি গান জানি?

ল। যা জান।

রা। কিছুই জানি না।

ল। তাই গাও।

রা। রূপকথা জানি।

ল। তবে তাই বল।

রা। এক যে রাজা—কিন্তু রাঁধিব কখন?

"তবে রাঁধ।" এই বলিয়া লক্ষ্মী চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহের অন্তঃপুরের শোভা অতুলনীয়। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরবিনির্ম্মিত সুরম্য প্রাসাদশ্রেণী রাত্রিকালে নানাবিধ কাচ-বিনির্ম্মিত আলোকাধারে প্রজ্বলিত আলোকমালায় বিভূষিত।

গৃহ সমুদয় বিবিধ রত্নরাজি ও বিবিধ প্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রাদিতে সুসজ্জীকৃত। বহুবিধ রত্নরাজির উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিত। প্রতি প্রকোষ্ঠে সুন্দরীর হাট—কোথাও নৃত্যগীত হইতেছে, কোথাও সিরাজি-সেবন চলিতেছে, কোথাও রত্নালঙ্কারনিক্কণে মধু-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা বিম্বাধরের হাসির লহর উঠিতেছে,—পুষ্প, পুষ্পসার প্রভৃতির সুগন্ধ ছড়ুরিত হইয়া দিশোভূমি মাতাইয়া তুলিতেছে।

এই অন্তঃপুরের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উন্মূলিতা লতা গাছটির ন্যায়, একখানি পালঙ্কের এককোণে অভাগিনী দেলজান পড়িয়া আছে!

আজি চারিদিন হইল, সে বন্দিনী হইয়া আসিয়াছে—এ কয়দিনের মধ্যে তাহার রূপের অর্দ্ধেক যেন উড়িয়া গিয়াছে। বনবিহঙ্গিনীকে স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ করিলে, কি তাহার শান্তি থাকে?

দেলজান পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিন চারিজন সুন্দরী পরিচারিকা তাহার তুষ্টি সম্পাদনার্থ কখনও গান গাহিতেছে, কখনও কৌতুক করিতেছে, কখনও গল্প বলিতেছে; কিন্তু দেলজান কিছুতেই নাই, বৈকালের শুষ্কবেলার ন্যায় পড়িয়া আছে।

রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত—এমত সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া জানাইল, "বাদসাহনামদার আসিতেছেন।"

সহচরীগণ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহকুতুব গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরিচারিকাকুল একত্রে একযোগে পুনঃ পুনঃ কুর্ণীস্ করিয়া, সারি দিয়া দাঁড়াইল। বাদসাহ যথারীতি তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া, গান গাহিতে আদেশ করত পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। দেলজান পড়িয়াছিল,—তাড়াতাড়ি উঠিয়া পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িল।

কুতুব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরী; তুমি ভীত হইতেছ কেন? আমি তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া, বেগম করিব।"

দেলজান কোন কথা কহিল না। বাদসাহ বলিলেন, "তুমি গোলকুণ্ডার অধীশ্বরী হইবে। বেগম সাহেবগণের সুখ ত এই কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছ? বনে জঙ্গলে কি সুখে ছিলে?"

দেলজান কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার সেই ভাল। আপনি বাদসাহ, আপনি রাজাধিরাজ—আপনি অবিচার করিলে, কে বিচার করিবে? আমরা গরীব দুঃখী, আমাদিগকে এ সুখে আনিলে, আমাদের সুখ হয় না। আপনার পায়ে

পড়ি—আমাকে ছাড়িয়া দিন? আর মালেক?—মালেককে কোথায় রাখিয়াছেন?"

কু। কল্যই ত বলিয়াছি সে হাজতে আছে।

দে। আপনার পায়ে পড়ি—তাহাকে ছাড়িয়া দিউন।

কু। যদি তুমি আমার আশার বাসনা পূর্ণ কর, তবে তোমার অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দিব।

দে। আমি যদি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই?

কু। তাহা হইলে সে যুবককে আনিয়া তোমার সম্মুখে হত্যা করা হইবে এবং তাহার কণ্ঠ-রক্তে তোমার চরণ রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইবে।

দেলজানের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল, শেষে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "দেখুন, আমার মন বড় খারাপ আছে। আমাকে একমাস সময় দিউন, ইহার মধ্যে চিত্ত স্থির করিয়া আপনার অভিপ্রায় মতে কার্য্য করিব।"

কু। তবে তাহাই—মালেকও একমাস হাজতে থাকিবে। ঠিক একত্রিশ দিনের দিন হয় সে মুক্তি পাইয়া দেশে চলিয়া যাইবে,—আর না হয়, তোমার সম্মুখে হত হইবে।

তখন সাহকুতুব, নুরমহলবেগমের গৃহে গমন করিলেন।

দেলজান গিয়া তাহার বিছানায় শয়ন করিল। শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল,—একমাস সময় ত লওয়া হইল; কিন্তু এ এক মাসের মধ্যে কি হইবে? কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিবে। দাদা মহাশয়,—তিনি ত বৃদ্ধ। আর যোয়ান হইলেই বা এখানে কি করিতে পারিতেন? ভাবিতে ভাবিতে দেলজান ঘুমাইয়া পড়িল।

সাহকুতুব নুরমহলবেগমের গৃহে গমনপূর্ব্বক সিরাজি সেবন আরম্ভ

করিলেন। সুন্দরী যুবতী পরিচারিকাগণ নৃত্য করিতে লাগিল,—গান গাহিতে লাগিল। যুবতীগণের তানলয়-সংযোগে মনোহর নৃত্যগীত, রূপের লহরীলীলা, কুসুমসম্ভারের সৌরভ—আলোকমালার প্রোজ্জ্বল-কিরণরশ্মি, সুরাসেবনজনিত উচ্ছ্বাসময় কুতুব-হৃদয়কে আরও উচ্ছ্বসিত ও আবেগ-বিহ্বল করিয়া তুলিল। তিনি রূপসী নুরমহলের রক্তরাগ-রঞ্জিত চরণতলে ঢলিয়া পড়িলেন।

এই গৃহেরই অনতিদূরে মর্জ্জিনাবেগমের গৃহ। সে গৃহে আজি আর আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে না। একবার একদল পরিচারিকা আসিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মর্জ্জিনাবেগম তখনই তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, আজি আর সে গৃহে সে বিলাস-স্রোত নাই,—একটি মাত্র আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। একটি বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়া উদাসপ্রাণে সে কি চিন্তা করিতেছিল।

একটি দাসী আসিয়া বলিল, "বাদসাহজাদি, আমাকে কি ডাকিয়াছিলেন?"

বাদসাহজাদি অর্থহীন দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ, ডাকিয়াছি। আমি যে আর বাঁচি না। আমার প্রাণ ত আর শান্তিলাভ করিতে পারে না। হায়, আমি কি করিয়াছি?"

দাসী বলিল, "যাহা করিয়াছেন, তাহার আর উপায় নাই। মানুষ সুখী হইবে বলিয়া কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে; কুকর্ম্মে সুখ নাই—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মরে।"

ম। মরে? তবে আমি মরি না কেন? না মরিলে বুঝি আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে না। রাক্ষসীর মত বিষপ্রয়োগে স্বামীকে যে পথে পাঠাইয়াছি, সেই পথে না গেলে বুঝি শান্তি হইবে না। কৌশল

করিয়া মীরজুমলাকে দিয়া হসন্‌সাহেবকে যে পথে পাঠাইয়াছি, সেই পথে না গেলে বুঝি শান্তি হইবে না। কোথায় তাহারা ?—ঐ—ঐ যে আমাকে নরকে যাইবার জন্য অভিসম্পাত করিতেছে।—সখি ;—সখি ! একটু মদ দাও।

দাসী স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া মদ্য প্রদান করিল। এক চুমুকে সমস্ত খানি পান করিয়া মর্জ্জিনাবেগম টলিতে আরম্ভ করিল, ইতি-পূর্ব্বেও সে অনেকখানি পান করিয়াছিল। এখন তাহার মাদকতার মাত্রা পূর্ণরূপেই হইয়াছে। এবার সে বলিতে আরম্ভ করিল, "ধনে সুখ নাই, বিলাসে সুখ নাই—বদসাহজাদির সুখ নাই। সুখ,—সুখ কোথায় ? কে আছ, আমায় বলিয়া দাও, সুখ কোথায় ? আর কিছু ভাল লাগে না,—চাহি সুখ ; তোমরা আমায় সেই পথে লইয়া চল, যে পথে সুখ আছে। আমার মোহের বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে - বুকে শত বৃশ্চিকদংশন। ওঃ ! কি করিয়াছি।" বলিতে বলিতে মর্জ্জিনাবেগম শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল।

লুকো-চুরি।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত,—নির্ম্মল। সূর্য্যের সুবর্ণ-কিরণে জগৎ হাসিতেছিল। দূরে দুই একটি পাখী গাছের সুন্দর শ্যামিকায় অঙ্গ ঢাকিয়া তরুণ-অরুণের প্রতি চাহিয়া করুণ স্বরে যেন কোন অজানিত অদৃষ্ট শক্তিকে আহ্বান করিতেছিল। যেন সে আহ্বানে মানবের স্বার্থপরতা নাই,—তাহাতে যেন "কি যেন কি মাখান!" সে আহ্বান হৃদয়মাঝারে কি যেন এক সঙ্গীত প্রবাহ ঢালিয়া দেয়—নীরব বীণা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে, হৃদয়মাঝারে যেন কোন্ উদাস-স্বরলহরীর মৃদুল প্রতিধ্বনি আনয়ন করে।

এই সময় গোলকুণ্ডানগরীর প্রায় তিনক্রোশ দূরস্থ একটা বন্যপথ ধরিয়া দুইব্যক্তি চলিয়া যাইতেছিল। পথটি প্রস্তর-পূর্ণ;—কিন্তু পথিক-

দ্বয়ের যে সে পথে চলিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইতেছে, তাহাদের গতি-ভঙ্গি দেখিলে, তাহা বোধ হয় না। উভয়ে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। পথের উভয়পার্শ্বে গোধূমক্ষেত্রের অনন্ত বিস্তার—প্রভাত-সমীরণে অনন্ত সাগরোর্ম্মির ন্যায় হিল্লোলিত হইতেছিল। দূরে—বহুদূরে হিমানী-মণ্ডিত পর্ব্বতরাজির ক্ষীণ নীলিমা নবোদিত নীরদমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক বিস্তৃত বহুকালের বটবৃক্ষতলে পথিকদ্বয় উপবেশন করিল। বটবৃক্ষের অদূরে একটা কূপ—সেটিও বহুদিনের পুরাতন বলিয়া বোধ হইল।

পথিকদ্বয় বটবৃক্ষের তলে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহারা আর যে কোথাও যাইবে, ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল,—সূর্য্যকর অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিল। তথাপিও তাহারা সেখান হইতে উঠিল না, বিবর্দ্ধিত বেলার প্রতি লক্ষ্যও করিল না।

ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল;—সূর্য্যদেব মধ্যগগনাবলম্বী হইলেন, তাঁহার প্রখর কর-নিকর-প্রতাপে জীবকুল বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সরোবরে সরোজিনী, আর স্থলে সূর্য্যমুখী শুধু তাঁহার কিরণসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। পথিকদ্বয় তখনও সেইভাবে সেইস্থানে বসিয়া সেইরূপেই গল্প করিতে লাগিল।

সহসা সেখানে আর একজন পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "উদয়সিংহ!"

যাহারা বৃক্ষতলে বসিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমরা অনেকক্ষণ হইল, এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।"

যিনি এখন আসিলেন, তিনি দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথ। সকাল হইতে যাহারা আসিয়া বসিয়া আছে, তন্মধ্যে একজন উদয়সিংহ, অপর দস্যু-দলস্থ কৃপারাম।

কাশীনাথ বলিলেন, "পাঁচশত বন্দুক, আর কুড়িটি কামান প্রস্তত হইয়াছে।

উ। যথেষ্ট,—বারুদ, গোলা, গুলি?

কা। কামানগুলি যথাযথ স্থানে গোপনে গোপনে লইয়া গিয়া রাখিতে হইবে।

উ। যে জর্ম্মানমিস্ত্রীকে আনাইয়াছিলেন, সে বলিয়াছিল,—এরূপ আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তত করিয়া দিব যে, তাহা পূর্ব্বে শত্রু-আগমনসম্ভবস্থানে বারুদ গোলা পূর্ণ করিয়া পুতিয়া রাখিলে যখন শত্রু আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইবে,তখন তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিবামাত্র ভীমবেগে ফাটিয়া বহুলোকের প্রাণ সংহার করিবে। তাহা কি প্রস্তত করান হইয়াছে?

কা। না।

উ। কেন?

কা। মানুষ মারার জন্য সে গুপ্তকাণ্ড করা উচিত নহে। তবে সেই মিস্ত্রীদ্বারা অনেক গুলি ভাল ভাল কামান প্রস্তত করান হইয়াছে।

উ। কিছু কামান কি গোলকুণ্ডা লইয়া যাইতে হইবে?

কা। হাঁ। তোমরা ছদ্মবেশে গিয়া স্থানাদি বেশ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছ?

উ। আজ্ঞা হাঁ—আমি আর ভগবান্, দুইজনে ভিখারীর বেশে প্রায় সাত আট দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত নগরীর পথ, ঘাট, গুপ্তস্থান, গমনাগমন স্থান, সৈন্য সংস্থাপনের স্থান সমস্তই দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া আসিয়াছি।

কা। উত্তম। এক্ষণে অস্ত্র-শস্ত্রাদি কতক বা নগরপ্রবেশের তোরণ-দ্বার স্বরূপ পর্ব্বতোপরি, কতক বা নগর মধ্যে, কতক বা আমাদের আড্ডায় আড্ডায় পাঠাইতে হইবে। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে বলিয়াছিলাম—অদ্য রাত্রি হইতেই সেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

উ। যে আজ্ঞা!

যেখানে বসিয়া তাঁহারা কথোপকথন করিতেছিলেন, ইহার অর্দ্ধ-ক্রোশ দক্ষিণে সুবিখ্যাত ও প্রাচীন হিন্দুরাজভবন পরিত্যক্ত ও ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, ঘন-সন্নিবিষ্ট বিশাল বন। বহু বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত শ্যামলবনভূমির মধ্য-স্থলে সুনীল সাগরবক্ষে স্বর্ণকান্তি মৈনাকের ন্যায়, উন্নতশীর্ষ, উপাদেয়-কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন রাজভবন। যুগযুগান্তদর্শী দেবদারু ও অন্যান্য অতি পুরাতন তরুরাজি, জড় প্রকৃতির কঠোর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অতীত-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। সেই বিস্তৃত পরিত্যক্ত ও ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে সে দেশের লোক কেহই যাইত না, রাত্রিকালে তাহার নিকট দিয়াও কেহ আসিত না। সকলেই জানিত, সেখানে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব। অনেক লোক সেখানে নানাবিধ ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমানে কয়েক মাস ধরিয়া ভৌতিক উপদ্রব আরও বাড়িয়া পড়িয়াছে। অনেক লোকে লৌহের উপর হাতুড়ী মারিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ শুনিতে পাইয়াছে। নিকটে আর লোকালয় নাই, কাজেই সে দিকে কেহ যায় না।—শব্দ আর কিছুই নহে, সেই বাড়ীর মধ্যে মৃত্তিকাগহ্বরস্থ গৃহে কাশীনাথের অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হসন্‌সাহেব কোথায় আছেন।"

কা। পাঁচবিবির পাহাড়ে,—নজরবন্দী অবস্থায়।

উ। লোকটা খুব যোদ্ধা ;—কাজে লাগিতে পারিবে কি ?

কা। সমস্ত আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দামিনীর বিকাশও হইতেছে,—ঝড় উঠিবার অধিক বিলম্ব নাই, এসময়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতেও আমাদের অনেক কাজ হইতে পারে, হসন্‌সাহেবের মত একজন যোদ্ধা দ্বারা যে কাজ হইতে পারিত না, তাহা নহে ; তবে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

উ। কেন ?

কা। একবার আমাদিগকে ধরিতে আসিয়া অপমানিত হইয়া গিয়াছিল।

উ। তাহা কি আর মনে আছে ? থাকিলে যাচিয়া সাধিয়া আমাদের দলে আসিয়া মিশিবে কেন ?

কা। সেই ত ভয়ের কারণ।

উ। তারপরে গোলকুণ্ডাধিপতির নিকটে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াই আমাদের দলে মিশিয়াছে।

কা। যে একজন স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মীর নিকটে লাঞ্ছিত হইয়া পরধর্ম্ম ও পরজাতির আশ্রিত হয়, তাহাকে কি বিশ্বাস করিতে আছে ? যে নিজ স্বার্থের জন্য স্বদেশকে বিদেশীর করে বলি দিতে আসে, তাহাকে কি বিশ্বাস করিতে আছে ?

উ। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ?

কা। কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা করিল?

উ। কোরাণ ছুঁইয়া।

কা। তাহাতে কি হইবে?

উ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আপনিই পাপে মজিবে।

কা। আর প্রতিজ্ঞা পালন করিলে কি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে? যে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে চিরদিনই নারকী।

উ। হসন্‌সাহেব নিজ ইচ্ছায় একার্য্য করে নাই।

কা। কাহার ইচ্ছায় করিয়াছে?

উ। কে একজন স্ত্রীলোক নাকি উহাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া তৎপ্রতিদানে প্রার্থনা করিয়াছে যে, কাশীনাথের আশ্রয়ে জীবন রক্ষা কর, নতুবা বাদসাহ তোমাকে দেখিতে পাইলেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে। তাহাতেই আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে।

কা। যে স্ত্রীলোকের কথায় মরে বাঁচে—সে খুব বীর বটে! কাশীনাথ তাহার মত বীরের সাহায্য প্রার্থনা করে না।

উ। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন;—স্ত্রীলোক কি মনুষ্য নহে? আপনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ঐরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কা। তাহাতে তোমার রাগ হয় না কি?

উ। না, না, তাহা নহে। তবে আপনি ওরূপ বলেন কেন, তাহাই শুনিবার বাসনা করি।

কা। মেয়ে মানুষ যখন—তখন মানুষ বৈ কি। ভগবান্‌ একই প্রকার জীব সৃষ্টি করিলে পারিতেন না? পুরুষ-হৃদয়েও যে বিরাট চৈতন্য, স্ত্রী-হৃদয়ে সেই বিরাট চৈতন্য। তুমিও যাহা, তোমার স্ত্রীও তাহাই। তবে আধার প্রভেদ মাত্র।

উ। উত্তম কথা,—তবে তাহারা গ্রাহ্য নহে কেন?

কা। গ্রাহ্য নহে কে বলিল? যে জাতির ক্ষীর-ধারা না পাইলে আমরা একদিনও বাঁচিতাম না—সেই মাতৃরূপিণী স্ত্রীজাতি গ্রাহ্য নহে!

উ। তবে?

কা। তবে এই যে, নর ও নারী এই দ্বিবিধ আধারে জীবাত্মার দুই প্রকার বিকাশ। দুই প্রকার শক্তি। রমণী গৃহ-কর্ম্ম, স্নেহ, মায়া, দয়া, সন্তানপালন এই সকল করিবে। আর পুরুষ জ্ঞানশিক্ষা, জ্ঞান-প্রচার, অর্থোপার্জ্জন, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বদেশ-সংরক্ষণ এই সমুদয় করিবে। পুরুষের উপর স্ত্রীলোকে চাল চালিবে, সেটা ভাল দেখায় না। আর যে পুরুষ স্ত্রীলোকের রক্ষিত বা তাহার কথায় কার্য্য করিয়া থাকে, সে কি মানুষ?

উ। আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহাকে ভালবাসি, তাহার কথা শুনিব না?

কা। ভালবাসা কি?

উ। যাহাকে প্রেম বলে।

কা। (হাসিয়া) প্রেম কি?

উ। প্রেম কি বুঝাইতে হইবে? আপনাকে আমি বুঝাইব!

কা। শাস্ত্রে প্রেম আর কামের বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, তাহাই প্রেম; আর যাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি হয়, তাহাকে কাম বলে। তুমি যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের কথা কহিতেছ, সেটা কাম, প্রেম নহে।

উ। একটা একটা করিয়া বুঝিতে দিন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি এবং কিসে হয়?

কা। আগে বল, কৃষ্ণ কি?

উ। আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, তাহাই জানি। তিনি পূর্ণাবতার ভগবান্—বা ব্রহ্ম।

কা। যিনি পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম, তাঁহার কি ইন্দ্রিয় আছে? ইন্দ্রিয় না থাকিলে, তাহার তৃপ্তিই বা কোথায়?

উ। আমি কি জানি?

কা। তবে দেখ কথাটা আষাঢ়ে রকমের হইয়া উঠিল না? কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি ভগবান্ তিনি বিশ্বরূপ—এই সমস্ত বিশ্বই তাঁহাতে এবং তিনি সমস্ত বিশ্বে। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে হইলে, বিশ্বের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে হয়।

উদয়সিংহ ঘাড় নীচু করিয়া হাসিয়া উঠিল। কাশীনাথ বক্র-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পাজি! তোমার সে আপত্তিরও খণ্ডন ত ঐস্থানেই আছে। আত্মেন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির নাম কাম। অতএব কামবর্জ্জিত হইয়া জগতের সেবার নামই কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি। তাহারই অন্য নাম, প্রেম।

উ। তবে নর-নারীর যে ভালবাসা হয়, তাহাকে কি প্রেম বলে না?

কা। না।

উ। কি বলে?

কা। কাম।

উ। কথাটা ভাল হইল না,—স্ত্রীপুরুষের যে পবিত্র প্রণয় তাহাও কি প্রেম নহে?

কা। এ জগতে কে কাহার স্ত্রী? তুমি যাহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া জান, সে হয় ত মনে মনে অন্যের স্ত্রী—তাহার কামনা হয় ত অন্যের উপরে। আজি তুমি যাহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া জানিতেছ,

সে হয় ত তোমার জীবনান্তে অন্যের ক্রোড়স্থা। হিন্দুসমাজের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রকাশ্যতঃ দেখিতে পাইবে,—কল্য যে রমণী একজনের স্ত্রী ছিল, অদ্য প্রভাতেই সে আর একজনের স্ত্রী হইয়াছে।

উ। যদি প্রাণ ভরিয়া একটি রমণী একজনকে ভালবাসে?

কা। সে ভালবাসে তাহাতে তোমার কি? তাহারই মূর্খতা মাত্র। বুঝিতাম, যদি আমার মরণের পরে আমার সাথের সাথী হইতে পারিত, বা আমি তাহার সাথী হইতে পারিতাম, তবে সে আমার হইত। সে পারে কেবল এক ধর্ম্ম।

উ। তবে হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা নাই কেন?

কা। ভগবান্ অনন্ত, আর তাঁহারই কণাবিকাশ মানুষ সান্ত;—স্ত্রীলোকের অল্পবুদ্ধি—তাহারা বিশ্বরূপের অনন্তরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই স্বামিরূপ সান্ত ঈশ্বরকে ভজনা করিবে। ক্রমে এই এক আনা হইতে ষোল আনায় উঠিবে। যাহারা তমোগুণাবলম্বী—তাহাদের ঐরূপ একটা মানুষ গুরুর প্রয়োজন।

উ। বুঝিতে পারিলাম না—আপনার যখন যাহা মনে আসিতেছে, তখন তাহাই বলিয়া দিতেছেন। এই বলিলেন, ভালবাসা মাত্রই কাম, আবার বলিতেছেন, স্ত্রীলোক যে স্বামীকে ভালবাসে বা পূজা করে, তাহা ধর্ম্মেরই অঙ্গ। স্বামী স্ত্রীলোকের নররূপে সাক্ষাৎ দেবতা। ইহাও কি কামসম্ভূত নহে?

কা। উপাসনাও কি দ্বিবিধ নাই? উপাসনা,—সকাম আর নিষ্কাম। স্ত্রীলোকে যখন স্বামীকে লইয়া ঘর সংসার করে, যখন তাঁহাকে আপন ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজা করে, সন্তান সন্ততির পিতা বলিয়া ভক্তি করে, অন্নদাতা বস্ত্রদাতা ও প্রতিপালক বলিয়া ভয় করে, তখন তাহার সকাম ঈশ্বরোপাসনা হয়, আর যখন স্বামিবিয়োগবিধুরা

রমণী স্বামীর সেই মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সেবা, গৃহস্থালীর পরিচর্য্যা ও জীবে দয়া, আর্ত্তের শুশ্রূষা করিতে থাকে—তখনই নিষ্কাম উপাসনা।

উ। আপনার মতে তাহা হইলে বিবাহাদি করা ভুল! কিন্তু সকলেই যদি বিবাহ না করে, তবে জীব-সৃষ্টি থাকিবে কি প্রকারে?

কা। বিবাহ করা, সন্তান প্রতিপালন করা, গার্হস্থ্যাশ্রমের কার্য্যাদি করা কর্ত্তব্য বলিয়াই করিবে। কেবল একখানি মুখের দিকে চাহিয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলে হয় না। হয় ত কোথাও একদিন একটি যুবতীর রূপ দেখিয়া, কোথায় টানা চক্ষুর একটু চাহনি দেখিয়া, কোথাও একটু আদর-অভ্যর্থনা পাইয়া বিরহ-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়ান বা তাহার জন্য অঘটন সংঘটন বা তনুত্যাগ করাকে মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতে হয়। যাহা অকর্ত্তব্য তাহা একেবারে পরিত্যাজ্য।

উ। কি কর্ত্তব্য—কি অকর্ত্তব্য, তাহা বুঝিব কি প্রকারে?

কা। স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণ ও আশ্রমভেদে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারিত আছে।

উ। আমার আর একটা কথা আছে।

কা। কি কথা আছে বল?

উ। আপনিই শিখাইয়াছেন—অশরীরি অব্যয় নিষ্কল পরব্রহ্ম আমাদের কর্ম্মশিক্ষা দিতে অবতার গ্রহণ করেন। কেননা তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত—অনন্তের আদর্শে সান্তে কি করিয়া কার্য্য করিবে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—তিনিই আমাদের আদর্শ কর্ম্মক্ষেত্রের পন্থা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন?

কা। হাঁ।

উ। তিনি যখন যেমন ভাবে কার্য্য করিয়াছেন—আমরাও সেই ভাবে কার্য্য করিব ত ?

কা। রমণীকুলের বস্ত্রগ্রহণ, যুবতী লইয়া কুঞ্জ-জাগরণ, ননীচুরি, দধিভাণ্ড ভঙ্গ এই সকল নাকি ?

উ। তাহাতে দোষ আছে নাকি ? তিনি ত করিয়াছেন।

কা। তিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, পূতনা রাক্ষসী বধ করিয়াছেন, বিষময় কালিয় দমন করিয়াছেন।

উ। তিনি অচিন্ত্য শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহার শক্তিতে যতদূর কুলাইয়াছে, তিনি তাহা করিয়াছেন—আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর কুলায়, আমি করিতে পারি না কি ? তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, আমি না হয় ক্ষুদ্র উপলখণ্ড ধারণ করিতে পারি—লোকহিতার্থে তাহাও কি আমার কর্ত্তব্য নহে ? তিনিও মাধুর্য্যরসের বিকাশ ও আস্বাদন জন্য পরকীয়া প্রেম করিয়াছেন—তিনি না হয়, ষোড়শশত গোপী লইয়া করিয়াছেন, আর লোকে না হয় একটি। তিনিও বিবাহ করিয়াছেন, পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন ; আমার বোধ হয়, ঐরূপ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

কা। হাঁ—তাহা করিয়াছেন। কিন্তু কি জন্য কি করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে না ? জীব মুগ্ধ হইয়া রমণীতে আসক্ত হয়—কেহ একটু আড়নয়নে চাহিলে, একটু রূপ দেখিলে, একটু "তুমি আমার, না দেখিলে বাঁচি না" ইত্যাদি কথা শুনিলে একেবারে মজিয়া গলিয়া মরিয়া গিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়,—ভগবান্ তাহাই দেখাইয়াছেন, ষোড়শশত সুন্দরী যুবতী গোপী "তুমি হে আমার গতি" বলিয়া আকুল ভাবে ডাকিতেছে, তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই—কর্ত্তব্য কর্ম্মের সময় হইয়াছে, মথুরায় চলিয়া গেলেন, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। সেখানে

বিবাহাদি করিয়া ছত্রিশকোটী পুত্র-পৌত্রে যদুবংশের সৃষ্টি করিলেন,—আবার নিজেই ষড়যন্ত্র করিয়া ধ্বংস করিলেন,—জীবকে দেখাইলেন, ধন, ঐশ্বর্য্য, বল-দর্প—কিছুই নহে, এই দেখ সৃজন করিতেছি,—এই আবার ধ্বংস করিতেছি;—কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইও না।

উদয়সিংহ পুলক-পূর্ণিত নেত্রে গুরুদেব কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার পদাম্বুজ-রজ গ্রহণ করিলেন। আর কোন কথা হইল না। কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনজনেই তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূপে যেমন তৃষ্ণা আছে; তেমনি মাদকতা আছে,—তেমনি দাহিকা শক্তি আছে!

তৃষ্ণা আছে, তাই রূপ দেখিবার জন্য মানুষের প্রাণ আকুল হয়, আবার দেখিলে নেশা হয়,—সেই মত্ততায় মানুষকে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়। তাহার পর রূপের দাহিকা শক্তিতে পুড়িয়া মরে।

দেলজানের রূপ অসীম। এই রূপে সাহকুতুবকে পাগল করিয়াছে, আবার অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিয়া আর এক কাণ্ড ঘটাইয়া বসিয়াছে।

বাদসাহ সাহকুতুবের একমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ওরমাজ একদিন দেলজানকে দেখিয়া, তাহার অপ্সরা-রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পিতার ন্যায় পুত্রও দেলজানের রূপ-বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতে আরম্ভ

হইয়াছে। তাহারও হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়াছে,—কিসে সে আগুন নির্ব্বাণ হয়, কেমন করিয়া দেলজানরূপ শীতল সলিল প্রাপ্ত হইতে পারে, এখন এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে বলবতী। এক পরিচারিকা দ্বারা দেলজানের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু দেলজান তাহাতে প্রথমে সম্মত হয় নাই। শেষে ছলনা করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল,—"সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আমি জানি, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন,—দেলজানের যদি আমার প্রতি কৃপা হয়, আমি আমার পিতার সহিত পর্য্যন্ত বিবাদ করিতে প্রস্তুত আছি,—এমন কি সন্ন্যাসীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পিতাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারি। দেলজান যদি আমার হয়, পিতৃরক্ত দর্শনেও আমার কুণ্ঠা নাই। তবে আমি আমার পিতার মত, দেলজানের উপরে বলপ্রকাশ করিতে চাহি না। তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার দাদামহাশয়ের নিকট প্রদান করিব,—তিনি যদি আমার সহিত দেলজানের বিবাহ দেন, আমি কৃতার্থ হইব।"

সে কথা দাসী দেলজানকে জানাইল। বিমুগ্ধা সন্তপ্তা দেলজান সম্মত হইল,—দাসীকে বলিয়া দিল, "তিনি সন্ন্যাসীর কি সংবাদ জানেন, আমার সম্বন্ধেই বা কি বন্দোবস্ত করিবেন, কেমন করিয়া আমার উদ্ধার করিবেন,—একদিন যেন আমাকে বলেন। কিন্তু সাবধান! এক্ষণে কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিলে, আমি বাদসাহকে বলিয়া দিব।" দাসী গিয়া সে কথা ওরমাজকে জানাইল। ওরমাজ একটু হাসিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

এদিকে মালেক সেই কারাগারে বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন। প্রত্যেক দিনের প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেন, এখনই বোধ হয়, আমার মৃত্যুর হুকুমপত্র লইয়া ঘাতক আসিবে—এখনই

বোধ হয়, আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু প্রায় অষ্টাবিংশতি দিবস গত হইল,—কেহই তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিল না। কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না।

বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, মালেক কারাগৃহের ক্ষুদ্র গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—আমার উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই?—অভাগিনী দেলজানেরই বা কি গতি হইল, তাহাও শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয়, দেলজান বাদসাহের অতুল ঐশ্বর্য্য ও আদর-আপ্যায়িতে ভুলিয়া গিয়াছে, ভগবান্ তাহার হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন। আর যদি না ভুলিয়া থাকে, তবে না জানি দুরাত্মা বাদসাহ তাহাকে কত যন্ত্রণাই প্রদান করিতেছে। এক্ষণে উদ্ধারের উপায় কি? একবার দাদাকে এই সকল কথা জানাইতে পারিলে,—তিনি যদি আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারিতেন।

এই সময়ে কারাধ্যক্ষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়! বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন?"

মালেক মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "বন্দি-জীবনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছি। একটা কথা—"

কা। কি কথা মহাশয়?

মা। বলিতে ভয় হয়।

কা। ভয় কি,—বলুন না।

মা। আমার নিকট কিছু আসরফি আছে।

কা। থাক্—তাহাতে কি হইল?

মা। সেগুলি আমি আপনাকে দিতে চাহি।

কা। কেন? তদ্বিনিময়ে কোন কার্য্য করাইতে চাহেন কি?

মা। প্রায় একশত।

কা। কি করিতে চাহেন?—এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন আঁর যাহা করিতে চাহেন, প্রস্তুত আছি।

মা। আমীর মীরজুম্‌লাকে জানেন?

কা। তাঁহাকে কে না জানে!

মা। আমি তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিতে চাহি।

কা। তিনি ত এখানে নাই,—কর্ণাট প্রদেশে আছেন।

মা। সেখানে আমার এই পত্রখানি কোন প্রকারে পাঠাইয়া দিতে পারেন?

কা। তা পারি।

"তবে এগুলি লউন।" এই বলিয়া মালেক থলি হইতে সুবর্ণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া কারাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিয়া লেখনোপযোগী দ্রব্যাদির প্রার্থনা করিলেন। কারাধ্যক্ষ তাহা আনিবার জন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন এবং আলোও দিতে বলিলেন।

মালেক বসিয়া বসিয়া তাঁহার দাদাকে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"আমি বড় বিপন্ন। একটি অসহায়া রমণীকে রক্ষা করিতে গিয়া বাদসাহের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া কারাগারে বন্দী আছি, হত্যা করিলেও পারে—আদেশও তাহাই। জানি না—কি জন্য এতদিন রাখিয়াছে। গোলকুণ্ডার রাজনৈতিক গগনে ঝড় উঠিয়াছে,—সত্বরেই একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। আপনি আমার সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রতাপবান্,—আমাকে উদ্ধার করুন।"

পত্র লিখিয়া উত্তমরূপে আঁটিয়া, মালেক তাহা কারাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন, "আমার জীবন-মরণ এই পত্রের

উপরে নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আপনি উহার কথা গোপনে রাখিবেন এবং যাহাতে নিরাপদে আমার অগ্রজের হস্তে পঁহুছে, দয়া করিয়া তাহার উপায় করিবেন।"

কারাধ্যক্ষ স্বীকৃত হইয়া পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। মালেক জানিতেন না যে, কারাধ্যক্ষের অন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার করাল কালিমারাশি লুক্কায়িত ছিল। কারাধ্যক্ষ কেবল বন্দী কাহার সহিত কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাই জানিবার জন্য মালেককে একটা সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া পত্রাবরণী উন্মোচনপূর্ব্বক তাহা উত্তমরূপে পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া, তদ্দণ্ডেই সেই পত্রখানি আমখাস দরবারের দাবিরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যে পত্রাদি পাঠ করিয়া বাদসাহকে শ্রবণ করায়, তাহাকেই দাবির কহে।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—এই সময় বাদসাহ আসিয়া আমখাস দরবারে অধিবেশন করিলেন। দাবির অন্যান্য পত্রের সহিত মালেক যে পত্র আমীর মীরজুম্‌লাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে দাবিরের হস্ত কাঁপিয়া উঠিল,—এ পত্রখানি তিনি যদি আগে একবার পাঠ করিয়া দেখিতেন!

পত্র শ্রবণ করিয়া, বাদসাহ যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একেই ত আমীর মীরজুম্‌লার উপরে তাঁহার বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইয়া রহিয়াছে,—আবার এ হতভাগাও তাহারই ভ্রাতা! গোলকুণ্ডার রাজনৈতিক গগনে ঝড় উঠিয়াছে—শীঘ্রই প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে,—ইহার অর্থ কি? বোধ হয়, এ হতভাগ্য জানে, কোন গুপ্তষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে হইয়াছে। যাহা হউক, সে জন্য আমাকে বিশেষরূপে সাবধানে

থাকিতে হইবে। আর অদ্যই হতভাগ্যকে হত্যা করিতে হইবে,—হাঁ—আজ ত দেলজানের সেই ত্রিশদিন। অদ্য গত হইলে তবে সে তাহার কথা বলিবে বলিয়াছিল,—কিন্তু আর সহ্য হয় না। অদ্যই দেলজানের গৃহে গমন করিব—অদ্য কি, এখনই যাইব। সে সহজে স্বীকৃত হয়, ভালই। নচেৎ বল প্রকাশে বাধ্য করিব—কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে? আর মালেককে হত্যা করাও বিধেয়।

বাদসাহের চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দাবিরকে বলিলেন, "যেখানে যেমন লিখিতে হয়, পত্রগুলা লিখিয়া দাও। আমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, আমি এখনই অন্দরে যাইব।"

দাবির তাড়াতাড়ি কতকগুলা সাদা কাগজ আনিয়া বাদসাহের সহী ও মোহরাঙ্কিত করিয়া লইল। বাদসাহ চলিয়া গেলে, তখন দাবিরের মুখে হাসি ফুটিল—বলিল, "ঈশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ! আমীর মীরজুম্লার উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব বলিয়া এখন ভরসা হইল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বাঙ্গে স্বাভাবিকতার ভাব আনয়ন করিয়া, গোলকুণ্ডার অধীশ্বর দেলজানের প্রকোষ্ঠে প্রবেশোদ্দেশে তাহার অতি সন্নিকটে গিয়া পরিচারিকা দ্বারা সংবাদ প্রদান করিলেন। ইহাই নিয়ম,—বিনা সংবাদে বেগমগণের গৃহপ্রবেশের অধিকার বাদসাহগণের ছিল না,—অথবা উহা "আদবকায়দা।"

দাসী বাহির হইতে দেলজানকে সে সংবাদ প্রদান করিল। দেলজানের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখবর্ত্তী একটি সুন্দর যুবকের মুখের দিকে ভয়-বিকম্পিত নয়নে চাহিয়া রহিল।

যে বসিয়াছিল, সেও ভীত হইল। বলিল "আমি ঐ ডেকটার মধ্যে যাই। তুমি উহার ঢাকনা মুখে চাপা দাও।"

এই কথা বলিয়া যুবক অতি ত্বরিত গতিতে পয়ঃপ্রণালীস্থ পিত্তলের নর্দ্দামার মধ্যে গমন করিল,—দেলজান তাড়াতাড়ি তাহার মুখাবরণী ফেলিয়া দিল। একেবারে তাহা অাঁটিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে সাহকুতুব গৃহপ্রবেশ করিলেন।

অস্পষ্ট—অতি অস্পষ্ট ভাবে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, দুইজন মনুষ্য গৃহমধ্যে ছিল, আর এখন একজন নাই। আরও যখন পয়ঃপ্রণালীর মুখে দেলজান আবরণী প্রদান করে, তখন ব্যস্ততা জন্য তাহা ফেলিয়া দেয়—সুতরাং উভয় ধাতুর ঘাতপ্রতিঘাতে একটা ঠন্ঠন্ শব্দ হইয়াছিল। তৎপরে দেলজানের মুখখানা যেন 'কি লুকাইয়াছে, কি চুরি করিয়াছে' ভাবে মাখা।

প্রজ্বলিত ইন্ধনে আহুতি পড়িল। কুতুব ভাবিলেন, ইহারা কি সকলেই সমান। হতভাগিনী আমাকে প্রতারণা করিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে গুপ্ত নাগর জুটাইয়া লইয়াছে। ভাল,—সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। অগ্রে উহার গুপ্তনাগরের দুর্দ্দশা করি—তৎপরে মালেককে আনিয়া উহার সম্মুখে হত্যা করিয়া শেষে উহার দুষ্ক্রিয়ার ফল প্রদান করিব।—মনে মনে ইহাই ভাবিয়া বাদসাহ উঠিয়া বাহিরে গেলেন;—প্রধান খোজাকে ডাকিয়া বলিলেন "এই মুহূর্ত্তেই স্নান করিবার জন্য যেখানে উষ্ণ জল হয়, সেই ভৃত্যকে গিয়া বল—নূতন বেগম অর্থাৎ দেলজানবিবির গৃহে গরম জল প্রেরণ করে,—বাদসাহের হুকুম।"

বেগমগণের স্নানের জন্য তাঁহাদের গৃহে গৃহে পিত্তলের বড় বড় পয়োনালিদ্বারা গরম জল প্রেরিত হইত,—একস্থানে জল গরম হইয়া সর্ব্বত্র ঐরূপ নল দ্বারা জল প্রেরিত হইত,—নালার সম্মুখে বড় বড় ডেক থাকিত, সেই ডেকে গিয়া ফুটন্ত জল পড়িত। বেগমসাহেবাগণ সেই জল ইচ্ছামত শীতল হইলে স্নান করিতেন; ভৃত্যাদিগকে আর কোন গৃহে প্রবেশ করিতে হইত না।

বাদসাহ খোজাকে গরম জল প্রদানের আদেশ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার দেলজানের গৃহে গমন করিলেন। দেলজানকে বলিলেন, "আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ কি?"

দেলজান তখন বড় ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছে। সে উত্তর করিল না। বাদসাহ বলিলেন, "কথা কহিতেছ না, কেন?"

এবারে দেলজান বাদসাহের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "এখনও আমার প্রার্থিত সময় ত উত্তীর্ণ হয় নাই।"

বা। দেখ,—আমি তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়াছি, আর পারি না। হয় হয় অন্য একটা করিব।

দে। কি করিবেন?

বা। সহজে স্বীকৃত না হও,—বল প্রকাশ করিব।

সহসা দেলজান কাঁপিয়া উঠিল। বাদসাহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কি? ডেকের মধ্যে অমন শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছে কেন?"

বা। গরম জল আসিয়াছে। ঢাকনি খুলিয়া দাও।

দেলজান থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভীতি-জড়িত স্বরে বলিল, "এমন অসময়ে উহাতে গরম জল আসিল কেন?"

বা। বোধ হয়, কোন বেগমের গরম জলের কি প্রয়োজন

হইয়াছে। একস্থানে পাঠাইতে হইলে সর্ব্বত্রই আইসে। তুমি ঢাকনি খুলিয়া দাও— জল ডেকে আসিয়া পড়ুক, তাহা হইলে শব্দ বন্ধ হইয়া যাইবে।

দেলজান উঠিল না। উঠিতে পারিল না ;—বায়ু-বিতাড়িত লতিকার ন্যায় সে ঠক্ ঠক্ কাঁপিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ সেই বিশালোদর পিত্তলের নর্দ্দামার দিকে ভীত-চকিত নয়নে চাহিতে লাগিল।

বাদসাহ রোষ-কষায়িত লোচনে দেলজানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সয়তানি, ভাবিয়াছিলাম, পুণ্যাশ্রম পর্ব্বত-গুহায় অবস্থিতি করিয়া, সন্ন্যাসীর নিকটে থাকিয়া সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া তোমার হৃদয় বুঝি পবিত্র,—সেই জন্যই তোমার প্রার্থনা মতে সময়ও দিয়াছিলাম। এখন,—এখন বুঝিলাম, আমার ভ্রম হইয়াছে ; তুমি নরকের কীট। আমার চক্ষুতে ধূলি দিয়া, আমার অন্দরমহলে থাকিয়া গুপ্তপ্রণয়ী কাড়িয়া লইয়াছ। আবরণী উন্মুক্ত করিয়া তোমার গুপ্তনাগরের দশাটা একবার দর্শন কর। তৎপরে তোমার একান্ত অনুগৃহীত নাগর মালেকের রক্তে পদরঞ্জিত করিয়া কৃতার্থ হইও।"

এইকথা বলিয়া প্রধান খোজাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে একখান আদেশপত্র লিখিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, "প্রধান ঘাতককে এই আদেশপত্র প্রদান করিয়া এই মুহূর্ত্তে বন্দী মালেককে হত্যা করাইয়া তাহার মস্তক লইয়া আইস।"

রাজাদেশ শুনিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া দেলজান হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। স্থাণুবৎ অচল হইয়া গেল,—যেন জড়পিণ্ড, কোন কথা কহিতে পারিল না। কেবল স্থির ভাস্বর-উদাস চাহনিতে বাদসাহের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল।

বাদসাহ অপর একজন খোজাকে আদেশ করিলেন, "নর্দ্দামার ঢাকনি খুলিয়া দে।"

খোজা ঢাকনী খুলিয়া দিল। হস্ হস্ শব্দে স্ফুটন্তজল আসিয়া উপস্থিত পিত্তলপাত্রে পতিত হইল,—সমস্ত জল রক্ত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। "উঃ! সত্যই অনুমান করিয়া ছিলাম।" বাদসাহ এই কথা বলিয়া, খোজাকে বলিলেন, "উপরকার পেঁচ খুলিয়া দেখ্‌ত নর্দ্দামার মধ্যে কি আছে?"

খোজা তাহাই করিল। নর্দ্দামার মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "খোদাবন্দ;—ইহার মধ্যে একটা মৃতদেহ!"

বা। বাহির করিয়া ফেল।

খো। একা পারিব না।

বা। আর একজন খোজাকে ডাক।

খোজা তাহাই ডাকিয়া আনিল.—তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া শবদেহ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

কালসর্পে দংশন করিলে, পথিক যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া উঠে, বাদসাহ তদ্রূপ লাফাইয়া উঠিয়া ভূমিতে পড়িলেন। হায়;—এ কি দেখিলেন? তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র স্নেহকুসুম—ওরমাজের শব!

বাদসাহ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বক্ষে করাঘাত করিয়া গোলকুণ্ডার অধীশ্বর মেঝোর উপরে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বহস্তে স্নেহের পুত্র ওরমাজকে হত্যা করিলেন! পাপ মেলজানের জন্য হৃদয়-রত্ন ওরমাজ নিহত হইল। তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রধান খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা! বন্দী মালেক প্রায় দুইদণ্ড হইল, কারাগার হইতে চলিয়া

গিয়াছে। আপনারই আদেশপত্র পাইয়া কারাধ্যক্ষ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পুত্রশোকাতুর বাদসাহ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুত্রশোকবহ্নির উপরে ঘৃতাহুতি পড়িল। ভাবিলেন, সয়তানি দেলজান ওরমানের দ্বারা গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া কি প্রকারে মালেককে মুক্ত করাইয়া দিয়াছে। বাদসাহের হৃদয়ে বজ্রাগ্নির সঞ্চার হইল,—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘোর রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইল, মস্তকের চুল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পাগলের ন্যায় হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হা হতভাগিনী পিশাচী দেলজান! আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিলি? আয়, এখনই তাহার প্রতিফল প্রদান করি।"

এই কথা বলিয়া বাদসাহ কুসুম-কোমলাঙ্গী দেলজানের হস্ত ধরিয়া, পালঙ্ক হইতে টানিয়া আনিয়া নিজ কটিস্থিত দ্বিধার তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, সেই পীনোন্নত নবনীতবৎ কোমল বক্ষঃস্থল আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। দেলজান ঢলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল,—তাহার বক্ষঃস্থল হইতে তীরবেগে রক্তধারা ছুটিল। তখনও দেলজান জীবিত—তখনও দেলজানের ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি-ওষ্ঠদ্বয় মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল.—অতিকষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে অন্তিমকালে বলিল,—"হা; পিতামহ! আর দেখিতে পাইলাম না। মালেক,—প্রাণের মালেক,—চলিলাম। পিশাচের হাতে নিষ্ঠুররূপে হত হইয়া চলিলাম। ওঃ। কি ভীষণ! কি জ্বালা;—জল—পি—পা—সা। কুতুব! নিরপরাধে আমাকে হত্যা করিলে,—মাথার উপরে ভগবান্ আছেন, ইহার বি—চার—ক—।"

আর কথা কহিতে পারিল না। চক্ষুতারা স্থির হইল, তাহার জীবন-জ্যোৎস্না শুক্লাদ্বিতীয়াতেই অস্তগত হইল। নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসেই নীরব হইল। প্রকৃতির অতুলিতা বিনো-

তুলিচিত্রের প্রথম আভাসেই খসিয়া পড়িল। হায়; কুতুব! কুলিশ প্রহারে তোমার কলুষ প্রাণে কি দয়া হইল না?

নির্দ্দোষ বালিকার রক্ত-রঞ্জিত হস্তে বাদসাহ পুত্রশোকে কার করিতে করিতে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বালক- বিচ্ছিন্ন নলিনীর ন্যায় দেলজানের মৃতদেহ হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গড়া- যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মস্তকে ক্ষত হইলে সারমেয় যেমন কি, করিবে, কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছুটিয়া বেড়ায়; পুত্রশোকাতুর কুতুবও কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন অন্দর মহলে প্রতি বেগমের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—কোথাও পুত্রশোক-জ্বালা জুড়াইল না। সকল স্থানেই হাহাকার, আর ক্রন্দনের রোল। তখন বাদসাহ সাহকুতুব উন্মত্তবৎ ছুটিয়া একেবারে বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

অমাত্য প্রভৃতি সকলেই এই দুঃসংবাদ শ্রুত হইয়াছিলেন। সকলেই শোকসহানুভূতি ও প্রবোধ প্রদান করিতে সেখানে সমাগত হইলেন এবং বাদসাহকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু বজ্রবিদগ্ধ তরু-শীর্ষে জলধারা প্রদান করিলে কি আর সে সুস্থ হইতে পারে?

আমখাসের প্রধানামাত্য বিশেষ কার্য্য জন্য এতক্ষণ তথায় আসিতে

পারেন নাই। কার্য্য অতি গুরুতর। সেই গুরুতর কার্য্যের সঠিক সংবাদ আদি সংগ্রহ করিয়া, এক্ষণে আসিয়া যথাযোগ্য কুর্ণীস্ আদি করিয়া বাদসাহের সম্মুখে যোড় হস্তে দাঁড়াইলেন।

বাদসাহ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "অমাত্য! আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার ওরমাজ নাই—চিরদিনের মত আমার প্রাণের পাখী উড়িয়া গিয়াছে।"

অমাত্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা; এসময় বলিতে ভয় এবং লজ্জা হয়,—একটি গুরুতর সংবাদ আছে।"

বা। বল,—আমার ওরমাজের মৃত্যু-সংবাদ অপেক্ষা আর অধিক গুরুতর ও শোকাবহ সংবাদ কি হইতে পারে?

অ। হুযুর;—সংবাদ সেরূপ অশুভ নহে, বরং শান্তির দিকেই আছে। তবে এসময়ে আপনার পক্ষে কঠোর বটে!

বা। কি বল?

অ। দিল্লীর বাদসাহ সাজাহানের যে উকীল আসিবার কথা ছিল,—তিনি ডেকান হইতে ফিরিয়া দিল্লী যাইতেছেন, বহুতর সৈন্য-সামন্ত তাঁহার সঙ্গে আছে।

বা। তিনি কোথায় আছেন।

অ। রায়গড়ের বাগানে।

বা। কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন?

অ। আপনাকে একবার সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি সেখানে গেলে, সন্ধি-সর্ত্ত স্থির করিবেন।

বা। যাইব,—এখানে বসিয়া না কাঁদিয়া যাইব; যদি তাহাতেই প্রাণের জ্বালার একটু শান্তি হয়।

আ। অদ্যই যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি কল্য দিল্লী যাত্রা করিবেন,—বিশেষ কাজ আছে।

সেখানে সামরিকবিভাগের প্রধানকর্ম্মচারী একজন বসিয়াছিলেন, বাদসাহ তাঁহাকে সৈন্য সজ্জা করিতে বলিলেন। অমাত্যগণকেও সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

মহা আড়ম্বর আরম্ভ হইল। সর্ব্বত্রই সাজ সাজ শব্দ। কিয়ৎক্ষণ পরে সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল,—অমাত্যগণ সজ্জীভূত। অশ্ব হস্তী উষ্ট্র শকট রাশি রাশি সাজিল। অগণ্য মনুষ্য মিশামিশি ঠেশা-ঠেশি—যেন সমুদ্রকল্লোল। গোলকুণ্ডাধিপতি একটি মণি-মাণিক্য-অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জীকৃত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন—সঙ্গে অগণিত সৈন্য—অমাত্য পারিষদও অনেক। পত পত শব্দে পতাকা উড়িতেছে—অগ্রে ও পশ্চাতে অসংখ্য বাদিত্র বাজিতেছে। শোকে মোহে মুহ্যমান হইলেও দিল্লীর উকীলকে আড়ম্বর প্রদর্শন জন্য এ সমুদয় করিতে হইয়াছে।

নগর হইতে রায়গড়ের বাগান প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নগরের বাহির হইতেই সাহকুতুব একটি অশুভ দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি হস্তীর উপর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, যেন অপরূপ রূপশালিনী দেলজানের রক্তাক্ত মূর্ত্তি আলুলায়িত কুন্তলে বাম হস্তে সাহকুতুবেরই সেই রুধিরাক্ত দ্বিধার কৃপাণ লইয়া ছুটিতেছে। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ইহার পর ছায়ামূর্ত্তি তাহার সেই দীর্ঘ জ্বলন্ত অনল-নেত্র বাদসাহের দিকে ফিরাইল এবং ভ্রুকুটি-কুটিল মুখভঙ্গি সহকারে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া কুতুবের বক্ষঃস্থল দেখাইয়া দিল; সাহকুতুব চক্ষু মুদিত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ছায়ামূর্ত্তি যেন তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিল,—

"আর সময় নাই, এই তরবারি তোমার বক্ষ-রক্ত পান করিবে। তবে আমার বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে।"

সাহকুতুব ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন, আর কোথাও কিছুই নাই। এদিকে তাঁহার অনীকিনী আসিয়া রায়গড়ের বাগানে উপস্থিত হইল।

তখন বাদসা হস্তী হইতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—অতি ত্বরিতগতিতে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, লক্ষণ ভাল নহে। ঐ দেখুন, একবার চাহিয়া দেখুন—সাজাহানের সৈন্য আমাদের পশ্চাতে ও চতুর্দ্দিকে ব্যূহাকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে।"

বাদসাহ কম্পিত হৃদয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সেনাপতি যাহা বলিয়াছেন, সত্যই তাহাই। তখন বাদসাহের হৃদয়ে অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হইল। তিনি বড়লোকের সহিত যেমন ভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হয়, তদ্রূপ ভাবেই আসিয়াছেন। সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোপকরণ কামান বন্দুক গোলাগুলি নাই। যাহা আছে তাহা সামান্য। এদিকে বিপক্ষসৈন্য অনন্ত সাগরোর্ম্মির ন্যায়—সমস্ত মাঠ, সমস্ত বাগান, সমস্ত স্থল পরিপূর্ণ। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই কেবল সৈন্যের সাগর।

"দ্রুতপদে সাহকুতুবের দূত আসিয়া ভগ্ন হৃদয়ে হতাশ-স্বরে বলিল, জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যিনি আসিয়াছেন তিনি উকীল নহেন,—স্বয়ং আরঙ্গজেব।, আমীর মীরজুম্লা, ডেকানের নবাব ইঁহারাও সঙ্গে আছেন। আপনাকে নিহত করিয়া গোলকুণ্ডারাজ্য অধিকার করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। সসৈন্যে আপনি এখানে উপস্থিত হইতেই চারিদিকে সৈন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে। যদি প্রাণের মায়া করেন, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করুন!"

অতর্কিত বিপদে সাহকুতুব অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। আর চেষ্টা করিবার সময় নাই—অবসর নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অমাত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। শেষে পলায়নই স্থির হইল; —সুসজ্জিত হস্তী হইতে নামিয়া, একটা সৈনিকের পোষাক পরিধান-পূর্ব্বক, একটা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ গোলকুণ্ডার অধীশ্বর সাহকুতুব দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির নাই—লক্ষ্যহীন গতিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে অশ্ব ছুটাইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—আরঙ্গজেবের অগণিত সৈন্য তাঁহার সৈন্যগণকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—ভীমগর্জ্জনে কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে!

উদ্বেগে ভয়ে সাহকুতুব সিংহাসন, বেগমগণ, ধনরত্ন এবং স্বীয় নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিলেন। আবার একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—আবার! আবার! সেই ছায়ামূর্ত্তি—সেই দেলজানের রুধিরাক্ত দেহ। বায়ুভরে নিতম্বলম্বিত রুক্ষ কেশরাশি দুলিতেছে—হস্তে তারই বক্ষঃস্থলের রক্তমাখা তরবারি! উঃ! কি বিষম যন্ত্রণা!

সাহকুতুব চক্ষু মুদিত করিয়া অশ্ব ছুটাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুতুব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু আরঙ্গজেবের বিপুল অনীকিনী কুতুবের সমস্ত সৈন্য ঘিরিয়া ফেলিয়া অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। চারিদিক্ হইতে ভীমরবে কামান গর্জ্জন করিয়া অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

গোলকুণ্ডার সেনাপতি দেখিলেন, যুদ্ধ করা কেবল লোকক্ষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কালবিলম্ব না করিয়া, সেনাপতি শ্বেতপতাকা উঠাইয়া দিলেন।

আরঙ্গজেবের পক্ষ হইতে আদেশ হইল, "অস্ত্র ত্যাগ কর।"

গোলকুণ্ডার সেনাপতির আদেশে সমস্ত সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিল।

তখন তাহাদিগের রক্ষণার্থ চারিদিকে সৈন্যের গড় করিয়া বন্দী অবস্থায় রাখিয়া,—প্রায় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আরঙ্গজেব, মীরজুম্লা ও ডেকানের নবাব নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠনার্থ গমন করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল,—সূর্য্যের শেষ রশ্মি দিগন্তে মিশিয়া গেল; —বিহঙ্গমগণ বিদায়-গীতি গাহিতে গাহিতে কুলায়াভিমুখে ছুটিতেছিল। গৃহস্থগণ দিবসের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লইয়া বিশ্রাম লাভার্থ গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, পুরাঙ্গনাগণ দীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কেহ বা বালকবালিকাগণকে আহার করাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, হৃদয়-রঞ্জন পতির হৃদয় রঞ্জন করিবে বলিয়া কোন কোন যুবতীরা কেশ-বিন্যাস করিতেছিল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ সন্ধ্যোপাসনা করিতে বসিতেছিলেন,—এমন সময় সহরময় রাষ্ট্র হইল যে, সাহকুতুব পলায়ন করিয়াছেন, সৈন্য সামন্ত

সমুদয় বন্দী হইয়াছে—আরঙ্গজেব অগণিত সৈন্য লইয়া লুণ্ঠন করিতে নগরে প্রবেশ করিতেছে।

সংবাদ যেন বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সত্যতা প্রমাণ জন্যই যেন দূরে—নগরোপান্তে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন হইতে লাগিল। নগরবাসিগণের মধ্যে হাহাকার উঠিয়া পড়িল। গৃহস্থ গৃহ-স্বামী ফেলিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া জঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা সন্ধ্যা-উপাসনা ভুলিয়া গিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু-ভোজন-নিরতা কামিনীগণ তাহাদের মুখের গ্রাস দূরে নিক্ষেপ করিয়া বুকের ধন বুকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। যাহারা রাঁধিতেছিল, তাহারা উনানের হাড়ি উনানে রাখিয়া পলায়ন করিল। কেশবিন্যাসকারিণীগণ কেহ বা মুক্তবেণী কেহ বা যুক্ত-বেণী হইয়া কি করিবেন, কোথায় যাইবেন,—ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত নগর হাহাকার-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অচিরেই রাজান্তঃপুরে এই দুঃসংবাদ পঁহুছিল। বেগমগণ হাহা-কার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ধন রত্ন মণি মুক্তা সঞ্চয় করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভরসায় বুক বাঁধিয়া থাকিতে লাগিলেন। এদিকে ধনাধ্যক্ষ ধনাপহরণ করিয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তৎপ্রতি লোলদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অশ্বপালক খুব ভাল অশ্বটি লইয়া পলায়নের রাস্তা করিতে লাগিলেন।—এইরূপে অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় ও বিবিধ ভাবের কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল

ফলতঃ তখন নগরময় কেবল লুকো-চুরির উদ্যোগ, আর হাহাকারের

করুণ-ধ্বনি। মহাজনেরা কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া গৃহ রক্ষার জন্য গৃহাভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন,—গৃহে গিয়াই বা শান্তি কোথায়? গৃহেরও চাবি বন্ধ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বনে জঙ্গলে মাথা গুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দোকানী, পসারী, গৃহস্থ, মুটে, মজুর সকলেই পলায়নপর—কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই, অন্য কোন আলোচনা নাই—কেবল হাহাকার-ধ্বনি।

এদিকে নগরপ্রবেশের পূর্ব্বে আমীর মীরজুম্‌লা আরঙ্গজেবকে বলিলেন,—"এই যে দুই ধারে পাহাড়শ্রেণী দেখিতেছেন, ইহারই মধ্য দিয়া নগর-প্রবেশের পথ।"

আরঙ্গজেব তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। শত্রুগণ একটু চেষ্টা করিলেই আমাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

মু। আমি তাহা জানি।

আ। অন্য পথ কি আর নাই?

মু। সেও সহজ নহে। এই পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হয়; পথ অত্যন্ত বন্ধুর।

আ। তাহাই হউক—যদি এই পথের সম্মুখভাগে পাঁচটা কামান লইয়া দুইশত লোক বসে, তাহা হইলেই আমাদের গতিরোধ করিতে পারে।

দেকানের নবাবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সাহ-কুতুব পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ ধৃত ও বন্দী,—কে আমাদিগের পথ রোধ করিবে?"

জুম্‌লা বলিলেন, "নগররক্ষার জন্য নাগরিকগণ কি চেষ্টা করিবে না? বিশেষতঃ গোলকুণ্ডাদুর্গে এখনও অনেক সৈন্য আছে; কেহ

একজন যদি সেনাপতি হইয়া আইসে। আরও এক উপসর্গ আছে,—দেশে ডাকাতের দল আছে।"

ডেকানের নবাব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ডাকাতের দল আমাদের কি করিবে? আমরা ত আর ব্যবসায়ী পথিক নহি যে, আমাদের পুঁজিপাটা কাড়িয়া লইবে!"

জুম্‌লা অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, "না মহাশয়; সে তত হীনবল দস্যু নহে। হয় ত তাহার বলবীর্য্যের পরিচয় আমাদিগকে পাইতে হইবে এখন।"

আরঙ্গজেব বলিলেন, "সাবধানের বিনাশ নাই। এ পথে কখনও যাওয়া হইবে না।"

এইরূপ কথোপকথনের পরে, তাঁহারা পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন,—অসংখ্য সৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীবৎ চলিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে চলিয়াছে,—তৎপশ্চাতে পদাতিক; সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়—কেবলই মস্তক দেখা যাইতেছে। শকটে কামানপূর্ণ—আজ্ঞামাত্র গোলন্দাজগণ কামানের মুখে পাহাড় পর্ব্বত চূর্ণ করিতে পারে;

এদিকে রাত্রির ঘনান্ধকারে বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। পাহাড়গাত্রে কেবলই বিরাট অন্ধকারের সূচিভেদ্য বিশাল স্তূপ। সৈন্যগণের হস্তে আলো—অসংখ্য অজস্র আলোকমালা। পাহাড়গাত্রে অন্ধকারে-আলোকে খেলা করিতেছে।

একস্থানে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর—নিম্নে সে গহ্বরের গভীরতা কোথায় গিয়া স্থির হইয়াছে, অনুমান করা সুকঠিন,—আরঙ্গজেবের সৈন্য সে পথ ছাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিল,—সহসা সেই সীমাহীন গহ্বরের গভীরোদয় হইতে বজ্রনিনাদে কামান গর্জ্জন করিয়া ভীম

অনলমালা উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। তাহার বৃহৎ বৃহৎ গোলার আঘাতে আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ বিষাদ গণিল। সকলেই ফিরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু কোথা হইতে কে কামানে সন্ধান করিতেছে, কিছুই দেখা গেল না।

বামপার্শ্বেও ভীষণ গহ্বর; সরিয়া যাইবারও উপায় নাই। এদিকে মুহুর্ম্মুহুঃ জ্বলন্ত গোলা আসিয়া সৈন্যগণের বক্ষঃভেদ করিতে লাগিল। বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিয়া পড়িতে লাগিল। আরঙ্গজেব আদেশ করিলেন, "আর নহে, দাঁড়াইয়া মরা কর্ত্তব্য নহে, সম্মুখে অগ্রসর হও।"

তাহাই হইতে লাগিল,—অতি দ্রুত সৈন্যসমুদয় অগ্রসর হইতে লাগিল;—কিন্তু অনেক সৈন্য পাহাড় চুম্বন করিয়া মৃত্যুকে কোল প্রদান করিল;—আর সকলে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া নগরোপকণ্ঠে নামিতে লাগিল। তখন দুই পার্শ্ব এবং সম্মুখ দিক হইতে কামানের ভীষণ গর্জ্জনে আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রলয়ের কালানলবৎ জ্বলন্ত গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত ও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ আর সহ্য করিতে পারে না, তখন আরঙ্গজেব আদেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া মরা হইবে না। দাঁড়াইয়া থাকিলেও যখন মৃত্যু নিশ্চয়, তখন অগ্রগামী হওয়াই শ্রেয়ঃ। ফিরিবার উপায় নাই পশ্চাতেও ভীষণ অনল-উদ্গীরণ,—অতএব সম্মুখেই যাইতে হইবে।

"দীন্ দীন্" রবে সৈন্যগণ পাহাড়গাত্র হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। এদিকে চক্ষুর পলকে পলকে জ্বলন্ত গোলা আসিয়া অসংখ্য সৈন্যের প্রাণনাশ করিতে লাগিল! কিন্তু বাঁধভাঙ্গা জলপ্রপাতের ন্যায় আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িতে লাগিল। তখন সম্মুখের কামান নিস্তব্ধ হইল। বোধ হয়—এখন সম্মুখে থাকিলে বিপন্ন হইবার

সম্ভাবনা বিবেচনায়, সম্মুখের কামান লইয়া তাহারা সরিয়া পড়িল। দুই পার্শ্ব হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা আসিয়া আরঙ্গজেবের সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত ও ধ্বংস করিতে লাগিল। তাহারা অস্ত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল। কেন না—কোথায় শত্রু, কোথা হইতে কামান ছুড়িতেছে, কোথা হইতে কালানলরূপী গোলা আসিয়া তাহাদের বক্ষঃশোণিত পান করিতেছে, কিছুই তাহারা স্থির করিতে পারিতেছে না। যখন তাহাদের সমস্ত সৈন্য সমতল ভূমিতলে নামিয়া পড়িল, তখন আরঙ্গজেব ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—যে সৈন্য লইয়া তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়াছেন। অধিকন্তু বারুদ ও গোলাগুলি বোঝাই তিনখানা গাড়ী এবং রসদপূর্ণ সাতখানা গাড়ী আসিয়া পঁহুছিতে পারে নাই। বুঝিলেন, তাহা বিপক্ষীয়েরা কাড়িয়া নিজ দখলে লইয়াছে। আরও বুঝিতে পারিলেন, গোলকুণ্ডানগর লুণ্ঠন ও অধিকার করা যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তত সহজ হইবে না। অধিকন্তু মানসম্ভ্রম বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিলে এখন সকল দিক্ বজায় থাকে।

চারিদিকে অন্ধকার—নিকটের আলোকে দূরের বস্তু কিছুই দেখা যায় না। কোন্ দিকে পথ ঘাট কিছুই বোঝা যায় না। আরঙ্গজেব আমীর মীরজুম্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি পথ অবগত আছ, কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে চল।"

মী। বোধ হইতেছে,—এই ব্যাপার কাশীনাথই সংঘটন করিতেছে। এখানকার পথ আমিও ভালরূপে অবগত নহি। গোলকুণ্ডার অধিবাসী একজন সঙ্গে আছে,—তাহাকে কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

আ। কখনই না। তবে সম্মুখের দিকেই সৈন্য চালিত হউক—

এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে ত নিস্তার নাই, পশ্চাতে এখনও অনেক সৈন্য মরিতেছে। ঐ দূরে—আলোক-মালা দেখা যাইতেছে, ঐ কি রাজ-প্রাসাদ?

জ। না। ঐ স্থানে বোধ হয়, বাজার হইবে। কিন্তু আমার দিক্‌ভ্রম হইতেছে। বাজার না হইয়া যদি বিপক্ষসৈন্যের আড্ডা হয়।

আ। ভাল তাহাই হউক—ঐ আলোক-মালা লক্ষ্য করিয়াই সৈন্য চালিত হউক—বাজার হয়, লুণ্ঠন করা যাইবে। বিপক্ষসৈন্য হয়, আক্রমণ করিয়া দিল্লীশ্বরের সৈন্যের হাতের তেজ দেখান যাইবে—এমন করিয়া মরা যায় না।

সৈন্যগণ সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই আরঙ্গজেব সৈন্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন। সে কৃষ্ণানদীর তীরভূমি। বিপক্ষগণ সেই তটভূমিতে আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা সেখানে পঁহুছিবামাত্র লাজবৃষ্টিবৎ অগণিত, অসংখ্য গোলাগুলি আসিয়া সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টা বৃথা,—বাম পার্শ্বে পাহাড়; পশ্চাতে ভীষণ প্রলয়াগ্নিবৎ কামানাগ্নি ছুটিতেছে, কোথা দিয়া কি হইতেছে কেহই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা মহা ফাঁপরে পতিত হইলেন। তখন আমীর মীরজুম্‌লা মেঘ-মন্দ্রস্বরে আরঙ্গজেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমরা দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথের চক্রে পতিত হইয়াছি—আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণানদীর তীরভূমি ধরিয়া নগরাভিমুখে সৈন্য পরিচালন করা হউক,—নদীতীরের পথ নগর মধ্যে গিয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি।"

আ। সৈন্যগণ যে অগ্রগামী হইতে পারিতেছে না।

জু। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে কি ?

আ। উপায় কি ?

জু। আমি অগ্রগামী হইতেছি,—আজিকার ভাগ্যযুদ্ধে হটিলে চলিবে না।

আ। হটিবার উপায় থাকিলে, এতক্ষণ তাহা করিতাম।

জু। সৈন্যগণকে অগ্রগামী হইতে আদেশ প্রদান করুন।

আরঙ্গজেব তখন ডাকিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসী সৈন্যগণ! এখানে দাঁড়াইয়া কেন মরিব ? অগ্রসর হও ; শত্রুর বুকের রক্ত পান কর।"

"শত্রু কোথায় ? সন্ধান নাই যে!"—সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।

আরঙ্গজেব পুনরপি ডাকিয়া বলিলেন,—"তথাপি যাইতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই।"

সৈন্যগণ চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনুৎসাহে, ভগ্নোদ্যমে যাহারা জীবন্ত থাকিল, তাহারাও বিধ্বস্ত, শ্রেণীভঙ্গ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

আরঙ্গজেব সৈন্য লইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেন,—এবারে সমতল প্রশস্ত রাজপথ। আর কোথাও বিপক্ষকামানের শব্দ নাই। বিপক্ষের কোন প্রকার সাড়া শব্দও নাই,—চারিদিক্ নিস্তব্ধ। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—উষার আলোকে অদূরে নগরের ঘনবিন্যস্ত প্রাসাদশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন আরঙ্গজেবের মনে একটু আনন্দ হইল,—অগ্রগামী মীরজুম্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সমতল ভূমিতে আসিয়াছি, এদিকে রজনীরও শেষ হইয়া উঠিয়াছে, বোধ হয়, দৃষ্ট হইবার ভয়ে বিপক্ষগণ পলায়ন করিয়াছে! নগরও নিকটে।"

মীরজুম্‌লা বলিলেন, "এখনও কিছু বলা যাইতেছে না। তবে আর বিলম্ব করা নহে, ত্বরিতগতিতে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।"

সৈন্যপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মীরজুম্‌লার কথাই ঠিক হইল—সম্মুখে অন্যূন পাঁচসহস্র সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কামান পাতিয়া অবস্থিতি করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। মীরজুম্‌লা বলিলেন, "সাহাজাদা; ঐ দেখুন, অসংখ্যসৈন্য আমাদিগের পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে।"

আ। উহারা কি দস্যু কাশীনাথের দল?

জু। না,—পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতেছি, গোলকুণ্ডাদুর্গের সৈন্য।

আ। রাজা যখন পলায়ন করিয়াছেন, কে সৈন্যাদি সংস্থাপন করিল?

জু। বোধ হয়, কাশীনাথ।

আ। কাশীনাথের কথা শুনিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে দুর্গ হইতে বাহির হইল?

জু। কাশীনাথ বোধ হয়, কোন মন্ত্রাদি জানে। মানুষ ভুলাইতে খুব পারে।

আ। আমরা এপথে আসিব, তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিল?

জু। কাশীনাথ যে ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে সে স্থিরই জানিত, আমাদিগকে এই পথে আসিয়া ফেলিবে।

তখন আরঙ্গজেব সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া, জলদগম্ভীর স্বরে এবং ওজস্বিনী ভাষায় ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় বিশ্বাসী সৈন্যগণ! তোমরা অনেক কষ্ট করিয়া আসিয়াছ, এখন সমতল ভূমি। সম্মুখে নগর—তবে ঐ কতকগুলি সৈন্য পথ আগুলিয়া আছে, ঐ গুলিকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে পারিলেই নগরে পঁহুছিতে পারিবে। গোলকুণ্ডা রত্নের

আবার—হীরকের খনি—লুণ্ঠনে অনেক হীরা, মণি, মাণিক্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।”

সৈন্যগণ আরঙ্গজেবের উৎসাহে এবং রত্নের লোভে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় “দীন্ দীন্” রবে ছুটিল। পশ্চাতে পশ্চাতে প্রাণোন্মাদকারী অসংখ্য বাদ্য বাজিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোলকুণ্ডার যে সৈন্যগণ পথে ছাউনি করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদেরও রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তাহাদেরও সুপাতিত কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর সম্বর্দ্ধনা করিল।

আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ ভীমবিক্রমে তাহাদের উপর আপতিত হইবার জন্য ছুটিতে লাগিল,—তাহাদেরও কামান-বন্দুক বজ্রাগ্নি উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাতের সৈন্যগণ বিধ্বস্ত ও শ্রেণী-ভঙ্গ হইয়া পড়িল—সহসা অতর্কিত ভাবে তাহারা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অল্পক্ষণেই আমীর মীরজুমলা তাহা জানিতে পারিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদিগের উপর আপতিত হইতেছে।

আবার—আবার পার্শ্বদেশ হইতে সৈন্য আসিয়া জুটিতেছে—চারিদিকে অগ্নিক্রীড়া। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। তখন সম্মুখসমর আরম্ভ হইল। চারিদিক্ হইতে সৈন্য আসিয়া আরঙ্গজেবের সৈন্যগণকে

চাপিয়া ধরিয়াছে,—কিন্তু তথাপিও সেই সমুদায় বীরসৈন্য ভীত নহে, তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

কামানরাশি বজ্রাগ্নি উদগীর্ণ করিতেছে, বন্দুক হইতে কালানল বাহির হইতেছে,—আরও কতরূপ মৃত্যুজিহ্ব ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল উঠিতেছে, পড়িতেছে। ঊর্দ্ধে অস্ত্রের নিঃস্বন, ঘাত-প্রতিঘাত, কালানল উদ্গীরণ,—আর নিম্নে হাহাকার ও আর্ত্তনাদ অশনি-সম্পাতসদৃশ সিংহনাদের সহিত মিশিয়াছে,—তাহার উপরে অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহতী, উষ্ট্রাদির চীৎকারে—যেন দূর সমুদ্র-হুঙ্কার, অথবা প্রভঞ্জনসহ অশনি-ঝঙ্কার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উভয় দলের লোকই পড়িতেছিল,—মরিতেছিল, কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা আরঙ্গজেবের সৈন্যের মধ্যেই সমধিক! তাহারা ব্যূহমধ্যে পড়িয়া চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত,—যেমন চারিদিক্ হইতে অগ্নি লাগিয়া বনভূমি দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত করে, তদ্রূপ চারিদিক্ হইতে আরঙ্গজেবের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া তুলিল। তখন সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু পলাইবার পথ নাই।

আরঙ্গজেব মীরজুম্‌লাকে ডাকিয়া বলিলেন, "জয়ের আশা নাই। ব্যাপার যেরূপ, তাহাতে বন্দী হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব সন্ধি করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।"

অতীব ম্লান মুখে মীরজুম্‌লা বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

তখন আরঙ্গজেবের দল হইতে শ্বেত পতাকা উঠাইয়া দেওয়া হইল।

দূরে, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া একজন সন্ন্যাসী রণকৌশল দর্শন করিতেছিলেন, আর নরহত্যা দেখিয়া নীরবে অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছিলেন,—তিনি দুই হস্ত তুলিয়া ডাকিয়া বলিলেন "পথ দাও।"

পশ্চাদ্ভাগের সেনাপতি তাহার সৈন্য লইয়া সরিয়া গেল। উভয়-

শেষে শমনকিঙ্কর অস্ত্র পরিচালনায় ক্ষান্ত হইল। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দিবালোকে আরঙ্গজেব চাহিয়া দেখিলেন—যে পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে তাঁহাদের এত সময়, এত কষ্ট ও এত লাঞ্ছনা—সে পর্ব্বত অতি নিকটে। তিনি আপন সৈন্যাদি লইয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

যে সন্ন্যাসী অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন, তিনি স্বয়ং কাশীনাথ। কাশীনাথ উদয়সিংহকে ডাকিয়া বলিলেন, "গোলকুণ্ডার বন্দী সৈন্যগণের মুক্তি করিতে হইবে।"

উদয়সিংহ পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যগণের পরিচালক ছিলেন,—তিনি আরঙ্গজেবের গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, "গোলকুণ্ডার যে সমুদয় সৈন্য বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।"

আরঙ্গজেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। প্রতিভূ রাখিয়া সৈন্যাদি লইয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন।

যখন প্রভাত-তপন আপন কিরণজাল বিকীর্ণ করিয়া পূর্ব্বগগনে উদিত হইলেন, তখন যুদ্ধভূমি হইতে উভয় দলের সৈন্যই চলিয়া গেল—কেবল বিকৃত মানব-শব-সমাকীর্ণ হইয়া করুণার দৃশ্যে পরিণত হইয়া রহিল। কেহ বা তখন প্রশান্ত বদনে নিদ্রিত, কেহ বা মুষ্টিবদ্ধ করে দন্তে ওষ্ঠ কাটিয়া ঘূর্ণিত নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া, কেহ কেহ বা বসুধা আলিঙ্গনে, স্থানে স্থানে শোণিত-কর্দ্দমে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। কাহারও অস্ত্রক্ষত হইতে ঝলকে ঝলকে এখনও শোণিতধারা বেগে বহির্গত হইতেছে।

কাশীনাথ অশ্ব হইতে নামিয়া কতকগুলি পরিচারক, ক্ষতচিকিৎসক ও ডুলি এবং বেহারা লইয়া সেই মহাক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জাতি নাই, বর্ণ নাই, পক্ষাপক্ষ নাই,—যাহাকে

যেরূপে শুশ্রূষা করিতে হয়, তাহাই করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাহার জীবনের আশা দেখিতে লাগিলেন, তাহাকেই ডুলি করিয়া চিকিৎসালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন।

এদিকে আরঙ্গজেব রায়গড়ের বাগানে পঁহুছিয়া গোলকুণ্ডার সৈন্য-গণকে ছাড়িয়া দিয়া অতি ত্বরায় চলিয়া গেলেন। আমীর মীরজুম-লাকে তিনি সেনাপতিপদে বরণ করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। ডেকা-নের নবাব স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

আরঙ্গজেব গোলকুণ্ডায় যে লাঞ্ছনা, যে অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত হই-লেন, তাহা তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, তিনি দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন—এবং আজীবন গোলকুণ্ডা অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এই দিবস পর্য্যন্ত কখনই তাঁহাকে আশ্রয় করেন নাই। শেষে দাক্ষিণা-ত্যেই আরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যাঁহার রাজ্যমধ্যে এইরূপ তুমুলসংগ্রাম ও ঘোর পরিবর্ত্তন সংসা-ধিত হইতেছিল, সেই গোলকুণ্ডার অধীশ্বর সাহকুতুব অশ্বারোহণে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্ভাগে বৃক্ষ-বিচ্যুত গলিত পত্রের পতনশব্দ হইলেও তিনি ভাবেন, শত্রুগণ বুঝি পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে সেই ছায়ামূর্ত্তির বিকট দৃশ্য—রুধিরাক্ত তরবারির কথা

স্মরণ হইয়া বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িতেছিলেন। যত তাঁহার মনে এই সকল ভয় উদিত হইতেছিল, তিনি ততই দ্রুততরবেগে অশ্ব ছুটাইতেছিলেন, কিন্তু অশ্বটি আর পারে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বর্ষাবারির ন্যায় স্বেদবারি বহির্গত হইতে লাগিল,—পাথরে বাধিয়া তিনি চারিবার হুঁচট খাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

সাহকুতুব অশ্বকে নিতান্ত অপারগ দেখিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া প্রায় আগতা সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ধারে পাহাড়ের স্তূপ,—মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র গলি পথ। কুতুবসাহ ভীত সন্ত্রস্ত মনে ও ক্লান্ত দেহে সেই পথ দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে যাইতেছিলেন, কিয়দ্দূর যাইয়া সহসা দেখিলেন, মৃত্তিকার দিকে মুখ করিয়া করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক এক বৃদ্ধ যোগী সেই পথে বসিয়া আছেন। ভয়-বিকম্পিত স্বরে কুতুবসাহ ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি কে মহাশয়? পথ ছাড়িয়া দিউন, আমি উপরে যাইব।"

যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উভয়েরই প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটা ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়া উঠিল।

যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি দেলজানের পিতামহ সেই সন্ন্যাসী। দেলজানের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে না পারিয়া,—তাহার গতি কি হইল, শুনিবার জন্য গোলকুণ্ডায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। শুনিলেন,—তাঁহার প্রাণাধিক দেলজান কুতুবের অসিতে অদ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, সন্ধ্যা আগতা দেখিয়া এই গুহাতেই রজনী বঞ্চন করিবেন বলিয়া বসিয়াছিলেন, আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ যে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছে,

তাহাও শুনিয়া আসিয়াছিলেন। নির্জ্জন গুহায় বসিয়া বসিয়া দেলজানের কথাই ভাবিতেছিলেন,—"হায়! বুকে করিয়া যাহাকে এতদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে গুহায় গুহায় লইয়া বেড়াইয়াছেন, যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না,—সে আজি কোথায়? দুষ্টের ভীমাস্ত্র প্রহারে না জানি দেলজান কত যন্ত্রণা পাইয়াই মরিয়াছে,—দেলজান!—কোথায় দেলজান?"

সন্ন্যাসী এইরূপ শোকসাগরে মগ্ন হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় সাহকুতুব গিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে পথ ছাড়িয়া দিউন। আমি পর্ব্বতে আরোহণ করিব।"

শেষে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের প্রাণের ভিতর উভয় প্রকারের ঝটিকাবেগে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ উভয়ের কেহই কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে মর্ম্মস্থলভেদী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে কথা কহিলেন। উদাস-করুণ-স্বরে বলিলেন, "কুতুব! তোমায় চিনিয়াছি কুতুব! আজি কোথায় যাও; কোথায় তোমার সে বীরদর্প? কোথায় তোমার সে রিপুর উত্তেজনা? আমার প্রাণের কুসুম-গুচ্ছ ক্ষুদ্র বালিকা দেলজানকে লইয়া গিয়া, রিপুচরিতার্থ করিতে না পারিয়া, তাহার নবনীনিভকোমল বক্ষে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছ? এসব, আজিই মধ্যাহ্নে,—কিন্তু সূর্য্যাস্তগত না হইতেই তোমার বেগমগণকে কাহার করে ডালি দিয়া চলিলে? এতক্ষণ হয় ত তাহারা আরঙ্গজেবের পদাতিক দলের ভোগ্য হইয়াছে। কুতুব!—বুঝনা কুতুব—মনুষ্যের উপরে মানুষ আছে, বলের উপর বল আছে,—তদুপরি দৈব আছে! এখন কোথায় যাও?"

শোকে, মোহে, ক্ষোভে, ভয়ে, উদ্বেগে মৃতপ্রায় সাহকুতুবের দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িল। অতি ক্ষুণ্ণমনে ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "পথ ছাড়িয়া দাও—আমি উপরে যাইব।"

বক্ষে করাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"অপেক্ষা কর, আমার দুইটা কথা শুনিয়া যাও। তোমাকে এখনই পথ দিতেছি। জানিতেছি তোমাকে ধরিবার জন্য পশ্চাতে লোক আসিতেছে। আমি প্রতিশোধ লইব না,—ধরাইয়া দিব না। ভগবান্ প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়াছেন।"

কুতুব ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "পথ দাও—উপরে যাইব।"

স। কৈ কুতুব! তোমার সে তরবারি কৈ? আমার দেলজানের রক্তরঞ্জিত সে অস্ত্র কোথায়?—আমি দেলজানের শোক সহ্য করিতে পারিতেছি না,—আমার এই প্রাচীন জরাজীর্ণ বক্ষ পাতিয়া দিতেছি,—সেই অস্ত্র সেইরূপে আমূল বিদ্ধ করিয়া আমার শোকের জ্বালা জুড়াইয়া দাও। সে অস্ত্রে এখনও দেলজানের রক্তের বাষ্প উদ্ভাবিত হইতেছে।

কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আকুঞ্চিত লোলগণ্ড বহিয়া স্রোতের ন্যায় অশ্রুজল বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেলজান, কোথায় গেলে দেলজান!"

কুতুব ব্যগ্রভাবে পুনরপি বলিলেন, "আমায় পথ দাও।"

স। পাপিষ্ঠ—কুতুব! আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছিস্? আমি বিসিয়াপুরের রাজা; তুই যে বালিকাকে হত্যা করিয়াছিস্, সে মবরকের কন্যা।

সাহকুতুব আবার বলিলেন, "পথ দাও।"

"যা পাপিষ্ঠ; স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাক্‌গে।" এই বলিয়া

সন্ন্যাসী পথ ছাড়িয়া দিয়া, অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। সাহকুতুব দ্রুত-পদে পর্ব্বতোপরি উঠিয়া গেলেন। এদিকে রজনীর ভীমান্ধকার পর্ব্বতে পর্ব্বতে জমাট বাঁধিয়া স্তূপীকৃত হইল। বাদসাহ কুতুবের হস্তস্থিত অতি মূল্যবান্ একখানি মহামণির জ্যোতি তাঁহাকে অন্ধকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি যাইবেন কোথায়? কোথায় গেলে একটু শান্তি পাইবেন? সাহকুতুবের এ সময়কার হৃদয়ভাব, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না! উন্মত্তের ন্যায় তিনি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এই সময়ে সাহকুতুব ঘুরিতে ঘুরিতে একটা দীর্ঘাকার বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। সেখানে একটা মন্দির ছিল। মন্দিরটি বহু পুরাতন। বোধ হয়, কোন হিন্দুরাজা পর্ব্বতোপরি অতি পুরাকালে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এতন্মধ্যে কোন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক্ষণে মন্দিরমধ্যে বিগ্রহাদি কিছুই নাই। শূন্যগর্ভ অসংস্কৃত ভগ্নচূড় মন্দির দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সাহকুতুব মন্দিরসান্নিধ্যে গমন করিলেন, মন্দির হইতে কে একজন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?"

সাহকুতুব চমকিয়া উঠিলেন। এই বিজনারণ্যে মনুষ্যকণ্ঠস্বর! সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "একজন পথিক।"

মন্দিরাভ্যন্তর হইতে যে কথা কহিয়াছিল, সে চাহিয়া দেখিল। কুতুবের হস্তস্থিত প্রোজ্জ্বল মণির আলোকে সে দেখিতে পাইল—গোলকুণ্ডার অধীশ্বর সাহকুতুব।

শিকার সম্মুখে দেখিলে ব্যাঘ্র যেমন লাফাইয়া পড়ে, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ লাফাইয়া আসিয়া কুতুবের সম্মুখীন হইল। চীৎকার করিয়া

বলিল, "নরপিশাচ! আমার দেলজানকে হত্যা করিয়া আসিয়াছিস্? পশু! সে কোমলবক্ষে কঠিন অস্ত্রাঘাত করিতে কি তোর মায়া হয় নাই? চুরি করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া কি বাহাদুরি করিয়াছিস্?—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগশিশুকে হত্যা করিয়া পৌরুষ পাইয়াছিস? এখন আবার চোরের মত কোথায় পলাইতেছিস্? আয়, প্রতিশোধ গ্রহণ কর্।"

যে বাহির হইল, সে মালেক। বাদসাহের আমখাসের পত্রপাঠক দাবির, আমীর মীরজুম্‌লার অতি বিশ্বাসী বন্ধু। তিনি যখন মালেকের পত্র বাদসাহকে শুনান—তখন বন্দী মালেকের পত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন। সেই দিনেই আরঙ্গজেব সসৈন্য রায়গড়ে আসিয়াছেন, আমীরও সে সঙ্গে আসিয়াছেন—গুপ্তচর-প্রমুখাৎ তাহা দাবির শুনিয়াছিলেন। তাহাতেই সাহস করিয়া, তিনি সাদা কাগজে বাদসাহের নাম ও মোহরাঙ্কিত করিয়া লইয়া, তাহাতে মালেককে ছাড়িয়া দিবার আদেশ লিখিয়া তদ্দণ্ডেই কারাগারে কারাধ্যক্ষের নিকটে পাঠান। পাঠমাত্রই কারাধ্যক্ষ মালেককে ছাড়িয়া দেয়। দাবির একটী বিশ্বাসী ভৃত্যদ্বারা মালেককে পলায়ন করিবার উপদেশ দিয়া নিজে অশ্বারোহণপূর্ব্বক রায়গড়ে গিয়া মীরজুম্‌লার সহিত মিলিয়া পড়েন। মালেক দেলজানের সংবাদ শুনিবার জন্য প্রচ্ছন্নবেশে নগরমধ্যে ছিলেন, যখন তাহার হত্যার কথা শুনিলেন এবং আরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রাদি জানিতে পারিলেন, তখন দেলজানের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পাহাড়ে আসিয়া মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন;—অভিপ্রায় আরঙ্গজেবকর্ত্তৃক নগর দখল হইলে, তথায় মীরজুম্‌লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

মালেক চক্ষুর নিমিষে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া চক্রাকারে

তাহা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে বলিলেন, "নারীঘাতক,—চোর! আত্ম-রক্ষা কর, আমার হাতে আজি তোর রক্ষা নাই।"

অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে কুতুব বলিলেন, "মালেক! আমি তোমাকে চিনিয়াছি—ক্ষমা কর। আমাকে মারিও না। আত্ম-রক্ষায় আমার শক্তি নাই। পুত্রশোকে, বিশ্বাস-ঘাতকতায়, ভয়ে আমার শরীর ভগ্ন, মন ক্ষিপ্ত, মত্ত ও মুগ্ধ—এক্ষণে আমি আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। আমায় হত্যা করিও না।"

রক্তচক্ষুতে চাহিয়া মালেক বলিলেন,—"পাষণ্ড! এখন সাধুর মত কথা কহিতে শিখিয়াছ? যখন কুসুমমালা পদদলিত করিয়াছিলে, যখন ধন-জন-রূপ-যৌবন-গর্ব্বে ধরাকে সরা দেখিতেছিলে, এ নীতিজ্ঞান তখন কোথায় ছিল? আমার দেলজান—প্রাণের দেলজান স্বর্গ হইতে দেখিতেছে,—প্রতিহিংসার রক্তে তাহার স্বর্গীয় আত্মার তর্পণ করিব।"

আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। মালেকের অসি ঊর্দ্ধে উঠিল; বাদসাহের হস্তস্থিত প্রোজ্জ্বল মণির উজ্জ্বল আভায় অসিখানি একবার জ্বলিয়া উঠিল, কুতুবও কোষ হইতে অসি টানিতে গেলেন, পারিলেন না।—ভয়ে ক্ষোভে তাঁহার শরীর তখন কাঁপিতেছিল। মালেকের ভীম অসি কুতুবের বক্ষে পড়িয়া রুধিরধারা পান করিল। গোলকুণ্ডার অধীশ্বর,—সাহকুতুব পর্ব্বতোপরি ভগ্নমন্দিরসম্মুখে দীনের ন্যায় বিদেশীর অস্ত্রে গতজীব হইয়া পাহাড় চুম্বন করিলেন।—দূরে, পার্ব্বতীয় বৃক্ষের পত্রকুঞ্জ হইতে অজস্র সুগন্ধি কুসুম ঝরিয়া চারিদিক্ সুগন্ধীকৃত করিল।

মালেক নিজবক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান করিয়া ব্যথিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"দেলজান; প্রাণের দেলজান! সব ফুরাইল—তুমি আমার কোথায়? না দেখিলে যে থাকিতে পারি না। কুতুব মরিয়াছে,—ভয় গিয়াছে। এখন কি তুমি আসিতে পার না?"

মালেক কুতুবের শবের পার্শ্বে বসিয়া অবশিষ্ট রজনীটুকু অতিবাহিত করিলেন,—যখন প্রভাত হইল, তখন অতি বিষণ্নমনে মালেক পর্ব্বত হইতে নামিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নিম্নাবতরণ করিতেই গলিপথের মধ্যে একটা মৃতদেহ দেখিয়া মালেক তৎপ্রতি চাহিলেন,—দেখিলেন, সে তাঁহারই প্রাণাধিক দেলজানের পিতামহ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর। কি প্রকারে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল; মালেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তবে ইহা কতক বুঝিতে পারিলেন যে, দেলজানের শোক আর বৃদ্ধ সামলাইতে না পারিয়া হয় আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছেন, আর না হয়, হৃদ্রোগাদি কিছু ছিল, শোকের উচ্ছ্বাসে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

মালেক অনেকক্ষণ সে শবদেহের নিকটে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া দেলজানের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে উঠিয়া কোন প্রকারে খনিত্র সংগ্রহপূর্ব্বক একটি কবর প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধের দেহের যথাবিধি সৎকার করত গোলকুণ্ডার সংবাদ লইতে গমন করিলেন।

তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। আরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অধিকার করিতে পারেন নাই। মালেক যখন রায়গড়ের নিকটে পঁহুছিলেন,—আরঙ্গজেবের সৈন্যও সেই সময়ে গোলকুণ্ডা হইতে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া আসিল। মীরজুমলার সহিত মালেকের সাক্ষাৎ হইল,—মালেক আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকটে বিবৃত করিয়া বলিলেন;—মীরজুমলা আরঙ্গজেবের সহিত যাইবার সময় মালেককে লইয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন।

বেলা যখন দ্বিপ্রহর হইল, তখন কতকগুলি লোক কার্য্যোপলক্ষে পর্ব্বতে উঠিয়াছিল,—সাহকুতুবের মৃতদেহ তথায় দেখিতে পাইয়া নগরে

লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে দিবসের সেই গোলযোগে কে তাহার কবরাদি করে,—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী গোলকুণ্ডার অধিপতি সাহকুতুবের মৃতদেহ রাজপথের পার্শ্বে পড়িয়া শৃগাল-কুকুরের আহারীয় হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিগত সন্ধ্যায় গোলকুণ্ডায় যে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, আজি তাহা থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু ঝটিকা থামিয়া গেলেও যেমন হতশাখাপ্রশাখ বৃক্ষ, ছিন্নমূলা লতিকা, ভগ্নশিবির আদিতে প্রাণে একটা কেমন আবিল ছায়ময় ভাবে উদাসকাহিনী টানিয়া আনে, নগরবাসিগণের প্রাণেও এখন সেইরূপ ভাব রহিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, তথাপিও যেন আতঙ্ক বিদূরিত হয় নাই, থাকিয়া থাকিয়া যেন কেমন দুঃখ বিষাদের ছায়া আসিয়া সমস্ত নগরখানি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তবে কল্যকার সন্ধ্যায় যে হাহাকার ছিল, যে ভয় ছিল—আজি তাহা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত নগরে ঢেঁটড়া ফিরিতে লাগিল,—ঢোল বাজাইয়া বাদিত্রগণ প্রত্যেক নগরবাসীকে জানাইতে লাগিল,—"কুতুবের শূন্যসিংহাসনে কে রাজা হইবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য সন্ধ্যার পরে আমখাস্ দরবারের বিরাটগৃহে একটি সভার অধিবেশন হইবে, দস্যুসর্দ্দার কাশীনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, তথায় সকলের গমন আবশ্যক।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, দলে দলে নাগরিকগণ আমখাস্ দরবার-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। জমীদারগণ, হীরক ও অন্যান্য মণিমুক্তার ব্যবসায়িগণ, মহাজনগণ, সামন্ত ও সর্দ্দারগণ এবং কৃষক ও যাবতীয় অধিবাসিগণ,—সকল শ্রেণীর প্রজারই আহ্বান ছিল,—দলে দলে সকলশ্রেণীর লোকই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাশীনাথের কার্য্যের এমনই সুবন্দোবস্ত,—এমনই শৃঙ্খলা—অত্যধিক লোকসমাগম হইলেও কাহারও বসিবার স্থানের অভাব নাই, কোন প্রকার গোলযোগ নাই—সকলেই উপবেশন করিয়া আসনোপবিষ্ট কাশীনাথের পানে চাহিয়া আছে।

কাশীনাথের সিপাহীগণই লোক বসাইতেছে, শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছে, গোলমাল নিবারণ করিতেছে, পাহারা দিতেছে। কাশীনাথের শিষ্যগণই প্রধান প্রধান লোকগণকে প্রীতির কথায় আপ্যায়িত করিতেছে—যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছে।

যখন লোক আগমন বন্ধ হইল, তখন ভগবান্ অতি মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীভগবানের কৃপায় আরঙ্গজেবের ভীম আক্রমণ হইতে গোলকুণ্ডা রক্ষা পাইয়াছে। আপনাদের বাদসাহের বিশ্বাসী আমীর মীরজুম্‌লাও ঐ সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, ডেকানের নবাবও তাঁহার সৈন্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন,—কিন্তু ভগবানের অতুল শক্তিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"

সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ সমস্বরে গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্?—ভগবান্ কাশীনাথ মহাত্মা। কাশীনাথই, আমাদিগকে এই দুরন্ত ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জয় হউক।"

সহস্রকণ্ঠ ভেদ করিয়া—একত্রে, এক সঙ্গে স্বর উঠিল "জয় মহাত্মা কাশীনাথের জয়।"

ভগবান্ বলিলেন, "বাদসাহ কুতুব হত হইয়াছেন। কি কারণে হত হইলেন, বলা যায় না। যাহা হউক, এখন গোলকুণ্ডার সিংহাসন শূন্য। একজন সম্রাট্ ভিন্ন সাম্রাজ্য চলিতে পারে না, মহানুভব কাশীনাথ আপনাদিগকে একত্রে আহ্বান করিয়াছেন, আপনারা একজন রাজা মনোনীত করুন।"

বাদসাহের প্রধান অমাত্যগণ ও সামন্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন. তাঁহারা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার সর্ব্বাগ্রে আমাদেরই আছে। আমরাই বলিতেছি, চির প্রথা এই আছে যে, যিনি ভুজবলে রাজা উদ্ধার ও জয় করেন, তিনিই রাজ্য গ্রহণ করিবেন, তিনিই রাজা। মহানুভব কাশীনাথই গোলকুণ্ডার সিংহাসনের অধিকারী।"

সমবেত লোকমণ্ডলী করতালি দিয়া আনন্দধ্বনি সহকারে কাশীনাথের জয়ঘোষণা করিয়া বলিল, "আমাদেরও ঐ মত। কিছু দিন ধর্ম্মের ছায়ায় এবং বীরভুজবলের আশ্রয়ে সুখে বসতি করি।"

কাশীনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাস্য। জলদগম্ভীর অথচ শান্তস্বরে বলিলেন. "আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী, রাজভার আমার নিকট কঠিন ভার। আমি তাহা লইতে কখনই প্রস্তুত নহি। আমি জঙ্গলের সন্ন্যাসী—জঙ্গলে যাইব। আমি স্থির করিতেছি, কুতুবসাহী বংশেরই কেহ বাদসাহ হইবেন. আপনাদিগের তাহাতে অভিমত কি?"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী নিস্তব্ধে থাকিল। অনেকক্ষণ পরে প্রধানামাত্য বলিলেন,—"নাগরিকগণের ইচ্ছা, ধর্ম্ম ও নীতির আশ্রয়ে তাহারা বাস করিবে।"

কা। তাহাই আমারও ইচ্ছা,—ভগবান্‌ও তাহাই করিয়া থাকেন।

রাজা অত্যাচারী হইলেই তাঁহার পতন নিশ্চয়। সাহকুতুবের ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরই রাজ্যভার দেওয়া হউক,—তিনিই সত্ত্বাধিকারী।

প্র-অ। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক।

ক। তাহা হউক,—একটি মন্ত্রণা-সমিতি সংগঠন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে।

প্র-অ। প্রবলপরাক্রান্ত আরঙ্গজেব যেরূপ ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া গেলেন, তিনি সুবিধা পাইলেই পুনরাক্রমণ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস,—এরূপ স্থলে একজন নাবালকের হস্তে রাজ্যভার থাকা কি বিধেয় হইবে ?

ক। আমার প্রধানশিষ্য উদয়সিংহকে গোলকুণ্ডার প্রধান সেনাপতি-পদে বরিত করা হউক এবং এই সর্ত্ত তাঁহার সহিত থাকিবে,—রাজ্যরক্ষা, সৈন্যসংগঠন, দুর্গসংস্কার প্রভৃতি সামরিক কার্য্যভার তাঁহার উপর স্বাধীনভাবেই অর্পিত থাকিবে। তিনি তাঁহার যথেচ্ছ কার্য্য করিবেন। উদয়ের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

প্র-অ। তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেই হইতে পারে।

ক। আমি কাহারও সত্বধ্বংস করিতে ভালবাসি না। প্রকারান্তরে উদয়ই রাজা হইল,—তাহার বাহুবলে এবং সমরকৌশলে আরঙ্গজেব বিতাড়িত হইয়াছেন।

প্র-অ। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, আপনি তাহাই করুন।

ক। উদয়সিংহকে রাজকোষ হইতে এমন বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে যে, যাহাতে তাহার আর বাদসাহের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়। এবং সৈন্যাদির ব্যয় জন্য সে যখন যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে, তখন তাহাই হইবে। কৃষ্ণানদীতীরস্থ বাদসাহের অন্যতর আবাস উদয়সিংহের বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই কাশীনাথকে দেবতারূপে দর্শন করিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ উঁহার জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল।

তখনই—সেই স্থলেই সাহকুতুবের ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনয়ন করিয়া, অভিষেক করা হইল। উদয়সিংহকে সামরিক বিভাগের প্রধানতম স্বাধীন সেনাপতি-পদে বরণ করা হইল এবং সমবেত লোকমণ্ডলীর সমক্ষেই রাজ্যের সমস্ত সর্ত্তাদির লেখা পড়া হইয়া, মন্ত্রিসমাজের ও সামন্তগণের সহি ও রাজমুদ্রা ছাপ দেওয়া হইল।

তখন কাশীনাথ, নবসম্রাট্, নবীনসেনাপতি ও ঈশ্বরের নামে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক দরবারসভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইল, গোলকুণ্ডার এই বিজয়োৎসব এবং নবীনসম্রাটের অভিষেকোৎসবে কল্য সকলে সাধ্যানুসারে দেবকার্য্য, আনন্দ, নৃত্যগীত, দরিদ্র-ভোজন এবং আলোকোৎসব করাইবেন। রাজ-ভবন হইতেও বহুল অর্থ ব্যয়ে ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রি গভীর-গম্ভীর। আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ, অনাদরে অভিমানে গড়াইতে গড়াইতে, একদিক্ হইতে অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। ঘোর অন্ধকার—কোথাও কিছু দেখা যাইতেছিল না।

এই সময়ে রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রকোষ্ঠের একটা গৃহমধ্যে বসিয়া কাশীনাথ, ভগবান্ ও উদয়সিংহ কথোপকথন করিতেছিলেন। উদয়-

সিংহ বলিলেন, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে আবার এই সকল ঝঞ্ঝাটে ফেলিলেন ?"

কাশীনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি ঝঞ্ঝাট বাপু ? বাদসাহের বাদসাহ হইয়া গোলকুণ্ডায় অবস্থিতি করিবে,—তোমার সুখেরই ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।"

উ। এ সুখ কি স্থায়ী সুখ ?

কা। তবে স্থায়ী সুখ কি ? জগতই যখন স্থায়ী নহে, মানুষই যখন স্থায়ী নহে, তখন আবার স্থায়ী সুখ কাহাকে বলিতে চাহিতেছ ?

উ। আপনিই শিখাইয়াছেন, কামে সুখ নাই—নিষ্কামই সুখ।

কা। কাম আর নিষ্কামের প্রভেদ কি বুঝিয়াছ ?

উ। আসক্তিই কাম—আসক্তি পরিত্যাগই নিষ্কাম।

কা। উত্তম কথা,—তবে ভাবিতেছ কেন ? আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করিও।

উ। কার্য্য করিতে গেলেই, তাহাতে আসক্তি জন্মে। আরঙ্গজেবকে পরাস্ত করিয়া, কুতুবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গোলকুণ্ডায় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব,—গোলকুণ্ডাবাসীকে সুখ ও শান্তি প্রদান করিব, এই বাসনাতেই কি এতদিন ঘুরিতেছিলাম না ? বাসনারই নামান্তর আসক্তি।

কা। ভগবান্‌কে ভজনা করিব—আত্মাকে ঈশ্বরে লীন করিব, ইহাকেও কি বাসনা বলে না ?

উ। বলে।

কা। ঈশ্বরাসক্তিও কি দূষণীয় ?

উ। বোধ হয় না।

কা। বোধ হয়, কি প্রকার ? এক কথা বল।

উ। হাঁ।—আসক্তি বলে, তবে সদাসক্তি বটে।

কা। মানবের ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি সমুদয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল আছে। যাহা শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত, তাহাই প্রতিকূল; আর যাহা শাস্ত্রবিধি বিহিত— তাহাই অনুকূল। পাপীকে দণ্ড দেওয়া শাস্ত্রানুমোদিত—তাহা দিলে পাপ হয় না, সাধুকে পূজা করা শাস্ত্রানুমোদিত—তাহা না করিয়া, সাধুকে দণ্ড দিলেই পাপ হয়।

উ। অত বুঝি না—এখন কথা হইতেছে, মাকড়সা যেমন আপন জালে আপনি জড়াইয়া যায়, তেমনি কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ আপন কর্ম্মসূত্রেই জড়াইয়া পড়ে—কর্ম্ম করিতে করিতে অভ্যাসে কর্ম্মে দোষ সক্তি জন্মিয়া যায় না কি?

কা। বালি-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ও নির্ম্মল হয়, কিন্তু সেই বালিমধ্যে অস্ত্রখানি ফেলিয়া রাখিলে ধার হওয়া দূরের কথা, অতি সত্বর তাহাতে কলঙ্ক পড়িয়া অস্ত্রখানি ভোঁতা হইয়া যায়। তদ্রূপ জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে, চিত্ত নির্ম্মল হয়—আর মোহে মুগ্ধ হইয়া কর্ম্মের মধ্যে জীবাত্মাকে ডুবাইয়া রাখিলে তাহা বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে।

উ। কি প্রকার জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিতে হয়?

কা। তত্ত্বজ্ঞান—কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইতে হইবে, জীবনেরই বা উদ্দেশ্য কি—এই সকল আলোচনা করিতে হয়। নতুবা আসিয়াছ; খাইয়া পরিয়া মরিয়া যাইতেছ। লোক এই প্রকারে যাইতেই কি জন্মগ্রহণ করে? যদি করে, তবে কেন মানুষ হয়? সকলেরই উদ্দেশ্য আছে, মানব জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই কি? যদি উদ্দেশ্য না থাকে— তাহা হইলেও বুঝিবে—আমরা তৃণাদপি সুনীচ,— উদ্দেশ্য ও পরিণামহীন জীবনের আবার অর্থ কোথায়?

উ। আপনি কোথায় যাইবেন ?

ক। যেখানে ইচ্ছা।

উ। প্রয়োজন হইলে, কোথায় দেখা পাইব ?

ক। কি প্রয়োজন ?

উ। রাজ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয়।

ক। আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়া গেলাম,—এখন তুমি কাহা[illegible] আবার তুমি শিক্ষা দিয়া যাইবে, আর এক জন করিবে। [illegible] কি মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লইয়া কার্য্য করিতে বসিয়া থাকিবে ? [illegible] হইলে ভগবান্‌কে আদর্শ হইয়া চিরকালই মরভূমে থাকিতে হয়। [illegible]ন্ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখ-[illegible] গীতা আদর্শ গ্রন্থ রহিয়াছে, মানুষ তদাদর্শে কার্য্য করিবে। [illegible] চাই—কোন কার্য্যই গ্রন্থ-দর্শনে বা কল্পনায় সাধিত হয় না।

উ। ভগবান্ কোথায় যাইবেন ?

ক। আমার সঙ্গে।

উ। কেন, উঁহাকে ভার দিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া চলুন না।

ক। ভগবানের সমস্ত গুণ নাই। আছে প্রেম আর ভক্তি—[illegible] রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালনের অনুকূল নহে। মানবের দেহ, মন, [illegible]গ্রাম ও বৃত্তিসমুদায়ের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি ও পরিণতি না হইলে [illegible] হয় না। তোমাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।

উ। আপনার রহস্য আপনিই বুঝেন,— আমরা বুঝিতে পারি না। [illegible] দিন না বলিয়াছিলেন,—প্রেম কিছুই নহে।

ক। তুমি ভুলিয়া যাও ;—প্রেম হৃদয়ের মধুরতম বৃত্তি, কাম [illegible]ন্ধনের হেতু।

উ। স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র প্রণয়ও কিছু নহে, বলিয়াছিলেন তো ?

কা। যে অর্থে সাধারণে নরনারীর পবিত্রপ্রণয় বুঝে, তাহা ঠিক নহে। অর্থাৎ কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ পবিত্র প্রেম গজাইয়া উঠিল, ইহা কথাই নহে। তবে স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র প্রেম আছে বৈ কি?— ভালবাসা, পত্র লেখা, না দেখিলে চক্ষুরজলে বক্ষভাসা,—কোকিলের ডাকে মূর্চ্ছা যাওয়া—চন্দ্রের কিরণে অগ্নির তাপ অনুভব করা—ইহাই দাম্পত্য প্রণয়ের চূড়ান্ত নহে। স্ত্রী ভাবিবে—আমার স্বামী সাক্ষাৎ ভগবান্ ইষ্টদেবতা, ভবপারের কাণ্ডারী—তাঁহার সুখে আমার সুখ, তাঁহার দুঃখেই আমার দুঃখ। তিনি চক্ষুর নিকটেই থাকুন, আর বাহিরেই থাকুন,—তিনিই আমার হৃদয়ের ঠাকুর। আর স্বামী ভাবিবেন,— জগৎ-ব্যাপ্ত জগদীশ্বর জীবের দেহে অধিষ্ঠিত—আমার একবিন্দুতে ঐ বিন্দু মিশিতে আসিতেছে, যাহাতে উহাতে মলিনত্ব না থাকে; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সোহাগে, আদরে তাহা করিয়া দুইজনে এক হইয়া একটু বড় বিন্দুতে পরিণত হই;—সহধর্ম্মিণীকে লইয়া ভগবানের সংসারে কার্য্য করিব, ইহাই দাম্পত্যপ্রণয়। দাম্পত্যপ্রণয় উন্নতির উপায় বৈ কি।

উ। আর জড়াইয়া রাখিয়া যাইবেন না।

কা। একটি ভাল মেয়ে আছে।

উ। কোথায়?

কা। গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্মচারী কুমারসিংহের ভগিনী। সৎ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে তোমার হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে। আমার ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ কর। তাহাকে দেখিয়াছ কি?

উ। হাঁ—বন্দি-মুক্তি করিবার দিন তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম।

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "আর সেদিন ভিখারীর বেশে গান গাহিতে গিয়া?"

উদয় মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিলেন। কাশীনাথ বলিলেন, "আমি সেই কন্যাটির সহিত তোমার বিবাহ দিব—ভাবিতেছি। তোমাদের স্বজাতিও বটে।"

গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ ছিল,—কে একজন বাহির হইতে তাহাতে ঠেলা দিল, ঠেলিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল,—যে ঠেলিয়াছিল, সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। সে স্ত্রীমূর্ত্তি,—সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত।

সহসা তাহার গৃহমধ্যে আগমন করিবার হেতু কি ভাবিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুমি কে? কি জন্যই বা এই গভীরনিশীথে আমাদের নিকটে আসিয়াছ?"

বীণা-বিনিন্দিত মধুর, অথচ চকিতস্বরে রমণী বলিল, "দিবাভাগে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই এ সময়ে আসিয়াছি।"

কা। তোমার অভিপ্রায় কি, তাহা বল,মা।

র। আমি আমার কণ্ঠহার বিশ্বাস করিয়া, আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা এখন ফিরাইয়া পাইতে ইচ্ছা করি।

কাশীনাথ উদয়সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন। উদয়সিংহ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিই কি হসন্‌সাহেবকে আমাদের নিকটে নিরাপদে থাকিবার জন্য পাঠাইয়া-ছিলেন?"

রমণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

উ। আপনিই কি জেলদারোগাকে হত্যা করিয়া হসন্‌সাহেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন?

র। হাঁ।

উ। আপনি তাঁহার কে?

র। আমি তাঁহার বাঁদী।

উ। বোধ হয় স্ত্রী হইবেন ?

রমণী কথা কহিল না। উদয়সিংহ বলিলেন, "তাঁহার স্ত্রী বানু-বেগম। বানুবেগমকে তিনি বাদসাহ-কন্যা মর্জ্জিনাবেগমের অনুরোধে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, বানুকে আর দেখিতে না পাইয়া তিনি এখন বড় শোক করেন, আপনিই কি হসন্‌সাহেবের স্ত্রী বানুবেগম ?"

রমণী এবারেও কোন কথা কহিল না। ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উ। আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন, জেলদারোগা তাঁহাকে হত্যা করিবে ?

র। আমি তত কথা আপনাদের সাক্ষাতে বলিতে পারিব না।

উ। যদি লজ্জা হয়, বা অন্য কোন আপত্তি থাকে, বলিয়া কাজ নাই।

র। আমি স্বামি কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে তাড়িত হইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া ভাবিলাম, বাদসাহজাদীগণ ভালবাসে, আবার খুনও করে—পাছে আমার স্বামীরও কোন অনিষ্ট হয়, এই ভাবিয়া বড় ভয় হইল, শেষে যাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইতে না পারে, তাহা করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে এবং আত্মপরিচয় গোপন করিয়া মর্জ্জিনা-বেগমের বাঁদী হইয়াছিলাম।

উ। প্রধান অমাত্য ও সামন্তগণকে অনুরোধ এবং উত্তেজিত করিয়া, তাহা হইলে আপনিই হসন্‌সাহেবকে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ?

বানুবেগম কোন কথা কহিল না। উদয় বলিলেন, "আপনি যদি মর্জ্জিনাবেগমের নিকটে ছিলেন, তবে আপনার স্বামী ধরা পড়িলেন কেন ? ষড়যন্ত্রের পূর্ব্বেই সাবধান করিলে হইত ?

বা। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—তিনি শুনেন নাই। শেষে মীরজুমলা ও মর্জ্জিনাবেগম দুইজনে তাঁহার হত্যা সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছিল, তাহাতেই সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম।

কাশীনাথ বলিলেন, "স্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। সৎসাহসের পরিচয়ই দিয়াছ। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার এখনও আছে ত?

বা। হাঁ, আছে,—কিন্তু সরকারে জব্দ হইয়া গিয়াছে।

কা। আমি মুক্ত করিয়া দিব,—কল্যই তুমি শিবিকারোহণে বাড়ী যাইও। হসন্‌সাহেব প্রভৃতি কল্য নাগাইত সন্ধ্যা গোলকুণ্ডায় আসিবেন,—আসিলেই তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিব। তোমার মত স্ত্রীগ্রহণে বোধ হয়, তাঁহার কোন আপত্তিই হইবে না—হইলেও আমি সংমিলন করিয়া দিব।

বা। আর একটি কথা।

কা। কি বল?

বা। তাঁহাকে চাকুরী দিতে হইবে। নতুবা সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আমরা দিন কাটাইতে পারিব না।

কা। তাহাও হইবে;—তোমার স্বামী বীর,—যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধ-বিভাগেই কার্য্য পাইবেন।

তখন কাশীনাথকে পুনঃপুন অভিবাদন করিয়া বানুবেগম চলিয়া গেল।

কাশীনাথ উদয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাহাতে মৃত বাদসাহের বিধবাগণের এবং কন্যার কোন প্রকার আর্থিক কষ্ট বা মানের হানি না হয়—তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে। বৃত্তি প্রদান করিয়া বিভিন্ন প্রসাদে তাঁহাদিগকে রাখিতে হইবে।"

উ। আপনি যেরূপ যাহা করিতে হয়, সমস্তই করিয়া যাইবেন।

কা। তোমার বিবাহটা শীঘ্র দিতে পারিলে হয়।

উ। বলুন না কেন, শীঘ্র তোমাকে মোহের বাঁধনে কসিতে পারিলে হয়।

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন,—"সে দিনের গানের ধূমেই বুঝিয়াছিলাম, ভায়ার বিবাহে ফলার খাইবার দিন অতি সন্নিকট।"

উদয়সিংহ মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ,-ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। দুইদিন অগ্রে, যে গোলকুণ্ডার অধিবাসিগণ ভয়ে নিরানন্দে হাহাকার করিয়াছিল, আজি আবার তাহারাই আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত নগরে,—ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, মহাজন, দোকানদার সকলেই স্ব স্ব আলয়, স্ব স্ব কার্য্যালয় ও বিপণী পত্রপুষ্প ও আলোকমালায় সুসজ্জীকৃত করিতে যথোচিত যত্ন ও প্রয়াস পাইতেছে। চারিদিকে বাদ্যোদ্যম হইতেছে—বাড়ীতে বাড়ীতে দেবার্চ্চনা, পূজা, হোম, নাচ, গান, দরিদ্রভোজন হইতেছে,—আজি নগরী আনন্দ-স্রোতে ভাসমানা!

গোয়েন্দাবিভাগের বড়দারোগা কুমারসিংহের বাড়ীতেও অসীম উদ্যোগ হইতেছে,—স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পমালা ঝুলিতেছে, আলোকের জন্য ঝাড় লণ্ঠন তস্‌বির টাঙ্গান হইয়াছে, দরিদ্র ভোজন হইতেছে, নাচ গানেরও ব্যবস্থা আছে।

কুমারসিংহ রাজপ্রাসাদে ছিলেন, এতক্ষণ পরে বাড়ী আসিলেন।

বেলা আর বড় অধিক নাই—এখনই সমগ্রনগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইবে। চারিদিকে নৃত্য-গীতের স্রোত বহিবে।

নবসম্রাট্, উদয়সিংহ প্রভৃতি রাজবাড়ীর উৎসবে যোগদান করিবেন, সেখানে পুলিশের লোকদিগকে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে। বাড়ীর উৎসবের একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন বলিয়া, কুমারসিংহ কিয়ৎক্ষণের জন্য আসিয়াছিলেন,—আবার এখনই যাইবেন। তাড়াতাড়ি একবার তারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া, মাল্যগ্রন্থননিরতা একাগ্রমনা তারার নিকটে গিয়া বলিলেন, "নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকদিগের যাহাতে কোনপ্রকারে যত্ন আপ্যায়িতের ক্রটি না হয়, তাহা করিও। আমাকে এখনই আবার যাইতে হইবে।"

তারা তাহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু কুমারসিংহের মুখের উপর অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সংস্থাপন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই যাবে কেন ?"

কু। রাজবাড়ীতেও উৎসব—সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

তা। বাড়ীর এ সকল ?

কু। তোমরা থাকিলে,—বাহিরে কর্ম্মচারিগণ থাকিল।

তা। এ ব্যবস্থা ভাল হয় নাই—একদিন রাজবাড়ীর উৎসব হইয়া গেলে, তার পরদিন প্রজাগণের বাড়ী বাড়ী উৎসব হওয়া ভাল ছিল।

কু। তাহা হইলেই ভাল হইত বটে,—কিন্তু সে ভুল শোধরাইবার নহে। সে ভুল, যাহার তাহার নহে, উদয়সিংহের।

"উদয়সিংহের ভুল, শোধরাইবার নহে ! সর্ব্বত্রই কি একই নিয়ম, —উদয়সিংহের ভুল কি কেহই শোধরাইতে পারে না ?"

তারার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উদয়সিংহ!—সে কে?"

কু। বাদসাহের বাদসাহ—তাহারই ভুজবলে আজি গোলকুণ্ডা স্বাধীন। আরঙ্গজেবের বজ্রাগ্নি হইতে উদয়সিংহই রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন,—

তা। তাহা শুনিতে চাহিতেছি না,—তাঁহার বাড়ী কোথায়?

কু। হরি! হরি! তাহা জান না? এই গোলকুণ্ডায় ছিলেন। তোমার পিতার অধীনে সামান্য সৈনিকের কার্য্য করিতেন। হসন্‌সাহেবের ভ্রাতাকে কাটিয়া চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন,—আর আজি তিনি বাদসাহের বাদসাহ। তাঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে বাদসাহকে চলিতে হইবে,—তাঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে গোলকুণ্ডা সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পতন। কৃষ্ণানদীতীরস্থ প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, তাঁহারই লোহিতপতাকা বিজয়-সমীরে পত পত শব্দে উন্নতগর্ব্বে উড়িতেছে।

তারা আর শুনিতে পারে না। তাহার কাণের ভিতর দিয়া যেন একটা ভীষণ আগুন বুকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। নিষেধও করিতে পারে না, উদয় ভাল আছে—উদয়ের সম্মান ও সুখ্যাতির কথা—তাহা না শুনিয়া পারে না। যেন বিষমিশ্রিত শর্করা!

কুমারসিংহ বলিতে লাগিলেন, "এত যে পদ-গৌরব, এত যে ভুজ-গৌরব, এত বড় যে একটা রাজ্যের উপরিতন কর্ম্মচারী—কিন্তু লোকটার অহঙ্কার একেবারে নাই। কি সরল ভাব, কি মধুর কথা, কি প্রশান্ততা, কি মিষ্ট চেহারা—দুই দণ্ডের আলাপে যেন আমাকে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসিতে লাগিলেন। তাঁহার তুলনায় আমি কিছুই নাই—সূর্য্য আর জোনাকী। ইচ্ছা করিলে, তিনি সমস্ত রাজ্যের

অধিপতি হইতে পারেন ;—হইতে পারেন কি, যেরূপ সর্ত্তে মৃতবাদ-সাহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান বাদসাহ নায়েব, আর উদয়সিংহই বাদসাহ। কেননা,—এই সর্ত্ত হইয়াছে, প্রজার হিতার্থে যদি উদয়সিংহ বিবেচনা করেন, তবে মন্ত্রণাসচিবগণের সহিত এবং সামন্ত ও দেশের প্রজাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, বাদ-সাহকে পদ-চ্যুত করিতে পারিবেন। আর সামরিক বিভাগের কোন অবৈধকার্য্য করিলে উদয়সিংহ নিজাভিমতেই বাদসাহকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। তবেই দেখ, রাজা কে! আর আমি—তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য—কাটানুকাট, আমার সহিত যেরূপভাবে আলাপ করি-লেন ও কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাহা আমার ভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি।"

তারা বুকে হাত দিয়া, বুক চাপিয়া ধরিতে ধরিতে বলিল, "তোমার ভগিনীটির প্রতি তাহার লোভ আছে,—ভগিনীর যে একেবারে নাই, তাহাও নহে। সেই জন্যই তোমার সহিত অত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে।"

কুমারসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "সে কি?"

তা। সেদিন ডাকাতি করিতে আসিয়া, উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই অবধিই প্রণয়ের সঞ্চার।

কু। যথার্থ?

তা। যথার্থ।

কু। যদি তাহা হয়—বড়ই সুখের হইবে। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাগ্য-দেবতা কি তত প্রসন্ন হইবেন? তবে আমি এখন আসি?"

তা। যত সত্বর পার বাড়ী আসিও। ভগিনীপতির নিকটে যেন পড়িয়া থাকিও না।

কুমারসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "গালাগালি দিতেছ?"

তা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

"তবে তাহাই।" এই কথা বলিয়া কুমারসিংহ চলিয়া গেলেন। তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কে সে? উদয়সিংহ তাহার কে? উদয়সিংহের কথা হইলে, তাহার প্রাণ এমন করে কেন? তাহার স্বামী কুমারসিংহ তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন,—তারা এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে উদয়ের মত করিয়া প্রাণের ভিতর বসাইতে পারে না কেন? কুমারসিংহও সুন্দর, সক্ষম, ধনী : উদয় ত এতদিন তাহা ছিল না। তারা একবার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উদয় অধিষ্ঠিত,—আর তাহার অনেক বাহিরে রৌপ্যসিংহাসনে কুমারসিংহ সমাসীন। কুমারসিংহের আদরে, আপ্যায়িতে, স্নেহে, যত্নে তাহার উপরে একটা প্রীতির টান পড়িয়া গিয়াছে—প্রীতি হইতে প্রেমের উদ্ভব,—কিন্তু সে পথ বন্ধ। সে পথের দুয়ারে উদয়সিংহের মূর্ত্তি অহোরাত্র দাঁড়াইয়া আছে।

তারার চক্ষুদিয়া প্রবলবেগে জল আসিয়া অপাঙ্গে আশ্রয় লইল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান্; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; অনাথের নাথ; দুর্ব্বলের সহায়! আমার হৃদয়ে বল দাও। কুমারসিংহ আমাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিতে দাও—উদয়সিংহ আমার কে, তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিব কেন? তারার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। উদয়কে ভুলিবে?—উদয়কে ভুলিলে তাহার জগতে আর বাঁচিয়া কি সুখ আছে? যে দিন উদয়কে ভুলিতে হইবে, তাহার আগে মরিলে হয় না?

তারা আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া ভাবিল, লক্ষ্মীর সহিত যদি উদয়ের বিবাহ হয়, লক্ষ্মী বড় সুখী হইবে,—কিন্তু চক্ষুর উপরে উদয় অন্যকে

ভালবাসিবে, অন্যকে আদর করিবে, কেমন করিয়া তাহা তারা সহ্য করিবে! লক্ষ্মী; তুমিই সার্থক নারী-জন্ম পাইয়াছিলে;—আচ্ছা, লক্ষ্মী তারা, আর তারা, লক্ষ্মী হইতে পারে না?

ভাল, তাহাই না হউক—তারা উদয়, আর উদয় তারা হইতে পারে না! তাহা হইলে, তারা উদয়কে বিধিমতে শিক্ষা দিতে পারিত! মজাইয়া চলিয়া গেলে কেমন জ্বালা,—দেখাইতে পারিত, কিন্তু কিছুই কি হয় না;—যদি না হয়, তবে ভোলা যায় না কেন? এত করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে, তথাপিও ভুলিতে পারা যায় না—ভুলিব ভাবিতে গেলে, আরও মনে করিতে ইচ্ছা করে! দীননাথ; অবলার লজ্জা-নিবারণ, আমাকে এমন করিয়া কেন দগ্ধ করিতেছ!—তারার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সে গৃহে পড়িয়া তারা অন্তর্দাহে বিদগ্ধ হইতেছিল, হাসিতে হাসিতে তথায় লক্ষ্মী ও শকুন্তলা আসিয়া উপস্থিত হইল। শকুন্তলা তারাকে ডাকিয়া বলিল, "নিদ্রা নাকি গো?"

তারা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া চোখে মুখে প্রশান্ততার ভাব আনিয়া উঠিয়া বসিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল, "এই মাত্র প্রাণনাথ বিদায় হইলেন, এই মাত্র একটু ঘুম আসিয়াছিল?"

লক্ষ্মী বলিল, "তুমি ঘুমাইতেই কত পার।"

তারা সে কথার আর কোন উত্তরই প্রদান করিল না। একটু

হাসিল মাত্র। বোধ হয়, তখন সে ভাল করিয়া সামলাইতে পারে নাই। লক্ষ্মী ও শকুন্তলা পার্শ্বে উপবেশন করিল। শকুন্তলা তারার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাদের সখী লক্ষ্মীর হৃদয়-পদ্ম বুঝি কাহার জন্য একটু বিকশিত হইয়াছে—ফুলে বুঝি কোথা দিয়া কোন্ অজানা লগ্নে নীহারবিন্দু পড়িয়া গিয়াছে। যে, প্রেমকে দুই চক্ষুর বিষ দেখিত, এখন যেন একটু একটু ভাল লাগিতেছে।"

লক্ষ্মীও হাসিল। হাসিয়া বলিল, "তুমি মর।"

তারা শকুন্তলাকে বলিল, "শীঘ্রই বোধ হয় বাসর জাগিতে পারিবে।"

শ। কেন,—কেন ?

ল। (হাসিয়া) আমাদের বৌর যে বিয়ে।

তা। বৌর্ কি আর বিয়ে হয়,—ঠাকুরঝীর।

শ। সম্বন্ধ হইতেছে নাকি ?

তা। বোধহয়—হবে।

শ। কোথায় ?

তা। এই নগরেই।

শ। কাহার সঙ্গে ?

ল। সূর্য্যপুত্রের সঙ্গে।

তা। বালাই, উদয়ের সঙ্গে।

ল। কোন্ উদয় ?

তা। কোন্ উদয় ?—কি বলিয়া পরিচয় দিব, কোন্ উদয় ! সেই যে, আমাদের পাড়ায় উদয়সিংহ ছিল !

শ। তুমি যাহাকে ভালবাসিতে ?

তা। সেই রকম।

শ। সে ত ডাকাতের দলে। সে দিন রাত্রে ত ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল।

তা। আজি সে গোলকুণ্ডার অধীশ্বর বলিলেও চলে ;—

শ। (সবিস্ময়ে) সেই উদয়সিংহই কি ভুজবলে আরঙ্গজেবকে তাড়াইয়াছেন, তিনিই কি প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন ?

তা। হাঁ।

শ। এখন কি তিনি লক্ষ্মীকে বিবাহ করিবেন ?

তা। তবে কাহাকে বিবাহ করিবেন ?

শ। আর কি জগতে মেয়ে নাই ?

তা। কেন,—ঠাকুরঝীকে বিবাহ করিতে দোষ কি ?

ল। (মৃদু হাসিয়া) যদি পুরাণ ভালবাসা গজাইয়া বড় ভাই-বৌতে টানিয়া লয় !

তা। সে ভয় করিও না।

শ। কোন কথা হইয়াছে নাকি ?

তা। লক্ষ্মীর দাদাকে বলিয়াছি, তিনি ত এখনই। এদিকে নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রণয় হইয়াছে,—কাজেই—হইবার সম্ভাবনা।

শ। তুমি এত খবর রাখ কি করিয়া ? সর্ব্বদাই ত এই বিছানায় আছ।

তা। ডাকাতির রাত্রে—আর ভিখারীর গানের সন্ধ্যায়।

ল। যাও—আমি উঠিয়া যাই।

তা। না ভাই, বস,—

ল। তুমি একটা গান গাহিবে ত গাও, নয় আমি চলিলাম।

শ। এমন দিনে গাহিব না ?

ল। দিন এমন কি ? কতকগুলা মানুষ মরিয়াছে মাত্র। কেহ

মরে—কেহ জিতিয়া যায়, ইহাই নিয়ম। তুমি গাহিবে ?

শ। হাঁ গাহিব।

ল। তবে গাও।

শকুন্তলা গাহিল,—

বিরহ-ব্যথা যদি পরাণে সই।
না বাজিত,
মিলন-সুখ আশে নিরবধি বল
তবে কে কাঁদিত ?
আগে সখি না কাঁদিলে,
হেসে কি কেউ সুখ পেত ?
প্রেমের ব্যথা দুখের ব'লে
দুখে মাখা সুখ সে ত !

তারা বলিল, "সকলের পক্ষে সমান নহে। প্রেমের ব্যথা দুঃখ-মাখা সুখ হইতে পারে, কিন্তু হাসি খুসি সকলের পক্ষে আর আসে না।

শকুন্তলা বুঝিতে পারিল, হতভাগী এখনও উদয়সিংহকে ভুলিতে পারে নাই। কুমারসিংহের সহিত যে ভাব, তাহা প্রীতি। আর এক-টানা প্রেমের স্রোত উদয়ের দিকেই আছে। হতভাগিনী ; সে স্রোতের গতি এখনও ফিরাইতে পারে নাই। শকুন্তলা আবার গাহিল,—

ভাঙ্গা বুকে আমি ভাব্‌তে পারিনে এত ভাবনা।
মর মর প্রাণে মরমের স্রোতে,
আর তো ভাসিতে যাব না।
আঁখি মুদি তারে হেরিব প্রাণেতে,
তার কাছে যেতে আর চাব না।

তারা ভাবিল শকুন্তলা তাহাকে বুঝাইল। মনে মনে বলিল

"বুঝি সব দিদি—বুঝাইতে পারি না; ঐ যে দোষ।" তারার চক্ষু বহিয়া জল আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি কক্ষান্তরে গমন করিল। সেখানে গিয়া ঊর্দ্ধ যুক্তকরে সজলনয়নে ভগবান্‌কে ডাকিল,—

"হে দুর্ব্বলের বলদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ? এ দুর্ব্বলকে বল দাও; আমার কি শেষে সব যাইবে? কুমারসিংহ যে আমাকে প্রাণের অধিক স্নেহ করে,—ভালবাসে। শেষে কি সে পর্য্যন্ত আমার এই পাপকাহিনী—হৃদয়ের লুকান বিষে বিদগ্ধ হইবে।"

শকুন্তলা বুঝিল, হতভাগী, চক্ষুর জল সামলাইবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিয়াছে। লক্ষ্মী ভাবিল, কি বুঝি আনিতে গিয়াছে, অথবা কি একটা দ্রব্য বুঝি অসাবধানে ছিল, সাবধান করিতে গিয়াছে, অথবা তাহার একটা বুঝি কি কাজ আছে।

এই সময় বাহিরে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজিয়া উঠিল,—সমস্ত নগরখানিকে মুখরিত করিয়া চতুর্দ্দিকে নহবতের সানাই তাহার মধুর স্বরে ইমনকল্যাণ রাগিণীর আলাপচারি আরম্ভ করিয়া দিল; আর সঙ্গে সঙ্গে নাগরা "দগরা গড়া" বলিয়া আপন বুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। দাসী আসিয়া তারার গৃহে দীপ জ্বালিয়া দিয়া বাহির হইতেছিল—এই সময় প্রফুল্লমনে কুমারসিংহ আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তারা তখনও ফিরে নাই।

কুমারসিংহকে গৃহ-প্রবেশ করিতে দেখিয়া, শকুন্তলা ও লক্ষ্মী উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। বাধা দিয়া কুমারসিংহ বলিলেন, "আমি এখনই রাজবাড়ী যাইব,—তোমরা ব'স। মায়ের নিকটে একটা অতি সু-খবর প্রদান করিতে আসিয়াছিলাম—মা বুঝি কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছেন, দেখা হইল না। আমাকেও রাজবাড়ী এখনই যাইতে হইবে। খবরটা বড় সুখের—এখন হইলে হয়!"

শকুন্তলা বিনয়-নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল “কি দাদামহাশয় ?”

কু । যাঁহার বীরভুজ-বলে গোলকুণ্ডা রক্ষিত,—যিনি বর্ত্তমান বাদসাহেরও বাদসাহ, সেই উদয়সিংহের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহের কথা হইতেছে ।

যে ঘরে তারা গিয়াছিল, লক্ষ্মী ছুটিয়া সেই গৃহে চলিয়া গেল। শকুন্তলা বলিল, “সংবাদ অতি সুখের—ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলে হয়। লক্ষ্মী আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এ কথা আপনার সহিত কে প্রস্তাব করিলেন ?

কু। অন্য কেহই নহে। স্বয়ং কাশীনাথ।

শ। কোন্ কাশীনাথ ?—কেশেডাকাত ?

কু। কেশেডাকাত—মুখেও আনিও না। মহাত্মা কাশীনাথ আজি সমগ্র দেশের ভক্তি ও পূজার পাত্র।

শ। তবে তাহাই। তা—তাঁহার কথা যদি উদয়সিংহ না শুনে।

কু। উদয় কাশীনাথের শিষ্য—মরিতে বলিলেও মরেন।

শ। আপনাদের ঘরের মিল হইয়াছে ?

কু। হাঁ—তাহা হইয়াছে।

শ। কবে বিবাহ হইবে ?

কু। কথা পাকাপাকি হইয়া গেলে, একটা দিন স্থির হইবে।

শ। বড় আনন্দিত হইলাম। বৌকে সংবাদটা দিয়া আসি।

“দাও—আমি এখনই চলিলাম।” এই কথা বলিয়া কুমারসিংহ চলিয়া গেলেন।

শকুন্তলা ডাকিয়া বলিল, “তোমরা বাহিরে আইস। তিনি গিয়াছেন,—খোস্ খবর আছে।”

তারা এবং লক্ষ্মী বাহিরে আসিল। শকুন্তলা বলিল “শুনিয়াছ ?”

তারা বলিল, "শুনিয়াছি।"

শকুন্তলা লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বক্‌শিশ্‌ দাও।"

লক্ষ্মী হাসিয়া একটা কিল দেখাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়োৎসবের দিনে, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কাশীনাথের দলস্থ সমস্ত লোকই আসিয়া সে উৎসবে যোগদান করিয়াছে। কাশীনাথের আড্ডা সমুদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে। হসন্‌সাহেবও সেই সঙ্গে সঙ্গে গোলকুণ্ডায় আসিয়াছেন।

বৈকাল হইতে কাশীনাথ আমখাস্‌ দরবারের একটা বিস্তৃত ও সুসজ্জীভূত প্রকোষ্ঠে একখানা কুশাসনে বসিয়া আছেন—বাহিরে—দূরে দূরে প্রহরী ও বার্ত্তাবহগণ রাজাজ্ঞায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার গৃহে কেহ নাই, তবে যখন যাহাকে প্রয়োজন হইতেছে, তাহাকেই ডাকাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, বন্দোবস্ত করিতেছেন,—তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছেন।

প্রায়াগতা সন্ধ্যার সময়ে হসন্‌সাহেব আসিয়া কাশীনাথের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাশীনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি এখন কি করিতে চাহেন!"

হ। আপনি যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

কা। তোমার উদ্ধারকারিণী সেই রমণীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া কেন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলে না যে, কাশীনাথের আশ্রয়ে থাকিতে বলিয়াছিলে, তোমার আদেশমতে এতদিন সেখানে ছিলাম। তিনি আশ্রম ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতেছেন,—এখন আমি কোথায় যাইব ?

হ। তিনি তখন বলিয়াছিলেন—তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, কুতুবের পতন সত্বর। সত্বরেই গোল-কুণ্ডার সিংহাসনে নূতন রাজা বসিবেন, তখন আসিও—এখন কাশী-নাথের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লও।

কা। তাহা ত হইয়াছে—এখন কি করিতে চাহ ?

হ। বলিয়াছি, আপনার আজ্ঞার অধীন হইয়াছি, আপনি যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিব।

কা। আমি আর কি বলিব ?—তবে এই বলিতে পারি, ঘর-সংসার কর।

হ। কি দিয়া ঘর-সংসার করিব ?

কা। কেন টাকা নাই ? ভাল উদয়ের অধীনে সৈন্য-বিভাগের কর্ম্ম কর। তোমার বাড়ী সরকারে জব্দ ছিল, তাহা তোমাকে খালাস করিয়া দিয়াছি—তাহাতে গিয়া বসবাস কর।

হ। আমার হৃদয় শূন্য।

কা। কেন স্ত্রী নাই ?—পুনরায় বিবাহ কর।

হ। আবার ?—প্রভু ; সে আদেশ করিবেন না। আমার বাসু—প্রাণের বাসুকে বিনাদোষে তাড়াইয়া দিয়াছি—আবার বিবাহ করিব !

কা। তোমার উদ্ধারকারিণীর অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার নিকটে কি করিবে, জিজ্ঞাসা করিয়া লও,—তিনি তোমার হিতৈষিণী।

হ। তাঁহার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না,—কোথায় তাহার সন্ধান পাইব ?

কা। আমি তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি—অদ্য সন্ধ্যার পরে তাঁহাকে তোমার বাড়ী গিয়া সাক্ষাৎ করিতে উপদেশও দিয়াছি। তুমি বাড়ী যাও।

কাশীনাথ আর একজন কাহাকে ডাকিতে, বার্ত্তাবহকে আদেশ করিলেন। হসন্‌সাহেব কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কথা পাড়িতে সাহসে কুলাইল না। তখন চিন্তাযুক্ত মনে ধীরপদ-সঞ্চারে বহুদিনের পরে আপনার আলয় অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সান্ধ্যছায়া সে দিন আর সে নগরীকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই।

ধীর-মন্থর গমনে বড় চিন্তাযুক্ত হৃদয়ে হসন্‌সাহেব পথ বহিয়া তাঁহার বহুদিনের পরিত্যক্ত গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন,—পথি-পার্শ্বস্থ একটা আলোকস্তম্ভের ছায়া পড়িয়া কিয়ৎসংখ্যক স্থান আবিলভাবে আবৃত হইয়া রহিয়াছে—হসন্‌সাহেব সেই স্থান দিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার চাপকানের অগ্রভাগ ধরিয়া টান দিল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন,—সেই আলোক-আঁধারের সংমিশ্রণে দেখিতে পাইলেন—একটি স্ত্রীলোক।

হসন্‌সাহেব ফিরিয়া চাহিবামাত্র স্ত্রীলোকটি হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল। হসন্‌সাহেবের চিন্তাবিষ্ট হৃদয় চমকিল। বলিলেন, "কে তুমি ?"

রমণী কোন উত্তর করিল না। সে সেই বিকট স্বরে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

হসন্‌সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, রমণীও হাসিতে

হাসিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। হসন্‌সাহেব শিহরিলেন,—এ কি প্রেতিনী!

হসন্‌সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, সাহসে ভর করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? বল না,—নতুবা পাহারাওয়ালা ডাকিয়া ধরাইয়া দিব।"

রমণী তদ্রূপ বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "দাও—ধরাইয়া দাও। প্রতিশোধ লও।"

হসন্‌সাহেবের মস্তক ঘুরিয়া গেল। বুকের ভিতর দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল—তিনি মাথায় হাত দিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। কি সর্ব্বনাশ! এ যে "মর্জ্জিনাবেগম!"

হসন্‌সাহেব অনেকক্ষণ পরে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "মর্জ্জিনাবেগম! তুমি পথে পথে বেড়াইতেছ, কেন?"

ম। হাঃ! হাঃ! মর্জ্জিনাবেগম পথে কেন? ভগবান্ আমা-দিগকে পথে বসাইয়াছেন—বাপ ভাই সব গিয়াছে, হসন্‌সাহেব! আমারই পাপে গিয়াছে—হাঃ! হাঃ! স্বামী—উঃ! কত ভাল-বাসিতেন,—কলিজার রক্ত দিয়া ভালবাসিতেন। নিজ হস্তে একটু একটু করিয়া বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছি—হাঃ! হাঃ! এখন কেমন! এখন কেমন!

হসন্‌সাহেব দেখিলেন, মর্জ্জিনাবেগমের জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। আত্মকৃত মহাপাতকের অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

হ। এখন অন্দর মহলে যাও—রাত্রিকাল, তুমি যুবতী স্ত্রীলোক।

ম। হাঃ! হাঃ! পথে দাঁড়াইতে আমার দোষ কি? রাজপথের বারবিলাসিনীতে আর আমাতে প্রভেদ কি! যাহাদের হৃদয়ের ধন সতীত্ব লুকান আছে—তাহারা অন্দরে লুকাইয়া থাকিবে—আর আমি

পশাচী, আমি কেন লুকাইয়া থাকিব? শৃগাল কুকুরেও আমার ভয়

হ। আমার বাড়ী যাইবে?

ম। হাঃ! হাঃ!—কেন; আমার শুশ্রূষা করিবে? বাদ সাধিও না। ঐ দেখ, আমায় ধরিবার জন্য বাঁদীগণ ও কয়েকজন ভৃত্য আসিতেছে।

হ। বেশ, উহাদের সঙ্গে গৃহে যাও। সেই স্থানে থাকিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া আত্মকৃত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর গে।

ম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত? ছিঃ ছিঃ; হসন্‌সাহেব বলিতেও লজ্জা হয় না? আমার ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই। আমাকে পথ দেখাইয়া দাও—আমি বাহির হইয়া পড়ি। আমার একটু উপকার কর—তোমার দুইখানি পায়ে পড়ি।

মর্জ্জিনাবেগম অন্দরমহল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাঁদী ও খোজাগণ তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল,—এই সময় তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হসন্‌সাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "মর্জ্জিনাবেগম এইস্থানেই আছে, লইয়া যাও। বোধ হইতেছে, উহার জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।"

মর্জ্জিনাবেগমের দাসী বলিল, আজি দুইদিন হইতে সাহাজাদি কাহারও সঙ্গে কথা কহেন নাই, কিছু খানও নাই,—শেষে সন্ধ্যার একটু আগে, বাগানের দিকে বেড়াইতেছিলেন—সহসা ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।"

দাসীর দিকে কটমট চক্ষুতে চাহিয়া মর্জ্জিনা বলিল, "হারামজাদি, মিথ্যা কথা—কিছু খাই নাই! স্বহস্তে স্বামীর শোণিত-মাংস খাই-

য়াছি,—পিতা ও ভ্রাতাকে আমারই মহাপাতকের অস্ত্রে কাটিয়া উদরে পুরিয়াছি—খাই নাই হারামজাদি ?”

হসন্‌সাহেব বলিলেন, “ধরাধরি করিয়া লইয়া যাও। দেখিতেছ না, শোকে মোহে জ্ঞান-বিরহিত হইয়াছে। হাকিম ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার বন্দোবস্ত করিও।”

দাসদাসীগণ ধরাধরি করিয়া মর্জ্জিনাবেগমকে লইয়া অন্দরমহলাভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মর্জ্জিনার ভাগ্যপরিণাম ভাবিতে ভাবিতে হসন্‌সাহেব নিজভবনে উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে আজি আবার সেই স্নেহ-প্রেমনিকেতন-প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তাহাও নাগরিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আলোকমালায় এবং পত্র-পুষ্পে সুসজ্জীকৃত হইয়াছে। কয়েকজন লোক বহির্দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। হসন্‌সাহেব দ্বারের নিকটে যাইতেই একজন হাঁকিল “কে ও ?”

হসন্‌সাহেব বলিলেন, “আমি হসন্‌সাহেব।”

একজন আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিল। এ তাঁহার পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে দেখিবামাত্র হসন্‌সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। কান্না একেবারে বালকের ন্যায় হাপুস্ নয়নে।—ভৃত্যও কাঁদিল। প্রভু ভৃত্যতে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ বৈঠকখানায় গমন করিল।

ভৃত্য তাড়াতাড়ি তামাকু সাজিয়া আনিয়া কর্সীতে লাগাইয়া দিয়া

স্থা হইতে চলিয়া গেল। হসন্‌সাহেব তামাকু টানিবেন কি ;—তাহার বুকের ভিতর শ্মশানাগ্নির ন্যায় একটা নির্ধূম আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! পাখী উড়িয়া গিয়াছে—শূন্যপিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে—আজি তাঁহার বানু কোথায়? সে থাকিলে এই গৃহ এতক্ষণ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইত। কতদিনের দীর্ঘ বিরহব্যথা বুকে লইয়া আজি হসন্‌সাহেব গৃহে ফিরিয়াছেন—কিন্তু কৈ? কোথায় বানু,—একবার এস দেখিবে! আমার প্রাণের কুসুমকে আমি অযতনে হারাইয়া ফেলিয়াছি, একবার কি আসিবে না? আর কি তোমায় দেখিতে নাই বানু?”

সহসা পার্শ্বের দিকের দ্বার ঠেলিয়া একজন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হসন্‌সাহেব তাহার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন বলিয়া, এবং তাঁহার মানসিক গতি অত্যন্ত বিষণ্ণতার দিকে থাকায় আগন্তুকার আগমন জানিতে পারিলেন না। যে আসিল, সে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হসন্‌সাহেবের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিয়া বুঝি আর দেখার সাধ মিটে না।—যে আসিল, সে বানুবেগম।

এই সময় অন্তস্তলভেদী এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হসন্‌সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “হায়, হায়! আমার সব ফুরাইয়াছে, বানু-হীন প্রাণ লইয়া এ বাড়ীতে থাকিতে পারিব না! আর না, প্রত্যূষে উঠিয়া মক্কা অভিমুখে চলিয়া যাইব,—কি সুখে কাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর সংসারে থাকা! বানু ;—তুমি আমার কোথায়!”

স্বামীর মুখে হৃদয়ের কথাগুলি শুনিয়া বানুবেগমের হৃদয় আবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল। বানু কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া সম্মুখের দিকে আসিয়া বলিল, “প্রভু! বানুর প্রাণসর্ব্বস্ব! তোমার দাসী আসিয়াছে, চরণে স্থান দাও।”

হসন্‌সাহেব একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বান্নুকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে প্রেমাবেশে উন্মত্তবৎ হইলেন,—বান্নুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, সেই অপাপবিদ্ধ কুল্লারবিন্দ বদনকমলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন। উভয়ের চক্ষুর জলে উভয়ের বক্ষঃস্থল বিধৌত করিতে লাগিল,—উভয়েই নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে উভয়ের আবেগভাব একটু ভাঙ্গিল। তখন দম্পতি পাশাপাশি বসিলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হসন্‌সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

বা। কায়া ছাড়া ছায়া কোথায় থাকে? প্রায় তোমারই পাশে পাশে থাকিতাম।

হ। সে কি?

বা। হাঁ।

হ। আমাকে ভাঙ্গিয়া বল, কোথায় ছিলে?

বান্নুবেগম তখন হসন্‌সাহেবের সাক্ষাতে মর্জ্জিনাবেগমের নিকটে গমন, সেখানে দাসীবৃত্তি অবলম্বন ও তাহার উদ্দেশ্য, হসন্‌সাহেবকে সাবধান করিয়া দেওয়া, প্রধান অমাত্য ও সামন্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের দায় হইতে উদ্ধার করা এবং জেলদারোগাকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করা, কাশীনাথের আশ্রমে যাইতে উপদেশ দেওয়া—এবং কাশীনাথের নিকটে প্রার্থনা করিয়া বাড়ী ও তাঁহাকে এবং তাঁহার চাকুরী প্রাপ্ত হওয়া; এই সমস্ত বিষয়ই যে বান্নুবেগম তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিয়া সম্পন্ন করিয়াছে—তাহা বলিল, "খুব চোখ তোমার যাই হউক। মোটেই আমাকে চিনিতে পার নাই।"

হসন্‌সাহেব বান্নুবেগমের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার মত

সাধ্বী স্ত্রী পাওয়া বহুজন্মের তপস্যার ফল! তোমার মত স্ত্রী পাইয়াছিলাম বলিয়াই—তোমারই পুণ্যবলে আমি আজিও জীবিত আছি। প্রাণাধিক, আমায় ক্ষমা করিও।”

বা। না সাহেব, আর ক্ষমা করিব না।

হ। কি করিবে?

বা। যত অপরাধ করিয়াছ, এবার তাহার প্রতিশোধ লইব।

হ। কি প্রকারে?

বা। এবার তোমাকে হৃদয়-কারাগারে বন্দী করিয়া সর্ব্বদার জন্য নয়নদ্বয়কে প্রহরী রাখিয়া দিব।

হসন্‌সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “যত দিন জীবন থাকিবে, তোমা ছাড়া হইব না।”

বানুবেগম মৃদু হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি নৈশসমীরণ বুকে করিয়া সমস্ত বাড়ীময় ছড়াইয়া দিল। অনেক দিনের পরে সেই পরিত্যক্ত ও মূর্চ্ছিত বাড়ীখানি যেন আবার প্রেমে মাতিয়া হাসিয়া উঠিল! বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীর নহবৎ-খানায় এই সময় বেহাগ রাগিণীর স্বর উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গভীর নিস্তব্ধ যামিনী—গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার। একটা ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে এই নিস্তব্ধ নৈশ-অন্ধকারে বসিয়া কয়েকটি লোকে কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল, “কেশেডাকাত;—তাহার বুদ্ধি আর কতদূর হইবে! বিশেষতঃ সে স্বার্থের দাস, আমাকে রাজ্য-

ভার দিলে আমি ত আর কলেরপুতুলের মত,তাহার অনুচর উদয়সিংহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতাম না। তাহারও প্রকারান্তরে সমস্ত সাম্রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা হওয়া ঘটিত না, কাজেই একটি নাবালক ধরিয়া রাজা করিল। ইহাতে দেশের লোকও বুঝিল, কাশীনাথ বড় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ—নিজেরও কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেল।”

যে কথা বলিল,—সে মৃত বাদসাহ সাহকুতুবের জ্ঞাতি অপর এক ভ্রাতার পুত্র, নাম এবাদগোলাম।

এবাদগোলামের পার্শ্বে সেই ভগ্নাট্টালিকায় অন্ধকারের মধ্যে আরও প্রায় পঞ্চবিংশতিজন বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ বসিয়াছিল। তন্মধ্য হইতে একজন বলিল, “আপনি এখন কি করিবেন, ভাবিতেছেন?” যে কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নাম সায়েস্তা খাঁ।

গো-এ। তোমরাই এখন আমার ভরসাস্থল। যেরূপ পরামর্শ দিবে, তাহাই করিব। কিন্তু প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা-আগুনে এ বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। ওঃ! আমার ন্যায্যপ্রাপ্য সিংহাসন ডাকাতে একটা বালককে প্রদান করিল।

সা। ঠিক কথা প্রভু; ঠিক কথা;—কিন্তু কাশীনাথ যেরূপ ভাবে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে, উদয়সিংহের যেরূপ বীর-ভুজাস্ফালন হইতেছে,—যেরূপভাবে সৈন্যাদি সংগঠন করিতেছে, তাহাতে যে, আর কিছু করা যাইতে পারে এমন বিশ্বাস হয় না!

গো-এ। আছে,—যুক্তি আছে।

সা। কি বলুন দেখি! আপনার জন্য আমরা প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে পারি।

গো-এ। এখন প্রকাশ্যে কোন কিছুই হইবে না। গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র করিতে হইবে।

সা। কি প্রকারে কি করিতে হইবে, বলুন।

গো-এ। রঞ্জনলাল!

দলমধ্যবর্ত্তী একজনের নাম রঞ্জনলাল,—সে জাতিতে হিন্দু। অনেক দিবস হইতে গোলামএবাদের দলভুক্ত। গোলামএবাদ কুতুবসাহী বংশীয় বটে, কিন্তু তাহার স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত নিন্দনীয়,—মদ্যপান, বারাঙ্গনালয়ে গমন প্রভৃতিতে তাহার হৃদয়ের সদ্বৃত্তি—সঙ্গে সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষে একটা দল বাঁধিয়া পরস্বাপ-লুণ্ঠন প্রভৃতিতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, তদ্দ্বারাই সদলবলে সুরাপান ও বেশ্যালয়ে যাতায়াত করিত। ফলকথা এই সকল দোষে সে সাধা-রণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল, নতুবা সিংহাসন তাহারই প্রাপ্য হইত। রঞ্জনলাল উত্তর করিল, "হুজুর।"

গো-এ। তুমি একটা কাজ করিতে পারিবে?

র। আপনি যাহা বলিবেন, গোলাম তাহাতে কখনই অসম্মত হইবে না।

গো-এ। গোয়েন্দাপুলিশের বড়দারোগা কুমারসিংহ তোমাকে চিনে কি?

র। হুজুর! আমি কখনও তাহার সম্মুখে পড়ি নাই—তবে শালা আমার সন্ধানে ফিরিয়াছে।

গো-এ। সে তোমাকে চাক্ষুষে কখনও দেখিয়াছে;—না. নামমাত্র শুনিয়াছে?

র। দেখিয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সে যখন আমাদের দলের লকলকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় আমি একদিন জেরিনাবিবির ওখানে বসিয়াছিলাম, দারোগাও সেই সময়ে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল,

আমি বলিলাম, আমার নাম রামসিং। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া জেরিনা-বিবির সঙ্গে কি কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

গো-এ। ভাল, তবে তোমার দ্বারাই হইবে।

সকলেই সমস্বরে বলিল,—"কি করিবেন? কিরূপে কি হইবে, আমাদের শুনিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে।"

গো-এ। এমন কাজে হাত দিব, যাহাতে একদিকে না একদিকে লাভ আছেই আছে।

সা। কি প্রকার?

গো-এ। গোয়েন্দাপুলিশের কুমারসিংহ শালা আমাদের ধরিবার জন্য বড় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

সা। তাহা ত জানি হুজুর।

গো-এ। তাহার দৌরাত্ম্যে আর যে একটি পয়সার রোজগার হইবে—তাহার উপায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সা। ইচ্ছা করে—শালাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করি।

গো-এ। তাহার বাড়ীতে সুন্দরীর হাট—তাহার স্ত্রীটি যেমন অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাহার ভগিনীটি আবার ততোধিক।

সা। বাঃ! আনিতে পারিলে, নিজেদের ভোগেও লাগে—শেষে জেরিনাবিবিকে দিয়া বিক্রয় করিলেও অনেক টাকা পাওয়া যাইবে।

গো-এ। আরও কথা আছে;—তাহার ভগিনীর সঙ্গে উদয়সিংহের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। বিবাহ হইয়া গেলে, কাফের উদয়সিংহ পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে গোলকুণ্ডায় অধিষ্ঠিত হইবে,—ঐ বেটারই বাহুতে অতুল শক্তি। যদি বিবাহটা কোনপ্রকারে নষ্ট করা যায়, বেটা দিন-কতক থাকিয়া একদিকে চলিয়া যাইতে পারে।

সা। তাহার উপায় কি?

গো-এ। সরিয়া আইস,—শোন।

তখন সমস্ত মাথাগুলি হেলিয়া আসিয়া একত্র হইল। চুপে চুপে ফিস্ ফিস্ করিয়া গোলামএবাদ তাহাদের নিকটে কি বলিলেন, শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। করতালি দিয়া বলিল, "বাদসাহী বুদ্ধি বাবা! একনড়ীতে সাত সাপ মরিবে। বলিহারি যাই বুদ্ধির! রঞ্জন ;—এ আর পারিবে না?"

র। কেন পারিব না? অবশ্যই পারিব।

গো-এ। তবে কাল সকালেই।

র। কাল সকালেই,—আপনি যে কথা বলিবেন, প্রাণ দিয়া তাহা পালন করিব। আপনার সুখেই আমাদের সুখ।

গো-এ। তবে চল, এখন লজ্জতউন্নেসাবিবির বাড়ীতে গিয়া একটু স্ফূর্ত্তি করা যাগ্ গে।

"হুজুর মা বাপ, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" এই কথা বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল; এবং বাহির হইয়া দুই চারিজন করিয়া বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মী এবং শকুন্তলা, লক্ষ্মীদিগের বিস্তৃত ও সু-উচ্চ প্রাসাদশীর্ষে আলিসায় ঠেসান দিয়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

আলিসার উপরে—সারি সারি টবের উপর গোলাপ, মল্লিকা, জাতি, যূথী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ রোপিত,—শাখায় শাখায় অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখী নবকলিকা,—মধ্যে মধ্যে বড় বড় টবে চ্যূতলতিকা বসন্তোদ্গমে মুকুলিতা। দুর হইতে মলয় পবন আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিতেছে,

করুণাবতি;—এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আমি দূর মলয় পর্ব্বত হইতে আসিয়াছি, আজি তোমার নিকট রজনীবঞ্চন করিব। নবকুসুমিতা চ্যুতলতিকা মাথা হেলাইয়া হেলাইয়া বলিতেছে, না—না—না অর্থাৎ আজি কালি আর পরশ্ব না। শকুন্তলা লক্ষ্মীর চিবুক ধরিয়া বলিল, "এমন মুখ দেখিয়া কে না ভুলে? তাই উদয়সিংহ ভুলিবে না।" আমি পুরুষ নহি,তবু ইচ্ছা করে,এই মুখের রূপের আগুনে পুড়িয়া মরি।"

লক্ষ্মী কোন কথা কহিল না। একটু মৃদু হাসিয়া সে কথার উত্তর প্রদান করিল।

শ। ভাল, ভগিনি! এই সে দিন শুনিলাম, শীঘ্রই দিন দেখিয়া বিবাহের লগ্নপত্রাদি স্থির হইবে;—কিন্তু আর সে সম্বন্ধে কোন কিছুই শুনিতে পাইতেছি না কেন?

ল। তোমার ত আর কোন কথা নাই—বিয়ে—আর বিয়ে।

শ। আর যে না হইলে চলিতেছে না।

ল। কেন চলিতেছে না,—আমি কাঁদিতেছি না কি?

শ। কেহ কি আর কাঁদে;—অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

ল। যাহারা মরে—তাহারা চিরকালই মরুক, আমি কখনও মরিও নাই, মরিবও না। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

শ। সেও কি একটা কথা। বিবাহ যোগাড় করিয়া দিলেই হয়।

ল। তাহা হইলে কি হয়?

শ। মানুষের যতদিন বিবাহ না হয়, তত দিন সে যেন ফাঁকা ফাঁকা—ভাসা ভাসা থাকে। তাহার হাতে যেন কোন কাজ থাকে না—তাহার ভাবিবার চিন্তিবার যেন কিছু থাকে না।

ল। তুমি অধঃপাতে যাও। বর বুঝি কেবল বৌটিকে ভাবে, আর বৌ বুঝি কেবল বরটিকে ভাবে?

শ। ভাবে না ত কি?

ল। আর বিবাহ হইয়াও যদি বরটি মরিয়া যায়, তখন সুখ কোথায় থাকে? তাহার হাতে কি কাজ হয়?

শ। সে আরও কাজ বাড়িয়া পড়ে—সর্ব্বদাই হৃদয়মধ্যে সে মূর্ত্তি জুড়িয়া বসিয়া থাকে। তাহারই সোহাগে, তাহারই আদরে মন বিভোর হইয়া থাকে।

ল। হারি মানিলাম।

শ। তবে একটা বিবাহ কর।

ল। তোমাকে নাকি?

শ। কেন মরদ কি আর যোটে না।

ল। যোটে কৈ?

শ। কেন, উদয়সিংহ?

ল। হাত-ছাড়া।

শ। সে কি?

ল। মায়ের অমত।

শ। তোমার কি মত?

ল। বিবাহে কি হিন্দুকন্যার স্বাধীনতা আছে? আমার মতে না থাকাই ভাল। যেখানে রিপু লইয়া কাণ্ড—সেখানে স্বাধীনতা থাকিলেই উচ্ছৃঙ্খলতা আইসে।

শ। ক্ষমা কর ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ;—আর শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে হইবে না। এখন উদয়সিংহ হাতছাড়া হইলে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর প্রাণ খাঁচাছাড়া হইবে কি না, তাহাই শুনিতে চাহি।

ল। (হাসিয়া) কেন?

শ। (হাসিয়া) শিকলের টানে।

ল। শিকল আপনার হাতে।

শ। তবে হাঁ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখা হইত ?

ল। আকাশের মেঘ।

শ। মেঘে কি তবে বর্ষণ হইবে না ?

ল। আ, মর !—হেয়ালি কেন ?

শ। সত্যি বল ?

ল। সত্যি মায়ের অমত।

শ। ও মা ; সেকি ! অমন রূপবান্, গুণবান্, ধনবান্, আর পদ-গৌরব-ঐশ্বর্য্যের ত কথাই নাই। বাদসাহকে রাখিলে রাখিতে, বা মারিলে মারিতে পারে—এমন পাত্রের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন না ?

ল। না।

শ। তিনি কি বলেন ?

ল। তিনি বলেন, ডাকাতের সর্দ্দার—সেনাপতি, বাদসাহের বাদসাহ—সর্ব্বদাই তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। কবে আছে, কবে নাই। আমি একটি মধ্যবিত্তগৃহস্থের পুত্র স্থির করিয়াছি, তাহারই সহিত বিবাহ দিব।

শ। আর তোমার দাদার কি মত ?

ল। দাদা বলেন,—এমন ভাগ্য কাহার যে, উদয়সিংহের সহিত ভগিনী বা কন্যার বিবাহ দিতে পারে। আমি লক্ষ্মীর বিবাহ উদয়-সিংহের সহিতই দিব।

শ। (হাসিয়া) তবেই বাহবা হইল। লোকের একটা জুটে না, —তোমার দুইটা হইল। একটা সর্ব্বদা ব্যবহার করিও—আর একটা

পূজা-পার্ব্বণে কাজে লাগাইও।

ল। যদি উপরাইয়াই যায়, না হয়, সঙ্গিনীদিগকে দিলেও চলিতে পারিবে।

শ। সঙ্গিনীদের সকলেরই কি স্থান আছে?—তিল ফেলিবার যায়গা নাই—সবটুকু জুড়িয়া আছে।

ল। তবে একটাকে দিয়া পা টিপাইব—একটাকে দিয়া জল বহাইব।

শ। তামাসা যাউক,—ব্যাপার কি? তবে কি উদয়ের সঙ্গে বিবাহ হইবে না।

ল। না!

শ। মা যেটি স্থির করিয়াছেন,—সেইটির সঙ্গেই কি তবে হইবে?

ল। না।

শ। বেশ! কাহারও সঙ্গেই না?

ল। না। মা বলিতেছেন,—প্রাণ থাকিতে আমি যাহার জীবন সর্ব্বদাই সঙ্কটময়, তাহার করে লক্ষ্মীকে দিব না। দাদা বলিতেছেন,—যে দেশের রাজার রাজা, ধনে মানে কুলে শীলে রূপে গুণে যাহার তুলনা নাই—যখন কাশীনাথ নিজে আমার ভগিনীর সঙ্গে সেই পাত্রের বিবাহ দিবার কথা বলিয়াছেন, তখন আমি এই কার্য্যই করিব। লক্ষ্মী আমার রাণীর রাণী হইবে। বাদসাহের বেগম পর্য্যন্ত আমার স্নেহের ভগিনী লক্ষ্মীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবেন। আমি এ সুবিধা ও সৌভাগ্য ত্যাগ করিয়া কখনই একটা দরিদ্রকে ভগিনী-সম্প্রদান করিব না।

শ। বড়ই সমস্যা ত? এখন তোমার মত কি?

ল। আমার মত একটা হইলেই হয়।

শ। কেন, আর বুঝি দেরি সহ্য হইতেছে না?

ল। না,—হাতে যে কাজ নেই। বরের যদি পাকাচুল থাকে ত, আরও ভাল হয়—বসিয়া বসিয়া তাহাই তুলি।

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে দিক্ সমুদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা নামিয়া নীচেয় চলিয়া গেল।

তাহারা নীচেয় নামিয়া গিয়াছে, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটির বয়স অনুমান করা কঠিন। সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যটি যেন পাকা পাকা—চক্ষুর নিম্নভাগ কালিমামাখা এবং ঈষৎ বক্র। কিন্তু মুখখানা যেন কাঁচা কাঁচা। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম; দোহারা।

রমণী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "মা; আমি বড় দুঃখিনী,—বাড়ী অনেক দূরে। উৎসবের দিন দরিদ্র-ভোজনের সংবাদ পাইয়া আমি এবং আমার স্বামী নগরে আসিয়াছিলাম। সহসা স্বামীর জ্বর হওয়ায়, সেই পর্য্যন্তই এখানে রহিয়াছি, কিন্তু আশ্রয় নাই। গাছতলার ভিজা মাটীতে থাকিয়া, তাঁহার ব্যারাম কিছুতেই সারিতেছে না। খাইবারও আর কিছু নাই—তাঁহাকে একা গাছতলায় রাখিয়াও আমি ভিক্ষায় যাইতে পারি না। আজি দুইদিন আমি খাই নাই—যে দুইটি পূর্ব্ব-সঞ্চিত চাউল ছিল, এক এক বেলা করিয়া রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছি।

ল। আ, মর্ মাগী;—অত বক্তৃতা কেন? কি চাস্ বল্ না?

স্ত্রী। একটু স্থান।

ল। আমাদের এত বড় বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে, স্থানের অভাব কি? রামারমা!

রামারমা একজন প্রৌঢ়া দাসীর সংজ্ঞা। রামারমা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদিঠাকুরুণ?"

ল। ভীমেকে ডাক্।

ভীমে একজন চাকরের নাম। রামারমা ছুটিয়া ভীমেকে ডাকিয়া আনিয়া দিদি ঠাকুরাণীর নিকটে পঁহুছাইয়া দিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল। লক্ষ্মী বলিল, "ভীমে; দেওয়ানজীকে গিয়া বল, এই স্ত্রীলোকটি, আর ইহার স্বামী থাকিবে—ইহাদিগকে একটা ঘর দিতে হইবে। কিন্তু ইহার স্বামী কাহিল, ঘরটি যেন ভাল হয়,—আবার এ স্ত্রীলোক, যেন একেবারে বাহির বাড়ীতে না হয়। আর উহার স্বামীর থাকিবার জন্য যেন সে ঘরে একখানা চৌকী থাকে। একটা বিছানাও যেন দেওয়া হয়। আর যতদিন ওর স্বামী আরোগ্য না হয়, ততদিন যেন আমাদের কবিরাজ মহাশয় উহার স্বামীকে ভাল ভাল ঔষধ দেন,—ইহাদের খোরাকী যেন সরকার হইতে দেওয়া হয়।"

ভী। যে আজ্ঞা।

ল। যে আজ্ঞা কিরে—তোর মনে থাকিবে তো?

ভী। আজ্ঞে থাকিবে।

ল। কি বলিলাম, বল্ দেখি?

ভী। একে একে বলি?

ল। বল্।

ভী। এ স্ত্রীলোকটির সোয়ামী আমাদের কবিরাজের কাছে ভাল অসুদ খাবে।

ল। তারপরে?

ভী। তাই যেন কবিরাজ দেয়।

ল। হাঁ,—তারপরে?

ভী। এটি স্ত্রীলোক।

ল। তাহা ত দেখিতেছি—তারপরে?

ভী। এর স্বামী বিছানায় মারা গিয়াছে, তাই এ বাড়ীতে লজ্জা রাখা দায় হইয়াছে।

ল। দূর ব্যাটাচ্ছেলে!—সব ভুলে গিয়েছিস্?

ভীমে চাকরের অনেক বয়স হইয়াছে, সে সব মনে রাখিতে পারে না। তখন লক্ষ্মী একখানা কাগজে সব কথাগুলি লিখিয়া ভীমের হাতে দিল। স্ত্রীলোকটিকে বলিয়া দিল, "উহার সঙ্গে যা।"

স্ত্রীলোকটি অনেকক্ষণ হইতেই লক্ষ্মীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল। লক্ষ্মীর কথা তাহার কর্ণে গিয়াছে বলিয়াই বোধ হইল না,—সে যেমন চাহিয়া ছিল, তেমনই চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী বলিল, "আ, মর্ মাগী! হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে কি তোর পেটে ভাত পড়িবে, না তোর স্বামীর রোগ সারিবে, না একটু আশ্রয় পাবি? ভীমে চলিয়া গেল,—যা।"

তখন স্ত্রীলোকটি থতমত খাইয়া বহির্বাটী অভিমুখে চলিয়া গেল। লক্ষ্মীও শকুন্তলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রাঁধুনী ঠাকুরাণীর নিকট রূপকথা শুনিতে গমন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাঁধুনীঠাকুরাণী তখন তপ্ত তৈলে জলসিক্ত তরকারি দিয়া, ধবলিত-দন্তপংক্তি বিকাশপূর্ব্বক, চক্ষুদ্বয় ঈষন্নিমীলিত করিয়া, তরকারি-কুলের দারুণ অবাধ্যতা নিবারণ কল্পে দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বীরূপ শাসনদণ্ড উত্তোলন করিয়া, ঈষদ্বেলায়মান অবস্থায় বসিয়া আছেন; আর এক্ একবার কটাহস্থ তরকারি-কুলের অবাধ্যতা জন্য তাহাদের উপরে চক্ষু মেলিয়া কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। কেননা, জলসিক্ত

তরকারিগুলি তপ্ততৈলে পতিত হইয়া সেক সেক চট পট কোঁস ফাস প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া বিবিধ প্রকারে আপত্তি উত্থাপিত করিতেছিল। তাহারা জানে, তাহাদিগকে তৈলে ভাজিয়া এত কষ্ট দিবার অধিকার রাঁধুনীঠাকুরাণীর নাই,—খাইতে হয় অমনি খাইবেন, ভাজিয়া পোড়াইয়া কষ্ট দিবার ক্ষমতা তাঁহার কখনই নাই,—সাম্যের জগতে এ বৈষম্য কেন? রাঁধুনীঠাকুরাণী কিন্তু তদ্বিপরীত বুঝিতেছিলেন,—তিনি জানেন তরকারিকুলকে এইরূপে ভাজিয়া পোড়াইয়া লইবার অধিকার চিরকালই আছে। কেননা, তাহারা দুর্ব্বল, মূক ও বধির। মানুষ সবল ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন। চিরকালই দুর্ব্বলের বুকে বাঁশ দিয়া সবলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিতেছে।

যখন তরকারি-সংগ্রামে পরিলিপ্ত হইয়া রাঁধুনীঠাকুরাণী তাঁহার স্থূলতর দেহখানি বাঁকাইয়া লৌহদর্ব্বীহস্তে, বসিয়াছিলেন,—তরকারিগুলি কটাহে পড়িয়া ছট ফট করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ উত্থাপন করিতেছিল, আর একটা লুব্ধা মার্জ্জারী অদূরে বসিয়া তাহার মোটা লেজ নাড়িতে নাড়িতে রাঁধুনীঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া "মেউ মেউ" করিয়া কিছু আহারীয়ের প্রার্থনা জানাইতেছিল, সেই সময় শকুন্তলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী তথায় উপস্থিত হইল।

পার্শ্বোপবিষ্টা মার্জ্জারীর গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া, লক্ষ্মী বলিল, "ঠাকুরুণদিদি, একটা রূপকথা বলনা।"

রাঁধুনীঠাকুরাণী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ঘটীর জলে হস্ত প্রক্ষালন করত বলিলেন, "লক্ষ্মীর বয়স হইল—"

কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া লক্ষ্মী সে কথার উপসংহার করিল। বলিল, "লক্ষ্মীর বয়স হইল—তবু বিবাহ হইল না; কেমন ঠাকুরুণদিদি?"

রাঁধুনী হাসিয়া বলিলেন, "সে ত বটেই!"

ল। কেন, তাহা হইলে কি তুমি ফুলশয্যায় শয়ন করিতে?

রাঁ। ওমা,—আমাদের তাহা হইয়া গিয়াছে। আর কি কেহ এখন ফুলশয্যায় শয়ন করিতে দেয়! এখন যে বাসিফুল।

ল। বাহবা,—এই যে আমাদের ঠাকুরুণদিদি নাকি কথা জানে না।

শ। (হাসিয়া) জগতে সকলেরই প্রাণে সব আছে।

ল। ভাল, ঠাকুরুণদিদি! প্রথম যে দিন ফুলশয্যায় তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, সে দিন কেমন করিয়া কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল,—বলনা?

রাঁ। কেন, তুই তাই শিখে রাখ্‌বি নাকি?

ল। রাখিব, তুমি বল।

শ। সে কৃত কালের কথা,—আজও কি তাই মনে আছে।

রাঁ। ওমা; সেকথা আবার কাহার না মনে থাকে! যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, সে সুখের দিনের কথা সকলেরই মনে থাকে।

ল। হাঁ, ঠাকুরুণদিদি;—তোমার বরকে কি তুমি খুব ভাল বাসিতে?

রাঁ। বরকে আবার ভালবাসে কে না?

ল। তবে কি করে?—মারে?

রাঁ। ভালবাসে পরকে, বরের চেয়ে স্ত্রীলোকের আর কে আপনার আছে। যে বড় আপনার, তাহাকে কি আবার ভালবাসা যায়;—ভালবাসা বলিলে যেন বুঝায়, এ লোকটা উহার পর, ভালবাসে—আর স্বামী কি তাই?—সে ত প্রাণ হইতে আপনার।

শকুন্তলা ছল ছল চক্ষুতে লক্ষ্মীর কাণের কাছে মৃদুস্বরে বলিল, "বুড়ীর প্রাণে স্বামী-প্রেম ভরা।"

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরুণদিদি, একটা রূপকথা বলিলে না ?"

ঠা। তাই ত বলিতেছিলাম—

ল। কি বলিতেছিলে, তোমার বরের কথা শুনিয়া আর আমাদের ‘ক হইবে ? সে ত আর রূপকথা নহে।

ঠা। না না, তাহা নহে। বলিতেছিলাম, তোর এত বয়স হইল —কিন্তু ছেলেমি গেল না।

ল। (হাসিয়া) বিবাহ না হইলে কি ছেলেমি যায় ?

ঠা। বিয়ে বিয়ে করে যে খেপ্‌লি দেখ্‌চি।

ল। কে না ক্ষেপে ?—রূপকথা বল।

ঠা। এই কি তার সময় ?—আমিও রাঁধিতে আসিব আর তোরও রূপকথা শোনার সময় হবে !

ল। এখন শ্রীমতীর কখন সময় তা আর আমরা জানি কেমন করিয়া ? বরের কথা বলিবার সময় ত ঠাকুরুণদিদির বেশ অবসর হয়। বলি তোমার তিনি দেখিতে কেমন ছিলেন ?

ঠা। তুই যা, আমি আর বকিতে পারি না।

ল। ঠাকুরুণদিদি বুঝি ঠাকুরদাদার চেহারা খানা ভুলিয়া গিয়াছে ?

বৃদ্ধা বাহ্বাস্ফালন করিয়া বলিল, সে রূপ কি ভুলিবার ! সমস্ত প্রাণখানা জুড়িয়া এখনও যেন সে জীবন্ত অবস্থায় বসিয়া আছে।

ল। তবে বলনা, তিনি দেখিতে কেমন ছিলেন ?

শ। (হাসিয়া) ঠাকুরদাদার কথায় ঠাকুরুণদিদির জ্ঞানশূন্য— এদিকে তরকারি দিয়া ধুঁয়া উঠিয়া পুড়িয়া গেল। ও নাম করিলে আজ বাড়ী শুদ্ধ উপবাস দিয়া মরিতে হইবে।

রাঁধুনীঠাকুরাণী এইবার ভারি রাগিল। শকুন্তলার দিকে কটমট

চাহিয়া বলিল, "তিনি অতিথি-সেবা না দিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তাঁর নাম করিলে উপবাস দিতে হইবে! হ'লাম যেন, আমরা গরীব—তাই কি এমন কথা বলিতে হয়?"

লক্ষ্মী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তাহা ত ঠিক্! কেন লো শকুন্তলা পোড়ারমুখী, আমার ঠাকুরদাদার নাম করিলে বাড়ী শুদ্ধ উপবাস দিতে হইবে, কেন?"

এই কথা বলিয়া শকুন্তলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী তারার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া দ্বার হইতে ডাকিল, "শ্রীমতী দ্বার খোল, তোমার কৃষ্ণ উপস্থিত।"

তারা দরওয়াজা ভেজাইয়া দিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল,—স্বর শুনিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, "এস এস কৃষ্ণ এস! তবে এতক্ষণ কাহার কুঞ্জে ছিলে বঁধু?"

ল। (হাসিতে হাসিতে) রাঁধুনীঠাকুরাণীর কুঞ্জে।

তা। তোমার দাদার কুঞ্জে না!

ল। সে তোমরা থাক।

তা। আমাদের ত থাকিবার স্থান আছে। তোমার যে নাই—কোন্ পরের কুঞ্জে যাবে, তাই ভয় হয়।

তখন তিনজনে গিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিল। এই সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সেই গৃহের রক্ হইতে ডাকিল "ঘরে কে আছেন?"

লক্ষ্মী উঠিয়া গিয়া বাহিরে দেখিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি আসিয়াছিল,—এ সেই ভিখারিণী।

ল। কি মনে করিয়া গো? ঘর বিছানা সমস্ত পাইয়াছ?

ভি। আপনার প্রসাদে সমস্ত পাইয়াছি।

ল। তবে আবার কি মনে করিয়া?

ভি। আমার স্বামী একটু ভাল আছেন।

ল। বেশ।

ভি। তাই একটু আপনাদের কাছে আসিলাম,—কয়দিন ধরিয়া একা থাকিয়া থাকিয়া মনটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি ঘুমাইলে,—ঘরে দুয়ার দিয়া, তাই একটু আসিলাম।

"তবে ঘরে এস—তোমার প্রাণটি ত বেশ ভিখারিণী।" এই বলিয়া লক্ষ্মী ভিখারিণীকে লইয়া গৃহমধ্যস্থ দরদালানে গমন করিল। সেখানে শকুন্তলা ও তারাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বাহিরে আইস, একটি লোক আসিয়াছে।"

তারা ও শকুন্তলা বাহিরে আসিল। সেখানে একখানা বড় চৌকীর উপরে সতরঞ্চ ও তদুপরি একখানা পরিষ্কৃত চাদর পাতা ছিল,—তারা, শকুন্তলা ও লক্ষ্মী তাহার উপরে বসিয়া ভিখারিণীকে একটা মাদুর দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐখানার উপরে ব'স।"

ভিখারিণী মাদুরে উপবেশন করিল। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "ভিখারিণী; তোমার নাম কি ভাই?"

ভি। আমাকে আপনি ভাই বলিয়া কেন লজ্জিত করিতেছেন? আমি দরিদ্র ভিখারিণী।

ল। সে আমার ইচ্ছা! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম; তাহারই উত্তর দাও।

ভি। ভিখারিণীর আবার নাম কি?—রাইমণি, ধনমণি, নয় শ্যামমণি এমনই একটা কিছু হইবে।

ল। হাঁ—ভিখারিণী খুব রসিক বটে। ধনমণি; তুমি গান জান?

শকুন্তলা হাসিয়া উঠিল। বলিল,"ধনমণি নামই সাব্যস্ত হইল নাকি?"

ল। তা বৈ কি ;—ধনমণি নামটি বেশ, নয় ?

ভি। ভাল বৈ কি।

ল। তুমি গান জান,—ধনমণি ?

ভি। ভাল নহে।

ল। তবু একরকম ?

ভি। তা ত সকলেই জানে।

ল। সকলের খবরে তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি যদি জান, তবে একটা গাও।

ভিখারিণী গান ধরিল। ভিখারিণীর কণ্ঠস্বর মধুর,—সে গাহিল,—

বঁধু গেছে মধুপুরে হৃদয়খানা খালি করি ;
যা লো বিন্দে আন্ গোবিন্দে, তোমার দুটি পায়ে ধরি।
ব'ল তায় ধ'রে করে, বৃন্দাবনে চল ফিরে,
মর মর প্রাণে মরণের স্রোতে ভেসেছে তোমার প্যারি।
বাঁচে কি না বাঁচে আর, দেখে এস একবার,
প্রণয় হতাশ-শ্বাসে দগ্ধ অন্তর তারি ॥

ল। বাহবা ! ভিখারিণী ;—না না, ধনমণি ; তুমি ত বেশ গাহিতে পার। আর একটি গাও।

ভি। এখন যাই,—আবার তিনি হয়ত এতক্ষণ উঠিয়াছেন, এই সময় আর একবার ওষুদ খাওয়াইতে হইবে।

ল। বর বর করিয়া জগতের লোকটা সকলেই পাগল। তবে যাও, কাল বিকালে এস।

"আচ্ছা।" বলিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ভিখারিণী চলিয়া গেল। লক্ষ্মী বলিল, "লোকে স্বামী লইয়াই বিব্রত।

শ। তুমি ত আর জানিলে না ?

ল। তুমিই কোন্ জানিয়াছ—যেমন দেখা, অমনি খাওয়া।

শ। সে কি ভাল নহে! বাহিরে রাখিলে বেদখলের ভয় আছে, একেবারে খাইয়া উদরস্থ করিয়া রাখিয়াছি!

ল। ভাল,—একটা কথা বলিবে?

শ। কি? বলিব না।

ল। সেদিন বলিতেছিলে,—তিনি মিথিলায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন;—তোমরা কাহার নিকটে এ কথা শুনিয়াছিলে?

শ। লোকের মুখে।

ল। কেহ খুঁজিতে সেখানে গিয়াছিল?

শ। সে কি এ দেশে,—সে কি এখানে?

ল। যাহা হউক—লোকটা যথার্থ মরিল, কি কোনসুন্দরীর বদন-সুধাপানে অজ্ঞান হইয়া সেই দেশেই থাকিল, তাহার সন্ধানটা না লইয়াই বিধবা সাজিয়া বসিয়াছ কেন?

শ। আমাদের জানা শোনা একজন লোক সে দেশে আছেন, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানা হইয়াছিল।

ল। তারপরে?

শ। তারপরে তিনি লিখিয়াছিলেন—আমি গিয়া সন্ধান লইলাম, সকলেই বলিল, জ্বরবিকারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দুই একজনে বলিল—তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ল। তবে মরে নাই লো; মরে নাই।

শ। শোন,—তারপরে শাস্ত্রমতে বার বৎসর আমি বৈধব্য চিহ্ন ব্যবহার করি নাই। বার বৎসরে যখন তাঁহার সন্ধান হইল না, তখন শাস্ত্রমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিয়া, বিধবার বেশ গ্রহণ করিয়াছি।

শ। তিনি হয় ত জীবিত আছেন।

শ। যখন আর দেখিতে পাইলাম না,—তখন আমার পক্ষে তাঁহার মরা বাঁচা একই।

ল। এখন যদি হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও?

শ। আকাশের ফুল দেখিতেছ নাকি?

ল। যদিই পাও।

শ। বেশ হয়।

ল। কি হয়?

শ। ধরিয়া জল তুলিতে লাগাইয়া দেই—পিপাসা ঘুচে।

ল। শ্রাদ্ধাদি করিয়া সারিয়াছ যে?

শ। তবে কিছুই করি না।

তা। সেই দিনই যদি হয়—তবে যাহা হয়, একটা করা যাইবে।

এই সময় দাসী আসিয়া আহারার্থে তাহাদিগকে ডাকিল। শকুন্তলা জলযোগ করিবে, লক্ষ্মী ও তারা আহার করিবে, সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভিখারিণী নিত্য বাটীর মধ্যে যাতায়াত করে, নিত্য লক্ষ্মী, তারা ও শকুন্তলাকে গান শুনায়—তাহাদের সহিত গল্প কৌতুক করে। একদিন আসিয়া ভিখারিণী বলিল, "আমরা আ'জ চলিয়া যাইব। আমার স্বামী বেশ সুস্থ হইয়াছেন।"

ল। কোথায় যাইবে?

ভি। ভিক্ষা করিয়া দেশে দেশে বেড়াইব। ভিখারী ও ভিখারিণীর আবার যাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে নাকি? কিন্তু আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগিতেছে।

ল। তবে আমাদের এইখানেই থাকনা কেন?

ভি। বারমাস কি শুধু বসিয়া বসিয়া খাওয়া চলে? আচ্ছা, আপনারা ত চাকর চাকরাণী রাখেন—আপনাদের বাড়ীতে অসংখ্য চাকর চাকরাণী আছে, আমাদের দুইজনকেও কেন রাখেন না।

ল। থাক্‌বে—তাহা হইলে দাদাকে বলিয়া রাখিতে পারি। বেতন কত নেবে?

ভি। বারমাস ভিক্ষা করিয়াও উদর পূর্ণ করিতে পারি না। ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইলেই হইল,—তারপরে আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় কিছু দিবেন।

ল। দাদাকে বলিয়া দেব—নিশ্চয়ই হবে, তবে একটা গান গাও।

ভিখারিণী গাহিল,—

নন্দ-দুলাল হরি আপহি পাসরি
বাঁশরী ফুকারি বহুঁত বেড়াই;
তুয়া গুণ গানে তুয়া রূপ ধ্যানে
যোগী সাজহি বসল রাই!

ল। তবে এখন যাও। কা'লই আমি তোমাদের কাজ ঠিক করিয়া রাখিব।

বৃন্দাবন-বিনোদিনী কাহা মেরা রাই,
ঢোড়ত ঢোড়ত বহুত খোঁজ না মিলাই।

মৃদু মৃদু স্বরে গাহিতে গাহিতে ভিখারিণী চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহার দাদাকে বলিয়া ভিখারিণী ও তাহার স্বামীর কাজের বন্দোবস্ত করিয়া দিল

তৎপর দিবস হইতেই ভিখারিণীর স্বামী ভজহরি আর ভিখারিণী উভয়েই কুমারসিংহের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। উভয়েই কাজ কর্ম্ম করিয়া খাটিয়া খাইতে লাগিল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া কাজ করিত।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। একদিন গভীররাত্রির বিরাট অন্ধকারে বিশ্ব ডুবিয়া পড়িয়াছে। কোথাও সাড়া শব্দ নাই, রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে,—দূরে রাজপথের উপরে দুই একজন পাহারাওয়ালার নাগরা জুতার মস্ মস্ শব্দ ভিন্ন আর কোথাও কিছু শুনা যাইতেছে না। এই সময়ে বাহিরে একটা বাঁশীর আওয়াজ হইল,—ভজহরি ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া কুমারসিংহের বাড়ীর খিড়কীর দরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইল। খিড়কীর পশ্চাতে ঘন বিন্যস্ত আম্র-কানন,—বিরাট অন্ধকারস্তূপে, একটা ঝোপের অন্তরালে তিন জন মানুষ দাঁড়াইয়াছিল,—ভজহরি তাহাদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেরই গালপাট্টা আঁটা—হস্তে তরবারি ও বন্দুক। ভজহরি নিকটে পঁহুছিলে একজন অতি মৃদু স্বরে বলিল, "খবর কি রঞ্জন?"

ভজহরি কৃত্রিম নাম। ইহার আসল নাম রঞ্জনলাল। এবাদ-গোলামের দলস্থ রঞ্জনলালই এইবেশে—এই ছলনায় কুমারসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে তাহার বাড়ীতে চাকুরী লইয়াছে।

রঞ্জন বলিল, "আজিও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ-কাল আবার একটা বিষম উপসর্গ জুটিয়াছে। শকুন্তলা নামে একটা বিধবা মেয়ে রোজ রোজ লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া শয়ন করিতেছে। সেটা বড় ঘাগী—তার চক্ষুতে কোন কাজ এড়ায় না।"

এবাদগোলাম জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার বয়স কত?"

র। সেও যুবতী। চব্বিশ পঁচিশের উপর হইবে না।

গো। দেখিতে কেমন?

র। দেখিতে ওগোষ্ঠীর কেউ মন্দ নহে,—এক একটা এক একটা ডানাকাটা পরী।

গো। না হয়,—দুটাকেই আনা যাক্।

র। সে বড় ঘাগী। সে দিন বিবিকে তাদের নিকট শোবার জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, দুই একদিন করিয়া হাত করিয়া না লইতে পারিলে দিনের দিন হবে কেন। বিবি নানা ছলনায়-ঘুম আসিতেছে, আর যাবনা—এই মেঝ্যের উপরে তোমাদের চরণতলে একটু পড়িয়া থাকি—এইরূপ ছলনা করিয়া সেখানে শুইয়া পড়িয়াছিল।

গো। তারপরে?

র। লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বলিতে কি, তাঁহাকে দেখিলে, অতি কঠিন প্রাণও ভক্তিরসে গলিয়া যায়—আমার মত পাষাণপ্রাণেও যেন তিনি আধিপত্য করিয়াছেন।

গো। কি বাবা;—ভোগের আগে পেসাদ নাকি? আগেই যেন লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ?

র। বাস্তবিকই আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিলে যেন আমার প্রাণে কেমন একটু ভক্তিরস উথলিয়া উঠে—যেন মা মা বলিয়া ডাকিতে বড় সাধ যায়।

গো। তা বেশ বাবা;—এখন বিবি কি করিতে পারিল, তাহাই বল।

র। লক্ষ্মীঠাকুরুণ বলিলেন, যদি এইখানেই শুবি—তবে একটা বিছানা পাতিয়া নে।

গো। বাহবা—বাবা! তারপরে?

র। সেই বিধবা শকুন্তলা তাহা কিছুতেই হইতে দিল না। সে বলিল, রাত্রি নিদ্রার কাল ; কাহার মনে কি আছে কিছুই বলা যায় না।—মা, ভগিনী বা ঐরূপ আত্মীয়া কিম্বা সম্ভ্রান্তবংশীয়া সচ্চরিত্রা রমণী ভিন্ন কখনই রাত্রিকালে গৃহ মধ্য স্থান দিতে নাই। তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া শয়নও যা—দ্বার দিয়া শয়নও তাহাই।

গো। বেটী ত ভারি ধড়ীবাজ! তবে উপায়?

র। যে দিন শকুন্তলা এবাড়ীতে না থাকিবে, সেইদিন গুড়্ বুড়্ করিয়া লক্ষীর কাছে চালাকী খাটে। কিন্তু লক্ষী একবার উপদেশ পাইয়া যাহা করে—জীবনে তদ্বিপরীতে আর কাজ করে না।

গো। তবে এক কাজ আছে;—শুনিতেছি, উদয়সিংহ নাকি কাশ্মীররাজের সহিত সীমানির্দ্দেশ জন্য শীঘ্রই সীমান্তে গমন করিবে। অনেক ফৌজ, অনেক লোক সঙ্গে যাইবে—কে কে যাইবে, তাহার তালিকাও বাহির হইয়া গিয়াছে, কুমারসিংহও যাইবে। কয়েকদিন সেইস্থানে বিলম্ব হইতে পারিবে- সেই সময় ঠিক থাকিও; খিড়কীর দ্বার খোলা পাইলে,আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিব এবং বলপ্রয়োগে লক্ষীকে লইয়া চলিয়া যাইব। জোড়া শুদ্ধ হয়, আরও ভাল।

তখন সেই পরামর্শই স্থির হইল। দস্যু রঞ্জনলাল ভৃত্য ভজহরির রূপে খিড়কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পশ্চাতের প্রকোষ্ঠে দাস-দাসীগণের থাকিবার স্থান—নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিবি তাহার আগমন প্রতীক্ষায় বিছানার উপর বসিয়া আছে।

বিবিই, বিবির নাম। সে জাতিতে কি, কেহ জানে না। তিনি কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন,—তিনি স্বকৃত ভঙ্গ কি দুই তিন পুরুষে তাহারও সন্ধান কেহ রাখে না! প্রথম যৌবনে বিবিজান নাম গ্রহণে

অনেক যুবার ধনপ্রাণ অপহরণ করিয়া ধরাকে সরাবৎ দেখিয়াছিলেন। অশ্ব যেমন মন্থর বা দ্রুতগতিতে গমন করিলে, চালক তাহাকে চাবুক লাগাইয়া সোজা ভাবে লয়,—গরু যেমন সহজাতিক্রম করিলে পালক তাহাকে চাবুক লাগাইয়া বশে আনে—বালক দুষ্টুমি করিলে পিতামাতা বা শিক্ষক যেমন চাবুক লাগাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করেন,—তেমনি ভগবানেরও চাবুক আছে,—ঐ চাবুকের নাম ব্যাধি। উদ্ধত যুবক, অনাচারী, অখাদ্য-সেবী, অভোজ্য-ভোজী অপেয়-পেয়ী হইলে অমনি ভগবান্ চাবুক লাগাইয়া দেন,—এখন দেখনা, অম্লাজীর্ণ ক্লেদে আকণ্ঠপূর্ণ মানব মানবী—রাশি রাশি ঔষধের শ্রাদ্ধ করিতেছে, কিন্তু সে যে বিধাতার চাবুক! বিবিজানও সেই চাবুকের ঘায়ে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া শেষে মধুহীন পাত্রের ন্যায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তখন তাহার বাড়ী হইল, শুধু "খাবার আড্ডা!" আর দুতিগিরি কার্য্য হইল, তাঁহার নিজের।

ভজহরি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"কি গো বিবি, জেগে আছ কি?"

বিবি বলিল, "হাঁ জাগিয়া আছি বৈ কি! কি হইল?"

ভ। হবে আর কি?—যে দিন কুমারসিংহ বাড়ী হইতে যাইবেন, সেই দিন পড়িয়া দরজা ভাঙ্গিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া যাইবে।

বি। সে আর কত দিন?

ভ। ঠিক নাই—যে দিন কুমারসিংহ বাড়ী হইতে যাইবেন। কিন্তু এক কথা, লক্ষ্মীকে যেন মায়ের মত দেখি, কি করিয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত দস্যুর করে অর্পণ করিব?

বি। তুমিও ত দস্যু।

ভ। দস্যুর কি আর মা নাই?

বি। বলিতে কি,—লক্ষ্মী আর শকুন্তলার কাছে বসিয়া বসিয়া আমার যেন বোধ হয়, আমি কুকুরের মাথার পচা ঘা—আর তাহারা গোলাপের সুগন্ধ। ইচ্ছা হয় না, যে আর পাপে মজি।

ভ। দেখ ভাই—বিবি! সৎলোকের অন্নভক্ষণ, সৎলোকের বাড়ীতে থাকা ভাল—তাহাতে যেন পাপ ধুইয়া যায়। সত্য কথা বলিতে কি, আমারও আর পাপ করিতে ইচ্ছা নাই—এখন এবাদ-গোলামদের সহিত কথা কহিতে যেন আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করিয়া উঠে।

বি। তবে এ কাজে থাকিতেছ কেন?

ভ। ভাবিয়া কিছুই পাইতেছি না। যদি না করি—পথে ঘাটে পাইলেই শালারা আমায় কাটিয়া ফেলিবে।

বি। কেন, কুমারসিংহকে বলিয়া ধরাইয়া দাও না!

ভ। তাহাতে তোমার আমার নিস্তার নাই—শালারা আমাদের নাম করিয়া দেবে, তখন জেলে পচিয়া মরিতে হইবে।

বি। আমার কথা শুনিবে?

ভ। কি বল।

বি। পাপে দেহ জ্বরিয়া গিয়াছে। আর পাপ করিব না,—চল দুই জনে পলাইয়া বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গিয়া ভেক লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—আর ভগবান্‌কে ডাকিয়া পাপ যাতে যায়, তা করিব।

ভজহরি স্বীকৃত হইল। বুঝি পুণ্যের বাতাসে তাহাদের পাপের বন্ধন—মোহের বন্ধন খুলিয়া গেল। তাহারা সেই অন্ধকার রজনীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি খুঁজি নাই,—খুঁজিয়াছিলাম সুখ। তাই এই মহাভুল। তখন ভাবিবার অবসর ছিল না, বুঝিবার অবকাশ ছিল না, দেখিবার সময় ছিল না! তখন উন্মত্ততায় বালকসুলভ চপলতায়, পুঁথিগতজ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ—তখন আকাশ-কুসুম রচনায় ব্যতিব্যস্ত। তখন ভাবি নাই, ভালবাসা যাতনার মহাকূপ, অশান্তির কলধৌতবাহিনী নির্ঝরিণী। তখন বুঝি নাই, চিরদিন সমান যায় না। পরিবর্ত্তন সংসারের কঠোর নিয়ম। তখন জানি নাই, প্রণয়ে বিরহ আছে, দ্বিধাভাব আছে, কার্য্যে বৈফল্য আছে, আশায় নৈরাশ্যের ছায়া আছে, কার্য্যের ভাল মন্দ আছে, পুণ্যের পুরস্কার, আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তখন দেখি নাই, বিধাতার অদ্ভুত লীলা দুর্ব্বোধ্য জটিল নিদারুণ নিয়মসমষ্টি, নিয়তির অভেদ্য বন্ধন। তাই তখন সুখান্বেষণই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, শান্তির গম্ভীর প্রশান্ত মনোহর বপু হেয়জ্ঞান করিয়া গন্তব্য পথে চলিতেছিলাম,—সেই যে মহাভুল!

মানুষের বুদ্ধির দোষে, কর্ম্মের ফেরে হৃদয়-নিহিত তপ্তশ্বাসের সহিত এমনই কথাগুলা বাহির হয়। যখন হয়, তখন মানুষ বজ্রদগ্ধের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে।

মর্জ্জিনাবেগমের প্রাণের মধ্য হইতে আজি এইরূপভাবে দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। সে আর চুল বাঁধে না,—এমন বিলাস-তরঙ্গে সর্ব্বদা গা ঢালিয়া থাকিত, তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। এক খানা সামান্য রকমের কাপড় পরিধানে থাকে। তিন চারি বার ডাকিতে ডাকিতে একবার খাইতে বসে। তাহার জ্ঞানের অনেকটা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া গিয়াছে—

ভাবিয়া ভাবিয়া বুকে একটা ব্যথা জন্মিয়া উঠিয়াছে। যখন ব্যথা ধরে, তখন সে যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে,—মর্জ্জিনাবেগম তাহার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে একাকিনী বসিয়া আছে, সেখানে আর কেহই নাই। সে কাহাকেও বড় কাছে বসিতে দিত না। যে গৃহ একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুসুম-সম্ভারে সজ্জীভূত হইয়া মধুরপরিমলে দিগন্ত মজাইয়া তুলিত, আজি সেস্থানে আরসুলার বাসা হইয়াছে, যে বিছানায় মণিমুক্তার প্রদীপ্ত আভা প্রকাশ পাইত, আজি তাহা ময়লাসিক্ত শয্যায় পরিণত হইয়াছে—মণিমুক্তাখচিত বস্ত্রগুলি তুলিয়া মর্জ্জিনাবেগম একদিকে স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার কে আছে? আমার কি আছে—ওসকলে আমার প্রয়োজন কি? আগে যেখানে নৃত্যগীতের লহর-লীলা খেলিত, এখন সেখানে চক্ষুর জল, আর হতাশের দীর্ঘশ্বাস!

মর্জ্জিনাবেগম একা বসিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিল। মর্জ্জিনাবেগম আহার করিতে যাইবে, সহসা তাহার বেদনা ধরিল, যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। দাসী ভাবিল, রোজ রোজ যেমন আহার করিতে বলিলে, নানারূপ কৌশল করে, ছলনা করে—আজিও তাহাই করিতেছেন। অন্য দিন আহার করাইতে অপারগ হইলে, যেমন নুরমহলবেগম আসিয়া—বলিয়া কহিয়া আহার করাইয়া যান, দাসী আজিও তাহাই ভাবিয়া, নুরমহলবেগমকে ডাকিয়া আনিল।

নুরমহলবেগম আসিয়া মর্জ্জিনাবেগমের সেদিনকার অবস্থা দেখিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, সেই বিলাসিনী বাদসাহজাদি—যাহার একদিন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় কুসুমস্তরের উপর

শয়ন করিয়াও নিদ্রা হয় নাই—আজি সেই মর্জ্জিনা মেঝ্যের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। আনিতম্বলম্বিত রুক্ষ কেশরাশি গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে মেঝ্যেয় পড়িয়া গড়াইতেছে—চক্ষুদ্বয় উদাস ও বিস্তৃত,—তাহা হইতে জল ঝরিয়া অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিতেছে।

নুরমহল ওড়নায় চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন, "মা,—মর্জ্জিনা, আজি এত কাতর কেন হলি মা ?"

মর্জ্জিনা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "কে,—বেগম মা ! এস মা,—আমার শিয়রে এস।"

নু। আজি তোর মা যদি জীবিত থাকিত, তবে সমস্ত সাম্রাজ্য, পুত্র, স্বামী প্রভৃতি হারাইয়া যে শোক পাইত, আর আজিকার তোর দশা দেখিয়া সে সমস্ত শোক এককালে অনুভব করিয়া ফাটিয়া মরিত। ওঠ মা ; দুটা খা না।

মর্জ্জিনার দুই চক্ষু বহিয়া অধিকতর জল পড়িল। বলিল, "খাব কি মা ;—বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি—এক একবার একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছি।—মা ; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ ব্যথা যাইবে না।"

নু। হাকিমকে দেখান হইতেছিল,—কোন ফল হইল না ?

ম। কিছু না মা—কিছু না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমি স্বহস্তে স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছি—আমার স্বামী বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, কত যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিয়াছেন,—আমার যদি ব্যথা না হইবে, কাহার হইবে মা ? আমার ব্যথা যদি হাকিমের ঔষধে সারিবে, তবে কাহার ব্যথা সারিবে না মা ! মা,—আমি বিষ

খাইব—যে পথে যেমন করিয়া আমার স্বামী গিয়াছেন, আমিও তেমনি করিয়া সেই পথে যাইব।

এতটি কথা একত্রে বলায়, এই সময় মর্জ্জিনাবেগমের ব্যথা বাড়িয়া উঠিল,—যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে মর্জ্জিনা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দাসী ও নুরমহলবেগম তাহার চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সে দিন তাহার ব্যথা বড় শীঘ্র শীঘ্র ধরিতেছিল,—কাজেই আর খাওয়া হইল না। সেই যে, ললিতলাবণ্যময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী মর্জ্জিনাবেগম—এখন কঙ্কালসার, হতশ্রী—দেখিলে যেন কতদিনের বৃদ্ধা বলিয়া ভ্রম জন্মে।

নুরমহল পুনরায় তাহার চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু হাকিম বলিলেন, "দেহস্থ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া যাইয়া জ্ঞানেরও বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়াছে, আর ব্যথারও বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দুইটি লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পাইলে, সে রোগী প্রায় সারে না!"

নুরমহল বড়ই ব্যথিত হইলেন। চক্ষুর উপরে মর্জ্জিনাবেগমের এই দুর্দ্দশা আর দেখিতে পারেন না। কিন্তু কি করিবেন, সকলই দগ্ধা-দৃষ্টের ফল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মর্জ্জিনার ব্যথা একটু কম পড়িলে, উঠিয়া বসে; বসিয়া কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। কখনও স্বামীকে যেন পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে। আবার ব্যথা ধরিলে, ঢলিয়া পড়িয়া কাতরাইতে থাকে—কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যখন বেদনা ধরে, তখন কথাবার্ত্তা উত্তমরূপে জ্ঞানের ভাবে বলে, আর যখন ব্যথা কম পড়ে—তখন স্বাভাবিক জ্ঞান বিলোপ হয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ তাহার ভালরূপ উত্তর পায় না।

এইরূপে মর্জ্জিনাবেগমরূপ সুখের ফুল বিধাতার দুর্ভেদ্য নিয়মযন্ত্রে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণা নদীতটভূমে ভরা ভাদ্রের খরস্রোত দূরে রাখিয়া কসাড়বনাকীর্ণ চরের অন্তরালে সায়েস্তাখাঁ সদলবলে অপেক্ষা করিতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা নদীর কল্ কল্ স্বন্ স্বন্ গতি-শব্দ ব্যতীত আর বড় কিছু শোনা যায় না—ক্বচিৎ দূরে মৎস্যজীবীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমন সময়ে দলের লোক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কেহ দ্রুতপায় চলিয়া আসিতেছে। দলপতির আগমন প্রতীক্ষায় সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু আগন্তুক দলপতি নহে। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ভঞ্জনসিং। মশালের আলোকে তাহার স্বেদ-সিক্ত মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বিস্মিত সায়েস্তাখাঁ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ভঞ্জনসিং তাহার হাত ধরিয়া দূরে লইয়া গেল। বলিল, "শোন বাপু; ব্যাপার সহজ নহে। গোয়েন্দা লাগিয়াছে।"

বিস্মিত স্বরে সায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

ভ। কুমারসিংহের বাড়ী ঘুরিয়া যখন আসি, তখন কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছিল।

সা। বটে! তবে ত ভয়ের কথাই বটে। তারপরে?

ভ। তারপরে আর তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না। দলপতি খোঁজে গিয়াছেন।

সা। বড়দারোগা সীমান্তে গিয়াছেন ?

ভ। হাঁ, গিয়াছে—বাড়ীটা নিস্তব্ধমতই আছে।

সা। রঞ্জনলাল কি বলিল ?

ভ। তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঁচ সাত বার বাঁশী ফুক্রাণ গেল,—কিন্তু রঞ্জন বা বিবি, কাহারও সাড়াটি মিলিল না।

সা। তাদের সম্বন্ধে কি ভাব্ছো ?

ভ। ভাব্ছি, তারাই হয় ত গোয়েন্দা হয়ে, আমাদের সব পরামর্শ মতলব পুলিশে বলিয়া দিয়াছে।

সা। এখন কি করা কর্ত্তব্য ?

ভ। চল সকলে নদী পার হইয়া ওপারে যাওয়া যাক্—তারপরে রাত্রি প্রভাতে যে যাহার ঘরে যাওয়া যাইবে। এত রাত্রে গেলে পুলিশে ধরিতে পারে। আর সাবেক বাদসাহের রাজ্য নাই—এখন উদয়সিংহের যে শাসন,—হাঁ-টি করিবার উপায় নাই। এখন এ রকম করিতে গেলে, নিশ্চয়ই মাথা যাবে। মদ খেয়ে রাত্রি এক প্রহরের পর আর পথে বাহির হইবার উপায় নাই—বা, একজন বেশ্যার ঘরে চারি পাঁচজনে হল্লা করিবার উপায় নাই—বাবা; কি কড়া নিয়ম! এ কাজে আর কিছুদিন লিপ্ত থাকিলেই বৌ ছেলের মায়া ছাড়িতে হইবে।

সা। উপায় ?

পশ্চাৎ হইতে গোলামএবাদ হাঁকিল, "উপায় খোদাতালা।"

দূর হইতে মশালের আলো দেখিয়া গোলামএবাদ নিঃশব্দে আসিয়া পঁহুছিল।

ভঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু সন্ধান হইল ?

গো। কিছু না—বোধ হয়, শিয়াল কুকুরের পায়ের শব্দ হইবে।

ভ। আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই মানুষের পায়ের শব্দ।

গো। তুমি ত বাবা ; ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখ।

ভ। আমার ভয় হইয়াছে—এত কাজ করিয়াছি কখনও এমন ভয় খাই নাই। আজি যেন মনের ঠাকুর ডাকিয়া বলিতেছে, সাবধান হও—ধরা পড়িলে।

গো। যাই হোক্—আজি একবার পড়িতেই হইবে।

ভ। কেন, এত প্রতিজ্ঞা কেন ?

গো। যেরূপ রূপের বর্ণনা শুনিয়াছি, একদিকে জান, আর অন্য দিকে তাহাকে পাওয়া।

ভ। গতিক যেরূপ তাহাতে জানের ভরসা খুবই কম।

গো। তা হোক্—এই সময়। আর বিলম্ব করা ভাল নহে।

ভঞ্জনলাল আরও দুই একবার নিষেধ করিয়াছিল, সায়েস্তাখাঁও ভঞ্জনলালের কথার অনুমোদন করিয়াছিল, কিন্তু গোলামএবাদ কিছুতেই শুনিল না। সে বলিল, "নিবিবার আগে প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে,—উদয় শালার জন্যে ত এ পথ ছাড়িতেই হইবে, আজি আমি অসাধ্য সাধন করিব। থাকে কাঁড়া যাবে উৎরে।"

এই কথা বলিয়া গোলামএবাদ ফুঁ দিয়া ভঞ্জনলালের মশালের আলো নিবাইয়া দিল। তখন সায়েস্তাখাঁ, ভঞ্জনলাল, আর গোলামএবাদ তিনজনে যেখানে তাহাদের দলস্থ সকলে জমাট পাকাইয়া বসিয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। সকলকে অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া উঠিতে আদেশ করিল,—তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখন গোলামএবাদ সদলবলে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কুমারসিংহের বাটীর পশ্চাৎসংলগ্ন আম্র-বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল ; গোলামএবাদ ভঞ্জনলালকে বলিল, "ঐ দেখ গাছের ডাল,—পাঁচীরের

গায়ে ঠেকিয়াছে—ঐটা অবলম্বন করিয়া টপ্‌ কাও। বাটীর মধ্যে গিয়া দরোজা খুলিয়া পথ পরিষ্কার কর।"

মুখের কথা বাহির হইতেই ভঞ্জনলাল বৃক্ষারূঢ়, তৎপরে শাখারূঢ় এবং দেখিতে দেখিতে প্রাচীরারূঢ় হইল। তৎপরে প্রাচীর বহিয়া নিম্নে নামিয়া গেল এবং অচিরাৎ দরোজা খুলিয়া দিল। প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র ডাকাত কুমারসিংহের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এখন লক্ষ্মী থাকে কোন্‌ ঘরে? তাহার অনুসন্ধান চাই; চারিদিকে ছড়াইয়া ডাকাতগণ লুকাইয়া থাকিল। গোলামএবাদ আর ভঞ্জনলাল ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা ঘরের উন্মুক্ত জানেলা দিয়া দেখিল,—ঘরের মধ্যে মিট মিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে,—একটি যুবতী পালঙ্কোপরি এক তোড়া গোলাপের ন্যায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। পাপিষ্ঠের চিত্ত সে রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। বলিল,—"এই দরোজা ভাঙ্গিতে হইবে।"

তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপে চুপে ভঞ্জনলাল বলিল, "এ যদি লক্ষ্মী না হয়?"

তদ্রূপ মৃদুস্বরে গোলামএবাদ বলিল, "স্বরস্বতী হইলেও আমার ক্ষতি নাই। এমন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই।"

বস্তুতঃ সে লক্ষ্মী নহে! হতভাগিনী শকুন্তলা। লক্ষ্মী আর শকুন্তলা উভয়ে এই ঘরেই শুইত;—কিন্তু আজি রাত্রিতে লক্ষ্মীর মায়ের একটু অসুখ হওয়ায়, লক্ষ্মী মায়ের শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়া শুইয়াছে।

সহসা বজ্রগম্ভীর শব্দ হইল। চারিদিকে মশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল। শকুন্তলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ঝনাৎ করিয়া তাহার মস্তকের উপরে দরোজা ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সে মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

ভঞ্জনলালের গায়ে শক্তি অসীম ;—সে শকুন্তলাকে পীঠের উপর ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। শব্দে ও মশালের আলোকে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিল। ডাকাত পড়িয়াছে—রব উঠিল। সকলে উঠিতে ডাকিতে হাঁকিতে সিপাহী আসিতে ডাকাতের দল শকুন্তলাকে লইয়া পলায়ন করিল।

বাড়ী শুদ্ধ সকলে জাগিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও জাগিয়া পড়িয়াছে। সে ছুটিয়া শকুন্তলার গৃহে গেল। দেখিল দরোজা ভাঙ্গিয়া শকুন্তলাকে লইয়া ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলে তাহাকে বুঝাইল,—কালি পুলিশ খুঁজিয়া তাহাকে আনিলেও পারিবে। তারাও কাঁদিতে লাগিল। তবে তারার কান্না থামিল—লক্ষ্মীর কান্না আর থামে না। সে সারা রাত্রি বসিয়া বসিয়া শকুন্তলার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষুদ্বয় ফুলাইয়া ফেলিল। লক্ষ্মী বলে, আমারই জন্য ত সে যৌবন-যোগিনীর আজি এ দুর্দ্দশা! আমিই ত তাহাকে আমার নিকটে শুইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমাদের বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলাম। যদি না রাখিতাম, তবে কি তাহার এমন দশা ঘটিত! হায়! তাহার কি হইবে?

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যুদল মূর্চ্ছিতা শকুন্তলাকে লইয়া কৃষ্ণানদীর তীরে গমন করিল, সেখানে দুইখানা বড় বড় নৌকা বাঁধা ছিল, দস্যুদল তাহাতে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া নৌকা খুলিয়া বাহিয়া চলিল। তীরবেগে

নৌকা বাহিয়া গিয়া অপর পারে উঠিল। সায়েস্তা খাঁ একবার নদীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ভঞ্জন ;—পাছে যেন দুইখানা নৌকা ছুটিতেছে।"

ভঞ্জন বলিল, "বলিয়াছি ত, আজিকার ব্যাপার সহজে মিটিবে না।"

গোলামএবাদ তাহাদের নিকটে আসিয়া বলিল, "বমাল লইয়া ফুস্ ফাস্ করিয়া দুই জনে কি পরামর্শ করিতেছিস্? আমাকে ফাঁকি দিবি নাকি?"

ভ। না বাবা ;—ফাঁকি আমরা দিব না, তবে যেন ফাঁকি পড় পড়—দুইখানা নৌকা ছুটিয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না?

গো। জেলেরা বোধ হয় মাছ ধরিতে যাইতেছে।

ভ। ঐ দেখ, নৌকার ছাদে বসিয়া একজন এই দিকে চাহিয়া আছে,—শালার চাঁদ আবার এতক্ষণ পরে এখন উঠিয়া আলো করিয়া ফেলিল।

গো। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলে আর কি হইবে—চল জঙ্গলে ঢুকি। এ জঙ্গলে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে, এমন লোক কম।

ভ। জগতে লোক যা. তা আমরা। আর কোন বেটারই বুদ্ধি বা সাহস নাই! এখন চল, জঙ্গলে মাথা গোঁজা যাক্,—তারপরে মাথার কপালে যা থাকে, তাই হবে।

তাহারা দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল। মূর্চ্ছিতা শকুন্তলা তখনও ভঞ্জনলালের পৃষ্ঠে উন্মূলিতা লতাগাছটির ন্যায় পড়িয়া আছে। কিয়দ্দূর যাইয়া ভঞ্জনলাল বলিল, "বাবা,—ছুঁড়ী কি ভারি! আর একজন একটু নাওনা; আমার কাঁধটা যে পড়িয়া গেল।"

ভঞ্জনলালের মত বলিষ্ঠ সে দলে আর কেহ ছিল না। গোলামএবাদ বলিল, "চল বাবা,—আর একটু—ঐ ত জঙ্গল! ঐ ত ভাঙ্গা

মস্‌জিদের চূড়া দেখা যাইতেছে। ওর মধ্যে আপাততঃ নিয়ে গিয়ে ফেলা যাক্। তারপরে ওর জ্ঞান হইলে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে ?"

তাহাই হইল। তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করিল ; জঙ্গল অতি ঘন-বিন্যস্ত। গাছে গাছে লতাপাতায় ঠেশাঠেশি মেশামেশি। রাত্রি দিন সেখানে অন্ধকার—সূর্য্যালোক কদাচিৎ কোন স্থলে এক আধটু প্রকাশমান।

সেই বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাহারা ভগ্ন মস্‌জিদের নিকটে পঁহুছিল। ভগ্ন মস্‌জিদের ভগ্ন দ্বার ঠেলিয়া গোলামএবাদ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল,—হস্তদ্বারা তাহার মেঝের ভগ্ন ইট কাট গুলা সরাইয়া ফেলিয়া বলিল "রাখ বাবা ভঞ্জন ;—বমাল এইখানে রাখ।"

সেই মেঝ্যের উপরে অম্লানপঙ্কজমালাবৎ শকুন্তলাকে ঢিপ করিয়া নামাইয়া ফেলিয়া, কাঁধে মোড়া দিয়া বলিল, "বাবা ; কাঁধটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

গো। আজি তোমাকে দুনো মদ দেব।

ভ। চাই বাবা ;—একটু বেশী চাই। নইলে ঘাড়ের বেদনা যাবে না। ওঃ ! ছুঁড়ী যেন কুম্ভকর্ণের বোনাই।

সহসা সায়েস্তা খাঁ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ওকি ? ওদিকের বনটা অমন করিয়া নড়িয়া উঠিল কেন ?"

সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে পতিত হইল। দেখিল, প্রায় পঞ্চাশৎজন সিপাহী তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছে।

ভঞ্জনলাল বলিল, "আর না, পালাও। জান থাকিলে অনেক মাগী মিলিবে।"

গোলামএবাদ বলিল, "একবার লড়িয়া দেখিলে হইত!"

ভ। আর যদি দুই এক নৌকা সিপাহী পাছে থাকে?

গো। দেখা যাক্।

ভ। না বাবা; তোমার গতিক আজি ভাল নয়—ভঞ্জন আর দাঁড়াইবে না।

ভঞ্জন ঊর্দ্ধশ্বাসে বন ভাঙ্গিয়া ছুটিল। সে যদি ছুটিল, তবে সায়েস্ত খাঁও দাঁড়াইল না। প্রধান দুইজনকে পলাইতে দেখিয়া দলস্থ অন্যান্য সকলেও ছুটিল;—তখন একা গোলামএবাদ আর দাঁড়ায় কেমন করিয়া, সেও পলাইল। সেই নিভৃত নির্জ্জন ভগ্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে একা মূর্চ্ছিতা শকুন্তলা পড়িয়া রহিল।

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা রাজকীয় পদাতিক সিপাহী। উদয়-সিংহ রাত্রে সমস্ত গোলকুণ্ডার অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য কতকগুলি গোয়েন্দা পুলিশের পদাতিক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন,—কোথাও কোন অত্যাচার বা চুরি ডাকাতির সম্ভাবনা দেখিলে, তাহারা অচিরাৎ আসিয়া জানাইবে,—সে জন্য পৃথক্ পদাতিক সিপাহীদলেরও সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারা গোয়েন্দাগণের নিকটে সংবাদ পাইবা মাত্রই তন্নিবারণার্থ এবং সেই দুষ্টগণকে ধরিবার জন্য ছুটিবে। ভঞ্জন-লাল যে গোয়েন্দার কথা বলিয়াছিল,—সেই গোয়েন্দা গিয়া পদাতিক দলকে সংবাদ প্রদান করে,—সংবাদ পাইয়া প্রথমে তাহারা নদীতীরেই আসিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দস্যুগণের কোন প্রকার সন্ধান না পাইয়া, গ্রামের মধ্যে গমন করে; যখন তাহারা কুমারসিংহের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন দস্যুদল পলায়ন করিয়াছে। তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিল,—নদীতীরে আসিয়া দেখিতে পাইল, দস্যুগণ নদী পার হইয়া গেল, তাহারাও নৌকায় উঠিয়া পার হইয়া আসিয়া পড়িল।

পদাতিকগণ দেখিল, দস্যুগণ পলাইতেছে; তাহারা প্রাণপণে দস্যুগণের অনুসরণ করিল। অধিকদূর যাইতে হইল না,—অনতিদূরে দস্যুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সিপাহীগণ বন্দুক চালাইল, দস্যুগণও শড়কী বল্লম উঠাইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে একজন অশ্বারোহী আরও কয়েকজন সিপাহী লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে পুনঃপুনঃ বন্দুকে আওয়াজ করিলেন, অনেকগুলি দস্যু ভূমি চুম্বন করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল,—তথাপি তাহারা প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। গোলামএবাদ দেখিল, অশ্বারোহীর প্রভাবেই তাহার দল সমূলে নির্ম্মূল হইতেছে,—সে তাহার বন্দুক লইয়া অশ্বারোহীর মস্তক লক্ষ্য করিল;—অশ্বারোহী তাহা দেখিতে পাইয়া, সুশিক্ষিত অশ্বকে ভূমি-সংলগ্ন করিয়া বসাইয়া দিলেন,— গুলিটা তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তদবস্থাতে থাকিয়াই অশ্বারোহী নিজ বন্দুক ছুড়িলেন, ভীষণ গুলি গিয়া গোলামএবাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। গোলামএবাদ সেই বনভূমিতে পড়িয়া চির জীবনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন ভঞ্জনলাল, সায়েস্তাখাঁ প্রভৃতি যুদ্ধ করা বৃথা ভাবিয়া ধরা দিল। হতাবশিষ্ট দস্যুগণকে বাঁধিয়া লইয়া সিপাহীর দল অশ্বারোহীর নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা হইতে আসিয়া পড়িলেন? আপনি সময় মত উপস্থিত না হইলে, আমাদের সমূহ বিপদ হইত।"

অশ্বারোহী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কোন কার্য্য জন্য এই পথে যাইতেছিলাম,—তোমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া আসিয়া যোগ দিয়াছি।"

"এখন কোথায় যাইবেন?" সিপাহীদল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "তোমরা নগরে যাও, আমি যে কার্য্যে যাইতেছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে ফিরিব।"

তখন বন্দী দস্যুগণকে লইয়া সিপাহীগণ চলিয়া গেল। অশ্বারোহী যুদ্ধক্লান্তদেহ লইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সহিত যে কয়জন সিপাহী আসিয়াছিল,-- তাহারা তাঁহার সঙ্গেই থাকিয়া গেল।

অশ্বারোহী একদৃষ্টে সেই শবগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হা, মানব! এই দেহের জন্য এত করা! কেবল লুকো-চুরি, কেবল হা-হুতাশ, কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনা! এক মুহূর্ত্তে সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। কে কাহার, কাহার জন্য লুকো-চুরি—কেন আসিয়াছিলে, কি করিয়া চলিয়া গেলে? গেলেই বা কোথায়! হা ভগবান্!

অশ্বারোহীর চক্ষু দিয়া জল বাহির হইল। তিনি সিপাহীদিগকে বলিলেন, "আমি একটু ভ্রমণ করিয়া আসি। তোরা অপেক্ষা কর্।"

এই বলিয়া তিনি সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইচ্ছা প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার বন্যপাদপ-পুষ্পসৌরভে চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন করিবেন।

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে,—নবনলিনদলসম্পুট প্রভাবৎ পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু সে বনে তাঁহার গতিরোধ। তথাপিও রাত্রির মত অন্ধকার আর নাই,—সেখানে বোধ হইতেছে যেন ঊষার আলো খেলা করিতেছে।

অশ্বারোহী ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভগ্ন মসৃজিদের নিকটে উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন বহুপুরাতন গৃহ। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া সেই গৃহ দেখিলেন, মনে ভাবিলেন, "অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া জীর্ণ গৃহ দাঁড়াইয়া আছে। কোন পথিক এ তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে কি?—যে এ মসৃজিদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সে কোথায়?

যে শিল্পিগণ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? কত দীর্ঘদিন ধরিয়া মস্‌জিদ যে, তাহাদিগকে খুঁজিয়াছে, হায়! তাহারা কোথায় গেল? কুটা কুড়াইয়া একখানা ঘর বাঁধিলে, তাহা ভাঙ্গিতে যতক্ষণ লাগে, ততক্ষণও কি মানুষ এ পৃথিবীর নহে?—তবে কেন, লুকো-চুরি—তবে কেন হা-হুতাশ!”

অশ্বারোহী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার কর্ণে মনুষ্যকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কাতরস্বরের শব্দ প্রবেশ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না,—আবার নিস্তব্ধ, কোথাও শব্দ নাই। আবার—আবার সেই কাতর স্বর!

অশ্বারোহী এবার স্থির কর্ণে বিশেষ সাবধানতার সহিত শুনিলেন;—স্বর যেন সেই ভগ্ন মস্‌জিদের মধ্য হইতে আসিতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া, ত্বরিত-গতিতে মস্‌জিদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন,—একটি সুন্দরী যুবতী মেঝ্যের উপর পড়িয়া লুটাইতেছে। যুবতী অজ্ঞান,—মাঝে মাঝে কেবল কাতরস্বরে শব্দ করিতেছে, আর একটু একটু নড়িতেছে।

অশ্বারোহী তদ্দণ্ডেই মস্‌জিদের দুইধারের ভগ্ন জানেলা খুলিয়া দিলেন,—দরজাও টানিয়া ভাল করিয়া খুলিয়া রাখিলেন। সূর্য্যের রশ্মি-কিরণ একটা অশ্বত্থগাছের মধ্য দিয়া মস্‌জিদের জানেলা গলাইয়া, আসিয়া যুবতীর মুখের উপর পতিত হইল। অশ্বারোহী শিহরিয়া উঠিলেন।

উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—এই যে সেই মুখ;—এই ত এখনও বামচক্ষুর কোণে সেই আঁচিলটি বর্ত্তমান! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, চলিয়া যাই। আবার ভাবি-

লেন,—ইহাকেই কি ইন্দ্রিয়-সংযম বলে। আগুন স্পর্শ হইলেই যদি ঘৃত গলিয়া গেল, তবে ঘৃতের দার্ঢ্যতা কোথায়?—ঈশ্বর যাহাই করুন, যুবতীর শুশ্রূষা করিতে হইল। বোধ হয়, দস্যুগণ ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ভয়ে যুবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে গোলকুণ্ডায় আসিল;—সে যে অনেক দূর! আবার ভাবিলেন, আমারই হয় ত ভ্রম হইয়াছে—ভাল করিয়া দেখিয়া আবার বলিলেন, "ভ্রম কোথায়? নিশ্চয়—নিশ্চয়!"

পথিক অঙ্গাবরণীমধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির করিলেন, তাহাতে ঔষধি ছিল,—যুবতীকে সেবন করাইয়া দিয়া তাহার শিয়র-দেশে বসিয়া থাকিলেন। ঔষধির ক্রিয়া অব্যর্থ। দণ্ড দুই গত হইতেই যুবতীর একটু জ্ঞানোন্মেষ হইল,—সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডাকিল "লক্ষ্মী!"

পথিক বলিলেন, "লক্ষ্মী কে? এখানে লক্ষ্মী কেহ নাই। তুমি কাহারও বাড়ীতে নহ, একটা জঙ্গলে—ভগ্ন মস্‌জিদের মধ্যে রহিয়াছ। ডাকাতেরা তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।"

যুবতী চক্ষু মুদ্রিত করিল। অনেকক্ষণ পরে আবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ মনে হইয়াছে। ডাকাত পড়িয়াছিল, মাথায় কপাট পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম,—তাই তোমরা ধরিয়া আনিতে পারিয়াছ; নতুবা পারিতে না। জীবন যাইত—তোমাদের হাতেই যাইত, কিন্তু ধরিয়া আনিতে পারিতে না। এখন আমায় কি করিবে? আমি অনাথিনী বালবিধবা;—আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না। আমাকে ছাড়িয়া দাও—চলিয়া যাই।"

পথিক কোন কথা কহিলেন না। যুবতী চক্ষু মেলিল না। পুনরায় বলিতে লাগিল, "বালবিধবা হিন্দু-রমণী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্ম-

চারিণীর অঙ্গস্পর্শ করিলে পরমায়ু ক্ষয় হয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমাকে ছাড়িয়া দাও—আমি আমার পতিদেবতার চরণ চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া যাই!"

পথিকের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "তাহারা নাই।"

মুদিত চক্ষুতে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহারা নাই?"

প। দস্যুগণ।

শ। কি হইল?

প। বাদসাহের ফৌজ তাহাদের অনুগমন করিয়াছিল। এখানে আসিয়া কতকগুলাকে বা হত্যা করিয়াছে, কতকগুলাকে বা বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শ। আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল না কেন?

প। তোমাকে তাহারা দেখিতে পায় নাই,—বা জানিতে পারে নাই যে, তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

শ। তুমি কে?

প। আমি একজন সন্ন্যাসী।

শ। যথার্থ বলিতেছ, তুমি সন্ন্যাসী, দেবতা—তোমার পবিত্র চরণের দিকে চাহিব কি?

প। তোমার ইচ্ছা।

শকুন্তলা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার দুর্ব্বল মস্তক ঘুরিয়া পড়িল। সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। শকুন্তলা কি মরিয়াছে? সে কি এখন স্বর্গে? নতুবা পৃথিবীতে এ মূর্ত্তি কেন? না, অজ্ঞানাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

আবার ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। আবার সেই চিরারাধ্য মূর্ত্তি! বিশেষরূপে চাহিয়া দেখিল.—এবার উঠিয়া বসিয়া মস্তকে কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল,—"আমি কি স্বপ্নরাজ্যে? এ কি দেখিতেছি?"

প। না,—স্বপ্ন নহে। সত্যই ;—এখন চল।

শ। যাইতে ইচ্ছা নাই—যদি আমার স্বপ্ন ছুটিয়া যায় !

শকুন্তলার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারে জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পথিকেরও চক্ষু জলপূর্ণ হইল। বলিলেন, "এখন হাঁটিয়া যাইতে পারিবে কি ?"

শ। পারিব,—কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিবে না ত ?

প। না !

শ। তবে চল।

তাহারা দুইজনে মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া, যেখানে সিপাহীগণ অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। পথিক একজন সিপাহীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখনই পার হইয়া রাজবাড়ী যাও এবং একখানি শিবিকা ও একজন দাসী লইয়া এখনই ফিরিয়া আসিবে।"

সিপাহী দুই একবার অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে নদীতীরে গিয়া নৌকায় উঠিয়া পার হইয়া চলিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে শিবিকা আসিয়া পঁহুছিল। শকুন্তলাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া, অশ্বারোহণপূর্ব্বক পথিক রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন ;—যেখানে যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন,—সেখানে আর যাওয়া হইল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় মাসাধিক কাল সীমান্তপ্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক কাশ্মীরাধিপতির সহিত সীমান্তনির্দ্দেশকার্য্য সম্পন্ন করিয়া উদয়সিংহ গোলকুণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমারসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারাও গোলকুণ্ডায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাতা-পুত্রে কথা হইতেছিল,—তারা ও লক্ষ্মী গৃহান্তরে বসিয়া তাহা শুনিতে পাইতেছিল। পুত্র কুমারসিংহ বলিলেন, "মা! তোমার মেয়ে রাজরাজেশ্বরী হইবে। উদয়সিংহ যেমন প্রতাপশালী হইয়াছেন, তেমনই সুন্দর সুশ্রী, ততোধিক সুন্দর তাঁহার আচার ব্যবহার। এত যে ধনশালী হইয়াছেন, এত যে অক্ষুণ্ণ প্রতাপশালী হইয়াছেন, বাদসাহের বাদসাহ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে যেন সে সকলের গন্ধও পাওয়া যায় না। কেমন সরলতা, কেমন অমায়িকতা, তাঁহার নিকটে সে সকল যেন আমাদের শিখিতে ইচ্ছা করে। আর অমত করিও না—উদয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দেই।"

মাতা বলিলেন, "তোমার যাহাতে মত, আমি কি তাহাতে সাধে অমত করিতেছি? সে লড়াইয়ে যুবা—কোন্ দিন কোন্ লড়াইতে গিয়া মারা পড়িয়া যাইবে!"

পু। আর যদি একজন দরিদ্র যুবকের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দাও—তাহাকেও ত ডাকাতে মারিয়া ফেলিতে পারে—কোন অপরাধ বা শত্রুর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও পারে, আর রোগে পড়িয়া মরিয়া গেলেও পারে।

মা। তা বটে, তবু দিবার সময় দেখিয়া ত দিতে হয়।

কু। যাহা কিছু দেখিয়া দিবার আছে, তাহার শতগুণ উদয়সিংহে বর্ত্তমান।

মা। তবে তাহাই হউক।

কুমারসিংহের বুকটা ফুলিয়া উঠিল। বলিলেন, "তবে অনুমতি দিলে? আমি গিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসি?"

মা। হাঁ।

কুমারসিংহ সহাস্য আস্যে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। কুমারসিংহের মাতা আজি যে, এত শীঘ্র সম্মতা হইলেন, তাহার কারণ সীমান্তপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার দিন সসৈন্যে উদয়সিংহ যখন নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদে যাইতেছিলেন, তখন নগরে একটা মহাজনতা হইয়াছিল,—ছাতে উঠিয়া কুমারসিংহের মাতা দেখিয়াছিলেন—অশ্বপৃষ্ঠে যেন রাজপুত্র মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। উদয়সিংহের সুন্দর সহাসমুখে সে দিন কুমারসিংহের মাতার মতের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল। সেইদিন হইতেই তিনি মনে মনে আন্দোলন ও আলোচনা করিয়া মনে মনেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, হয় হউক। আমার লক্ষ্মী যেমন ননীর পুতুল, জামাইও তেমনি হইবে। তাই আজি এত শীঘ্র তাঁহার মতের এ পরিবর্ত্তন ও অনুমতি প্রদান। কুমারসিংহ চলিয়া গেলে, মাতাও গৃহান্তরে গমন করিলেন।

তারা লক্ষ্মীর চিবুক ধরিয়া বলিল, "শুন্‌লি?"

ল। কি?

তা। বিবাহ।

ল। তোমার?

তা। তাই হউক—আমারটা তুমি নাও; আমার আবার নূতন হউক।

ল। ভারি যে নূতনের সখ!

তা। পুরাতনে দখল পাই কৈ?

ল। যা বল ভাই,—শকুন্তলার জন্যে আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। না জানি হতভাগী কেমন করিয়া প্রাণটা পরিত্যাগ করিয়াছে!

তা। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে কি, ডাকাতদের ভাত রাঁধিতেছে—তুমি জানিলে কি প্রকারে?

লক্ষ্মীর সমস্ত মুখখানা জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টে তারার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি মর না! তুমি গলায় দড়ী দিতে পার না? হিন্দুর মেয়ে হইয়া অম্লান বদনে বলিলে, হিন্দুর মেয়ে পরপুরুষের ভাত রাঁধিয়া দিতেছে,—হিন্দুর মেয়ে কি মরণে ভয় করে? তাই পুরুষান্তর ভজনা করিবে?"

তারা মৃদু মৃদু হাসিল। হাসিতে হাসিতে কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া বলিল, "টেবু! আপন প্রাণখানিতে সমস্ত পৃথিবী দেখ। হিন্দুর মেয়ে পরপুরুষের ভাত রাঁধে না,—যত বাজারে বেশ্যা সকলেই বুঝি মুসলমান? লক্ষহীরা কি জাতি? যে রাঁধে না, সে হিন্দু হইয়াও রাঁধে না—মুসলমান হইয়াও রাঁধে না। আবার যে রাঁধে—সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক রাঁধে। ঘটনাস্রোতে মানুষকে কখন্ কোন্ দিকে ভাসাইয়া লয়—তা কি বলা যায় বোন্!"

ল। আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না। শকুন্তলা মরিয়া গিয়াছে।

তা। ঠিক্ সে মরিয়া ভূত হইয়া গাছে গাছে বেড়াইতেছে।

ল। দুর ভূত হবে কেন?

তা। অপমৃত্যু মরিয়াছে যে—আত্মহত্যা করিয়াছে।

ল। সতীত্ব রক্ষা করিতে আত্মহত্যা করিলে অপমৃত্যু হয় না।

তা। তবে ভূত হয় নাই—তাহার মোক্ষ হইয়াছে। এখন তোমার যে বিয়ে।

ল। তা হোক্—তোমার মজা।

তা। আমার কি প্রকার মজা?

ল। সেই উদয়—সেই তুমি।

তারার বুকের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। সেই উদয়—সেই আমি! আবার দেখা সাক্ষাত হইবে! কেমন করিয়া থাকিব? না দেখিয়া তবু ছিলাম,—দেখিলে কেমন করিয়া থাকিব। বিধাতা, তোমার মনে কি আছে দেব?

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবিতেছ কি?"

তা। ভাবিতেছি,—তুমি রোজ রোজ আমাকে খোঁটা দিবে; কথা তুমি তোমার বরের সঙ্গে বলিয়া দেবে, আমাদের বৌ তোমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হইয়াছিল।

তারার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

ল। তোমার পায়ে পড়ি বৌ; আমি আর কখন অমন কথা মুখে আনিব না।

তারা লক্ষ্মীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল। তারা মনে মনে ভাবিল—উদয়ের চুম্বনে এই মুখ পরিপূর্ণ হইবে। হায়, বিধাতা;—এমন মুখ কি তারার হইতে পারে না?

রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ডের সময় কুমারসিংহ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখনও সেখানে লক্ষ্মী ও তারা বসিয়া কড়ি খেলা করিতেছিল। দাদাকে দেখিয়া, কড়ি ফেলিয়া লক্ষ্মী ছুটিয়া বাহির হইয়া মাতার নিকটে চলিয়া গেল। তারা কুমারসিংহের মুখের

দিকে চাহিয়া বলিল, "নূতন বোনাইকে পেয়ে পর্য্যন্ত আর যেন সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল?"

কুমারসিংহ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকার?"

তা। (হাসিয়া) আর যে দর্শন পাওয়াই ভার। ভ্রাতাকে যখন এরূপ গুণ করিয়াছে—তখন ভগিনীকে কি একেবারে ক্ষেপাইয়া দিবে?

কু। আর ভগিনীর ভ্রাতৃবধূকেও বোধ হয় কিছু করিতে পারে।

তা। (হাসিয়া) বিবাহের কি হইল? দিন স্থির হইল?

কু। হাঁ—সত্বরই।

তারার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথা কহিতে পারিল না। "সকলকে একবার সংবাদটা শুনাইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া কুমারসিংহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারা ভাবিতে লাগিল, উদয়ের কথা হইলেই আমি এমন হই কেন? আমার স্বামী আমাকে এত যত্ন করেন, এত ভালবাসেন—তবু তাহার কথা উঠিলেই আর মনকে বুঝাইতে পারি না কেন? উদয়—উদয় আমার কে? সে কি ভুলেও আমার কথা ভাবে—কিছু না। তবে আমি মরি কেন? কেন আমার এ যন্ত্রণা! হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বলদাতা হরি! আমার হৃদয়ে বল দাও। যেন পথ ভুলিয়া বিপথে না পড়ি—আপনিই পুড়িতেছি—আপনিই পুড়িব—যেন আমার নরকবহ্নিতে আমার স্বামীর কোনরূপ কষ্ট না হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজি উদয়সিংহের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহের দিন;—সমস্ত নগর যেন এই উৎসবে মুখরিত। উদয়সিংহ দেশের গুভ, সুতরাং নগরে একটা মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে,—কত লোক যে এই বিবাহে ভোজন করিবে, কত দরিদ্র যে এই বিবাহে উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দধি দুগ্ধের বাজার ভয়ানক মহার্ঘ হইয়া গিয়াছে,—কেননা, দশ দিন হইতে গোপগণ ছানাক্ষীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে, তৎপরে দধি প্রস্তুত করিতেছে,—দুগ্ধ যোগাইতে হইতেছে। সন্দেশ একেবারে অনন্তদুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে—আট আনা সের দরে যাহ বিক্রয় হইতেছিল, তাহার দর একেবারে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছে ময়দা, ত বাজারে দুষ্প্রাপ্য—অর্দ্ধেক ময়দা অর্দ্ধেক চাউলের গুঁড়া দিয় দ্বিগুণ দরে বিক্রয় হইতেছে,—তাহাও বাজারে নাই। কন্যা এবং বর পক্ষের উভয় বাড়ীতেই বিরাট আয়োজন—কাজেই বাজারের দ্রব্যাদির দর উচ্চ হইতে উচ্চ মূল্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে;—কুমারসিংহের বাড়ীতে মহ ভুলস্থূল লাগিয়া গিয়াছে। হালুইকর ব্রাহ্মণগণ লুচি ভাজিয়া পাহাড়ের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে,—ব্যঞ্জন রাখিবার জন্য পাত্রে কুলায় না,—বড় বড় হ্রদ কাটিয়া পত্রাবরণী করিয়া তাহাতে রক্ষা করিতেছে

চারিদিকে গৃহ সাজান—শয্যা প্রস্তুত, আলো টাঙ্গান প্রভৃতি কার্যে বহুলোক খাটিতেছে। ছেলেরা সব সন্দেশ মতিচুর ও মিঠাই লইয়া ভাঁটা খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সারমেয়কুল লোলুপ দৃষ্টিতে আহারীয়ের উপরে চাহিয়া আছে,—কেহ বা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া স্বজাতির উপরে ঝাল ঝাড়িয়া তাহাকে কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে;

সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দস্রোত অন্দর মহলেই প্রবাহিত অধিক—মেয়েরা হাসিতেছে, গোল করিতেছে—ঝগড়া বাধাইতেছে—আর নূতন বর আসিলে, তাহার সহিত কি প্রকারে কথা কহিতে হইবে, কি প্রকারে বহু পুরাতন রসকাহিনী নূতন করিয়া প্রচার করিতে হইবে, কোন্ কোন্ গান গাহিয়া বাহাদুরি লইতে হইবে, তাহার আন্দোলন, আলোচনা ও পরিমার্জ্জনা করিতে লাগিল। কতকগুলি বা কন্যা সাজাইতে মনোভিনিবিষ্টা। যাহার যেমন রুচি, যেমন পসন্দ—সে সেই প্রকারেই লক্ষ্মীকে সাজাইয়া দিতেছে। একে লক্ষ্মীর অপরিসীম সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার সাজ-সজ্জা—যেন হীরা বিজড়িত হৈমালঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এই শুভদিনের শুভক্ষণে লক্ষ্মী প্রাণের ভিতরে একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আজি যদি শকুন্তলা থাকিত। সে থাকিলে বুঝি লক্ষ্মীর আনন্দ আরও একটু বাড়িত।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সমস্ত বাড়ীখানিতে অসংখ্য আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বর আসিতে বিলম্ব নাই বলিয়া ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি প্রভৃতি একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বেহারাদের হুম্ হাম্ শব্দ, আর বাজনার প্রবল কোলাহল হইয়া ও সৈন্যগণের বাহ্বাস্ফোটন এবং অশ্ব হস্তীর চীৎকার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর আসিয়া সভাস্থ হইলেন। বর দেখিয়া পুরাঙ্গনাগণ পরম প্রীতি লাভ করিল; যথাসময়ে শুভলগ্নে সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইয়া গেল। শুভ দৃষ্টির সময়, বর-কন্যা-হৃদয়ে একটা অননুভূত আনন্দ-ধারা উছলিয়া উছলিয়া উঠিল।

তৎপরে আহারাদির ব্যাপার—অগণ্য লোক খাইতেছে, অগণ্য লোকে পরিবেশন করিতেছে, "দীয়তাং ভোজ্যতাং" ভিন্ন আর কথাই নাই।

এদিকে বাসরের ব্যাপার! বরকন্যা বাসরে গিয়াছে, যোষিৎকুল তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, গান, ছড়া প্রভৃতি বহু প্রকার আচার হইতেছে। অনতিদূরে দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া, মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া তারা বসিয়া আছে। সহসা সেই গৃহে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রমণীমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেল। সে শকুন্তলা। শকুন্তলার বিধবা-বেশ নাই, তাহার হস্তে গহনা উঠিয়াছে; পরিধানে শাড়ী, সীমন্তে সিন্দূরের বিন্দু।

শকুন্তলা হাসিতে হাসিতে বরকন্যার প্রায় কাছে গিয়া বসিল। বলিল, "লক্ষ্মী আমি আসিয়াছি।"

উদয়সিংহ শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া মস্তক নত করিলেন। লক্ষ্মী সেই ঘোমটার মধ্য হইতে শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া, মনে মনে বড় রাগিল। ভাবিল, হতভাগী, পোড়ার-মুখী; তবে কি যাহা করিতে নাই, তাহাই করিয়া সধবার বেশ ধরিয়াছে? আমার সম্মুখে কেন মরিতে আসিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই শকুন্তলার পৃষ্ঠদেশে গোটা কয়েক কিল দিয়া বাহির করিয়া দেয়, তবে নূতন বর, কি বলিবে, তাহা পারিয়া উঠিল না। সে কোপকষায়িত লোচনে শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শকুন্তলা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি স্বামী পাইয়াছি, হারাধন মিলিয়া গিয়াছে।"

সংবাদ শুনিয়া, লক্ষ্মীর আর আনন্দ ধরে না। সে সামলাইতে পারিল না। উঠিয়া শকুন্তলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "পোড়ারমুখী;—খবর কি ভাল করিয়া বল?"

শ। ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া, বনের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে,—আমি বাড়ী হইতে মূর্চ্ছিত হই—সেই মূর্চ্ছা যখন

ভাঙ্গিল, তখন দেখি—আমার শিয়রদেশে, আমার ইষ্টদেব স্বামী বসিয়া আছেন!

ল। ওমা, তোমার ভয় হইল না—মরা স্বামী?

শ। আমাকে দেখিয়া তোমাদের ভয় হইল না? আমিও ত মরিয়া গিয়াছিলাম।

ল। তোমাকে ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তুমি মরিলেও পার, বাঁচিলেও পার।

শ। আমার স্বামীরও ত সেইরূপ সন্দেহ ছিল।

ল। তারপর?

শ। তারপরে যেমন হইয়া থাকে—কান্নাকাটি প্রভৃতি।

ল। তারপরে?

শ। তারপরে, শোয়ারীতে চড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিলাম।

ল। রাজবাড়ী—এই রাজবাড়ীতে নাকি তোমার স্বামী থাকিতেন?

শ। থাকিতেন না;—তোমার উনি, আমার তিনি এক সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। সে দিন আমি উপস্থিত ছিলাম না—নতুবা ধরিতে পারিতাম। উদয়সিংহ আর তিনি একদিন নাকি ভিখারী সাজিয়া তোমাদের বাড়ী গান গাহিয়া গিয়াছিলেন?

ল। ওমা, তাকি জানি! তাঁর নাম কি?

শ। (হাসিয়া) পরমেশ্বরকে আরও যা বলে।

ল। ওঃ! ভগবান্। কি আহ্লাদের কথা। ভাল, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এতদিন এই নিকটেই ছিলেন,—তোমাকে খোঁজ করেন নাই কেন? আর ছাড়িয়াই বা নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন কেন?

শ। সে অনেক কথা,—আর একদিন বলিব—এখন দাদাকে জাগিগে চল।

ল। আমি শুনিয়া তবে যাইব।

শ। আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিবেন ? তিনি জানিতেন, আমি অযোধ্যায়—অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ব বাড়ীতেই আছি। তারপরে আমরা এখানে চলিয়া আসিলে, তিনি একবার নাকি অযোধ্যায় গোপনে গোপনে আমাদের খোঁজে গিয়াছিলেন, কিন্তু খোঁজ না পাইয়া, ফিরিয়া আসেন।

ল। নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন কেন,—তাহা শুধাইয়াছ ?

শ। শুধাইতে কি আর কিছু বাকি রাখিয়াছি। তিনি বলিলেন, সংসারাশ্রমের উপর বীতরাগই চলিয়া যাইবার কারণ।

ল। তারপরে, শ্রাদ্ধাদি করিয়া বিধবা-বেশ ধরিয়াছিলে, শাস্ত্রমতে পুনরায় তাঁহার সহিত ঘর করায় কোন দোষ হয় কি না, তাহা জানিয়াছ ?

শ। কাশীনাথ বলিয়াছেন—স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য—ইহকালে হউক, পরকালেই হউক—মিলনই উদ্দেশ্য। স্বামীর সহিত সংমিলন জন্য স্ত্রীর কোন বাধা নিষেধ নাই।

ল। তোমাকে না দেখিয়া, আমার বড় কষ্ট হইতেছিল, এখন চল একটা গান গাহিবে।

শ। সে আর হয় কৈ ? আমি যে এখন বরের পিসী, কনের মাসী আমিই তোমার বরকে স্বহস্তে সাজাইয়া পাল্কীতে তুলিয়া দিয়াছি।

ল। তাইতে বুঝি আগে আসিতে পার নাই ?

তখন তাহারা উভয়ে যেখানে বর লইয়া রমণীকুল আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তারাও শকুন্তলার কথা শুনিয়া বড় প্রীত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় একমাস হইল, বিবাহোৎসব মিটিয়া গিয়াছে; একদিন উদয়সিংহ শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া, তথায় আগমন করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ন। মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সায়াহ্ন-কিরণ কুমারসিংহের অন্দরমহলের সুবিস্তৃত কুসুম-উদ্যানে তরল সোণার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। উদ্যানের উত্তরপার্শ্বস্থ কামিনীকুঞ্জের আড়ালে, একটা আম্রবৃক্ষের সরু শাখা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়া সমান ভাবে চলিয়া গিয়াছে,—উপর হইতে দক্ষিণ ও বামে দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি খুব চিকণ ডাল নিম্নদিকে ঝুলিয়া আসিয়াছে,—সেই লম্বিত ডালের উপরে দুই পাশের দুইটি ডাল ধরিয়া, তারা বসিয়াছিল। তাহার মস্তকের বসন উন্মুক্ত—আগুল্ফ বিলম্বিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ বিনিন্দিত চুলের রাশি অবেণীবদ্ধ, তাহা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া কতক ঊর্দ্ধমুখে উঠিতেছে, কতক কপোলে, কতক বা অংসে পড়িতেছে। পা দুই-খানি লম্বিত,—দেহভরে শাখা দুলিতেছে—উঠিতেছে, নামিতেছে,—পরিধানের বসন পবনের সহিত খেলা করিতেছে। তারার রূপে বনস্থলী আলো করিয়া রহিয়াছে। তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নে উদাস দৃষ্টি। উহা ডাহিনে বামে বৃক্ষবহুল উদ্যানের বিশাল বিস্তারে বিচরণ করিতেছে না। সে একটি যুবক ও যুবতীর গতি-বিধি, আশাশূন্য, সুখশূন্য, অর্থশূন্য নেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

যুবক ও যুবতী বিশ্রব্ধ আলাপে আত্মবিস্মৃতবৎ পুষ্পোদ্যানের এক নির্জ্জন বর্ত্মে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা ক্রমে দক্ষিণের দ্বারের নিকটে গেল,—উভয়ে উভয়ের ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি অধরযুগলে দাম্পত্যের মিলন-চিহ্ন মুদ্রিত করিল। যুবক উদয়সিংহ, যুবতী তদীয় পত্নী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিল, "চল গৃহে যাই—শকুন্তলার আসিবার কথা আছে।"

উ। শকুন্তলার জন্য আর ভাবনা কি, বাড়ী গিয়া তাহার সহিত একত্রেই সংসার করিতে পারিবে।

ল। সে কি তোমাদের সঙ্গে একান্নভুক্ত?

উ। একান্নভুক্ত না হউক—এক পরিবারভুক্ত, এক বাড়ীতেই অবস্থান।

ল। আমি তাহার সহিত বড় সুখেই থাকিতে পারিব।

উ। আমি তোমাকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি।

ল। সুখ যাহার অদৃষ্টে থাকে, সেই সুখী হয়—এখন চল।

তাহারা বাহির হইয়া গৃহে চলিয়া গেল,—নিদাঘ-সমীর তাহাদের মন্দ কণ্ঠের মৃদুধ্বনি তারার উৎসুক কর্ণে বহিয়া লইয়া গেল। তাহার হতাশচিত্ত তখন বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তখন চেতন আছে কি অচেতন আছে, কিছুই মনে করিতে পারে নাই। বুঝি চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়াছিল। বুঝি মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে করুণস্বরে গান গাহিতে লাগিল। গান বুঝি সে ইচ্ছা করিয়া গাহে নাই। বুঝি তাহার অজ্ঞাতসারে আপনিই সে গান বাহির হইতেছিল। গাহিল,—

সপ্তমীর শশী কুমুদীরে তুষি গগনের গায়ে লুকাইল অই;
পরাণভরা পিপাসা আমার, সুধার-ধারা মিলিল কই?
চাহিয়া চাহিয়া তাহার দিকে,
রজনী বঞ্চিব পরম সুখে,
আছিল বাসনা, তাহা পুরিল না, কেবলি অনল-যাতনা—
বুকভরা মোর বিকট বেদনা,
বারেক ফিরিয়া কখন দেখে না,
তথাপি কেন বা এত আকুলতা, কেন বা হতাশে চাহিয়া রই।

গান থামিয়া পড়িয়া নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। উদাস সমীর সে গানের প্রতিধ্বনি লইয়া দূর হইতে দুরান্তরে গমন করিল। তারার প্রাণের করুণ-কাহিনী, হতাশের মর্ম্মোচ্ছ্বাস কেহই শুনিল না। তারার বর্ষার বন্যার ন্যায় দুকূল-প্লাবি, গ্রীষ্মান্ত-বাত্যার ন্যায় প্রচণ্ড প্রখর, উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় জীবনশোষক, প্রেমের কাহিনী কেহ শুনিল না। তাহার চক্ষের জল তাহারই অপাঙ্গে ঝরিল—শুকাইল। তারা অনেকক্ষণ নিস্পন্দে উন্মাদিনীর ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিল,—কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "হা ভগবান্‌!—প্রেমের আশা ভাঙ্গিয়াছে;—কিন্তু প্রেম কি গিয়াছে? কখনও কি তাহা যায়? দীনবন্ধু! আমার হৃদয় দারুণ পিপাসায় পুড়িতেছে,—উদয়ের নামে—উদয়ের পায়ে—সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, দাসী কি এই মরুশ্মশান লাভ করিল? হায়, সূর্য্যমুখীর মত সেই রবির পানে চাহিয়া, এইরূপেই কি জীবন-বৃন্তে শুকাইয়া যাইব? দুর্ব্বলের বল দীন অনাশ্রয়ের আশ্রয়! ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?"

তারা নিস্তব্ধ হইল। তাহার চোখ-মুখের ভাব দেখিলে, বোধ হয় সে যে প্রকৃতিস্থা নহে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "মরণের কথা! মরি না কেন? উদয়কে রাখিয়া মরিলেও সুখ হইবে না। তাহাকে এই বুকে চাপিয়া মারিব, তাহাকে এই বুকে লইয়া মরিব।"

তারা পাগলিনীর মত আম্র-শাখা হইতে লাফাইয়া পড়িল, পাগলিনীর মত ছুটিয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইতে একটা কুলগাছের শাখা-কণ্টকে তাহার অঞ্চল আবদ্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাহার কাপড়ে টান পড়িল। চিত্ত-স্রোতের প্রবাহ যেন একটু থামিল, একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইল। তারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, কণ্টক হইতে আঁচল

লইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থা হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক একবারে নিজ শয়নকক্ষে গমন করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বলিয়াছে।

তারা শয়ন করিয়াও সুস্থ হইতে পারিল না। তাহার গায়ে যেন বিছার কাঁমড় জ্বলিতে লাগিল। বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল, জিভ তালুমূল শুকাইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে শয্যা-কণ্টকের ন্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই গৃহে কুমারসিংহ আগমন করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তারার শিয়রে উপবেশন করিলেন। তারার তখন সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু তবু কে জানে, তাহার মস্তকের ভিতর কি গোলমাল হইয়া গেল, লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কে—কে তুমি উদয় ?"

কুমারসিংহ বলিলেন—"না, আমি কুমরসিংহ; উদয় বোধ হয় বাহিরে গিয়াছেন।"

তারার মস্তকটা অতিদ্রুত ঢলিয়া আসিয়া কুমারসিংহের স্কন্ধের উপর পতিত হইল। তাহার চক্ষুর জলে কুমারসিংহের স্কন্ধ ভিজিয়া উঠিয়া তথা হইতে গড়াইয়া বক্ষঃস্থলে পড়িল, তিনি বিস্মিত হইয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা, তুমি কি কাঁদিতেছ ?"

তারা তদবস্থাতেই উদাস-করুণ-স্বরে ধরা আওয়াজে ভরা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমার ব্যথা সারিতে পার না ?"

কুমারসিংহ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যথা তারা ?"

তা। বুকের ব্যথা ?

কু। বুকে কিসের ব্যথা ? কৈ আমাকে ত কোন দিন বল নাই ?

তারার জ্ঞান হইল। কি সর্ব্বনাশ! সামলাইয়া লইয়া বলিল "অম্লের ব্যথা হইয়াছে।"

"আমি জানি না বলিয়াই প্রতীকারের চেষ্টা হয় নাই। গৃহে বেতনভোগী ভিষক্ আছেন, না হয়, যাহা দ্বারাই হউক দুই চারিদিনের মধ্যেই তোমার রোগ আরোগ্য যাহাতে হয়, তাহা করিব। আমার সমস্ত সম্পত্তি এবং আমিও তোমার।" এই কথা বলিয়া কুমারসিংহ তারার অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখ চুম্বন করিলেন।

ঠিক এই সময় তাহাদেরই গৃহের নিম্ন দিয়া রাজপথে দীপচাদ গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে :—

এসেছি এখানি যাব
শুধু চোখের দেখা দেখে,
বেদনা ব'লে যাব
মরমে নিয়ে স্মৃতি লিখে।
আর কিছু না চাহিব
নীরবে ভাল বাসিব
হাসি দেখে পলাইব
তোমরা রবে গো সুখে।

দীপচাঁদের গানের প্রতিধ্বনি লইয়া নৈশ-সমীর হায় হায় করিয়া ছুটিতে লাগিল। দুর হইতে কৃষ্ণা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কেন কাঁদ? মানুষের জীবন-ব্যাপী মর্ম্মোচ্ছ্বাস—সীমাহীন। একজন প্রাণের মানুষের প্রতীক্ষায় মানুষ পাগল,—যেন একেই সৃষ্টিতত্ত্ব সপ্রমাণ। কিন্তু কেন? সে কথা তুলিও না। বিধাতার লীলা তোমার আমার বোধাতীত—দুরূহ সমস্যা। সেই জন্যই এত হা-হুতাশ—এত লুকো-চুরি।

উপসংহার।

অতঃপর আমাদিগের আখ্যায়িকা পরিসমাপ্ত হইল।

অদ্ভুতকর্ম্মা কাশীনাথের বিশেষ কোন পরিচয়ই প্রদান করা হয় নাই। কাশীনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। গোলকুণ্ডাতেই তাঁহার নিবাস। দেশের একান্ত দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি একটি দল সৃষ্টি করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন।

আমাদের পাঠক-পাঠিকার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, প্রথমে যে বিশ্বনাথকে রক্ষা করিবার জন্য উদয়সিংহ হসন্‌সাহেবের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, —কাশীনাথ সেই বিশ্বনাথের পিতা।

একদিন কথায় কথায় উদয়সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বনাথকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া কাশীনাথের সহিত মিলন করিয়া দিলেন এবং বিশ্বনাথকে বাদসাহ-সরকারে একটি উচ্চপদ প্রদান করা হইয়াছিল।

অনেকদিন হইল, কাশীনাথের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। পুত্র ও পুত্রবধূকে বুঝাইয়া ভগবৎসাধনা জন্য তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

যাইবার আগের দিন তিনি উদয়সিংহকে ডাকিয়া গলদশ্রুলোচনে বলিয়া গিয়াছিলেন, "শস্যশ্যামলা, সূর্য্যকরোজ্জ্বলা, শৈলকিরীটিনী, সাগরাম্বরা আনন্দময়ী মায়ের চরণে যেন মতি থাকে। আমি চলিলাম—আর আসিব না। স্বদেশবাসীদিগকে স্বদেশ-ভক্তি শিক্ষা দিও, রাজদ্রোহী হইতে বাসনা করিও না—আর তাহা হইবে না। রাজভক্তি হৃদয়ে লইয়া রাজার হিত কাঙ্ক্ষা করিয়া স্বদেশবাসীকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিও। আর সুখে দুঃখে,—কেবল প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিও। আমরা দুই দণ্ডের জন্য খেলিতে আসিয়াছি—খেলায় ভুলিয়া যাইও না,—দুই দণ্ডের খেলা,—খেলা ভাঙ্গিলে কিছুই সঙ্গে যাইবে না।"

উদয়সিংহ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিলেন,—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

কাশীনাথের গমনে দিনকতক গোলকুণ্ডা যেন শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ।